182. f. d. 901, 16.

দ্রব্যগুণ-পরিচয়।

প্রথম সংস্করণ।

কবিরাজ
শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ কর্ত্তৃক
সংগৃহীত
ও
১৭ নং কাশীনাথ দত্তের ষ্ট্রীটস্থ
"বন্দেমাতরম্-ঔষধালয়"
হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৬

মূল্য ৷৷৹ আট আনা।

সূচীপত্র।

—*—

অ

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
অতিরিক্ত মধুর রস সেবনের গুণ	...	২
অম্লরসের গুণ	...	”
অতিরিক্ত অম্লরস সেবনের গুণ	...	৩
অধিক লবণরস সেবনের গুণ	...	”
অধিক তিক্তরস সেবনের গুণ	...	”
অধিক কটুরস সেবনের গুণ	...	৪
অতিরিক্ত কষায় রস সেবনের গুণ	...	”
অনুলোমন গুণের ক্রিয়া	...	৭
অভিষ্যন্দির ক্রিয়া	...	১০
অষ্টবর্গের লক্ষণ ও গুণ	...	২৮
অলক্তকের (আল্‌তার) গুণ	...	৩৮
অহিফেনের নাম ও গুণ	...	৪৩
অগুরু চন্দনের নাম	...	৪৮
অগুরু চন্দনের গুণ	...	৪৯
অপরাজিতার নাম ও গুণ	...	৭৬
অপামার্গ ফলের গুণ	...	৯১
অতিবলার নাম	...	৮০
অঙ্কোট ফলের গুণ	...	”
অতিবলা চুর্ণ	...	৮১

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
অর্ক পুষ্পীর নাম ও গুণ	...	৯৮
অশ্বগন্ধার নাম ও গুণ	...	৮৬
অলম্বুষার নাম ও গুণ	...	৯৯
অশোক ফুলের নাম ও গুণ	...	১১০
অশ্বথের নাম ও গুণ	...	১১৪
অর্জ্জুনবৃক্ষের নাম ও গুণ	...	১১৭
অনন্তমূলের নাম ও গুণ	...	৯৩
অম্লবেতসের নাম ও গুণ	...	১৪৩
অমৃত ফলের নাম ও গুণ	...	১৪১
অশোধিত স্বর্ণের দোষ	...	১৪৫
অসম্যক্ মারিত স্বর্ণের দোষ	...	,,
অশোধিত রৌপ্যের দোষ	...	,,
অশোধিত তাম্রের দোষ	...	১৪৬
অশোধিত বঙ্গ ও সীসার দোষ	...	১৪৭
অশোধিত লৌহের দোষ	...	,,
অশোধিত স্বর্ণমাক্ষিকের দোষ	...	১৪৯
অশোধিত তার মাক্ষিকের দোষ	...	,,
অশোধিত গন্ধকের দোষ	...	১৫৪
অভ্রের উৎপত্তি ভেদে নাম	...	১৫৪
অশোধিত অভ্রের দোষ	...	১৫৫
অভ্রের গুণ	...	,,
অশোধিত মনঃশিলার দোষ	...	১৫৬
অশোধিত হীরকের দোষ	...	১৬০

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
অড়হরের নাম ও গুণ	...	১৬৮
অতি ক্ষুদ্র মাছের গুণ	...	২০২
অল্প জল পান বিধি	...	২১০
অরিষ্টের লক্ষণ ও গুণ	...	২৩২

আ

আমলকীর নাম ও গুণ	...	১৭
আমলকীর মজ্জার গুণ	...	ঐ
আদার নাম ও গুণ	...	১৮
আতইযের নাম ও গুণ	...	৪০
আকন্দক্ষীরের গুণ	...	৭১
আলকুশীর নাম ও গুণ	...	৭৮
আকনাদির নাম ও গুণ	...	৮৭
আপাংগাছের নাম ও গুণ	...	৯০
আকাশবল্লী লতার নাম ও গুণ	...	৯৬
আমের নাম	...	১২৪
আম্রপুষ্পের গুণ	...	ঐ
আমসীর গুণ	...	১২৫
আমসত্ত্বের লক্ষণ ও গুণ	...	১২৬
আম্রবীজের গুণ	...	ঐ
আমের কচিপাতার গুণ	...	ঐ
আমড়ার নাম ও গুণ	...	১২৭
আখরোটের নাম ও গুণ	...	১৪১
আম্রগন্ধি হরিদ্রার নাম ও গুণ	...	৩৮

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
আলুর নাম ও গুণ	...	১৮৪
আনূপ মাংসের প্রকার ভেদ ও গুণ	...	১৮৮
আমরুলশাকের নাম	...	১৭৫
আমরুল শাকের গুণ	...	১৭৬
আরনালের লক্ষণ ও গুণ	...	২৩০
আসবের লক্ষণ ও গুণ	...	২৩৩
আর্য্যমধুর লক্ষণ ও গুণ	...	২৩৫
ই		
ইন্দ্রযবের নাম ও গুণ	...	৩২
ইন্দুরকাণীর নাম ও গুণ	...	১০৪
ইঙ্গুদীবৃক্ষের নাম ও গুণ	...	১১৯
ইন্দ্রবারুণীর নাম ও গুণ	...	৮৮
ইলিশ মাছের গুণ	...	২০০
ইক্ষুর নাম ও গুণ	...	২৩৬
ইক্ষুর প্রকার ভেদ	...	২৩৭
ইক্ষুর মূল, মধ্য ও অগ্রভাগের গুণ	...	২৩৮
ইক্ষুজাত গুড়াদির গুণ	...	”
ইক্ষুজাত ফানিতের লক্ষণ ও গুণ	...	২৩৯
ইক্ষুগুড়ের লক্ষণ ও গুণ	...	”
উ		
উষ্ণবীর্য্যের গুণ	...	১১
উভয়বিধ গৈরিকের গুণ	...	১৫৭
উপরত্নের নির্ণয়	...	১৬১

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
উড়ীধানের নাম ও গুণ	...	১৭২
উচ্ছের গুণ	...	১৮১
উদ্ভিদ জলের গুণ	...	২০৭
উষ্ণ শীতলভেদে জল পরিপাকের কাল নির্ণয়	...	২১২
উষ্ণ শীতলভেদে গব্য দুগ্ধের গুণ	...	২১৪
উষ্ট্রীর দুগ্ধের গুণ	...	,,
উষ্ট্রীঘৃতের গুণ	...	২২৫

ঋ

ঋষভকের নাম	...	২৮
ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির উৎপত্তি, লক্ষণ, নাম ও গুণ	...	৩০
ঋষ্যের নাম ও তাহার মাংসের গুণ	...	১৯২
ঋতুভেদে মেঘবর্ষিত জলের গুণ	...	২০৪
ঋতুভেদে তড়াগাদির জল পানবিধি	...	২০৯

এ

একাঙ্গীর নাম ও গুণ	...	৫৮
এলবালুকার নাম ও গুণ	...	৬১
এরণ্ডপত্রের ও ফলের গুণ	...	৭০
এণমাংসের গুণ	...	১৯২
এলেং মাছের গুণ	...	২০১

ও

ওলের নাম ও গুণ	...	১৮৪

ঔ

ঔদ্ভিদ লবণের নাম ও গুণ	...	৪৪
ঔদ্দালক মধুর লক্ষণ ও গুণ	...	২৩৫

ক

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
কর্পূরের নাম ও গুণ	...	৫৮
কণ্টকারীর নাম ও গুণ	...	৬৭
করমচার নাম ও গুণ	...	১৩৫
কমলালেবুর গুণ	...	১৪৩
কটুরসের গুণ	...	৩
কষায় রসের গুণ	...	৪
কট্‌কীর নাম ও গুণ	...	৩১
কট্‌ফলের নাম ও গুণ	...	৩৫
কমলাগুড়ীর নাম ও গুণ	...	৩৬
করীর অর্থাৎ বাঁশের কোরের গুণ	...	৮২
কর্কন্ধুর গুণ	...	১৩৪
কপিত্থের নাম	...	১৩২
কপিত্থ বা কাঁচা কদবেলের গুণ	...	১৩২
কচি বেলের গুণ	...	১৩২
কলার নাম	...	১২৮
করীর বৃক্ষের নাম ও গুণ	...	১২২
কটভী বৃক্ষের নাম ও গুণ	...	”
কটভী ফলের গুণ	...	১২৩
কচি আমের গুণ	...	১২৪
কহ্লারের নাম ও গুণ	...	১০৬
কদমফুলের নাম ও গুণ	...	১০৮
কর্ণিকা পুষ্পের নাম ও গুণ	...	১১০

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
কলার প্রকার ভেদে গুণ	...	১২৯
কর্দ্দমের গুণ	...	১৫৯
কঙ্কুষ্ঠের উৎপত্তি ও লক্ষণ	...	"
কঙ্কুষ্ঠের নাম ও গুণ	...	"
কর্পূর হরিদ্রা বা আম আদার নাম ও গুণ		৩৮
কলমী শাকের নাম ও গুণ	...	১৭৫
করলা ও উচ্ছের নাম ও গুণ	...	১৮১
কটরা শিমের নাম ও গুণ	...	১৮২
কদলী পুষ্পের গুণ	...	১৭৯
কদলীকন্দের গুণ	...	১৮৫
কচ্ছপের নাম ও মাংসের গুণ	...	১৯৮
কই মাছের গুণ	...	২০১
কাগজীলেবুর নাম ও গুণ	...	১৪২
কামরাঙ্গার নাম ও গুণ	...	১৪৩
কান্ত লৌহের লক্ষণ ও গুণ	...	১৪৮
কাঞ্চনের নাম	...	৭৪
কাঞ্চনের গুণ	...	৭৫
কাঞ্চনার পুষ্প ও কোবিদার পুষ্পের গুণ	...	৭৫
কাকমাচীর নাম	..	৯৪
কাকমাচীর গুণ	...	৯৫
কাকনাসার নাম ও গুণ	...	৯৫
কাকজঙ্ঘার নাম ও গুণ	...	"
কাঞ্জিকের লক্ষণ ও গুণ	...	২৩০

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
কান্তার ইক্ষুর গুণ	...	২৩৭
কাণ্ডেক্ষুর গুণ	...	"
কাকোলী ও ক্ষীর কাকোলীর উৎপত্তি ও লক্ষণ		২৯
কাকোলীর নাম	...	৩০
কাকোলী ও ক্ষীর কাকোলীর গুণ	...	"
কার্পাসের নাম	...	৮২
কার্পাসমূলের গুণ	...	"
কার্পাস পত্রের গুণ	...	"
কার্পাস বীজের গুণ	...	"
কাশের নাম ও গুণ	...	৮৩
কাশ্মীরদেশীয় কুঙ্কুমের লক্ষণ	...	৫৫
কাকডুম্বুরের নাম ও গুণ	...	১১৫
কালকূট বিষের স্বরূপ	...	১৬২
কাঙ্গনি ধান্তের নাম	...	১৭০
কাঙ্গনি ধান্তের গুণ	...	১৭১
কাল শাকের নাম ও গুণ	...	১৭৫
কাল কাসুন্দের নাম ও গুণ	..	১৭৮
কাঁকলার নাম ও গুণ	...	৬০
কাঁঠালের নাম	...	১২৭
কাঁচা কেওড়ার গুণ	...	"
কাঁচা কাঁঠালের (ইচোড়ের) গুণ	...	১২৮
কাঁঠাল বীজের গুণ	...	"
কাঁচা কলার গুণ	...	১২৮

বিষয় ।		পৃষ্ঠাঙ্ক ।
কাঁচা তরমুজের গুণ	...	১৩০
কাঁচা শসার গুণ	...	১৩০
কাঁচা সুপারীর গুণ	...	১৩১
কাঁচড়া দামের নাম ও গুণ	...	১৭৪
কাঁচা মিঠা কুমড়ার গুণ	...	১৮০
কাঁকুড়ের নাম ও গুণ	...	"
কাঁচা কাঁকুড়ের গুণ	...	"
কাঁকরোলের নাম ও গুণ	...	১৮৩
কাঁসার নাম ও গুণ	...	১৫০
কাঁচা মরিচ	...	২০
কাঁকড়া শৃঙ্গীর নাম ও গুণ	...	৩৫
কিঙ্কিরাত পুষ্পের নাম	...	"
কিঙ্কিরাত পুষ্পের গুণ	...	১১০
কিস্‌মিসের নাম ও গুণ	...	১৩৯
কুব্জপুষ্পের নাম ও গুণ	...	১০৯
কুন্দ পুষ্পের নাম ও গুণ	...	১১১
কুমুদিনীর নাম ও গুণ	...	১০৬
কুটশাল্মলীর নাম ও গুণ	...	১২১
কুলের লক্ষণ, নাম ও গুণ	...	১৩৪
কুলথ কলায়ের নাম ও গুণ	...	১৬৯
কুসুমবীজের নাম	...	১৭১
কুসুমবীজের গুণ	...	১৭২
কুমড়ার নাম ও গুণ	...	১৭৯

খ

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
কুলচর প্রাণীর মাংসের গুণ	...	১৯১
কুরঙ্গ মাংসের গুণ	...	১৯২
কুকুড়ার নাম ও মাংসের গুণ	...	১৯৫
কুসুম্ভতৈলের গুণ	...	২২৯
কূপের লক্ষণ ও জলের গুণ	...	২০৮
কুড়ের নাম ও গুণ	...	৩৪
কুসুমফুলের নাম ও গুণ	...	৩৭
কুন্দুরুখোটীর নাম ও গুণ	...	৫২
কুলেখাড়ার নাম ও গুণ	...	৯১
কুড়চির নাম ও গুণ	...	৭৭
কুশের নাম ও গুণ	...	৮৩
কুকুর শোকার নাম ও গুণ	...	১০৩
কুচিলার নাম ও গুণ	...	১৩৩
কুঙ্কুমের নাম ও গুণ	...	৫৫
কেয়া ফুলের নাম ও গুণ	...	১০৯
কেওড়ার নাম ও গুণ	...	১২৭
কেশুয়ের প্রকার ভেদ ও গুণ	...	১৮৬
কৈদারের লক্ষণ ও তাহার জলের গুণ	...	২০৯
কৈবর্ত্তমুথার নাম ও গুণ	...	৬১
কোশস্থ প্রাণীর নাম ও মাংসের গুণ	...	১৯১
কোবিদারের নাম ও গুণ	...	৭৫
কোশকৃৎ ইক্ষুর গুণ	...	২৩৮
কোলের লক্ষণ ও গুণ—	...	১৩৪

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
কোদোধানের নাম ও গুণ ...	১৭১
কৃষ্ণ মৃত্তিকার গুণ ...	১৪৯
কৃষ্ণ রাই সরিষার নাম ...	১৭০
কৃষ্ণ বাবুই তুলসীর নাম ...	১১৩

খ

খদির বৃক্ষের নাম ও গুণ	১১৮
খড়ীর নাম ও গুণ ...	১৫৮
খর্পরের নাম ও গুণ ...	"
খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা পাকা আমের গুণ ...	১২৫
খর্জ্জুরের নাম ও গুণ ...	১৩০
খট্টাশীর গুণ ...	৪৭
খাঁড় গুড়ের গুণ ...	২৪০
খুরাসানী যমানীর নাম ও গুণ ...	২৩
খুরাসানী বচের নাম ও গুণ ...	২৫
খেজ্জুরের প্রকারভেদে নাম ...	১৩৯
খেজ্জুরের গুণ ...	১৪০
খেজুরের রসের গুণ ...	"
খেসারীর নাম ও গুণ ...	১৬৯

গ।

গন্ধভাদালিয়ার নাম ...	৯২
গন্ধভাদালিয়ার গুণ ...	৯৩
গজ পিপুলের লক্ষণ ও গুণ ...	৩১

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
গন্ধমার্জ্জারের বীর্য্যের অর্থাৎ খট্টাশীর গুণ	...	৪৭
গন্ধ পলাশীর নাম ও গুণ	...	৫৮
গন্ধ কোকিলা ও গন্ধ মালতীর গুণ	..	৬০
গন্ধকের উৎপত্তি	...	১৫৩
গন্ধকের নাম ও গুণ	...	১৫৪
গড়গড়ের নাম ও গুণ	...	১৭২
গড়ুই মাছের গুণ	...	২০১
গব্য দুগ্ধের নাম ও গুণ	...	২১৫
গব্যঘৃতের গুণ	...	২২৪
গব্য দধির গুণ	...	২১৯
গণিয়ারীর নাম ও গুণ	...	৬৫
গাগরা মাছের গুণ	...	২০১
গাম্ভারীর নাম ও গুণ	...	৬৪
গাম্ভারী ফলের গুণ	...	”
গাবের নাম ও গুণ	...	১৩৭
গাছ পাকা আমের গুণ	...	১২৫
গাজরের নাম ও গুণ	..	১৮৫
গাভীর নাম ও মাংসের গুণ	...	১৯৭
গিমা কুমড়ার নাম	...	১৭৯
গুগ্গুলুর নাম ও গুণ	...	৫০
গুগ্গুলুর বিশেষ গুণ	...	৫১
গুগ্গুলু সেবীর পরিত্যাজ্য	...	৫০
গুলঞ্চের নাম ও গুণ	...	৬৩

বিষয়। পৃষ্ঠাঙ্ক।

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
গুয়ে বাবলার নাম ও গুণ	...	১১৮
গুড়ূচী পাতার গুণ	...	১৭৮
গুহাশয় প্রাণীর নাম ও মাংসের গুণ	...	১৮৯
গুড় মিশ্রিত দধির গুণ	...	২২০
গুড় জাত ও চিনিজাত মিশ্রীর গুণ	...	২৪০
গেরী মাটীর নাম ও গুণ	...	১৫৭
গেঁটে দূর্ব্বার নাম ও গুণ	.	৮৫
গেঠেলার নাম ও গুণ	...	৫৯
গোরোচনার নাম	...	৫৫
গোরোচনার গুণ	...	৫৬
গোক্ষুরের নাম ও গুণ	...	৬৮
গোরক্ষ চাকুলের ছাল চূর্ণ	...	৮১
গোজিয়া শাকের নাম ও গুণ	...	১০২
গোলাপ জামের নাম	...	১৩৩
গোলাপ জামের গুণ	..	১৩৪
গোধূমের নাম ও গুণ	...	১৬৬
গোদুগ্ধের গুণ	...	২১৩
গোদুগ্ধ বা ছাগীদুগ্ধজাত ফেনার গুণ	...	২১৭
গোমূত্রের গুণ	..	২২৬
গ্রাহি গুণের ক্রিয়া		৮
গ্রাম্য প্রাণীর নাম ও মাংসের গুণ	...	১৯০

ঘ।

ঘণ্টা পাটলীর নাম ও গুণ	..	১২৩

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
ঘোটকীঘৃতের গুণ	...	২২৫
ঘোড়ার নাম ও মাংসের গুণ	...	১৯৭
ঘোড়ীর দুগ্ধের গুণ	...	২১৪
ঘোলের প্রকার ভেদে লক্ষণ ও গুণ	...	২২১
ঘৃত করঞ্জের নাম	...	৭৭
ঘৃতকুমারীব নাম ও গুণ	...	৯২
ঘৃতের নাম ও গুণ	...	২২৪

চ।

চতুরূষণের লক্ষণ ও গুণ	...	২১
চন্দ্রশূর বা হালিম ফলের নাম ও গুণ	...	২৫
চণকাম্লের গুণ	...	৪৪
চন্দনের নাম ও গুণ	...	৪৭
চতুর্ব্বিধ বলার গুণ	...	৮১
চতুর্ব্বিধ অভ্রের নাম	...	১৫৪
চঞ্চুশাকের নাম ও গুণ	...	১৭৬
চড়াই পাখীর নাম	...	১৯৪
চড়াই পাখীর মাংসের গুণ	...	১৯৫
চাকুন্দের নাম ও গুণ	...	৩৯
চাকুন্দেশাকের গুণ	...	১৭৭
চাকুন্দে ফলের গুণ	...	৪০
চাকুলের নাম	...	৬৬
চাকুলের গুণ	...	৬৭

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
চালিতার নাম ও গুণ	...	১৩৮
চাঁপা ফুলের নাম ও গুণ		১০৮
চাঁপানটে শাকের নাম ও গুণ	...	১৭৪
চিতার নাম	...	২১
চিতার গুণ	...	২২
চিরতার নাম	...	৩১
চিরতার গুণ	...	৩২
চিহ্লাগাছের গুণ	..	৭৯
চির্ভিটের নাম ও গুণ	...	১২৯
চিচিঙ্গের নাম ও গুণ	...	১৮০
চিত্রপক্ষ পাখীর মাংসের গুণ	.	১৯৫
চিনি মিশ্রিত দধির গুণ	...	২১৯
চিনির লক্ষণ, নাম ও গুণ	..	২৪০
চীনা কর্পূরের গুণ	..	৪৬
চীনাধান্যের নাম ও গুণ	...	১৭১
চুক্রের নাম ও গুণ	...	৪৬
চুখকের নাম ও গুণ	...	১৫৭
চুকাপালং শাকের নাম ও গুণ	...	১৭৬
চুণের লক্ষণ ও তাহার জলের গুণ	...	২০৮
চৈর নাম ও গুণ	...	২১
চোরকের নাম ও গুণ	...	৬০

ছ

ছত্রমধুর লক্ষণ ও গুণ	...	২৩৫

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
ছাতিমের নাম ও গুণ	...	১২৪
ছাগলের নাম	...	১৯৬
ছাগীর নাম	...	”
ছাগমাংসের অবস্থাভেদে গুণ	...	”
ছাগীদুগ্ধের গুণ	...	২১৩
ছাগঘৃতের গুণ	...	২২৩
ছিক্কিনীর নাম ও গুণ	..	১০৩
ছেদন গুণের ক্রিয়া	..	৮
ছোট এলাচির নাম ও গুণ	...	৫৩
ছোলঙ্গ লেবুর নাম	...	১৪১
ছোলঙ্গ লেবুর গুণ	...	১৪২
ছোলার নাম ও গুণ	...	১৬৮
ছোলাশাকের গুণ	...	১৭৮
ছোট মূলার গুণ	.	১৮৫

জ

জয়িত্রীর গুণ	...	৫৩
জটামাংসীর নাম ও গুণ	...	৫৭
জলশিরীষের নাম ও গুণ	...	১২৩
জল বেতসের নাম ও গুণ	...	৭৯
জলপানের আবশ্যকতা	..	২১০
জলপিপ্পলীর নাম ও গুণ	...	১০২
জঙ্গালমাংসের গুণ	...	১৮৯

বিষয়।		পত্রাঙ্ক।
জবাফুলের নাম ও গুণ		১১১
জলাশয়ভেদে মৎস্যের গুণ		২০২
জলের নাম ও গুণ		২০৩
জ্বাল দেওয়া ইক্ষুরসের গুণ	...	২৩৮
জায়ফলের নাম ও গুণ	..	৫২
জাতিফুলের নাম	..	১০৭
জাতিভেদে বিষের বর্ণ ও গুণ	...	১৬৯
জামীরের নাম ও গুণ	...	১৪২
জাঙ্গল মাংসের গুণ	...	১৮৮
জিয়াপুতার নাম ও গুণ	...	১১৩
জিঙ্গিনীবৃক্ষের নাম ও গুণ	..	,,
জীবক ও ঋষভকের উৎপত্তি, লক্ষণ ও গুণ	...	২৮
জীবকের নাম	...	,,
জীবন্তীশাকের নাম	...	৬৮
জীবন্তীশাকের গুণ	.	৬৯
জীবনীয়গণের লক্ষণ, নাম ও গুণ	..	,,

ঝ

ঝিণ্টীর নাম ও গুণ	..	১১০
ঝিঙ্গার নাম ও গুণ	.	১৮১

ট

টার্পিনের নাম ও গুণ	...	২১
টেপারীর গুণ	..	৭৯

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
টেংরা মাছের গুণ	...	২০১
টোকাপানা ও শেওলার নাম	...	১০৬
টোকাপানার গুণ	...	,,
ড		
ডহর করঞ্জের নাম	...	৭৭
ডহর করঞ্জের গুণ	...	৭৮
ডেহুয়ার নাম ও গুণ	...	১২৮
ডোড়িকা শাকের নাম ও গুণ	...	১৮৪
ঢ		
ঢেঁড়সের নাম ও গুণ	...	১৮৩
ত		
তড়াগের লক্ষণ ও তাহার জলের গুণ	...	২০৭
তগর পাদুকার নাম	...	৪৯
তগর ও পিণ্ডতগরের গুণ	...	৫০
তরমুজের নাম ও গুণ	...	১৩০
তাড়ীর গুণ	...	১৩২
তামার নাম ও গুণ	...	১৪৬
তারমাক্ষিকের লক্ষণ ও গুণ	...	১৪৯
তাম্বুলের নাম ও গুণ	...	৬৩
তালীশপত্রের নাম ও গুণ	...	৬০
তাপস ইক্ষুর গুণ	...	২৩৭
তালমূলীর নাম	...	৮৫

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
তালমূলীর গুণ	...	৮৬
তালের নাম	...	১৩১
তালের পাকা ফলের গুণ	...	ঐ
তালের টাটকা মজ্জার গুণ	...	ঐ
তিলের প্রকার ভেদে গুণ	...	১৬৯
তিৎলাউর নাম ও গুণ	...	১৮০
তিলকপুষ্পের নাম ও গুণ	...	১১১
তিত্তিরীর প্রকার ভেদ	...	১৯৪
তিত্তিরী পাখীর মাংসের গুণ	...	ঐ
তিলতৈলের লক্ষণ ও গুণ	...	২২৭
তিনিশবৃক্ষের নাম ও গুণ	...	১২৪
তুম্বুরুর নাম ও গুণ	...	২৭
তুলসীর নাম ও গুণ	...	১১২
তুবরী অর্থাৎ অড়হরের গুণ	...	১৭০
তুন্দ গাছের নাম ও গুণ	...	১২০
তুত্তিয়ার নাম	...	১৪৯
তুত্তিয়ার গুণ	...	১৫০
তুবরী অথাৎ চাল মুগরার তৈলের গুণ	...	২২৮
তুষোদকের লক্ষণ ও গুণ	...	২৩০
তূতফলের নাম	...	১৩৭
তুতফলের গুণ	...	১৩৮
তৃণধান্যের নাম ও গুণ	...	১৭০
তেজবলের নাম ও গুণ	...	৩৩

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
তেজপাতার নাম ও গুণ	...	৫৪
তেঁতুলের নাম ও গুণ	...	১৪৩
তেলাকুচার নাম ও গুণ	...	১৮২
তৈলের লক্ষণ ও গুণ	...	২২৭
তৈলের গুণ	...	২২৮
তোপচিনির নাম ও গুণ	...	২৬
ত্রিফলার লক্ষণ, নাম ও গুণ	...	১৮
ত্রিকটুর লক্ষণ, নাম ও গুণ	...	২০
ত্রিবিধ জীরার নাম ও গুণ	...	২৩
ত্রিজাতক ও চতুর্জ্জাতকের নাম ও লক্ষণ	...	৫৪
ত্রিজাতক ও চতুর্জ্জাতকের গুণ	...	৫৫
ত্রিসন্ধ্যার গুণ	...	১১২
ত্রিবিধ বাবুই তুলসীর গুণ	...	১১৩

থ

থানকুনী বা থুলকুড়ির নাম	...	১০০

দ

দশমূলের লক্ষণ ও গুণ	...	৬৮
দন্তার লক্ষণ ও গুণ	...	১৪৬
দন্তনিষ্পীড়িত ইক্ষুরসের গুণ	...	২৩৮
দণ্ডশাকের গুণ	...	৯৭
দধির সর ও দধির মণ্ডের লক্ষণ ও গুণ	...	২২০
দধির সাধারণ গুণ	...	২১৮

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক।
দারু হরিদ্রার নাম ও গুণ	...	৩১
দারুচিনির নাম ও গুণ	...	৫৪
দাড়িমের নাম ও গুণ	...	১৩৮
দাশমূল লক্ষণ ও গুণ	...	২৩৫
দ্বিবিধ ভেরেণ্ডার নাম ও গুণ	...	৭০
দ্বিবিধ আকন্দের গুণ	...	৭১
দ্বিবিধ নিসিন্দার গুণ	...	৭৭
দ্বিবিধ শরের নাম ও গুণ	...	৮৩
দ্বিবিধ কুচের নাম ও গুণ	...	৭৮
দ্বিবিধ জাতিফুলের নাম ও গুণ	...	১০৭
দ্বিবিধ যুই ফুলের গুণ	...	১০৮
দ্বিবিধ অঞ্জনের গুণ	...	১৫৭
দীপন গুণের ক্রিয়া	...	৬
দুধলের নাম ও গুণ	...	৯১
দুরালভার নাম ও গুণ	...	৮০
দুষ্কাম্রের গুণ	...	১২২
দুম্বো ভেড়ার নাম ও মাংসের গুণ	...	১৯১
দুগ্ধের নাম ও গুণ	...	২১২
দুধের সরের গুণ		২১৬
দুগ্ধজাত ঘৃতের গুণ	...	২২৫
দূষিত জলের নির্দোষ করণ বিধি	...	২১১
দেবদারুর নাম ও গুণ	...	৪০
দেশ ভেদে জলের নাম ও গুণ	...	২০২

গ

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
দেবদালীলতার নাম ও গুণ	...	১০১
দেবদালী বা মাকাল ফলের গুণ	...	১০২
দোনা ফুলের নাম ও গুণ	...	১১৩
দ্রব্যগুণ শিক্ষার আবশ্যকতা	...	১
দ্রব্যগত পঞ্চ পদার্থের ক্রিয়া	...	১
দ্রব্যান্তরের সহিত ইক্ষুগুড় ভক্ষণের গুণ	...	২৪০
দ্রাক্ষার প্রকার ভেদে গুণভেদ	...	১৩৯
দ্রোণপুষ্পীর নাম ও গুণ	...	১০০
দ্রোণপুষ্পী পত্র অর্থাৎ ঘলঘ'সে শাকের-গুণ	...	১৭৭

ধ

ধনিয়ার নাম ও গুণ	...	২৩
ধলা আঁকড়ার নাম ও গুণ	...	৮০
ধববৃক্ষের নাম ও গুণ	...	১২১
ধমনিবৃক্ষের নাম ও গুণ	...	১২২
ধবলপাখীর মাংসের গুণ	...	১৯৫
ধাইফুলের নাম	...	৩৬
ধাইফুলের গুণ	...	৩৭
ধাতুসমূহের লক্ষণ ও সাধারণ গুণ	...	১৪৪
ধান্যের প্রকার ভেদ	...	১৬৩
ধারাভব জলের লক্ষণ ও গুণ	...	২০৩
ধারা জলের প্রকার ভেদ ও গুণ	...	২০৪
ধান্যাম্লের লক্ষণ ও গুণ	...	২৩১

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
ধুঁধুলের নাম ও গুণ	...	১৬১
ধুনার নাম ও গুণ	...	৫২
ধুতুরার নাম ও গুণ	...	৭৩

ন

নখীর নাম ও গুণ	...	৫৬
নন্দীবৃক্ষের নাম ও গুণ	...	১১৪
নটেশাকের নাম	...	১৭৪
নন্দীমুখীর লক্ষণ	...	১৯১
নলের নাম ও গুণ	...	৬১
নদীভেদে জলের গুণ	...	২০৬
নলিকার নাম ও গুণ	...	৩২
নাকুলীর নাম ও গুণ	...	৩৩
নাগকেশরের নাম ও গুণ	...	৫৪
নাটা করঞ্জের নাম	...	৭৭
নাটা করঞ্জ ও ঘৃত করঞ্জের ছালের গুণ	...	"
নাটা করঞ্জ ও ঘৃত করঞ্জের পত্রের গুণ	...	"
নাটা করঞ্জ ও ঘৃত করঞ্জের ফলের গুণ	...	৭৮
নাগ বলার নাম	...	৮০
নাগদানার নাম	...	১০২
নাগদানার গুণ	...	১০৩
নারাঙ্গী লেবুর নাম ও গুণ	...	১৩৩
নাগপুষ্পীর নাম ও গুণ	...	৯৫
নারিকেলের নাম ও গুণ	...	১২০

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
নারিকেল, তাল ও খেজুর মাথীর গুণ	...	১৩০
নারীদুগ্ধের গুণ	...	২১৪
নিমের নাম ও গুণ	...	৭৩
নিমপাতার গুণ	...	৭৪
নিম্বফলের গুণ	...	,,
নিসিন্দা পত্রের গুণ	...	৭৭
নির্ম্মলী ফলের নাম ও গুণ	...	১৩৯
নিষ্পাবের নাম ও গুণ	...	১৬৭
নির্ঝর জলের লক্ষণ, নাম ও গুণ	...	২০৭
নিন্দিত জলের লক্ষণ	...	২১১
নীল দূর্ব্বার নাম ও গুণ	...	৮৪
নীল গাছের নাম ও গুণ	...	৮৯
নীলকান্তমণি ও গোমেদের নাম	...	১৬০
নূতন গুগ্গুলের লক্ষণ	...	৫১
নূতন ও পুরাতন ভেদে মদ্যের গুণ	...	২৩৩
নূতন ও পুরাতন ভেদে মধুর গুণ	...	২৩৬
নূতন গুড়ের গুণ	...	২৩৯
নৃক্ষু মাংসের গুণ	...	১৯৩

প

পক্ষীর নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ	...	১৯৩
পল্বলের লক্ষণ ও তাহার জলের গুণ	...	২০৮
পক্কাপক্ক ভেদে ইক্ষুর গুণ	...	২৩৮

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
পদ্মপুষ্পের নাম ও গুণ	...	১০৪
পদ্মিনীর নাম ও গুণ	..	১০৫
পদ্মের নব পত্রের নাম ও গুণ	...	,,
পদ্ম কর্ণিকার গুণ	...	,,
পদ্ম গুলঞ্চের নাম ও গুণ	...	১০৩
পদ্ম কেশরের গুণ	...	,,
পরগাছার নাম ও গুণ	...	৯৭
পঞ্চ বঘলের গুণ	...	১১৬
পর্পটীর নাম ও গুণ	...	৬২
পলাণ্ডুর নাম ও গুণ	...	৪১
পলাশের নাম	...	১২০
পলাশ ছালের গুণ	...	,,
পলাশবীজের গুণ	...	,,
পলাশ পুষ্পের গুণ	...	,,
পক্কাপক্কভেদে তক্রের গুণ	...	২২২
পঞ্চকোলের লক্ষণ ও গুণ	...	২২
পদ্মনালের গুণ	...	১৭২
পঞ্চবিধ গুগ্‌গুলের নাম	...	৫০
পদ্মকাষ্ঠের নাম ও গুণ	...	,,
পদ্মবীজের নাম ও গুণ	...	১৩৬
পরুষ ফলের নাম ও গুণ	...	১৩৭
পটোলের নাম ও গুণ	...	১৮১
পদ্মাদির কন্দ ও মূলের নাম ও গুণ	...	১৮৭

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
পর্ণমৃগ প্রাণীর নাম ও মাংসের গুণ	...	১৮৯
পাদী প্রাণীর নাম ও তাহার মাংসের গুণ	...	১৯১
পাণ্ডুপক্ষীর প্রকার ভেদে নাম	...	১৯৫
পায়রার নাম ও মাংসের গুণ	...	১৯৬
পাখীর ডিমের গুণ	...	,,
পারস্যদেশীয় কুঙ্কুমের লক্ষণ	...	৫৫
পানী আমলার নাম ও গুণ	...	১৩৫
পানীফলের নাম	...	১৩৬
পানীফলের গুণ	...	১৩৭
পাকা গিমাকুমড়ার গুণ	...	১৮০
পাকা কাকুড়ের গুণ	...	,,
পারীষবৃক্ষের নাম ও গুণ	...	১১৪
পারীষের ফল, মূল ও মজ্জার গুণ	..	১১৪
পাকুড় বৃক্ষের নাম ও গুণ	...	১১৫
পারুলের নাম	...	৬৪
পারুলপুষ্পের গুণ	...	৬৫
পারুল ছালের গুণ	...	,,
পারুল ফলের গুণ	...	,,
পালিধা মাদারের নাম ও গুণ	...	৭৪
পালিধা মাদারের পত্রের গুণ	...	,,
পাতাল গরুড়ী লতার নাম ও গুণ	...	৯৭
পাচন গুণের ক্রিয়া	...	৭
পাষাণ ভেদীর নাম ও গুণ	...	৩৬

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
প্যাটিকালোধের নাম ও গুণ	...	৪০
পাকা আমের গুণ	...	১২৫
পাকা বাসী আমের গুণ	...	”
পাকা আমের গালিত রসের গুণ	.	”
পাকা আমড়ার গুণ		১২৭
পাকা কেওড়ার গুণ	...	”
পাকা কাঁঠালের গুণ	.	”
পাকা কলার গুণ	...	১২৯
পাকা চিৰ্ভিটের গুণ	...	”
পাকা শসার গুণ	..	১৩১
পাকা তরমুজের গুণ	...	১৩০
পাকা বেলের গুণ	..	১৩২
পাকা কদ্‌বেলের গুণ	...	”
পারদের উৎপত্তি ও লক্ষণ	...	১৫২
পারদের নাম ও গুণ	...	১৫২
পান্নার নাম	...	১৬০
পালংশাকের নাম ও গুণ	...	১৭৪
পাটশাকের নাম ও গুণ	...	১৭৫
পিণ্ডতগরের নাম	...	৪৯
পিণ্ডতগরের গুণ	...	৫০
পিয়াজের নাম ও গুণ	...	১৩৫
পিয়াজ গাছের গুণ	...	”
পিয়ালফলের গুণ	...	”

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
পিয়াল মজ্জার গুণ	...	১৩৬
পিণ্ডারের গুণ	...	১৮৩
পিড়িংশাকের নাম ও গুণ	...	৬২
পিপুলের নাম ও গুণ	...	১৯
পিপুল মূলের নাম	...	২০
পিপুলমূলের গুণ	..	২১
পিত্তলের নাম, লক্ষণ ও গুণ	...	১৫০
পীলুফলের নাম ও গুণ	...	১৪১
পীতসাল বৃক্ষের নাম ও গুণ	...	১১৭
পীতচন্দনের নাম	...	৪৭
পীতচন্দনের গুণ	...	৪৮
পুটি মাছের গুণ	...	২০১
পুরাতন গুগ্‌গুলের লক্ষণ	...	৫১
পুরাতন গুগ্‌গুলুর গুণ	...	৫১
পুরাতন গুড়ের গুণ	...	২৩৯
পুরাতন ঘৃতের লক্ষণ ও গুণ	...	২২৫
পুণ্ডরিয়ার নাম	...	৬২
পুণ্ডরিয়ার গুণ	...	৬৩
পুষ্কর মূলের নাম ও গুণ	...	৩৪
পুষ্পরাগের নাম	...	১৬০
পুঁইশাকের নাম ও গুণ	...	১৭৩
পোড়া মাছের গুণ	...	২০২
পোস্তদানার তৈলের গুণ	...	২২৯

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
পোস্তা ফলের নাম ও ফলের গুণ	...	৪২
পোস্তা দানার নাম	...	৪৩
পোস্তাদানার গুণ	...	৪৩
পৌত্তিক মধুর লক্ষণ	...	২৩৪
পৌণ্ড্রক ও ভীরুক ইক্ষুর গুণ	...	২৩৭
প্রতুদ প্রাণীর নাম ও মাংসের গুণ	...	১৯০
প্রসহ প্রাণীর নাম ও মাংসের গুণ	...	"
প্রশস্ত জলের লক্ষণ	...	২১১
প্রভাতাদিভব দুগ্ধের গুণ	...	২১৬
প্রমাথি গুণের ক্রিয়া	...	১০
প্রভাবের বিষয়	...	১২
প্রবালের নাম	...	১৬১
প্রদীপন বিষের স্বরূপ	...	১৬২
প্রাণীমাংসের অবস্থা ভেদে গুণ	...	১৯৮
প্রিয়ঙ্গুর নাম	...	৫৮
প্রিয়ঙ্গুর গুণ	...	৫৯
প্রিয়ঙ্গুফলের গুণ	...	"
পৃষত মাংসের গুণ	...	১৯২
প্লব প্রাণীর নাম	...	১৯১
প্লব ও নন্দীমুখী প্রাণীর মাংসের গুণ	...	১৯১

ফ

ফলের মধ্যে পাকা ফল	...	১৩২
ফট্‌কিরীর নাম ও গুণ	...	১৫৭

ব

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
বমনগুণের ক্রিয়া	...	৮
বহেড়ার নাম ও গুণ	...	১৭
বহেড়ার মজ্জার গুণ	...	১৮
বনযমানীর নাম	...	২২
বনযমানীর গুণ	...	২৩
বনমেথীর গুণ	...	২৫
বচের নাম ও গুণ	...	”
বংশলোচনের নাম ও গুণ	...	২৭
বঁইচের নাম ও ফলের গুণ	...	১৩৬
বৎসনাভ বিষের স্বরূপ	...	১৬১
বংশবীজের গুণ	...	১৭১
বড় মূলার গুণ	...	১৮৫
বকম কাষ্ঠের নাম ও গুণ	...	৪৮
বরফ জলের লক্ষণ ও গুণ	...	২০৫
বর্ষাকালীন বৃষ্টির জলের গুণ	...	২০৯
বর্ণভেদে গাভীর দুগ্ধের গুণ	...	২১৩
বন হরিদ্রার গুণ	...	৩৮
বড় এলাচির নাম ও গুণ	...	৫৩
বটপত্রীর নাম ও গুণ	...	৯৭
বংশপত্রীর নাম	...	”
বংশপত্রীর গুণ	...	৯৮
বন্ধ্যাককর্কোটকীর নাম ও গুণ	...	১০১

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
বকুল ফুলের নাম ও গুণ	...	১০৮
বলালতার নাম ও গুণ	...	৯৪
বকফুলের নাম ও গুণ	...	১১২
বটের নাম	...	১১৩
বটের গুণ	...	১১৪
বনমুগের নাম ও গুণ	...	১৬৮
বকপুষ্পের গুণ	...	১৭৯
বটের পাখীর নাম ও মাংসের গুণ	...	১৯৪
বর্ত্তিক পাখীর নাম ও মাংসের গুণ	...	ঐ
বরুণ বৃক্ষের নাম ও গুণ	...	১২২
বড় পুটিমাছের গুণ	...	২০১
বলার নাম	...	৮০
বহুকাল জাত নবনীতের গুণ	...	২২৩
বংশক ইক্ষুর গুণ	...	২৩৭
বাজীকরণ গুণের ক্রিয়া	...	৯
বামন হাটীর নাম ও গুণ	...	৩৫
বাদামের নাম ও ফলের গুণ	...	১৪০
বাদামের মজ্জার গুণ	...	১৪১
বালুকার নাম ও গুণ	...	১৫৮
বাতুয়া শাকের নাম ও গুণ	...	১৭৩
বাপীর লক্ষণ ও তাহার জলের গুণ	...	২০৭
বাহ্লীক দেশীয় কুঙ্কুমের লক্ষণ	...	৫৫
বালার নাম ও গুণ	...	৫৬

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
বাসকের নাম ও গুণ	...	৭৩
বাঁশের নাম	...	৮২
বাঁশের ছালের গুণ	...	৮২
বাঁশের ফলের গুণ	...	”
বাসন্তী ফুলের নাম ও গুণ	...	১০৭
বাণপুষ্পের নাম ও গুণ	...	১১০
বাঁধুলী ফুলের নাম ও গুণ	...	১১১
বাবুই তুলসীর নাম ও গুণ	...	১১৩
বাবলার নাম	...	১১৮
বাবলার গুণ	...	১১৯
বারাহী কন্দের লক্ষণ, নাম ও গুণ	...	৮৫
বাতী আমের গুণ	...	১২৫
বাইন মাছের গুণ	...	২০১
বারুণী সুরার লক্ষণ ও গুণ	..	২৩২
বাসি ইক্ষুরসের গুণ	...	২৩৮
বিকাশি গুণের ক্রিয়া	...	১০
বিষের গুণ	...	”
বিদাহির ক্রিয়া	...	”
বিপাক	...	১১
বিপাকের গুণ	...	১২
বিড়ঙ্গের নাম,	...	২৬
বিড়ঙ্গের গুণ	...	২৭
বিষের নাম	...	১৬১

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
বিষের প্রকার ভেদে নাম	...	১৬১
বিলেশয প্রাণীর নাম ও মাংসের গুণ	...	১৮৯
বিষ্কির প্রাণীর নাম ও মাংসের গুণ	...	১৯০
বিষ্কির জলের লক্ষণ ও গুণ	...	২০৮
বিট্‌লবণের নাম ও গুণ	...	৪৪
বিষলাঙ্গলিযার নাম ও গুণ	...	৭২
বীর্য্য নির্ণয়	...	১১
বেগুণের নাম ও গুণ	...	১৮৩
বেণার নাম ও গুণ	...	৫৬
বেণার মূলের নাম ও গুণ	...	৫৭
বেলের নাম ও গুণ	...	৬৪
বেতসের নাম ও গুণ	...	৭৯
বেড়েলার মূলের ছাল চূর্ণ	...	৮১
বেলশুঠের লক্ষণ, নাম ও গুণ	...	১০৩
বেলফুলের নাম ও গুণ	...	১০৭
বেলের নাম	...	১৩২
বৈদূর্য্যমণির নাম	...	১৬০
বোলের নাম ও গুণ	...	১৫৯
বোয়াল মাছের গুণ	...	২০০
ব্রহ্মপুত্রে বিষের স্বরূপ	...	১৬২
ব্রাহ্মীশাকের নাম	...	১০০
ব্রাহ্মীশাক ও থানকুনীর গুণ	...	১০০
ব্রীহি ধান্যের লক্ষণ ও নাম	...	১৬৪

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
ব্রীহি ধান্যের গুণ	...	১৬৫
বৃদ্ধির গুণ	...	৩০
বৃক্ষাম্লের নাম ও গুণ	..	১৪৪
বৃহতীর নাম ও গুণ	...	৬৭
বৃহতী ও কণ্টকারী ফলের গুণ	...	"
বৃহৎ পঞ্চমূলের লক্ষণ ও গুণ	...	৬৬
বৃহৎ দন্তীর নাম ও গুণ	...	৮৮
বৃহৎ ইন্দ্রবারুণীর নাম	...	"
বৃহৎ ইন্দ্রবারুণীর গুণ	...	৮৯
বৃষের নাম	...	১৯৭
ব্যবায়ি গুণের ক্রিয়া	...	৯

ভ

ভুঁই আমলার নাম	...	৯৯
ভুঁই আমলার গুণ	...	১০০
ভূস্তৃণের নাম ও গুণ	...	৮৪
ভূর্জপত্রের নাম ও গুণ	...	১২০
ভূমিসহের নাম ও গুণ	...	২৪
ভেলার নাম	...	৪১
ভেলার গুণ	..	৪২
ভেলার পাকা ফলের গুণ	...	"
ভেলার মজ্জার গুণ	...	"
ভেলার বোটার গুণ	...	"

বিষয়।		পৃষ্ঠাক।
ভেরেণ্ডার মজ্জার গুণ	...	৭০
ভেদন গুণের ক্রিয়া	...	৮
ভেড়ার নাম ও মাংসের গুণ	...	১৬৭
ভেকের নাম ও মাংসের গুণ	...	১৯৮
ভেকুট মাছের গুণ	...	২০০
ভেড়ী দুগ্ধের গুণ	...	২১৪
ভেড়েণ্ডা তৈলের গুণ	...	২২০
ভোজনকালে জলপান বিধি	...	২১০
ভৌমজল গ্রহণের কাল নির্ণয়	...	২১০
ভ্রামর মধুর লক্ষণ ও গুণ	...	২৩৪
ভৃঙ্গরাজের নাম	...	৯৩
ভৃঙ্গরাজের গুণ	...	৯৪

ম

মন্থন বিশিষ্ট দুগ্ধের গুণ	...	২১৭
মনুষ্য মূত্রের গুণ	...	২২১
মসিনার তৈলের গুণ	...	২২৮
মদ্যপান বিধি	...	২৩৭
মধুর নাম ও গুণ	...	ঐ
মধুর প্রকার ভেদ	...	২৩৪
মধুজাত চিনির গুণ	...	২৪০
মনসাবৃক্ষের নাম ও গুণ	...	৭১
মহানিম্বের নাম ও গুণ	...	৭৪

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
মহাবলার নাম	...	৮০
মৎস্যাক্ষীর নাম ও গুণ	...	৯৮
ময়ূর শিখার নাম ও গুণ	...	১০৪
মহাশতাবরীর নাম ও গুণ	...	৮৬
মল্লিকা পুষ্পের নাম ও গুণ	...	১০৯
মকয়া ফলের নাম ও গুণ	...	১১২
মখান্নের নাম ও গুণ	...	১৩৬
মণ্ডূরের লক্ষণ, নাম ও গুণ	...	১৪৮
মনঃশিলার নাম ও গুণ	...	১৫৬
মটর কলায়ের নাম ও গুণ	...	১৬৮
মধুর রসের গুণ	...	২
মধুরাদি রসের অপর বিষয়	...	৪
মদকারি গুণের ক্রিয়া	...	১০
মরিচের নাম ও গুণ	...	২০
মহিষীর দুগ্ধের গুণ	...	২১৩
মহাভরিবচের নাম ও গুণ	...	২৬
ময়না ফলের নাম ও গুণ		৩২
মঞ্জিষ্ঠার নাম ও গুণ	...	৩৭
মহিষাক্ষ ও মহানীল গুগ্‌গুলু	...	৫০
মহামুণ্ডিরির নাম	...	৯০
মসিনার নাম ও গুণ	...	১৬৯
মনসা সীজের পাতার গুণ	...	১৭৭
মস্থরের নাম	...	১৬৮

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
মটর শাকের গুণ	...	১৭৮
মৎস্যের নাম ও গুণ	..	১৯২
ময়ূরের নাম	...	১৯৫
ময়ূর মাংসের গুণ	...	১৯৬
মাহিষ ঘৃতের গুণ	...	২২৪
মহিষের নাম ও মাংসের গুণ	...	১০৮
মাহিষ দধির গুণ	...	২১৯
মাখনতোলা দুগ্ধজাত দধির গুণ	...	২১৯
মাত্ নিঃসৃত দধির গুণ	...	২১৯
মাখন বা ননীর নাম	.	২২৩
মাহিষ নবনীতের গুণ	...	২২৩
মাক্ষিক মধুর লক্ষণ ও গুণ	...	২৩৪
মাচিকার নাম ও গুণ	..	৩৩
মাণকচুর নাম ও গুণ	...	১৮৩
মাংসের নাম ও গুণ	...	১৮৮
মাংসের প্রকার ভেদ	...	,,
মাগুর মাছের গুণ	..	২০১
মাছের ডিমের গুণ	...	২০২
মাষাণীর নাম ও গুণ	...	৩৯
মাংস রোহিণীর নাম ও গুণ	...	৭০
মার্কণ্ডিকার নাম ও গুণ	...	১০১
মাধবীফুলের নাম ও গুণ	...	১০৯
মাণিক্যের নাম	..	১৬০

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
মারিত হীরকের গুণ	...	১৬০
মাষ কলায়ের গুণ	...	১৬৭
মিশ্রীর লক্ষণ ও গুণ	...	২৩৯
মিঠালাউয়ের গুণ	...	১৮০
মিশ্রী প্রভৃতি সংযুক্ত দুগ্ধের গুণ	...	২১৬
মুণ্ডিরীর নাম ও গুণ	...	৯০
মুণ্ডীর মাংসের গুণ	...	১৯৩
মুথার নাম ও গুণ	...	৫৭
মুগাণীর নাম ও গুণ	...	৬৯
মুঞ্জ বা শরের নাম	...	৮৩
মুচুকুন্দ ফলের নাম ও গুণ	...	১১১
মুক্তার উৎপত্তি ও নাম	...	১৬০
মুক্তার গুণ	...	১৬১
মুগের নাম	...	১৬৭
মূলার কচি পাতার গুণ	...	১৭৭
মূলার প্রকার ভেদ ও নাম	...	১৮৫
মুর্চ্ছিত রস	...	১৫২
মেথীর নাম ও গুণ	...	২৪
মেদা ও মহামেদার নাম, উৎপত্তি, লক্ষণ ও গুণ।		২৯
মেষ শৃঙ্গীর নাম ও গুণ	..	৯৬
মেষ শৃঙ্গীর ফলের গুণ	...	১১
মেষী ঘৃতের গুণ	..	২২৫
মোচিকা মাছের গুণ	...	২০০

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
মোচরসের নাম ও গুণ		১২১
মোমের নাম ও গুণ	.	২৩৬
মৌরীর নাম ও গুণ	...	২৪
মৌল পুষ্পের নাম ও গুণ	...	১৩৭
মৌল ফলের গুণ	...	,,
মৌকুষ্ঠী লেবুর নাম ও গুণ	...	১৪২
মৃণাল (পদ্মের ডাঁটা) ও শালুকের (পদ্মমূলের) গুণ		১০৫
মৃগ্যাদি পশুর দুগ্ধের গুণ	...	২১৪
মৃগনাভির নাম	...	৪৭
মৃগনাভির প্রকার ভেদে লক্ষণাদি	..	,,

য

যজ্ঞ ডুম্বরের নাম	...	১১৪
যজ্ঞ ডুম্বরের গুণ	...	১১৫
যবের প্রকার ভেদে নাম	...	১৬৫
যবের গুণ	..	১৬৬
যন্ত্র নিষ্পীড়িত ইক্ষুরসের গুণ	...	২৩৮
যমানীর নাম ও গুণ	...	২২
যষ্টিমধুর নাম ও গুণ	...	৩১
যবক্ষারের নাম ও গুণ	..	৮৫
যাহাদের পক্ষে হরীতকী সেবন নিষেধ		১৭
যুঁইফুলের নাম	...	১০৮
যোগবাহির ক্রিয়া	...	১১
যোয়ানশাকের গুণ	...	১৭৭

র

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
রয়নার নাম ও গুণ	...	১১৮
রসাঞ্জনের লক্ষণ	...	৩৮
রসাঞ্জনের নাম ও গুণ	...	৩৯
রসুনের উৎপত্তি ও নাম	...	৪০
রসুনের নিরুক্তি	...	৪১
রসুনের স্থানভেদে রস	...	,,
রসুনের সাধারণ গুণ	...	,,
রসায়ন গুণের ক্রিয়া	...	৯
রক্তচন্দনের নাম ও গুণ	...	৪৮
রক্তভেরেণ্ডার নাম	...	৭০
রসের সাধারণ গুণ	...	১
রক্ত আকন্দের নাম	...	৭১
রক্তবর্ণ আকন্দ পুষ্পের গুণ	.	,,
রক্ত করবীর নাম	...	৭২
রক্ত শজিনার গুণ	...	৭৬
রক্তকুঁচের নাম	...	৭৮
রঙ্গের নাম ও গুণ	...	১৪৩
রত্নের নাম ও প্রকার ভেদ	...	১৫৯
রক্ত শালির গুণ	...	১৬৪
রক্ত নটে শাকের গুণ	...	১৭৪
রক্ত আপাঙ্গের নাম	...	৯০
রক্ত আপাঙ্গের গুণ	...	৯১

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
রক্ত পুনর্ণবার নাম ও গুণ	...	৯২
রাম শরের নাম	..	৮৩
রাস্নার নাম	...	৩২
রাস্নার গুণ	...	৩৩
রাজাম্রের নাম	...	১২৬
রাজাদনের গুণ	..	১২৭
রাজাবর্তের গুণ	...	১৫৭
রাজীব মাংসের গুণ	...	১৯৩
রাজ মাষের নাম ও গুণ	...	১৬১
রাই সরিষার নাম ও গুণ	...	১৭০
রীঠার নাম ও গুণ	...	১১৩
রুই মাছের নাম ও গুণ	...	২০৩
রেণুকার নাম ও গুণ		৫৩
রেচন গুণের ক্রিয়া		৮
রোহিস তৃণের নাম ও গুণ	..	৬৪
রৌপ্যের নাম ও গুণ	..	১৪৫

ল

লক্ষ্মণার নাম		৮৮
লম্বদন্তী ফলের গুণ	...	”
লবণ রসের গুণ	...	৩
লঘু প্রভৃতি গুণের বিবরণ	...	৫
লঘ্বাদি গুণযুক্ত দ্রব্য সমূহের ক্রিয়া	...	৫

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
লতাফটকীর নাম ও গুণ	...	৩৪
লতাকস্তুরীর গুণ	...	৪৭
লবঙ্গের নাম ও গুণ	..	৫৬
লঘু পঞ্চমূলের লক্ষণ ও গুণ	...	৩৮
লক্ষ্মণার লক্ষণ ও গুণ	...	৮১
লবলী ফলের নাম ও গুণ	...	১৩৫
লাক্ষার নাম ও গুণ		৩৭
লামজ্জক তৃণের নাম ও গুণ	...	৬১
লাজুক লতার নাম ও গুণ	...	৯৯
লাব পাখীর প্রকার ভেদ ও গুণ	...	১৯৪
লাউয়ের প্রকার ভেদ	..	১৮০
লাল আলুর নাম ও গুণ	...	১৮৫
লেখন গুণের ক্রিয়া	...	৮
লোনী শাকের নাম ও গুণ	..	১৭৫
লোধের নাম ও গুণ	...	৪০
লোহের নাম ও গুণ	...	১৪৭

শ

শর পুঙ্খার নাম ও গুণ	...	৮৯
শঙ্খ পুষ্পীর নাম ও গুণ	...	৯৮
শল্লকীবৃক্ষের নাম ও গুণ	...	১০৭
শমীর নাম ও গুণ	...	১২৩
শম্বুক বিষের স্বরূপ	...	১৬১

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
শরবীজের নাম ও গুণ	..	১৭১
শজিনার নাম ও গুণ	...	৭১
শজিনা ফুলের নাম ও গুণ	...	১৭৯
শজিনার ছালের রস ও পাতার রসের গুণ		৭৬
শজিনা ফলের গুণ	...	১৮২
শজিনার বীজের গুণ	...	৭১
শশকের মাংসের গুণ	...	১৯৩
শজারুর নাম ও মাংসের গুণ	...	,,
শউল মাছের গুণ	...	২০০
শতপোরক ইক্ষুর গুণ	...	২৩৭
শণপুষ্পীর নাম ও গুণ	...	৯৪
শমন গুণের ক্রিয়া	...	৭
শলুফার নাম ও গুণ	...	২৪
শতাবরীর নাম ও গুণ		৮৬
শস্যর নাম	...	১৩০
শস্যবীজের গুণ	...	১০১
শালপাণীর নাম ও গুণ	...	৫৬
শাতলার নাম ও গুণ	...	৭২
শালবৃক্ষের নাম ও গুণ	.	১১৬
শাঁড়াগাছের নাম ও গুণ	.	১২২
শালিধানের লক্ষণ	..	১৬৩
শালিধান্য সমূহের প্রকার ভেদে নাম	..	১৬৪
শাকের নাম	...	২০৩

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
শাকের প্রকার ভেদ	...	১৭৩
শাকের দোষ	...	১৭৩
শাম্ভরি লবণের নাম ও গুণ	...	৪৩
শ্যামালতার নাম ও গুণ	...	৯৩
শ্যামাধানের গুণ	...	১৭১
শ্যাম ভেউড়ীর নাম ও গুণ	...	৮৭
শিলারসের নাম ও গুণ	...	৫২
শিরিষ বৃক্ষের নাম ও গুণ	...	১১৫
শিংশপাবৃক্ষের নাম ও গুণ	...	১১৭
শিলাজতুর উৎপত্তি, নাম ও গুণ	...	১৫১
শিখি ধান্যের নাম	...	১৬৬
শিমূলের নাম ও গুণ	...	১২১
শিমুল পুষ্পের গুণ	...	১৭৯
শিমের নাম	...	১৮২
শিলিন্দে মাছের গুণ	...	২০০
শিঙ্গি মৎস্যের গুণ	...	ঐ
শিল জলের লক্ষণ ও গুণ	...	২০৫
শিশির জলের লক্ষণ ও গুণ	...	ঐ
শিঙ্গাকীর লক্ষণ ও গুণ	...	২৩১
শীতল জল সেবন বিধি	...	২১০
শীতল জল বর্জ্জন বিধি	...	ঐ
শীতবীর্য্যের গুণ	...	১১
শুক্রল গুণের ক্রিয়া	...	৯

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
শুক্রজনক ও শুক্ররেচক দ্রব্য	...	৮
শুক্র ভেবেণ্ডার নাম	..	৭০
শুষ্ক কুলের গুণ	...	১৫৪
শুক্তের লক্ষণ ও গুণ	...	২৩১
শুট্‌কী মাছের গুণ	...	২০২
শুণ্ঠীর নাম ও গুণ	...	১৯
শ্বেত কণ্টকারীর নাম	...	৬৭
শ্বেত কণ্টকারীর গুণ	...	৬৮
শ্বেত আকন্দের নাম	...	৭০
শ্বেত আকন্দ পুষ্পের গুণ	...	৭১
শ্বেত করবীর নাম	...	৭২
শ্বেত করবী ও রক্ত করবীর গুণ	...	ঐ
শ্বেত শজিনার গুণ	...	৭৬
শ্বেত তেউড়ীর নাম ও গুণ	...	৮৭
শ্বেত নিশিন্দার নাম	...	৭৮
শ্বেত কুঁচের নাম	...	৭৮
শ্বেতদূর্ব্বার নাম	...	৮৪
শ্বেত পদ্মিনীর নাম	...	১০৪
শ্বেত পদ্মিনীর গুণ	...	১০৫
শ্বেত কুমুদের নাম ও গুণ	...	১০৬
শ্বেতদূর্ব্বার গুণ	...	৮৫
শ্বেতপুনর্ণবার নাম ও গুণ	...	৯২
শ্রেষ্ঠ চন্দনের লক্ষণ	...	৪৮

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক।
শৈলজের নাম ও গুণ	...	৫৭
শৈবালের নাম ও গুণ	...	৫৭
শৈবালের গুণ	...	১০৭
শ্যোণার নাম	...	৬৫
শ্যোণাছালের গুণ	...	৬৬
শ্যোণার কচি ফল	...	৬৬
ষষ্টিকধান্যের লক্ষণ, প্রকার ভেদ, নাম ও গুণ		১৬৫

স

সময় ও বয়ঃক্রম ভেদে দুগ্ধ পানের উপকারিতা		২১৬
সদ্য উদ্ধৃত নবনীতের গুণ	...	২২৩
সরিসার তৈলের গুণ	...	২২৮
সন্ধানের লক্ষণ ও গুণ	...	২৩১
সর্পাক্ষীর নাম ও গুণ	...	৯৮
সর্জ্জক বৃক্ষের নাম ও গুণ	...	১১৬
সর্ব্ববিধ রত্নের গুণ	...	১৬১
সরলৌহের লক্ষণ ও গুণ		১৪৮
সর্ব্ব প্রকার ষষ্টিক ধান্য	...	১৬৫
সর্ব্ব প্রকার শিম্বি ধান্যের গুণ	...	১৬৬
সপ্তবিধ উপবিষ	...	১৬৩
সরিষার নাম ও গুণ	...	১৭০
সর্ব্ববিধ নূতন ধানের গুণ	...	১৭২
সরিষা শাকের গুণ	...	১৭৮
সরিষা ডাঁটার গুণ	...	১৮৪

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
সর্ব্ববিধ আলুর গুণ	.	১৮৪
সংস্বেদজ শাকের নাম ও গুণ	...	১৮৭
সদ্যোহত প্রাণীর মাংসের গুণ	...	১৯৮
সংশোধন গুণের ক্রিয়া	...	৮
সপ্তবিধ হরীতকীর নাম, লক্ষণ ও গুণ	...	১৪
সর্ব্ববিধ হরীতকীর সাধারণ গুণ	...	১৫
সমুদ্র ফেণার নাম ও গুণ	...	২৭
সমুদ্র লবণের নাম	...	৪৩
সমুদ্র লবণের গুণ	...	৪৪
সচল লবণের নাম ও গুণ	...	৪৪
সরল কাষ্ঠের নাম ও গুণ	..	৪৯
সারস মাংসের গুণ	...	১৯৩
সারস জলের লক্ষণ ও গুণ	...	২০৭
সাচিক্ষারের নাম ও গুণ	...	৪৫
সিদ্ধির নাম ও গুণ	...	৪৬
সিন্দূরের নাম ও গুণ	...	১৫১
সিন্দূরীয়া পুষ্পের নাম ও গুণ	..	১১২
স্থির পাকা সুপারীর গুণ	...	১৩১
সীসার নাম ও গুণ	...	১৪৭
সীধুর লক্ষণ, প্রকার ভেদ ও গুণ	...	২৬২
সুষণী শাকের নাম	...	১৭৬
সুষণী শাকের গুণ	...	১৭৭
স্নুহীক্ষীরের গুণ	..	৭১

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
সুগন্ধ বালার নাম	...	৫৬
সুপারীর নাম ও ছালের গুণ	...	১৩১
সুনেপালী খেজুরের নাম ও গুণ	...	১৪০
সুরার নাম ও গুণ	...	২৩১
সুরার লক্ষণ ও গুণ	...	২৩২
সূচিপত্র, নীলপোর, নৈপাল ও দীর্ঘপত্র ইক্ষুর গুণ		২৩৭
সূর্য্যাবর্ত্তের নাম	...	১০০
সূর্য্যাবর্ত্তের গুণ	...	১০১
সূচীমুখীর নাম ও গুণ	..	৯৪
সেউ ফলের নাম ও গুণ	...	১৪১
সেবতী পুষ্পের নাম ও গুণ	...	১০৭
সৈন্ধব লবণের নাম ও গুণ	...	৪৩
সোমলতার নাম ও গুণ	...	৯৬
সোঁদালের নাম ও গুণ	...	৫১
সোদাল ফলের গুণ	...	৩১
সোমরাজীর নাম ও গুণ	...	৩৯
সোহাগার নাম ও গুণ	...	৪৫
স্রোতাঞ্জনের নাম	...	১৫৬
সৌবর্ণাদি ভেদে শিলাজতুর লক্ষণ ও গুণ		১৫১
সৌবীর বদরের লক্ষণ ও গুণ	...	১৩৪
সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকার নাম ও গুণ	...	১৫৮
সৌরাষ্ট্রী বিষের স্বরূপ	...	১৬২
সৌবীরের লক্ষণ ও গুণ	...	২৩০

বিষয়।		পৃষ্ঠাঙ্ক।
স্বর্ণের নাম ও গুণ	...	১৪৫
স্বর্ণ মাক্ষিকের নাম	...	১৪৮
স্বর্ণ মাক্ষিকের লক্ষণ ও গুণ	...	১৪৯
স্বয়ং মৃত প্রাণীর মাংসের গুণ	...	১৯৮
স্বর্ণ ক্ষীরের নাম ও গুণ	...	৩৪
স্বর্ণ বল্লীর নাম ও লতার গুণ	...	৮১
স্রংসন গুণের ক্রিয়া	...	৭

হ

হরীতকীর উৎপত্তি ও নাম	...	১৩
হরিদ্রার নাম ও গুণ	...	৩৮
হংসপদীর নাম ও গুণ	...	৯৬
হরিতালের নাম, লক্ষণ ও গুণ	...	১৭৫
হরিতালের সাধারণ গুণ	...	১৭৬
হলাহল বিষের স্বরূপ	...	১৬২
হস্তীকর্ণার গুণ	...	১৮৩
হরিণের মাংসের গুণ	...	১৯২
হস্তিনীর দুগ্ধের গুণ	...	২১৪
হাড় যোড়ার নাম ও গুণ	...	৯১
হারিদ্র বিষের স্বরূপ	...	১৬১
হারীত পাখীর নাম ও মাংসের গুণ		১৯৫
হিঙ্গের নাম ও গুণ	..	২৫
হিজলের নাম ও গুণ	...	৮০
হিঙ্গুপত্রীর নাম ও গুণ	...	৯৭

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
হিঙ্গুলের নামভেদ ও গুণ	১৫৩
হিবাকসের নাম ও গুণ	১৫৮
হিঞ্চা শাকের নাম ও গুণ	১৭৬
হীরকের নাম ...	১৬০
হৈয়ঙ্গবীন ঘৃতের লক্ষণ ও গুণ ..	২২৫
হোগলার নাম ও গুণ ...	৮৩
হৌহবের দ্বয়ের অর্থাৎ দ্বিবিধ হবুষার নাম ও গুণ	২৬
স্থূল পদ্মের নাম ও গুণ ...	১০৬
স্থৌণেয়কের নাম ও গুণ ...	৫৯

ক্ষ

ক্ষারদ্বয় ও ক্ষারত্রয়ের লক্ষণ ও গুণ	৪৫
ক্ষারাষ্টকের লক্ষণ ও গুণ .	৪৬
ক্ষীরিবৃক্ষ ও পঞ্চবল্কলের নাম ...	১১৫
ক্ষীরি বৃক্ষের গুণ ...	১১৬
ক্ষীরি বৃক্ষের পত্রের গুণ ...	ঐ
ক্ষীরকাকোলীর নাম ও গুণ ..	৩০
ক্ষীরিকার নাম ও ফলের গুণ ..	১৩৬
ক্ষুদ্র মাছের গুণ	২০২
ক্ষুদ্র জম্বুর নাম ও গুণ ...	১৫৪
ক্ষেত্তপাপড়ার নাম ও গুণ	৮১
ক্ষৌদ্র মধুর লক্ষণ ও গুণ .	২৩৪

সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

দ্রব্য-পরিচয় সঙ্কেত।

এই গ্রন্থে ঔষধ সমূহের জেলাভেদে প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদত্ত এবং সেই নামের পরে প্রত্যেক জেলার আদ্যক্ষর দ্বারা সেই জেলার ভাষার প্রতি সঙ্কেত করা হইয়াছে। যথা —ক—কলিকাতার ভাষা। ব—বরিশাল। ঢা—ঢাকা। ম—ময়মনসিং। চ—চট্টগ্রাম। মে—মেদিনীপুর। নো—নোয়াখালী। রা—রাজসাহী। ত্রি—ত্রিপুরা। পা—পাবনা। র—রংপুর। দি—দিনাজপুর। য—যশোহর। বর্দ্ধ—বর্দ্ধমান। বা—বাঁকুড়া। বী—বীরভূম। খু—খুলনা। শ্রী—শ্রীহট্ট। মা—মালদহ। জল—জলপাইগুড়ী। কু—কুচবিহার। কো কোন কোন জেলার ভাষা এবং স—সর্ব্বস্থানের ভাষা। যে শব্দটীর পরে—ক, ব, ঢা, এই কয়েকটী অক্ষর বিন্যস্ত হইয়াছে, সেই শব্দটী কলিকাতা, বরিশাল ও ঢাকার ভাষা বুঝিতে হইবে।

কলিকাতার সহিত চব্বিশপরগণা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদের ভাষার সাদৃশ্য আছে, এইরূপ বরিশাল ও ঢাকার সহিত ফরিদপুরের, যশোহরের সহিত খুলনার, ত্রিপুরার সহিত চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও নোয়াখালীর, পাবনার সহিত মালদহ ও রাজসাহীর, জলপাইগুড়ীর সহিত কুচবিহারের, এবং রংপুরের সহিত দিনাজপুরের ভাষার সাদৃশ্য আছে, বিশেষ কোন বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না।

BENGAL LIBRARY
22 JUL 1904
WRITERS' BUILDINGS
Bg 685

দ্রব্যগুণ-পরিচয়। ৩০/-৫

দ্রব্যগুণ-শিক্ষার আবশ্যকতা—কোন্ দ্রব্যের কি গুণ, তাহা জানা থাকিলে সুস্থ ও পীড়িত, কাহার পক্ষে কোন্ দ্রব্য উপকারী বা অপকারী, অনায়াসেই স্থির করিয়া পথ্যাপথ্যের নির্দ্দেশ করা যায় এবং তদ্দ্বারা পীড়িতব্যক্তি রোগমুক্ত ও সুস্থব্যক্তি দীর্ঘায়ু হইতে পারে, সুতরাং দ্রব্যের গুণ সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া সকলেরই আবশ্যক।

দ্রব্যগত পঞ্চপদার্থের ক্রিয়া—সমস্ত দ্রব্যেই রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও শক্তি; এই পাঁচপ্রকার পদার্থ অবস্থিতি পূর্ব্বক পঞ্চকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

রসের সাধারণ গুণ—মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায়; এই ছয়টী রস দ্রব্যকে আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থিতি করে। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্বানুক্রমে বলকারক; অর্থাৎ কষায়রস অপেক্ষা কটুরস বলকারক, কটুরস অপেক্ষা তিক্তরস বলকারক, তিক্তরস অপেক্ষা লবণরস বলকর, লবণরস অপেক্ষা অম্লরস বলকারী এবং অম্লরসের অপেক্ষা মধুররস বলকর। উহাদের মধ্যে আদ্য তিনটী রস অর্থাৎ মধুররস, অম্লরস ও লবণরস; বায়ু বিনাশ করে; তিক্তরস, কটুরস ও কষায়রস; কফ নিবারণ করে এবং কষায়রস, তিক্তরস ও মধুররস পিত্তপ্রশমন করিয়া থাকে। আর অন্যান্য রসসমূহ বাতাদিবর্দ্ধক; অর্থাৎ তিক্ত, কটু ও কষায়রস বায়ু বৃদ্ধি করে; অম্ল, লবণ ও কটুরস পিত্তবৃদ্ধি করে, মধুররস,

অম্লরস এবং লবণরস কফ বর্দ্ধিত করিয়া থাকে; যে সকল রস বাতপ্রশমক, সেই সকল রসের রুক্ষতা, লঘুতা ও শীতলতা গুণ থাকিলে, উহারা বায়ু প্রশমন করিতে পারে না। যে সকল রস পিত্তপ্রশমক; সেই সমস্ত রসের তীক্ষ্ণতা, উষ্ণতা ও লঘুতা গুণ থাকিলে, তাহারা পিত্তপ্রশমন করিতে সমর্থ হয় না; এবং যে সকল রস কফনিবারক, সেই সকল রসের স্নিগ্ধতা, গুরুতা ও শীতলতা গুণ থাকিলে, তাহারা কফ দমনে কৃতকার্য্য হয় না।

মধুররসের গুণ—মধুররস—শীতবীর্য্য, রসাদি ধাতুবর্দ্ধক, স্তন্যবর্দ্ধক, বলকারক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, বাতপিত্তনাশক, দেহের স্থূলতাকারক, মলবর্দ্ধক, ক্রিমিজনক; বালক, বৃদ্ধ, উরঃক্ষতরোগী, ক্ষীণরোগী, বর্ণ, কেশ, ইন্দ্রিয় ও ওজোধাতুর পক্ষে প্রশস্ত; অধিকন্তু মধুররস বৃংহণ (তেজোবর্দ্ধক), কণ্ঠস্বর-পরিষ্কারক, গুরুপাক, ভগ্নস্থানসংযোজক, বিষনাশক, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, প্রীতিজনক ও পরমায়ুবর্দ্ধক।

অতিরিক্ত মধুররস সেবনের গুণ—মধুররস অধিক মাত্রায় সেবন করিলে জ্বর, শ্বাস (হাঁপানী), গলগণ্ডরোগ, অর্ব্বুদ (আব) রোগ, ক্রিমি, স্থৌল্য (মেদোরোগ), অগ্নিমান্দ্য, মেহ ও কফরোগ উৎপন্ন হয়।

অম্লরসের গুণ—অম্লরস—পরিপাচক, রুচিজনক, পিত্তজনক, কফজনক, রক্তজনক, লঘুপাক, শরীরের কৃশতাকারক, উষ্ণবীর্য্য, বহিঃশীত অর্থাৎ স্পর্শে শীতল, ক্লেদজনক, বাতনাশক, স্নিগ্ধবীর্য্য, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, ভেদক, শুক্রনাশক, বিবন্ধনাশক, আনাহনাশক, দৃষ্টিশক্তিনাশক, রোমহর্ষজনক, দন্তহর্ষজনক, অক্ষিসঙ্কোচক ও ভ্রূসঙ্কোচক।

অতিরিক্ত অম্লরস সেবনের গুণ—অধিক পরিমাণে অম্লরস সেবনকরিলে ভ্রম, পিপাসা, দাহ, তিমিররোগ (চক্ষুরোগ), জ্বর, কণ্ডূ, পাণ্ডু, বীসর্প, শোথ, বিস্ফোট ও কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লবণরসের গুণ—লবণরস—শোধক (মলপরিষ্কারক), রুচিজনক, পরিপাচক, কফপিত্তজনক, পুরুষত্বনাশক, বাতঘ্ন, দেহের শিথিলতা ও মৃদুতাজনক, বলনাশক, মুখের জলস্রাবকারী, এবং কপোলে ও গণ্ডদেশে দাহজনক।

অধিক লবণরস সেবনের গুণ—লবণরস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে তদ্দ্বারা অক্ষিপাক, রক্তপিত্তরোগ, কোঠরোগ, ক্ষতাদিরোগ, বলী (বার্দ্ধক্যে মাংসলোলতা), পলিত (অকালে কেশপক্কতা), টাক্, কুষ্ঠ, বীসর্প ও পিপাসা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তিক্তরসের গুণ—তিক্তরস—শীতবীর্য্য এবং পিপাসা, মূর্চ্ছা, জ্বর, পিত্ত, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষ, উৎক্লেশ, দাহ ও রক্তদোষবিনাশক নাসিকাশোষক, রুক্ষবীর্য্য ও লঘুপাক; এবং উহা স্বয়ং অহৃদ্য, কিন্তু অন্য বস্তুতে রুচিজনক।

অধিক তিক্তরস সেবনের গুণ—তিক্তরস অধিক মাত্রায় সেবন করিলে, তদ্দ্বারা শিরঃশূল, মন্যাস্তম্ভ, শ্রান্তি (শ্রমবোধ), কম্প, মূর্চ্ছা, পিপাসা, বলক্ষয় ও শুক্রক্ষয় জন্মিয়া থাকে।

কটুরসের গুণ—কটুরস—উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণবীর্য্য, বিশদগুণী, বাতপিত্তজনক, কফনাশক, লঘুপাক, অগ্নিগুণাধিক, ক্রিমিনাশক, কণ্ডূনাশক, বিষঘ্ন, রুক্ষবীর্য্য, গুল্মনাশক, মেদোনাশক, স্থৌল্যনাশক এবং নাক, মুখ ও চক্ষুর জলস্রাবকারী, জিহ্বার

উদ্বেগকারী, অগ্নিদীপক, পরিপাচক, রুচিকারক এবং নাসিকা, ক্লেদ, মেদঃ, বসা, মজ্জা, মল ও মূত্র; ইহাদের শোষণকারী, স্রোতঃশোধক, রুক্ষ, মেধাজনক ও মলবদ্ধকারক।

অধিক কটুরস সেবনের গুণ—কটুরস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে ভ্রান্তি, দাহ, মুখশোষ, তালুশোষ, ওষ্ঠশোষ, কণ্ঠাদির পীড়া, মূর্চ্ছা ও অন্তর্দাহ জন্মে এবং বল ও কান্তি বিনষ্ট হয়।

কষায়রসের গুণ—কষায়রস—ব্রণাদিপূরক, মলরোধক, গাত্রাদি স্তম্ভনকারক, ব্রণশোধক, লেখন অর্থাৎ ব্রণজনিত স্ফীতমাংসশোষক, পীড়ন (বাত দ্বারা হৃদয়ের পীড়াজনক), সৌম্য অর্থাৎ সোমগুণবিশিষ্ট, শোষণ অর্থাৎ ব্রণ ও মজ্জাদিশোষক, বায়ুপ্রকোপক, কফনাশক, রক্তপিত্তনাশক, রুক্ষবীর্য্য, শীতল, লঘুপাক, ত্বক্‌প্রসাদক, আমদোষের স্তম্ভনকারক, বিশদগুণান্বিত, জিহ্বার জড়তাকারক এবং কণ্ঠ ও স্রোতোবদ্ধতাকারক।

অতিরিক্ত কষায়রস সেবনের গুণ—কষায়রস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে কণ্ঠাদিগ্রহ, উদরাধ্মান, হৃৎপীড়া ও আক্ষেপাদি রোগ উৎপন্ন হয়।

মধুরাদিরসের অপর বিষয়—মধুররসাত্মকদ্রব্য প্রায়ই কফকারক; কিন্তু পুরাতন শালি, যব, মুগ, গোধূম, মধু, চিনি ও জাঙ্গলমাংস কফকারক নহে। অম্লরসাত্মকদ্রব্য প্রায়ই পিত্তজনক; কিন্তু আমলকী ও দাড়িম পিত্তজনক নহে। সৈন্ধব-লবণ ব্যতীত প্রায় যাবতীয় লবণরসাত্মকদ্রব্য চক্ষুর পক্ষে অহিতকর। শুণ্ঠী, পিপুল ও রসুন ব্যতিরেকে সমস্ত কটুরসবিশিষ্ট দ্রব্যই অবৃষ্য ও বায়ুপ্রকোপকারী। পটোল এবং গুড়ূচী ব্যতীত সমস্ত তিক্তরসাত্মকদ্রব্য অবৃষ্য ও বাতপ্রকোপক। মহর্ষি চরক

বলিয়াছেন যে,—কটুরসাত্মকদ্রব্যের মধ্যে পিপুল ও শুণ্ঠী বৃষ্য অর্থাৎ বীর্য্যবর্দ্ধক; কিন্তু অন্যান্য কটুদ্রব্য অবৃষ্য। হরীতকী ব্যতীত যাবতীয় কষায়দ্রব্য স্তম্ভনকারক। এখানে সংক্ষেপে ছয়টী রসের গুণ নির্দ্দেশ করা গেল। কিন্তু রসের পরস্পর সংযোগে অন্যবিধ গুণও জন্মিয়া থাকে। যেমন মধু ও ঘৃত একত্র মিলিত হইলে বিষবৎ হয় এবং সর্পদষ্টব্যক্তিকে স্থাবরবিষ প্রয়োগ করিলে অমৃতের ন্যায় উপকারী হয়।

লঘু প্রভৃতি গুণের বিবরণ—লঘু, গুরু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ; এই ৫ পাঁচটীর যথাক্রমে আকাশ, পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নি; এই পাঁচটী গুণ; অর্থাৎ আকাশের লঘুগুণ, পৃথিবীর গুরুগুণ, জলের স্নিগ্ধগুণ, বায়ুর রুক্ষগুণ ও অগ্নির তীক্ষ্ণগুণ।

লঘ্বাদি গুণযুক্তদ্রব্য সমূহের ক্রিয়া—লঘুদ্রব্য—সুপথ্য, কফনাশক ও শীঘ্র পরিপাচক। গুরুদ্রব্য—বাতনাশক, পুষ্টিকারক, কফজনক ও বিলম্বে পরিপাকজনক। স্নিগ্ধদ্রব্য—বাতনাশক, কফনাশক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও বলকারক। রুক্ষদ্রব্য—অত্যন্ত বাতজনক ও কফনিবারক। তীক্ষ্ণদ্রব্য—পিত্তজনক, প্রায়ই শরীরের রসশোষক, কফ ও বাতনাশক।

সুশ্রুতসংহিতাগ্রন্থে—২০বিংশতিপ্রকার গুণ কথিত হইয়াছে। তাহাদের নাম; যথা—১ লঘু, ২ গুরু, ৩ স্নিগ্ধ, ৪ রুক্ষ, ৫ তীক্ষ্ণ, ৬ শ্লক্ষ্ণ, ৭ স্থির, ৮ সর, ৯ পিচ্ছিল, ১০ বিশদ, ১১ শীত, ১২ উষ্ণ, ১৩ মৃদু, ১৪ কর্কশ, ১৫ স্থূল, ১৬ সূক্ষ্ম, ১৭ দ্রব, ১৮ শুষ্ক, ১৯ আশু ২০ মন্দ। ইহাদের মধ্যে লঘু, গুরু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ এই পাঁচটী গুণের বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে অবশিষ্ট গুলির গুণ কথিত হইতেছে। যথা—শ্লক্ষ্ণদ্রব্য—স্নেহশূন্য কঠিন

হইলেও চিক্কণ। স্থিরদ্রব্য—বায়ু ও মলের স্তম্ভনকারক। সরগুণ-যুক্তদ্রব্য বায়ুনিঃসারক ও মলভেদক। পিচ্ছিলদ্রব্য—তন্তুযুক্ত, বলকারক, ভগ্নস্থানসংযোজক, কফকারক ও গুরুপাক। বিশদ-দ্রব্য—ক্লেদনাশক ও ব্রণপূরক। শীতগুণাত্মকদ্রব্য—সুখজনক, রক্তস্রাবাদিনিবারক, মূর্চ্ছানাশক, ঘর্ম্মনিবারক, পিপাসানাশক ও দাহনাশক। উষ্ণগুণাত্মকদ্রব্য—শীতগুণের বিপরীত অর্থাৎ অসুখ-জনক, রক্তাদিস্রাবক, মূর্চ্ছাজনক, ঘর্ম্মজনক, পিপাসাজনক, দাহজনক ও ব্রণাদির পরিপাচক। মৃদুগুণ ও কর্কশগুণের কার্য্য প্রসিদ্ধ, তজ্জন্য এস্থলে লিখিত হইল না। স্থূলগুণ—দেহের স্থৌল্য-জনক ও স্রোতঃসমূহের অবরোধক। সূক্ষ্মগুণ—দেহের সূক্ষ্ম ছিদ্র সমূহমধ্যে প্রবেশকারক। দ্রব-দ্রব্য ক্লেদজনক ও ব্যাপক। শুষ্কদ্রব্য—দ্রব-দ্রব্যের বিপরীত গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ ক্লেদশোষক ও আকর্ষক। আশুগুণযুক্তদ্রব্য—জলে নিঃক্ষিপ্ত তৈলবৎ দেহে প্রসারিত হয়। মন্দগুণাত্মকদ্রব্য—সকলকার্য্যে শিথিলতাজনক ও অল্পতাকারক।

দীপনগুণের ক্রিয়া—যাহা আমদোষের পরিপাচক নহে, অথচ অগ্নিদীপক, তাহাকে দীপনগুণ বলা যায়। যেমন মৌরী। কেহ কেহ এই প্রকার তর্ক করিয়া থাকেন যে, যে বস্তু অগ্নিদীপক, তাহা আমের পরিপাচক হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে, যেমন প্রদীপের সূক্ষ্ম অগ্নিদ্বারা চতুর্দ্দিক আলোকিত হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা হাঁড়ীর মধ্যস্থিত তণ্ডুলাদির পাকক্রিয়া সমাহিত হয় না; সেই প্রকার দীপনগুণবিশিষ্ট দ্রব্যদ্বারা আহারে অভিলাষ-রূপ সামান্য অগ্নির উদ্দীপন হইতে পারে, কিন্তু অগ্নির অল্পতা হেতু, তদ্দ্বারা আমের পরিপাক হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং

আমপরিপাকার্থ প্রবল অগ্নির প্রয়োজন সেইহেতু অগ্নি দীপ্ত হইতেছে।

পাচনগুণের ক্রিয়া---যে দ্রব্য আমপরিপাচক, কিন্তু অগ্নিদীপক নহে, তাহাকে পাচন বলে। যেমন নাগকেশর। চিতা—অগ্নিদীপক ও পরিপাচক। এস্থলে এইপ্রকার প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে দ্রব্য দ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত হয় না, তদ্দ্বারা কিরূপে আমের পরিপাক হয়? ইহার উত্তর এই যে, যেমন চুল্লীস্থিত অগ্নিদ্বারা অন্নাদির পাকক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু সেই অগ্নি-দ্বারা প্রদীপের ন্যায় চারিদিক আলোকিত হয় না, সেই প্রকার পাচকদ্রব্যদ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত না হইয়া কেবল আমের পরিপাক-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

শমনগুণের ক্রিয়া—যে দ্রব্যদ্বারা বাতাদি দোষত্রয় ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গ দ্বারা বহির্নির্গত হয় না, অথবা সমদোষ অর্থাৎ বাতাদি দোষত্রয় স্বস্থান হইতে সঞ্চালিত অর্থাৎ সম্বর্দ্ধিত হয় না; কিন্তু বিষমদোষসমূহ সমানভাবে অবস্থিতি করে, তাহাকে শমন বলা যায়। যেমন গুলঞ্চ।

অনুলোমনগুণের ক্রিয়া—যে দ্রব্য আমদোষকে অর্থাৎ অপক্ক বায়ু, পিত্ত ও কফকে পরিপাক করিয়া বায়ুর বদ্ধতা বিনাশ পূর্ব্বক মলকে অধঃপাতিত করে, তাহাকে অনুলোমন কহে। যেমন হরীতকী।

স্রংসনগুণের ক্রিয়া— যে দ্রব্য কোষ্ঠস্থিত পক্কবা মলাদিকে অর্থাৎ মল এবং কফ ও পিত্তকে পরিপাক না করিয়া অপক্ক অবস্থাতেই অধঃপাতিত করে, তাহাকে স্রংসন বলা যায়। যেমন সোঁদাল।

ভেদনগুণের ক্রিয়া—যে দ্রব্য দ্বারা অবদ্ধ (শিথিল, মৃদু), বদ্ধ (গাঢ়, কঠিন), অথবা বায়ু কর্ত্তৃক পিণ্ডীকৃত (গুঠ্‌লে) মলাদির জমাট ভাঙ্গিয়া অধঃপাতিত হয়, তাহাকে ভেদন বলে। যেমন কট্‌কী।

রেচনগুণের ক্রিয়া—যে দ্রব্যদ্বারা পক্ক বা অপক্ক মল দ্রবীভূত হইযা অধঃপাতিত হয়, তাহাকে রেচন বলে। যেমন তেউড়ী।

বমনগুণের ক্রিয়া—যে দ্রব্যদ্বারা পিত্ত, শ্লেষ্মা ও ভুক্ত-দ্রব্যসকল ঊর্দ্ধগামী হইয়া, মুখদ্বারা বহির্গত হয়, তাহাকে বমন বলে। যেমন মযনাফল।

সংশোধনগুণের ক্রিয়া—যে দ্রব্যদ্বারা দেহমধ্যস্থ সঞ্চিত মল স্বস্থান হইতে বহির্গত হয়, অথবা দেহের ঊর্দ্ধ বা অধোভাগে নীত হয়, তাহাকে সংশোধন বলে। যেমন ঘোষাফল।

গ্রাহীগুণের ক্রিয়া—যে দ্রব্য দীপন ও পাচন এই উভয় গুণযুক্ত এবং উষ্ণতাপ্রযুক্ত শোষণ গুণবিশিষ্ট, তাহাকে গ্রাহী বলে। যেমন শুঁঠ, জীরা ও গজপিপুল।

স্তম্ভনগুণের ক্রিয়া—যে দ্রব্য রুক্ষতা, শীতলতা, কষায়তা ও লঘুপাকিতা হেতু বায়ুকে প্রতিলোমগামী করিয়া অধোগামী মলাদিকে স্তম্ভিত করে, তাহাকে স্তম্ভন বলে। যেমন-কুড়্‌চি ও শ্যোণা।

ছেদনগুণের ক্রিয়া যে দ্রব্যদ্বারা সংশ্লিষ্ট কফাদি দোষত্রয় বলপূর্ব্বক উন্মূলিত হয়, তাহাকে ছেদন বলে। যেমন যবক্ষার, মরিচ ও শিলাজতু।

লেখনগুণের ক্রিয়া—যে সকল দ্রব্য দেহস্থিত রসাদি-

ধাতুসমূহ অথবা মলাদি শোষণ পূর্ব্বক শরীরকে কৃশ করে, তাহাকে লেখন বলে। যেমন মধু, উষ্ণজল, বচ ও ইন্দ্রযব।

রসায়নগুণের ক্রিয়া —যেসকল দ্রব্যদ্বারা জরা (বার্দ্ধক্য) ও ব্যাধি বিনষ্ট হয়, তাহাকে রসায়ন বলে। যেমন হরীতকী, রুদন্তী (ক্ষুদ্রক্ষুপবিশেষ), গুগ্‌গুলু ও শিলাজতু।

বাজীকরণগুণের ক্রিয়া—যেদ্রব্য স্ত্রীতে হর্ষ অর্থাৎ রমণ করিতে উৎসাহ জন্মায়, তাহাকে বাজীকরণ বলে। যেমন অশ্বগন্ধা, তালমূলী, চিনি ও শতমূলী।

শুক্রলগুণের ক্রিয়া—যে দ্রব্যদ্বারা শুক্রবৃদ্ধি হয়, তাহাকে শুক্রল বলে। যেমন গোরক্ষচাকুলে ও আলকুশীবীজ।

শুক্রজনক ও শুক্ররেচকদ্রব্য—দুগ্ধ, মাষকলায়, ভেলারমজ্জা ও আমলকী, এই সকল দ্রব্য শুক্রজনক এবং শুক্র-রেচক; অর্থাৎ এই সকল পদার্থ সেবন করিলে, উহারা স্বকীয় প্রভাবদ্বারা শীঘ্রই রসাদি ধাতু উৎপাদনপূর্ব্বক শুক্র জন্মায় এবং (শুক্রের আধিক্যবশতঃ) স্রাবিত করিয়া থাকে। বৃহৎ কণ্ট-কারীফল শুক্ররেচক। ইহা সেবনে শুক্র ক্ষরিত হয়। স্ত্রী—শুক্ররেচক অর্থাৎ স্ত্রীলোকের স্মরণ, গুণাদি কীর্ত্তন, দর্শন, সম্ভাষণ, স্পর্শন, চুম্বন, আলিঙ্গন ও নিধুবন (মৈথুন); এই সকল ক্রিয়া অথবা ইহাদের একটি বা দুই তিনটি ক্রিয়াদ্বারা শুক্রক্ষরণ হইয়া থাকে।

ব্যবায়ীগুণের ক্রিয়া— যে সকল দ্রব্যের গুণ সর্ব্বাগ্রে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া, পরে সেই দ্রব্য পরিপাক হয়, তাহাকে ব্যবায়ী কহে। যেমন ভাঙ্গ ও অহিফেন। অন্যান্য দ্রব্য সেবন করিলে, সেই সকল দ্রব্য প্রথমে পরিপাক হইয়া, তৎপরে

তাহাদের গুণ প্রকাশ করে। কিন্তু ব্যবায়ী দ্রব্য সেবন করিলে প্রথমে তাহার গুণ সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া, পরে সেই দ্রব্য পরিপাক হয়।

বিকাশীগুণের ক্রিয়া—যে সকল দ্রব্য ভক্ষিত হইয়া সর্ব্বশরীরগত বীর্য্য, বিশেষতঃ ওজোধাতুকে শোষণ পূর্ব্বক শারীরিক সন্ধিবন্ধনসকল শিথিল করে, তাহাকে বিকাশী বলা যায়। যেমন সুপারী, কোদোধান প্রভৃতি।

মদকারীগুণের ক্রিয়া—যে দ্রব্য সেবন করিলে বুদ্ধি-লোপ পায় এবং যাহা তমোগুণাধিক, তাহাকে মদকারী (মাদক) বলে। যেমন সুরা প্রভৃতি।

বিষের গুণ—বিষ—ব্যবায়ী অর্থাৎ প্রথমে সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইয়া, তৎপরে পরিপাক হয়। বিকাশী অর্থাৎ ওজো-ধাতুকে শুষ্ক করিয়া সন্ধিবন্ধনসমূহ শিথিল করে, মদাবহ অর্থাৎ তমোগুণাধিক্যপ্রযুক্ত বুদ্ধিনাশ করে, শ্লেষ্মচ্ছেদী অর্থাৎ কফ বিনাশ করে। আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নিগুণাধিক, জীবননাশক এবং যোগবাহী। বিষশব্দে বৎসনাভ, শক্তুক প্রভৃতি।

প্রমাথীগুণের ক্রিয়া—যে দ্রব্য নিজ বীর্য্যদ্বারা দৈহিক স্রোতঃসমূহ হইতে সঞ্চিত বাতাদিকে বহির্গত করে, তাহাকে প্রমাথী বলে। যেমন মরিচ, বচ প্রভৃতি।

অভিষ্যন্দীর ক্রিয়া—যেদ্রব্য পিচ্ছিলতা ও গুরুত্ব প্রযুক্ত রসবাহিনী শিরাসমূহকে রোধ পূর্ব্বক দেহের গুরুতা (ভার) উৎপাদন করে, তাহাকে অভিষ্যন্দী বলে। যেমন দধি প্রভৃতি।

বিদাহীর ক্রিয়া—যে দ্রব্য ভোজন করিলে অম্লোদ্গার,

পিপাসা ও হৃদয়ে দাহ জন্মে এবং অনেক বিলম্বে পরিপাক হয়, তাহাকে বিদাহী বলে।

যোগবাহীর ক্রিয়া—যে দ্রব্য সংসর্গীবস্তুর অর্থাৎ অন্য দ্রব্যের সহিত মিলিত হইলে, তাহার গুণ গ্রহণ করে, তাহাকে যোগবাহী বলে। যেমন মধু, জল, তৈল, ঘৃত, পারা ও লৌহ প্রভৃতি।

বীর্য্যনির্ণয়—শীতগুণের উৎকর্ষপ্রযুক্ত পণ্ডিতগণ দ্রব্য-সমূহের দুইপ্রকার বীর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন; যথা—উষ্ণবীর্য্য ও শীতবীর্য্য। যেহেতু সমস্ত জগৎ আগ্নেয় ও সোমগুণাত্মক।

উষ্ণবীর্য্যের গুণ—উষ্ণবীর্য্য-বায়ুনাশক, কফ বিনাশক, পিত্তজনক ও পরিপাচক। গ্রন্থান্তরে কথিত হইয়াছে যে, উষ্ণ-বীর্য্য—ভ্রমজনক, পিপাসাজনক, গ্লানিজনক, ঘর্ম্মজনক, দাহজনক, শীঘ্র পরিপাককারক, বাতনাশক ও কফনিবারক।

শীতবীর্য্যেরগুণ—শীতবীর্য্য বাতশ্লৈষ্মিকরোগজনক ও পিত্তনাশক। অন্য গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, শীতবীর্য্য—সুখজনক, জীবন প্রদায়ক, মলস্তম্ভকারক ও রক্তপিত্তের প্রসন্নতাকারক।

বিপাক—উদরস্থ অগ্নিসংযোগে ভক্ষিতদ্রব্যের যে রস উৎপন্ন হয়, সেই রসের পরিণামে যে আর একটি পৃথক্ রস জন্মিয়া থাকে, তাহাকেই বিপাক বলে। মধুররসের ও লবণরসের বিপাক মধুর; অম্লরসের বিপাক অম্ল এবং তিক্ত, কটু ও কষায়রসের বিপাক প্রায়ই কটু হইয়া থাকে। বাগ্‌ভট বলিয়াছেন যে, বিপাক ৩ তিনপ্রকার। যথা—মধুরবিপাক, অম্লবিপাক ও কটুবিপাক, কিন্তু বুঝিতে হইবে যে সর্ব্বত্র ঐ নিয়মানুসারে কার্য্য হয় না। কারণ—ব্রীহি (আউশধান) মধুররস

বিশিষ্ট হইয়াও অম্লবিপাক, হরীতকী—কষায়রসাত্মক হইয়াও মধুরবিপাক এবং শুণ্ঠী—কটুরসাত্মক হইয়াও মধুরবিপাক হইয়া থাকে।

বিপাকের গুণ—মধুরবিপাক—কফজনক, বাতনিবারক ও পিত্তঘ্ন। অম্লবিপাক—পিত্তজনক এবং বাতশ্লৈষ্মিকরোগোৎপাদক। কটুবিপাক—বায়ুবর্দ্ধক, কফনাশক ও পিত্তপ্রশমক। বিপাকরস সম্বন্ধে এইপ্রকার নিয়ম কথিত হইয়াছে।

প্রভাবের বিষয়—রসাদি তুল্য হইলেও যে গুণদ্বারা অন্যপ্রকার গুণ সম্পাদিত হয়, তাহাকে প্রভাব বলে। যেমন চিতা ও দন্তী, এই দুইটি পদার্থ রসবীর্য্যাদিতে তুল্য, কিন্তু দন্তী বিরেচক (দাস্তকরায়), সুতরাং বিরেচনই (অর্থাৎ মলভেদ করানই) উহার প্রভাবের ক্রিয়া। কিস্‌মিস ও মউয়া এবং ঘৃত ও দুগ্ধ তুল্যরসাদিবিশিষ্ট হইলেও কিস্‌মিস ও ঘৃত উভয়ই অগ্নিপ্রদীপক। লকুচ (মাদার বা ডহুয়া) ও আমলকী এই দুই দ্রব্য রসাদিতে সমান হইলেও আমলকী ত্রিদোষনাশক। কোনও কোনও স্থলে দ্রব্যের একমাত্র প্রভাব দ্বারাই কার্য্য সাধিত হয়। যেমন সহদেবীর অর্থাৎ দণ্ডোৎপলের মূল মস্তকে বন্ধন করিলে জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। অনেক প্রকার ঔষধ একত্র করিয়া যে সকল ঔষধ প্রস্তুত করা যায়, সেই সকল ঔষধের রস-বীর্য্যাদিরূপ হেতু বিচার না করিয়া প্রভাবের উপরই নির্ভর করা কর্ত্তব্য। সুশ্রুত বলিয়াছেন—যে, যে সকল ঔষধ স্বভাবতঃপ্রসিদ্ধ, তাহা চিন্তার বিষয় বা মীমাংসনীয় নহে। অতএব বিচক্ষণ চিকিৎসক প্রসিদ্ধ ঔষধ সকল (যেমন জয়মঙ্গলরস, গুড়ূচীতৈল, সারস্বতঘৃত ইত্যাদি) শাস্ত্রের উপদেশানুসারে প্রয়োগ করিবেন।

যে সমস্ত ঔষধ স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ ও যাহাদের গুণ প্রত্যক্ষ লক্ষিত হয় ; বিজ্ঞচিকিৎসক কখনও সেই সকল ঔষধের রসাদির বিচার করিবেন না। কারণ—বিরুদ্ধ গুণের সংযোগে কখনও দোষের বৃদ্ধি এবং কখনও দোষের হ্রাস হইতে পারে ; সুতরাং রসাদি দ্বারা ঔষধের ফল স্থির করা সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ বিপাক – রসকে, বীর্য্য—রস ও বিপাক এই উভয়কে এবং প্রভাব—রস, বিপাক ও বীর্য্য এই তিনকেই পরাভব করে। এই প্রকারে রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব ইহাদের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া,এক্ষণে কোন্ দ্রব্যে কি রস, কি গুণ, কি বীর্য্য, কি বিপাক ও কি প্রভাব অবস্থিতি করে, তাহা বুঝাইবার জন্য যে দ্রব্যে যে রস, যে গুণ, যে বীর্য্য, যে বিপাক ও যে প্রভাব অবস্থিতি করে, তাহা বলা যাইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমে হরীতকীর উৎপত্তি, নাম, লক্ষণ ও গুণ কথিত হইতেছে।

হরিতক্যাদি বর্গ।

হরীতকীর উৎপত্তি—শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে "একদিন ইন্দ্র অমৃত পান করিতেছেন, এমন সময়ে তাহার একবিন্দু অমৃত পৃথিবীতে পতিত হয়, সেই পতিত অমৃতবিন্দু হইতেই সাত প্রকার হরীতকী উৎপন্ন হয়।"

হরীতকীর নাম—হরীতকী, অভয়া, পথ্যা, কায়স্থা, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী, অব্যথা, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, বয়ঃস্থা, বিজয়া, জীবন্তী ও রোহিণী এই শব্দগুলি হরীতকীর নাম। হরী-তকী স্বনামপ্রসিদ্ধ ফল, এই ফল শুষ্ক হইলে বীজ পরিত্যাগ করিয়া ছাল ঔষধে ব্যবহৃত হয়। হর্‌তকী বা, হর্‌ড়া, হি, হরীতকী ম।

সপ্তবিধ হরীতকীর নাম, লক্ষণ ও গুণ—বিজয়া, রোহিণী, পূতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী এই সপ্ত প্রকার হরীতকী। ইহাদের মধ্যে বিজয়াহরীতকী অলাবুর ন্যায় গোলাকার। রোহিণীহরীতকী—সম্পূর্ণ গোলাকার। পূতনা হরীতকী—বৃহৎ বীজবিশিষ্ট অথচ ক্ষুদ্রাকার। অমৃতাহরীতকী—অধিক ত্বক্‌বিশিষ্ট। অভয়াহরীতকী—পাঁচটী শিরাবিশিষ্ট। জীবন্তী হরীতকী—সোণার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, এবং চেতকীহরীতকী—তিনটী শিরাবিশিষ্ট; সপ্তবিধ হরীতকীর এই সাত প্রকার আকৃতি। ইহাদের মধ্যে বিজয়া হরীতকী—সর্ব্বরোগে প্রশস্ত। রোহিণী হরীতকী—ব্রণ পূরণ করে। পূতনা হরীতকী—প্রলেপ কার্য্যে উপযুক্ত। অমৃতাহরীতকী—শোধন কার্য্যে (মলাদি রেচনে) প্রশস্ত। অভয়াহরীতকী—চক্ষুরোগে হিতকর। জীবন্তীহরীতকী—সর্ব্বরোগবিনাশক ও চেতকী হরীতকী চূর্ণার্থে প্রশস্ত। এই প্রকার জাতিভেদে হরীতকীর গুণ নির্ণয় পূর্ব্বক যে হরীতকী যে রোগে উপকারী, সেই হরীতকী সেই রোগে প্রয়োগ করিবে। চেতকী হরীতকী—আবার শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে দুই প্রকার। ইহাদের মধ্যে শ্বেতবর্ণ চেতকীহরীতকী আয়তনে ছয় অঙ্গুলি বিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ চেতকীহরীতকী আয়তনে এক অঙ্গুলি মাত্র।

কোন কোন হরীতকী ভক্ষণ করিলে, কোন কোন হরীতকীর গন্ধ আঘ্রাণ করিলে, কোন কোন হরীতকী স্পর্শ করিলে এবং কোন কোন হরীতকী দর্শন করিবামাত্র ভেদ হইয়া থাকে।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, মৃগাদি যে কোন প্রাণী চেতকী হরীতকী বৃক্ষের ছায়ায় গমন করিলে, তাহাদিগের তৎক্ষণাৎ ভেদ হইয়া

থাকে। চেতকী হরীতকী যতক্ষণ হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া রাখা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভেদ হইয়া থাকে।

তৃষ্ণার্ত্ত, সুকুমার, কৃশ ও ঔষধ সেবনে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদিগের পক্ষে সহজে বিরেচনের জন্য চেতকী হরীতকী বিশেষ উপযুক্ত।

এই সপ্তবিধ হরীতকীর মধ্যে বিজয়া হরীতকীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেহেতু উহা সুখসেব্য, সুলভ ও সর্ব্বরোগে প্রশস্ত।

সর্ব্ববিধ হরীতকীর সাধারণ গুণ—সকল প্রকার হরীতকী—লবণরস ভিন্ন পঞ্চরস বিশিষ্ট অর্থাৎ মধুর, অম্ল, তিক্ত, কটু ও কষায় এই পঞ্চরস বিশিষ্ট, তন্মধ্যে আবার উহা অধিক মাত্রায় কষায়রস বিশিষ্ট, রুক্ষগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিপ্রদীপক, মেধাজনক, মধুরবিপাক, রসায়ন গুণযুক্ত, চক্ষুরোগে হিতকর, লঘুপাক,পরমায়ুবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক,বাতাদির অনুলোমকারক,এবং শ্বাস (হাঁপানী), কাস, প্রমেহ, অর্শোরোগ, কুষ্ঠরোগ, শোথ, উদররোগ, ক্রিমি, স্বরভঙ্গ, গ্রহণীরোগ, বিবন্ধ, বিষমজ্বর, গুল্মরোগ, উদরাধ্মান, পিপাসা, বমি, হিক্কা, কণ্ডূ (চুলকণা), হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, যকৃৎ, অশ্মরী (পাথরী), মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত বিনাশক।

হরীতকী—মধুর, তিক্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট বলিয়া পিত্ত নিবারণ করে; কটু, তিক্ত ও কষায় হেতু কফ বিনাশ করে এবং অম্লরস হেতু বায়ু প্রশমন করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা কটুরস ও অম্লরস হেতু পিত্তবৃদ্ধি অথবা তিক্ত ও কষায়রস হেতু বায়ু বৃদ্ধি করে না। হরীতকীর মজ্জাতে মধুররস, স্নায়ুতে অম্লরস, বোঁটায় তিক্তরস, ছালে কটুরস ও বীজে কষায়রস অবস্থিতি করে। যে হরীতকী—নূতন (টাট্‌কা), স্নিগ্ধ (চক্‌চকে), ঘন

(স্থূল), গোলাকার, ভারী ও জলে নিক্ষেপ করিলে ডুবিয়া যায়, তাহাই প্রশস্ত ও সমধিক গুণদায়ক। যে হরীতকী নূতন ও পূর্ব্বোক্ত স্নিগ্ধাদিগুণবিশিষ্ট এবং যাহার একটীর পরিমাণ দুই কর্ষ (৪ চারিতোলা), সেই হরীতকীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হরীতকী—চিবাইয়া খাইলে জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয়, পেষণ করিয়া সেবন করিলে ভেদ হয়, সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে, মলরোধ হয় এবং ভাজিয়া সেবন করিলে বাতাদি ত্রিদোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। হরীতকী—আহার্য্যদ্রব্যের সহিত সেবন করিলে বুদ্ধি, বল ও ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি বর্দ্ধিত হয়; বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ বিনষ্ট হয় এবং মূত্র, পুরীষ ও দৈহিক মল নির্গত হইয়া থাকে। হরীতকী—আহারান্তে সেবন করিলে অন্নপানকৃত দোষ-হেতু বাতপিত্তকফজনিত পীড়া সত্বরই আরোগ্য হইয়া থাকে। হরীতকী—সৈন্ধবলবণ সহ ভক্ষণ করিলে কফ, চিনির সহিত সেবন করিলে পিত্ত, ঘৃতসহ সেবন করিলে বাতজ রোগ এবং ইক্ষুগুড় সহ ভক্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি নিবারিত হয়। ঋতু হরীতকী—বর্ষাকালে সৈন্ধবলবণের সহিত, শরৎকালে ইক্ষু-চিনি সহ, হেমন্তকালে শুণ্ঠীচূর্ণ সহ, শীতকালে পিপুলচূর্ণ সহ, বসন্তকালে মধু সহ এবং গ্রীষ্মকালে ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিবে। ঋতুহরীতকী রসায়নগুণবিশিষ্ট। বাতপিত্তপ্রধান শরীরে ও কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী, কিন্তু উদরা-ময় বিদ্যমানে সেবন নিষেধ। অনেকের ধারণা এই যে, ঋতুহরীতকী শুক্রনাশক, কিন্তু তাহা নহে, ইহা শুক্রবর্দ্ধক, তবে সত্বগুণাধিক্য বশতঃ ইহাদ্বারা কামেচ্ছা বলবতী হয় না, এইজন্যই ইহা মুনিঋষিদিগের এত প্রিয়।

যাহাদের পক্ষে হরীতকী সেবন নিষেধ—পথ-পর্য্যটন দ্বারা অত্যন্ত শ্রান্ত এবং দুর্ব্বল, রুক্ষধাতু বিশিষ্ট, কৃশ, উপবাস হেতু ক্লিষ্ট, পিত্তাধিক, গর্ভবতী নারী ও যাহার রক্তস্রাব করান হইয়াছে, এই সকল ব্যক্তির কদাচ হরীতকী সেবন করা কর্ত্তব্য নহে।

আমলকীর নাম—আমলকী (আমলক), ধাত্রী, তিষ্য-ফলা ও অমৃতা, এই সকল আমলকীর পর্য্যায়। আমলকী স্বনাম প্রসিদ্ধ ফল, ইহা শুষ্ক হইলে বীজ পরিত্যাগ করিয়া ঔষধে ব্যব-হার্য্য, কিন্তু চ্যবনপ্রাশে সুপক্ক আমলকী ব্যবহার হয়, আমলকীর রস অনেক ঔষধে লাগে। আমলা, ক, আমলকী, স।

আমলকীর গুণ—আমলকী—হরীতকীর ন্যায় গুণ বিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা—রক্তপিত্ত ও প্রমেহরোগ নাশক, অত্যন্ত বীর্য্যবর্দ্ধক ও রসায়নগুণ বিশিষ্ট। ইহা অম্লরসাত্মক বলিয়া বাত নিবারণ করে; মধুর ও শীতবীর্য্য হেতু পিত্ত বিনাশ করে এবং রুক্ষগুণ ও কষায়রসবিশিষ্ট বলিয়া কফ নিবারণ করে। আমলকীর ফল- বাতাদি ত্রিদোষ প্রশমিত করে।

আমলকীর মজ্জা—বহেড়ার মজ্জার ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

বহেড়ার নাম—বিভীতকী (বিভীতক), অক্ষ, কর্ষফল, কলিদ্রুম, ভূতবাস ও কলিযুগালয়, এই সকল বহেড়ার নাম। বহেড়া স্বনামপ্রসিদ্ধ ফল, এই ফল শুষ্ক হইলে বীজ পরিত্যাগ করিয়া ছাল ঔষধে ব্যবহার্য্য। অনেক রোগে বহেড়ার বীজের শাঁস অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয়। মৎ প্রণীত "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষায়" বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। বহেড়া, স, বয়ড়া ব।

বহেড়ার গুণ—বহেড়া—মধুর বিপাক, কষায়রসাত্মক

কফনাশক, পিত্তনিবারক, উষ্ণবীর্য্য, শীতস্পর্শ, মলভেদক, কাসরোগ নিবারক, রূক্ষগুণবিশিষ্ট, চক্ষুরোগে হিতকর, কেশের পক্ষে উপকারী এবং ক্রিমি ও স্বরভেদ বিনাশক।

বহেড়ার মজ্জা—পিপাসা নিবারক, বমিনাশক, কফ নিবারক, বাত প্রশমক, লঘুপাক, কষায়রসাত্মক ও মত্ততাজনক।

যে ফলের গুণ যে প্রকার, তাহার মজ্জার গুণও সেই প্রকার।

ত্রিফলার লক্ষণ ও নাম—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই তিনটী ফল সমান পরিমাণে মিলিত করিলে, তাহাকে ত্রিফলা কহে। ফলত্রিক, ত্রিফলা ও বরা, ইহারা একার্থবোধক।

ত্রিফলার গুণ—ত্রিফলা—কফনাশক, পিত্তনিবারক, মেহঘ্ন, কুষ্ঠ নিবারক, ভেদক, চক্ষুরোগে হিতকর, অগ্নিদীপক, রুচিজনক ও বিষমজ্বর বিনাশক।

আদার নাম—আর্দ্রক, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র ও আর্দ্রিকা, এই কয়েকটী আদার নাম। ইহা স্বনামপ্রসিদ্ধ মূল, এই মূলের রসই ঔষধে এবং অনুপানে ব্যবহার্য্য। আদা তিন প্রকার। আদা, বন-আদা ও আম-আদা। ইহাদের মধ্যে আদা ঔষধে ব্যবহৃত, বনআদা কোন কোন ঔষধে ব্যবহৃত ও আম-আদা চাট্নী ও অম্বলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আদা, স।

আদার গুণ—আদা—কটুরসাত্মক অর্থাৎ ঝাল, মল-ভেদক, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, মধুরবিপাক, তীক্ষ্ণ ও রূক্ষগুণবিশিষ্ট, বাতনাশক, কফ নিবারক। অপিচ শুণ্ঠীর সমস্ত গুণও ইহাতে বর্ত্তমান আছে। প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে সৈন্ধবলবণ সহ আদা ভক্ষণ করিলে জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয়, আহারে রুচি জন্মে এবং জিহ্বা ও কণ্ঠ বিশোধিত হইয়া থাকে ; কিন্তু কুষ্ঠ, পাণ্ডু,

মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, ব্রণজ্বর ও দাহ, এই সকল রোগে এবং গ্রীষ্মকালে ও শরৎকালে আদা উপকারী নহে।

শুণ্ঠীর নাম—শুণ্ঠী, বিশ্ব, বিশ্বা, নাগর, বিশ্বভেষজ, উষণ, কটুভদ্র, শৃঙ্গবের ও মহৌষধ, এই সকল শব্দ শুণ্ঠীর পর্য্যায়। শুষ্ক আদাকে শুণ্ঠী বলে। শুঁঠ, ক. ত্রি, শুণ্ঠী, ব, চা। শুঁঠ ও শুণ্ঠী য। আদাশুঁঠ, রা।

শুণ্ঠীর গুণ—শুণ্ঠী—রুচিকারক, আমবাতনাশক, পরিপাচক, কটুরসাত্মক (ঝাল), লঘুপাক, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, মধুরবিপাক এবং কফ, বাত ও বিবন্ধ নাশক, বীর্য্যবর্দ্ধক, স্বর পরিষ্কারক, বমিনাশক, শ্বাসনিবারক, শূলবিনাশক, কাসঘ্ন, হৃদ্রোগনাশক, শ্লীপদ (গোদ) বিনাশক, শোথ নিবারক, অর্শোঘ্ন, আনাহ নাশক, উদররোগ ও বায়ুজনিত রোগনাশক।

পিপুলের নাম—পিপ্পলী, মাগধী, কৃষ্ণা, বৈদেহী, চপলা, কণা, উপকুল্যা, উষণা, শৌণ্ডী, কোলা ও তীক্ষ্ণতণ্ডুলা, এই সকল পিপুলের নাম। ইহা লতাজাতীয় বৃক্ষের ফল। এই ফলই পিপুল নামে প্রসিদ্ধ, এবং উহার চূর্ণ ও কাথ ঔষধে ও অনুপান রূপে প্রযোজ্য। পিপুল, ক, স। পিপইল, ব, চা। পেপইল, য।

পিপুলের গুণ—পিপুল—অগ্নিদীপক, বীর্য্যবর্দ্ধক, মধুর বিপাক, রসায়ন গুণযুক্ত, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, কটুরসাত্মক অর্থাৎ ঝাল, বাতশ্লেষ্মা নাশক, লঘুপাক, সংরেচক এবং শ্বাস, কাস, উদরী, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, শূল ও আমবাত রোগ বিনাশক। কাঁচা পিপুল—কফজনক, স্নিগ্ধবীর্য্য, শীতল, মধুর রস, গুরুপাক ও পিত্ত প্রশমক। শুষ্ক পিপুল—পিত্তপ্রকোপক।

পিপুল চূর্ণ—মধু সহযোগে সেবন করিলে মেদোরোগ, কফ, শ্বাস, কাস ও জ্বর বিনষ্ট ও বীর্য্যবৃদ্ধি হয় এবং মেধা ও অগ্নি বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইক্ষুগুড় সহযোগে পিপুলচূর্ণ সেবন করিলে জীর্ণজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কাস, অজীর্ণ, অরুচি, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু-রোগ ও ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। পিপুলচূর্ণ ১ ভাগ ও ইক্ষুগুড় দুই ভাগ একত্র সেবনের ব্যবস্থা।

মরিচের নাম—মরিচ, বেল্লজ, কৃষ্ণ, উষণ ও ধর্ম্মপত্তন, এই সকল মরিচের নাম। ইহা স্বনামপ্রসিদ্ধ ফল, এই ফলই ঔষধে ও অনুপানে ব্যবহার্য্য। মরিচ, ক। গোলমরিচ, ব, ঢা, য, খু। কোন কোন স্থানে ইহাকে বেণেমরিচ বলে।

মরিচের গুণ—মরিচ—কটুরসাত্মক, অগ্নিদীপক, কফ-বাত নাশক, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তজনক, তীক্ষ্ণ ও রূক্ষগুণ বিশিষ্ট, শ্বাসনিবারক, শূলরোগনাশক ও ক্রিমি বিনাশক।

কাঁচা মরিচ—মধুরবিপাক, ঈষদুষ্ণ, কটুরসাত্মক, গুরু-পাক, কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ গুণযুক্ত, কফস্রাবক ও অম্লপিত্তবর্দ্ধক।

ত্রিকটুর লক্ষণ ও নাম—শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ এই তিন দ্রব্য একত্র মিলিত করিলে, তাহাকে ত্রিকটু বলে। কটু-ত্রিক, ত্রিকটু, ব্যোষ ও ত্র্যূষণ ; এই কয়েকটি একার্থবোধক।

ত্রিকটুর গুণ—ত্রিকটু অগ্নিদীপক এবং শ্বাস, কাস, চর্ম্মরোগ, গুল্ম, মেহ, কফ, স্থৌল্য, মেদঃ, শ্লীপদ ও পীনসরোগ বিনাশক।

পিপুলমূলের নাম—গ্রন্থিক, পিপ্পলীমূল, উষণ ও চটকা-শিরঃ, এই সকল পিপুলমূলের নাম। ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহার্য্য।

পিপুলমূলের গুণ—পিপুলমূল—অগ্নিদীপক, কটুরসা-ত্মক, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, লঘুপাক, রুক্ষ গুণবিশিষ্ট পিত্তজনক, মলভেদক এবং কফ, বাত, উদর, আনাহ, প্লীহা, গুল্ম, ক্রিমি, শ্বাস ও ক্ষয় (যক্ষ্মা) রোগ বিনাশক।

চতুরূষণের লক্ষণ—ত্রিকটু অর্থাৎ শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের সহিত পিপুলমূল মিলিত হইলে, তাহাকে চতুরূষণ কহে।

চতুরূষণের গুণ—চতুরূষণ—ত্রিকটুর ন্যায় গুণবিশিষ্ট, কিন্তু সেই সকল গুণ ইহাতে অধিক পরিমাণে থাকে।

চৈর নাম—চব্য, চবিকা ও উষণা এই সকল চৈর নাম। ইহা একপ্রকার লতা, এই লতাই ঔষধে ব্যবহার্য্য। চৈ, স।

চৈর গুণ—চৈ—পিপুলমূলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ অর্শোরোগ বিনাশক।

গজপিপুলের লক্ষণ ও নাম—পণ্ডিতেরা চৈর ফলকে গজপিপুল বলিয়া থাকেন। গজপিপ্পলী, কপিবল্লী, কোলবল্লী, শ্রেয়সী ও বশির ইহার নামান্তর। গজপিপুল, ক, ম, পা। গজ-পিপইল, হি, চা।

গজপিপুলের গুণ—গজপিপুল—কটুরসাত্মক অর্থাৎ ঝাল, বায়ু ও কফনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য এবং অতীসার, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও ক্রিমি নিবারক।

চিতার নাম—চিত্রক, অনলনামা (অগ্নির যত নাম), পীঠ, ব্যাল ও উষণ, এই সকল চিতার নাম। চিতা, শ্বেত, রক্ত ও হরিদ্বর্ণ পুষ্পভেদে তিন প্রকার, কিন্তু ইহাদের মধ্যে রক্তচিতাই সমধিক উপকারী। ইহার মূল ঔষধে ব্যবহার্য্য। চিতা ও রাং-চিতা, ক। রক্তচিতা, ম। চিতা, স।

চিতার গুণ—চিতা—কটুবিপাক, অগ্নিজনক, পরিপাচক, লঘুপাক, রুক্ষগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, গ্রহণীরোগঘ্ন, কুষ্ঠরোগ নিবারক, শোথ ও অর্শোনাশক, ক্রিমি নিবারক, কাসনাশক, বাতশ্লেষ্মরোগ নিবারক, বাতঘ্ন, শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক এবং মলরোধক।

পঞ্চকোলের লক্ষণ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুণ্ঠী, এই ৫টী দ্রব্য প্রত্যেকে কোল অর্থাৎ এক তোলা মাত্রায় সংযুক্ত করিলে, তাহাকে পঞ্চকোল বলে।

পঞ্চকোলের গুণ—পঞ্চকোল—কটুরসাত্মক, কটুবিপাক, রুচিজনক, তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, অত্যন্ত পরিপাচক, অগ্নিদীপক এবং বাতশ্লেষ্মা, গুল্ম, প্লীহা ও উদরীরোগ নাশক, আনাহরোগ নিবারক, শূলনাশক ও পিত্তবর্দ্ধক।

ষড়ূষণের লক্ষণ ও গুণ—পঞ্চকোলের সহিত মরিচ সংযুক্ত করিলে, তাহাকে ষড়ূষণ বলে। ষড়ূষণ পঞ্চকোলের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট, অধিকন্তু রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য এবং বিষদোষনাশক।

যমানীর নাম—যমানিকা, উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মদর্ভা, অজমোদিকা, দীপ্যকা, দীপ্যা ও যবসাহ্বয়া; এই সকল যমানীর নামান্তর। যোয়ান, ক, য। যইন,চা। যইনসজ্, ম,ফ। যুইন, ব।

যমানীর গুণ—যোয়ান—পরিপাচক, রুচিজনক, তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, কটু রসাত্মক অর্থাৎ ঝাল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, তিক্তরসাত্মক, পিত্তবর্দ্ধক, শুক্রনাশক, শূলরোগনিবারক, বাতঘ্ন, কফঘ্ন, উদররোগ নাশক, আনাহ নিবারক, গুল্মরোগ বিনাশক, প্লীহা ও ক্রিমি বিনাশক।

বনযমানীর নাম—অজমোদা, খরাশ্বা, মায়ূরী, দীপ্যক,

ব্রহ্মকুশা, কারবী ও লোচমস্তকা, এই সকল বনযোয়ানের পর্য্যায়। বনযোয়ান, ক। গোয়ুইন, ব। বনযমানী, স।

বনযমানীর গুণ—বনযোয়ান—কটুরসাত্মক অর্থাৎ ঝাল, তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট, অগ্নিদীপক, কফবাতনাশক, উষ্ণবীর্য্য, বিদাহজনক, হৃদয়ের প্রীতিকর, বীর্য্যবৰ্দ্ধক, বলকারক, লঘুপাক এবং চক্ষুরোগ, ক্রিমি, বমি, হিক্কা ও তলপেটের বেদনা নিবারক।

খুরাসানী যমানীর নাম ও গুণ—পারসীক যমানীকে খুরাসানী যমানী বলে। ইহা যমানীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট; বিশেষতঃ পাচক, রুচিজনক, মলরোধক, মত্ততাকারক ও গুরুপাক।

ত্রিবিধ জীরার নাম—জীরক, জরণ, অজাজী, কণা ও দীর্ঘজীরক, এইগুলি শ্বেত জীরার নাম। সুগন্ধি, উদ্গারশোধন, কণা, অজাজী, সুষবী, কালিকা, উপকালিকা, পৃথ্বিকা, কারবী, পৃথ্বী, পৃথু, কৃষ্ণা ও উপকুঞ্চিকা, এই সকল শব্দ কৃষ্ণ জীরার নাম। উপকুঞ্চী ও কুঞ্চী এই দুইটি বৃহজ্জীরকের (বড় জীরার) নামান্তর।

ত্রিবিধ জীরার গুণ—তিন প্রকার জীরাই অর্থাৎ শ্বেতজীরা কৃষ্ণজীরা ও বড় জীরা—রূক্ষগুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, কটুরস অর্থাৎ ঝাল, অগ্নিদীপক, লঘুপাক, মলরোধক, পিত্তবৰ্দ্ধক, মেধাজনক, গর্ভাশয় শুদ্ধিকারক, পাচক, বলকারক, বীর্য্যবৰ্দ্ধক, রুচিজনক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, এবং কফ, বায়ু, আধ্মান, গুল্ম, বমি, অতীসার ও জ্বরনিবারক।

ধনিয়ার নাম—ধান্যাক, ধানক, ধান্য, ধানা, ধানেয়ক, কুনটী, ধেনুকা, ছত্রা, কুস্তুম্বুরু ও বিতুন্নক, এই সকল ধনিয়ার নাম। ধনে, ক। ধনিয়া, স।

ধনিয়ার গুণ—ধনে—কষায় রসাত্মক, স্নিগ্ধবীর্য্য, অম্ল

বীর্য্যবর্দ্ধক, মূত্রবৃদ্ধিকারক, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, তিক্ত ও কটুরস যুক্ত, অগ্নিদীপক, পাচক, রুচিকারক, মলরোধক, মধুর বিপাক এবং বাত, পিত্ত, কফ, তৃষ্ণা, দাহ, বমি, শ্বাস, কাস, আম, অর্শঃ, ক্রিমি ও জ্বরনাশক। কাঁচা ধনিয়াও উক্ত প্রকার গুণ-বিশিষ্ট, বিশেষতঃ মধুবরস ও পিত্তনাশক।

শলুফার নাম—শতপুষ্পা, শতাহ্বা, মধুরা, কারবী, মিসি, অতিচ্ছত্রা, সিতচ্ছত্রা ও সংহিতচ্ছত্রিকা, এই কয়েকটি শলুফার নাম। শুল্‌ফা, ক। শৌল্‌ফা, স।

শলুফার গুণ—শলুফা—লঘুপাক, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, পিত্ত-জনক, অগ্নিদীপক, কটুরসাত্মক, উষ্ণবীর্য্য এবং জ্বর, বাত, কফ, ব্রণ, শূল ও চক্ষুরোগ বিনাশক।

মৌরীর নাম—ছত্রা, শালেয়, শালিন, মিশ্রেয়া, মধুরা ও মিসি, এই সকল মৌরীর নাম। মৌরী, ক, য, ঢা, বর্দ্ধ, ম, পা, রা। গুয়ামুস্থরী, ব, নো, ত্রি। গুয়ামুরী, খু।

মৌরীর গুণ—মৌরী—শলুফার ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশে-ষতঃ যোনিশূল ও অগ্নিমান্দ্যনাশক, হৃদয়ের প্রীতিকর এবং মলবদ্ধতা, ক্রিমি ও শুক্রনাশক, রূক্ষগুণবিশিষ্ট, পরিপাককারক, কাস ও বমিনাশক, কফনিবারক ও বাতঘ্ন।

মেথীর নাম—মেথিকা, মেথিনী, মেথী, দীপনী, বহু-পত্রিকা, বোধিনী, গন্ধবীজা, জ্যোতি, গন্ধকলা, বল্লরী, চন্দ্রিকা, মন্থা, মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা, বহুপর্ণী, পীতবীজা ও মুনিচ্ছদা, এই কয়েকটি মেথীর নাম। মেথী, স।

মেথীর গুণ—মেথী—বাতনাশক, কফনিবারক ও জ্বর বিনাশক।

বনমেথী—মেথী অপেক্ষা অল্পগুণবিশিষ্ট, কিন্তু ইহা অশ্বদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

চন্দ্রশূর বা হালিমফলের নাম—চন্দ্রিকা, চর্ম্মহন্ত্রী, পশুমেহনকারিকা, নন্দিনী, কারবী, ভদ্রা, বাস্তপুষ্প ও সুবাসরা, এই সকল চন্দ্রশূর বা হালিমফলের নামান্তর।

চন্দ্রশূর বা হালিমফলের গুণ—হালিমফল হিক্কারোগে, বাতরোগে, কফরোগে ও অতীসাররোগে বিশেষ হিতকর; বাতরক্তরোগে অহিতকর, বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক।

হিঙ্গের নাম—সহস্রবেধি, জতুক, বাহ্লীক, হিঙ্গু ও রামঠ, এই সকল হিঙ্গুর নাম। ইহা একপ্রকার বৃক্ষের আঠা। হিং, স।

হিঙ্গের গুণ—হিং—উষ্ণবীর্য্য, পাচক, রুচিজনক, তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট, বাতশ্লেষ্মনাশক, শূলনিবারক, এবং গুল্ম, উদর ও আনাহনাশক, ক্রিমি নিবারক ও পিত্তবর্দ্ধক।

বচের নাম—বচা, উগ্রগন্ধা, ষড়্‌গ্রন্থা, গোলোমী, শতপর্ব্বিকা, ক্ষুদ্রপত্রী, মঙ্গল্যা, জটিলা, উগ্রা ও লোমশা, এই সকল বচের নাম। ইহা একপ্রকার বৃক্ষের মূল। বচ, স।

বচের গুণ—বচ—উগ্রগন্ধবিশিষ্ট, কটুরসাত্মক, তিক্তরসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, বমিকারক, অগ্নিজনক, এবং বিবন্ধ, আধ্মান ও শূলরোগনাশক, মলমূত্রশোধক, অপস্মার (মৃগীরোগ), কফ, উন্মাদ, ভূতদোষ, ক্রিমি ও বায়ু নিবারক।

খুরাসানী বচের নাম ও গুণ—পারসীকবচা ও হৈমবতী, এই দুইটি খুরাসানী বচের নাম। ইহা শ্বেতবর্ণ। খুরাসানী বচ—পূর্ব্বোক্ত বচের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ বাতনাশক। খুরাসানী বচ, স।

মহাভরী বচের নাম ও গুণ—মহাভরী বচকে পশ্চিমাঞ্চলে কুলিঞ্জন বলে। ইহার অপর নাম সুগন্ধা। এই সুগন্ধা বচ উগ্রগন্ধবিশিষ্ট, বিশেষতঃ কফ ও কাসনাশক, এবং স্বর প্রসাদক, রুচিজনক, হৃদয়, কণ্ঠ ও মুখশোধক। স্থূলগ্রন্থি বিশিষ্ট অন্য আর এক প্রকার মহাভরী বচ আছে, তাহা উক্ত সুগন্ধ বচ অপেক্ষা অল্পগুণ বিশিষ্ট। মহাভরী বচ, স।

তোপচিনির নাম ও গুণ—তোপচিনিকে দ্বীপান্তর-বচা বলে। ইহা কিঞ্চিৎ তিক্তরসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি দীপ্তি-কারক এবং বিবন্ধ, আধ্মান ও শূলরোগ বিনাশক, মলমূত্র বিশোধন-কারী, সর্ব্ববিধ বাতব্যাধি, অপস্মার, উন্মাদ ও শরীরবেদনা নাশক, বিশেষতঃ ফিরঙ্গ রোগ (উপদংশ) বিনাশক। ইহা বেণে দোকানে পাওয়া যায়; তোপচিনি-স।

হৌহরেরদ্বয়ের অর্থাৎ দ্বিবিধ হবুষার নাম ও গুণ—হৌহরেরদ্বয়ের মধ্যে এক প্রকার মৎস্যের ন্যায় দুর্গন্ধ বিশিষ্ট এবং অন্য প্রকার মৎস্যের ন্যায় গন্ধ ও অশ্বত্থ ফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। প্রথমটির নাম—হবুষা, হপুষা ও বিস্রা। দ্বিতীয়টীর নাম—অশ্বত্থফলা, মৎস্যগন্ধা, প্লীহহন্ত্রী, বিষঘ্নী ও ধ্বাঙ্ক্ষনাশিনী। প্রথম প্রকার হবুষা—অগ্নিদীপক, তিক্তরসাত্মক, মৃদু, উষ্ণবীর্য্য, কষায় রসাত্মক, গুরুপাক এবং পিত্ত, উদরী, বাত, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম ও শূলরোগ বিনাশক। দ্বিতীয়টীও পূর্ব্ববৎ গুণশালী। এক্ষণে হবুষা পাওয়া যায় না, তাহার পরিবর্ত্তে ধনিয়া ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

বিড়ঙ্গের নাম—বিড়ঙ্গ, ক্রিমিঘ্ন, জন্তুনাশন, তণ্ডুল, বেল্ল, অমোঘা এবং চিত্রতণ্ডুলা, এই কয়েকটি বিড়ঙ্গের নাম।

ইহা স্বনাম প্রসিদ্ধ ঔষধ; বেণে দোকানে পাওয়া যায়। বিড়ঙ্গ, স।

বিড়ঙ্গের গুণ—বিড়ঙ্গ -কটুরস বিশিষ্ট,তীক্ষ্ণ গুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, রূক্ষ গুণযুক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাক এবং শূল, আধ্মান, উদরী, কফ, ক্রিমি, বাত ও বিবন্ধ বিনাশ করিয়া থাকে।

তুম্বুরুর নাম —তুম্বুরু, সৌরভ, সৌর, বনজ, সানুজ ও অন্ধক, এই কয়েকটি তুম্বুরুর নাম।

তুম্বুরুর গুণ—তিক্ত রসাত্মক, কটুবিপাক, কটুরসযুক্ত, রূক্ষ গুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, রুচিকারক, লঘুপাক, বিদাহজনক, এবং বাতজরোগ, কফজরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, ওষ্ঠজাতরোগ, শিরোরোগ, দেহভার, ক্রিমি, কুষ্ঠ, শূলরোগ, অরুচি, শ্বাস, প্লীহা ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনাশক।

বংশলোচনের নাম—বংশলোচনা, বাংশী, তুগাক্ষীরী, তুগা, শুভা, ত্বক্‌ক্ষীরী, বংশজা, শুভ্রা, বংশক্ষীরী ও বৈণবী, এই সকল বংশলোচনের নাম। ইহা স্বনাম প্রসিদ্ধ ঔষধ,বেণেদোকানে পাওয়া যায়; বংশলোচন-স।

বংশলোচনের গুণ—বংশলোচন—পুষ্টিকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকারক, মধুর রসাত্মক, কষায়রসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য এবং তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, শ্বাস, ক্ষয় (যক্ষ্মা), রক্তপিত্ত, কামলা, কুষ্ঠ, ব্রণ, পাণ্ডু, বাত ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনাশক।

সমুদ্র ফেণার নাম—সমুদ্রফেন, ফেন, ডিণ্ডীর ও অব্ধিকফ, এই সকল সমুদ্রফেনার নাম। ইহা স্বনামপ্রসিদ্ধ ঔষধ, বেণেদোকানে পাওয়া যায়; সমুদ্রফেণা-স।

সমুদ্রফেণার গুণ—সমুদ্রফেনা—চক্ষুর পক্ষে হিতকারী,

দেহের কৃশতাকারক, শীতবীর্য্য,ভেদক,কষায়রসবিশিষ্ট এবং বিষ-দোষ, পিত্ত ও কর্ণরোগ নাশক,কফ প্রশমক ও লঘুপাক।

অষ্টবর্গের লক্ষণ—১ জীবক, ২ ঋষভক, ৩ মেদা, ৪ মহামেদা, ৫ কাকোলী, ৬ ক্ষীরকাকোলী, ৭ ঋদ্ধি ও ৮ বৃদ্ধি, এই ৮টী দ্রব্য মিলিত হইলে তাহাকে অষ্টবর্গ বলা যায়।

অষ্টবর্গের গুণ—অষ্টবর্গ—শীতবীর্য্য, মধুররসাত্মক, পুষ্টি-কারক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরুপাক, ভগ্নস্থানসংযোজক, কামবর্দ্ধক, কফজনক, বলকারক এবং বাত, রক্তপিত্ত, পিপাসা, দাহ, জ্বর, মেহ ও ক্ষয়রোগবিনাশক।

জীবক ও ঋষভকের উৎপত্তি ও লক্ষণ—জীবক ও ঋষভক নামক দ্রব্যদ্বয় হিমালয় পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়। উহাদের কন্দ রশুনের কন্দের ন্যায়, সারবিহীন ও সূক্ষ্ম পত্রবিশিষ্ট। জীবক—কূর্চ্চকের ন্যায় (কূচির) আকার বিশিষ্ট এবং ঋষভক—বৃষশৃঙ্গের ন্যায় হইয়া থাকে। এই দুইটি ঔষধ এক্ষণে পাওয়া যায় না, জীবকের পরিবর্ত্তে গুলঞ্চ ও ঋষভকের পরিবর্ত্তে ভূমি-কুষ্মাণ্ড ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

জীবকের নাম—জীবক, মধুর, শৃঙ্গ, হ্রস্বাঙ্গ ও কূর্চ্চশীর্ষক, এই সকল জীবকের নাম।

ঋষভকের নাম—ঋষভ, বৃষভ, ধীর, বিষাণী ও ইন্দ্রাক্ষ, এই সকল ঋষভকের নামান্তর।

জীবক ও ঋষভকের গুণ—জীবক ও ঋষভক উভয় দ্রব্যই—বলকারক, শীতবীর্য্য, কফবর্দ্ধক, শুক্রজনক, মধুররসা-ত্মক এবং পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, দেহের কৃশতা, বাত ও ক্ষয়রোগ-নাশক।

মেদা ও মহামেদার উৎপত্তি ও লক্ষণ—মহামেদ নামক কন্দ—মোরঙ্গাদি অঞ্চলে (নেপালে) উৎপন্ন হয়। শ্রেষ্ঠ মুনিগণ ইহাকে মহামেদা ও স্থূলামেদা বলিয়াছেন। এই কন্দ লতাজাত, এবং শুক্লবর্ণ অর্থাৎ আর্দ্রকের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট। মেদা-নামক কন্দও শ্বেতবর্ণ, এবং নখ দ্বারা ছেদন করিলে, উহা হইতে মেদোধাতুর ন্যায় রস নির্গত হইয়া থাকে। এই দুইটি ঔষধ এক্ষণে পাওয়া যায় না, মেদার পরিবর্ত্তে অশ্বগন্ধা ও মহামেদার পরিবর্ত্তে অনন্তমূল ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মেদার নাম—স্বল্পপর্ণী, মণিচ্ছিদ্রা, মেদা, মেদোদ্ভবা ও অধ্বরা, এই কয়েকটি মেদার নাম।

মহামেদার নাম—মহামেদা, বসুচ্ছিদা, ত্রিদন্তী ও দেবতামণি, এই চারিটি মহামেদার নাম।

মেদা ও মহামেদার গুণ—মেদ ও মহামেদ উভয় দ্রব্যই—গুরুপাক, মধুররসাত্মক, বীর্য্যবর্দ্ধক, স্তন্যজনক, কফ-বর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, শীতবীর্য্য এবং পিত্ত, রক্তদোষ, বাত ও জ্বর বিনাশক।

কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর উৎপত্তি ও লক্ষণ—যে স্থলে মহামেদা উৎপন্ন হয়, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীও সেই স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্ষীরকাকোলীর কন্দ—শত-মূলীর ন্যায়, ক্ষীরবিশিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত। ক্ষীরকাকোলীর যেরূপ লক্ষণ, কাকোলীরও সেই প্রকার লক্ষণ, তবে এই মাত্র প্রভেদ যে, ক্ষীরকাকোলী অপেক্ষা কাকোলী কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট। এক্ষণে এই দুইটী ঔষধ পাওয়া যায় না, ইহাদের পরিবর্ত্তে শতমূলী ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাকোলীর নাম—কাকোলী, বায়সোলী, ধীরা ও কায়স্থিকা, এই কয়েকটি কাকোলীর নাম।

ক্ষীরকাকোলীর নাম—শুক্লা, ক্ষীরকাকোলী, বয়ঃস্থা, ক্ষীরবল্লিকা, ক্ষীরিণী, ধীরা, ক্ষীরশুক্লা ও পয়স্বিনী, এই সকল ক্ষীরকাকোলীর নাম।

কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর গুণ—কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী, এই উভয় দ্রব্যই—শীতবীর্য্য, শুক্রজনক, মধুররস-বিশিষ্ট, গুরুপাক, পুষ্টিকারক এবং বাত, দাহ, রক্তপিত্ত, শোষ-(যক্ষ্মা) ও জ্বর বিনাশক।

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির উৎপত্তি ও লক্ষণ- ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি নামক কন্দদ্বয় কোশযামল প্রদেশে উৎপন্ন হয়। এই কন্দদ্বয়—শ্বেতবর্ণলোমযুক্ত, লতাজাত ও ছিদ্র বিশিষ্ট। ইহাদের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ যে, ঋদ্ধি—তুলগ্রন্থির ন্যায় ও উহার ফল বামাবর্ত্ত, এবং বৃদ্ধির ফল—দক্ষিণাবর্ত্ত। এই দুইটী ঔষধ এক্ষণে পাওয়া যায়না, ঋদ্ধিব পরিবর্ত্তে বেড়েলা ও বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে গোরক্ষচাকুলে ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির নাম—যোগ্য, সিদ্ধি ও লক্ষ্মী,এই তিনটী ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি উভয় দ্রব্যেরই নামান্তর।

ঋদ্ধির গুণ– ঋদ্ধি—বলকারক, বাতাদি ত্রিদোষ নাশক, শুক্রজনক, গুরুপাক, মধুররসাত্মক, প্রাণ অর্থাৎ পরমায়ুবর্দ্ধক, ঐশ্বর্য্যকর, মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্তরোগ বিনাশক।

বৃদ্ধির গুণ—বৃদ্ধি—গর্ভজনক, শীতবীর্য্য, পুষ্টিকারক, মধুররসাত্মক, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, কাস ও ক্ষয়রোগ বিনাশক।

সোঁদালের নাম— আরগ্বধ, রাজবৃক্ষ, সম্পাক, চতুরঙ্গুল, আরেবত, ব্যাধিঘাত, কৃতমাল, সুবর্ণক, কর্ণিকার, দীর্ঘফল, স্বর্ণাঙ্গ ও স্বর্ণভূষণ, এই সকল সোঁদালের নাম। ইহার ফলের আটা ঔষধে ব্যবহৃত হয়। সোন্দাল, ক। সোনাইল, ব। কানাইধড়ী, ঢা। বানরলড়ী, ম। সোনালু, পা, চ, বা।

সোঁদালের গুণ—সোঁদাল—গুরুপাক, মধুর রসাত্মক, শীতবীর্য্য, অতিশয় স্রংসন অর্থাৎ অপক্ক মলাদি অধো নিঃসারক, এবং জ্বর, হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত, বাত, উদাবর্ত্ত ও শূলরোগ বিনাশক।

সোঁদাল ফলের গুণ—সোঁদালের ফল—স্রংসন গুণ বিশিষ্ট, রুচিকারক, কুষ্ঠরোগনাশক, পিত্তনিবারক, কফনাশক, জ্বরে সর্ব্বদা হিতকর ও অত্যন্ত কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

কট্‌কীর নাম—কটুকী, কটুকা, তিক্তা, কৃষ্ণভেদা, কটুম্ভরা, অশোকা, মৎস্যশকলা, চক্রাঙ্গী, শকুলাদনী, মৎস্যপিত্তা, কাণ্ডরুহা, রোহিণী ও কটুরোহিণী, এই সকল কট্‌কীর নাম। ইহা স্বনামপ্রসিদ্ধ ঔষধ, বেণেদোকানে পাওয়া যায়। কট্‌কী, স।

কট্‌কীর গুণ—কট্‌কী— কটুবিপাক, তিক্তরসাত্মক, রূক্ষগুণবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, মলভেদক, অগ্নিদীপক, হৃদয়ের প্রীতিকর, এবং কফ, পিত্ত, জ্বর, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, রক্তদোষ, দাহ, কুষ্ঠ ও ক্রিমি নাশক।

চিরতার নাম—কিরাততিক্ত, কৈরাত, কটুতিক্ত, কিরাতক, কাণ্ডতিক্ত, নার্য্যতিক্ত, ভূনিম্ব, রামসেনক ও কিরাতক, এই সকল চিরতার নাম। অন্য একপ্রকার চিরতা আছে, তাহাকে নৈপাল, অর্দ্ধতিক্ত ও জ্বরান্তক বলে। ইহা স্বনামপ্রসিদ্ধ ঔষধ, বেণেদোকানে পাওয়া যায়। চিরতা, স।

চিরতার গুণ—চিরতা—সারক, রূক্ষ, শীতবীর্য্য, তিক্ত-রসাত্মক, লঘুপাক, এবং সন্নিপাতজ্বর, শ্বাস, কফ, পিত্ত, রক্ত-দোষ, দাহ, কাস, শোথ, তৃষ্ণা, কুষ্ঠ, জ্বর, ব্রণ ও ক্রিমি বিনাশক।

ইন্দ্রযবের নাম—কুটজবীজ, যব, ইন্দ্রযব, কলিঙ্গ, কালিঙ্গ ও ভদ্রযব, এইকয়েকটি ইন্দ্রযবের নাম। কুটজবৃক্ষের ফলকে ইন্দ্রযব বলে; ইহা বেণেদোকানে পাওয়া যায়। ইন্দ্রযব, স।

ইন্দ্রযবের গুণ—ইন্দ্রযব—ত্রিদোষনাশক, মলরোধক, কটুরস, শীতবীর্য্য, অগ্নিদীপক এবং জ্বর, অতিসার, রক্তার্শঃ, বমি, বীসর্প, কুষ্ঠ, গুদকীল অর্থাৎ অর্শোরোগ, রক্তদোষ, বাতরক্ত, কফ ও শূলরোগ বিনাশক।

ময়নাফলের নাম—মদন, ছর্দ্দন, পিণ্ড, নট, পিণ্ডীতক, করহাট, মরুবক, শল্যক ও বিষপুষ্পক, এই সকল ময়নাফলের নাম। ময়নাফল, স।

ময়নাফলের গুণ—ময়নাফল—মধুর রসাত্মক, তিক্তরস-যুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, দেহের কৃশতাকারক, লঘুপাক, বমিকারক, রূক্ষ-গুণযুক্ত, এবং বিদ্রধি, প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি), ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও গুল্মরোগ বিনাশক।

রাস্নার নাম—রাস্না, যুক্তরসা, রস্যা, সুবহা, রসনা, রসা এলাপর্ণী, সুরসা, সুগন্ধা ও শ্রেয়সী, এই সকল রাস্নার নামান্তর রাস্নাশব্দে কলিকাতা অঞ্চলে পরগাছা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু রাস্নার সহিত পরগাছার কোনও সাদৃশ্য নাই, বরিশাল জেলায় রাস্নার গাছ বিস্তর জন্মে এবং তথাকার লোকেরা ইহার মূল ঔষধে ব্যবহার করেন, রাস্নার অভাবে পরগাছা ঔষধে ব্যবহার করার

বিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়; এই জন্যই বোধ হয় কলিকাতার লোকেরা রাস্নার অনুসন্ধান না করিয়াই পরগাছা ব্যবহার করিয়া থাকেন। রাস্নার অপর নাম রক্তভাণ্ডিল। রাস্না,স।

রাস্নার গুণ—রাস্না—আমপাচক,তিক্তরসাত্মক,গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, এবং বাতশ্লেষ্মা, শোথ, শ্বাস,বাতরক্ত, বাতজশূল, উদরী, কাস, বিষদোষ,জ্বর, ৮০প্রকার বাতব্যাধি ও সিধ্মরোগ বিনাশক।

নাকুলীর নাম—নাকুলী, নাগসুগন্ধা, গন্ধনাকুলী, নকুলেষ্টা, ভুজঙ্গাক্ষী, সর্পাক্ষী ও বিষনাশিনী, এই সকল নাকুলীর নামান্তর।

নাকুলীর গুণ—নাকুলী—কষায়রসাত্মক, তিক্তরসবিশিষ্ট, কটুরসযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য এবং সর্পবিষ, মাকড়শার বিষ,, বিছার বিষ, ইন্দুরের বিষ, জ্বর, ক্রিমি ও ব্রণ নিবারক।

মাচিকার নাম—মাচিকা, প্রস্থিকা, অম্বষ্ঠা, অম্বালিকা, অম্বিকা, ময়ূরাবদলা, কেশী, সহস্রা ও বালমূলিকা, এই সকল মাচিকার নামান্তর।

মাচিকার গুণ—মাচিকা—অম্লরসাত্মক, অম্লবিপাক, কষায়রসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, লঘুপাক এবং পক্কাতীসার,পিত্ত, রক্তদোষ, কফ ও কণ্ঠরোগ বিনাশক।

তেজবলের নাম—তেজস্বিনী, তেজবতী, তেজোহ্বা ও তেজনী, এই সকল তেজবলের নাম। ইহা স্বনাম প্রসিদ্ধ ঔষধ, বেণেদোকানে পাওয়া যায়। তেজবল, স।

তেজবলের গুণ—তেজবল—কফনাশক, শ্বাসনিবারক, কাসঘ্ন, মুখরোগ নাশক, বাতনিবারক, পাচক, উষ্ণবীর্য্য, কটুরসাত্মক, তিক্তরসবিশিষ্ট, রুচিকারক ও অগ্নিপ্রদীপক।

লতাফট্‌কীর নাম—জ্যোতিষ্মতী, কটভী, জ্যোতিষ্কা, কঙ্গুনী, পারাবতপদী, পণ্যলতা ও ককুন্দনী, এই সকল জ্যোতিষ্মতী লতার নাম। ইহা উচ্ছেগাছ সদৃশ, লতা ফট্‌কী ও বন উচ্ছে, স।

লতাফট্‌কীর গুণ—লতাফট্‌কী—কটু ও তিক্তরস-বিশিষ্ট, ভেদক, কফনাশক, বাতনিবারক, অত্যন্তউষ্ণবীর্য্য, বমনকারক, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, অগ্নিদীপক, বুদ্ধিজনক ও স্মৃতিশক্তি-বর্দ্ধক।

কুড়ের নাম কুষ্ঠ, রোগাহ্বয় (রোগের যত নাম), আপ্য, পারিভব্য ও উৎপল; এই সকল কুড়ের নাম। ইহা স্বনাম প্রসিদ্ধ ঔষধ, বেণে দোকানে পাওয়া যায়। কুড়, স।

কুড়ের গুণ—কুড়—উষ্ণবীর্য্য, কটু, তিক্ত ও মধুর-রসবিশিষ্ট শুক্রবর্দ্ধক, লঘুপাক এবং বাতরক্ত, বীসর্প, কাস, কুষ্ঠরোগ, বায়ু ও কফ বিনাশক।

পুষ্করমূলের নাম—পুষ্করমূল, পৌষ্কর, পুষ্কর, পদ্মপত্র, কুষ্ঠভেদ ও কাশ্মীর, এই কয়েকটি পুষ্করমূলের নাম। ইহা এক-প্রকার কুড় বিশেষ। পুষ্করমূল এক্ষণে পাওয়া যায় না, উহার পরি-বর্ত্তে কুড় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পুষ্করমূলের গুণ—পুষ্করমূল—কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, এবং বাত, কফ, জ্বর, শোথ, অরুচি, শ্বাস, বিশেষতঃ পার্শ্বশূল বিনাশক।

স্বর্ণক্ষীরীর নাম—কটুপর্ণী, হৈমবতী, হেমক্ষীরী, হিমা-বতী, হেমাহ্বা ও পীতদুগ্ধা, এই সকল স্বর্ণক্ষীরীর নাম; ইহার মূলকে চোক বলে।

স্বর্ণক্ষীরীর গুণ—স্বর্ণক্ষীরী—মলভেদক, তিক্তরসাত্মক,

রেচক, উৎক্লেশজনক এবং ক্রিমি, পাণ্ডু, বিষদোষ, আনাহ, কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও কুষ্ঠরোগ বিনাশক।

কাঁকড়াশৃঙ্গীর নাম—শৃঙ্গী, কর্কটশৃঙ্গী, কুলীরবিষাণিকা, অজশৃঙ্গী, চক্রা ও কর্কটাখ্যা, এই কয়েকটি কাঁকড়াশৃঙ্গীর নাম। ইহা দেখিতে কাকড়ার শৃঙ্গের ন্যায়, এই জন্যই ইহাকে কাকড়া শৃঙ্গী বলে। বেণেদোকানে পাওয়া যায়। কাকড়া শৃঙ্গী, স।

কাকড়াশৃঙ্গীর গুণ কাঁকড়াশৃঙ্গী—কষায় ও তিক্তরস বিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, এবং কফ, বাত, ক্ষয়, জ্বর, শ্বাস, ঊর্দ্ধবাত, পিপাসা, কাস, হিক্কা, অরুচি ও বমি নিবারক।

কট্‌ফলের নাম - কট্‌ফল, সোমবল্ক, কৈটর্য্য, কুম্ভিকা, শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, ভদ্রা ও ভদ্রবতী, এই কয়েকটি কট্‌ফলের নাম। ইহা বেণেদোকানে পাওয়া যায়, কায়ফল,ক। কটফল, স।

কট্‌ফলের গুণ—কায়ফল—কষায়রস, তিক্তরস ও কটু-রসবিশিষ্ট, এবং বাত, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কাস, কুষ্ঠরোগ ও অরুচি বিনাশক।

বামনহাটীর নাম--ভার্গী, ভৃগুভবা, পদ্মা, ফঞ্জী, ব্রাহ্মণ-যষ্টিকা, ব্রাহ্মণী, অঙ্গারবল্লী, খরশাক ও হঞ্জিকা, এই কয়েকটি বামনহাটীর নাম। ইহার সমূল বৃক্ষ ঔষধে ব্যবহৃত হয়, বামনহাটী, ক। বাইনযষ্টি, ব। ব্রহ্মযষ্টি, ঢা, ত্রি, চ। ভামট, ম,পা, রা। বামুন-এটে ও ব্রহ্মযষ্টী, য। থাগাইচ, র।

বামনহাটীর গুণ—বামনহাটী-রূক্ষ গুণযুক্ত, কটু, কষায় ও তিক্তরসবিশিষ্ট, রুচিকারক, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, লঘুপাক, অগ্নি-দীপক এবং গুল্ম, রক্তদোষ, শোথ, কাস, কফ, শ্বাস, পীনস, জ্বর ও বাত বিনাশক।

যষ্টিমধুর নাম—যষ্টিমধু, যষ্টি, মধুক ও ক্লীতক, এইসকল যষ্টিমধুর নাম। অন্য একপ্রকার যষ্টিমধু আছে, তাহা জলে জন্মে। উহার নামান্তর—ক্লীতনক ও মধুলিকা। প্রথমোক্ত যষ্টিমধু বেণে দোকানে পাওয়া যায় ; যষ্টিমধু, স।

যষ্টিমধুর গুণ—যষ্টিমধু—শীতবীর্য্য, গুরুপাক, মধুর-রসাত্মক, চক্ষুর পক্ষে উপকারী, বলজনক, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যবিধায়ক, অত্যন্ত স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, শুক্রজনক, কেশের চিক্কণতাকারক, স্বর-পরিষ্কারক এবং পিত্ত, বাতরক্ত, ব্রণ, শোথ, বিষদোষ,বমি, তৃষ্ণা, গ্লানি ও ক্ষয়রোগ বিনাশক।

কমলাগুঁড়ীর নাম—কাম্পিল্য, কর্কশ, চন্দ্র, রক্তাঙ্গ, রোচন ও কাম্পিল্ল; এই সকল কমলাগুঁড়ীর নাম। কমলাগুড়ী,স।

কমলাগুঁড়ীর গুণ—কমলাগুঁড়ী—কফঘ্ন, পিত্ত,রক্তদোষ ক্রিমি, গুল্মরোগ, উদরী ও ব্রণবিনাশক, রেচক, কটুরসাত্মক, উষ্ণবীর্য্য, এবং মেহ, আনাহ, বিষদোষ ও অশ্মরীরোগ বিনাশক।

পাষাণভেদীর নাম—পাষাণভেদক, অশ্মঘ্ন, গিরিভিৎ, ভিন্নযোজনী ও অশ্মভেদ; এই সকল পাষাণভেদীর নাম। হিমসাগর, ক। পাথরচুনা, ব, চা, ম। লোহাচুড়, পা, রা। পাথরচুরী ও হাতাজুরী, কো।

পাষাণভেদীর গুণ—পাষাণভেদী—শীতবীর্য্য, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট, বস্তিশোধক, ভেদক, এবং ত্রিদোষ, অর্শঃ, গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ, প্রমেহ, প্লীহা, শূল ও ব্রণরোগ বিনাশক।

ধাইফুলের নাম—ধাতকী, ধাতুপুষ্পী, তাম্রপুষ্পী, কুঞ্জরা,

সুভিক্ষা, বহুপুষ্পী ও বহ্নিজ্বালা, এই সকল ধাইফুলের নাম। ইহা বেণে দোকানে পাওয়া যায়, ধাইপুষ্প ও ধাইফুল, স।

ধাইফুলের গুণ—ধাইফুল—কটুরসাত্মক, শীতবীর্য্য, মৃদুতাকারক, কষায়রসবিশিষ্ট, লঘুপাক, এবং তৃষ্ণা, অতীসার, পিত্ত, রক্তদোষ, বিষ, ক্রিমি ও বীসর্পরোগ বিনাশক।

মঞ্জিষ্ঠার নাম—মঞ্জিষ্ঠা, বিকসা, জিঙ্গী, সমঙ্গা, কালমেষিকা, মণ্ডূকপর্ণী, ভণ্ডীরী, ভণ্ডী, যোজনবল্লী, রসায়নী, অরুণা, কালা, রক্তাঙ্গী, রক্তযষ্টিকা, ভণ্ডীতকী, গণ্ডেরী, মঞ্জুষা ও বস্ত্ররঞ্জিনী, এই সকল মঞ্জিষ্ঠার নাম। মঞ্জিষ্ঠা, স।

মঞ্জিষ্ঠার গুণ—মঞ্জিষ্ঠা-মধুররস, তিক্তরস ও কষায়রসবিশিষ্ট, স্বরপরিষ্কারক, বর্ণের উজ্জ্বলতাকারক, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, এবং বিষদোষ, শ্লেষ্মা, শোথ, যোনিরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, রক্তাতীসার, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, বীসর্প, ব্রণ ও মেহরোগ বিনাশক।

কুসুমফুলের নাম—কুসুম্ভ, বহ্নিশিখ ও বস্ত্ররঞ্জক, এই কয়েকটি কুসুমফুলের নাম। কুসুমফুল, স।

কুসুমফুলের গুণ—কুসুমফুল—বাতবর্দ্ধক, মূত্রকৃচ্ছ্র ও রক্তপিত্তরোগনাশক এবং কফনিবারক।

লাক্ষার নাম—লাক্ষা, পলঙ্কষা, অলক্তা, যাব, বৃক্ষাময় ও জতু—এই ছয়টী লাক্ষার নাম। গালা, ক। লা, স।

লাক্ষার গুণ—লাক্ষা—বর্ণের উজ্জ্বলতা বিধায়ক, শীতবীর্য্য, ঈষদুষ্ণবীর্য্য, বলকারক, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, কষায় রসাত্মক, লঘুপাক, এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, হিক্কা,কাস, জ্বর, ব্রণ, উরঃক্ষত, বীসর্প, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগ বিনাশক।

অলক্তক (আল্‌তা)—লাক্ষার ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ব্যঙ্গরোগ বিনাশক। আল্‌তা, স।

হরিদ্রার নাম—হরিদ্রা, কাঞ্চনী, পীতা, নিশাখ্যা (রাত্রির যত নাম), বরবর্ণিনী, ক্রিমিঘ্নী, হলদী, যোষিৎপ্রিয়া ও হরবিলাসিনী, এই সকল হল্‌দীর নাম। হলুদ, ক। হল্‌দী, স।

হরিদ্রার গুণ—হরিদ্রা—কটু ও তিক্তরস বিশিষ্ট, রূক্ষ-গুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য কারক এবং কফ,পিত্ত, চর্ম্মদোষ, মেহ, রক্তদোষ, শোথ, পাণ্ডু ও ব্রণ নিবারক।

কর্পূরহরিদ্রা বা আমআদার নাম—দার্ব্বী, ভেদা, আম্রগন্ধা, সুরভীদারু, দারু, কর্পূরা, পদ্মপত্রা, সুরভী ও সুর-নায়িকা ; এই সকল কর্পূরহরিদ্রা বা আম আদার নাম।

আম্রগন্ধি হরিদ্রার গুণ—আম আদা—শীতবীর্য্য,বাত-বর্দ্ধক, পিত্ত নিবারক, মধুর ও তিক্ত রসবিশিষ্ট এবং সকল প্রকার কণ্ডূ নাশক।

বনহরিদ্রার গুণ—বনহরিদ্রা—কুষ্ঠরোগ ও বাতরক্ত-রোগ বিনাশক।

দারুহরিদ্রার নাম - দার্ব্বী, দারুহরিদ্রা, পর্জ্জন্য, পর্জ্জনী, কটঙ্কটেরী, পীতা, পচম্পচা, কালীয়ক, কালেয়ক, পীতদ্রু, হরিদ্রু, পীতদারুক ও পীতক, এই সকল দারু হরিদ্রার নাম। ইহা বেণে দোকানে পাওয়া যায়, দারুহরিদ্রা, স।

দারুহরিদ্রার গুণ—দারুহরিদ্রা—হরিদ্রার ন্যায় গুণ-বিশিষ্ট,বিশেষতঃ কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ ও মুখরোগ বিনাশক।

রসাঞ্জনের লক্ষণ—দারুহরিদ্রার ক্বাথ ও দুগ্ধ সমান ভাগে পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইলে, সেই

ঘনীভূত দার্ব্বীরাথকে রসাঞ্জন বলে। ইহা চক্ষুর পক্ষে অতীব হিতসাধক।

রসাঞ্জনের নাম—রসাঞ্জন, তার্ক্ষ্যশৈল, রসগর্ভ ও তার্ক্ষ্যজ ; এই কয়েকটি রসাঞ্জনের নাম।

রসাঞ্জনের গুণ—রসাঞ্জন—কটুতিক্তরসাত্মক, কফনাশক, বিষদোষ ও চক্ষুরোগ বিনাশক, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন গুণযুক্ত, ছেদনগুণ (কফাদিধ্বংস কারকগুণ) বিশিষ্ট ও ব্রণনাশক।

সোমরাজীর নাম—অবল্গুজ, বাকুচী, সোমরাজী, সুপর্ণিকা, শশিলেখা, কৃষ্ণফলা, সোমা, পূতিফলী, সোমবল্লী, কালমেষী ও কুষ্ঠঘ্নী; এই সকল সোমরাজীর নাম। ইহা বেণে দোকানে পাওয়া যায়। সোমরাজী, স।

সোমরাজীর গুণ—সোমরাজী—মধুর ও তিক্তরসবিশিষ্ট, কটুবিপাক, রসায়ন গুণযুক্ত, বিষ্টম্ভনাশক, শীতবীর্য্য, রুচিজনক, ভেদক, কফ নাশক, রক্তদোষনিবারক, পিত্তপ্রশমক, রুক্ষগুণবিশিষ্ট, হৃদয়ের প্রীতিকর এবং শ্বাস, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর ও ক্রিমি বিনাশক।

সোমরাজীর ফলের গুণ—সোমরাজীর ফল—কটু রসবিশিষ্ট, পিত্তবর্দ্ধক, কুষ্ঠরোগনাশক, কফ প্রশমক, বাত নিবারক, কেশের পক্ষে উপকারী, চর্ম্মরোগ নাশক, এবং বমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আমদোষ ও পাণ্ডুরোগ নিবারক।

চাকুন্দের নাম—চক্রমর্দ্দ, প্রপুন্নাট, দদ্রুঘ্ন, মেষলোচন, পদ্মাট, এড়গজ, চক্রী ও পুন্নাট ; এই কয়েকটী চাকুন্দের নাম। চাকুন্দে ও এড়াঞ্চি, ক। চাটকাটা, ব। বনমুগ,চা। হেড়াঞ্চি, স।

চাকুন্দের গুণ—চাকুন্দে—লঘুপাক, মধুররস ও রুক্ষগুণ

বিশিষ্ট, হৃদয়ের প্রীতিকর, শীতবীর্য্য এবং বায়ু, পিত্ত, কফ প্রশমক ও শ্বাস, কুষ্ঠ, দদ্রু এবং ক্রিমিরোগ বিনাশক।

চাকুন্দের ফলের গুণ - চাকুন্দের বীজ—উষ্ণবীর্য্য, কটু রসবিশিষ্ট এবং কুষ্ঠ, কণ্ডু, দদ্রু, বিষ, বাত, গুল্ম, কাস, ক্রিমি ও শ্বাস রোগ বিনাশক।

আতইযের নাম—বিষা, অতিবিষা, বিশ্বা, শৃঙ্গী, প্রতিবিষা, অরুণা, শুক্লকন্দা, উপবিষা, ভঙ্গুরা, ও ঘুণবল্লভা, এই সকল আতইযের নাম। আতইষ, ক। অতইষ, ব, য, ঢা।

আতইযের গুণ—আতইষ—উষ্ণবীর্য্য, কটু ও তিক্ত রস-বিশিষ্ট, পাচক, অগ্নিদীপক এবং কফ, পিত্ত, অতিসার, আমদোষ, বিষ, কাস, বমি, ও ক্রিমি বিনাশক।

লোধের নাম—লোধ্র, তিল্ব, তিরীট, শাবর ও গালব, এই সকল লোধের নাম। লোধ, স।

পাট্টিকা লোধের নাম—পট্টিকালোধ্র, ক্রমুক, স্থূলবল্কল, জীর্ণপত্র, বৃহৎপত্র, পট্টী ও লাক্ষা প্রসাদন; এই সকল পাটিয়া লোধের নাম। পাটিয়া লোধ, স।

লোধের গুণ—লোধ -মলরোধক, লঘুপাক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকর, কষায় রসবিশিষ্ট এবং কফ, পিত্ত, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ, জ্বর, অতীসার ও শোথ বিনাশক।

রসুনের উৎপত্তি—যে সময়ে পক্ষিরাজ গরুড় দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অমৃত আনয়ন করেন, সেই সময়ে ঐ অমৃত হইতে একবিন্দু পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই রসুনের উৎপত্তি হয়।

রসুনের নাম—লশুন, রসোন, উগ্রগন্ধ, মহৌষধ,

অরিষ্ট, ম্লেচ্ছকন্দ, যবনেষ্ট ও রসোনক, এই সকল রস্থনের নাম।

রসোনের নিরুক্তি - রসুন—মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায়, এই পঞ্চরস সংযুক্ত, কেবল অম্লরসবিহীন, এই জন্য পণ্ডিতগণ ইহাকে রসোন নামে অভিহিত করিয়াছেন।

রশুনের স্থানভেদে রস - রসগুণজ্ঞ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে, রসোনের মূলে কটুরস, পত্রে তিক্তরস, নালে (ডাঁটায়) কষায়রস, নালের অগ্রভাগে লবণরস ও বীজে মধুররস অবস্থিতি করে।

রসুনের সাধারণগুণ—রসোন—পুষ্টিকারী, বীর্য্যবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, পাচক, সারক, কটুরসাত্মক (ঝাল), কটুবিপাক, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, মধুররসবিশিষ্ট, ভগ্নস্থানসংযোজক, কণ্ঠপরিষ্কারক, গুরুপাক, পিত্ত ও রক্তবর্দ্ধক, বলকর, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক, চক্ষুরপক্ষে হিতকর, রসায়নগুণযুক্ত, এবং হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, বিবন্ধ, গুল্ম, অরুচি, কাস, শোথ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি, শ্বাস, বায়ু ও কফ বিনাশক।

পলাণ্ডুর নাম—পলাণ্ডু, যবনেষ্ট, দুর্গন্ধ ও মুখদূষক, এই সকল পেঁয়াজের নাম।

পেঁয়াজের গুণ—পেঁয়াজ—রসুনের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ মধুরবিপাক, মধুররসাত্মক, ঈষদুষ্ণবীর্য্য, কফকারক, অল্পপিত্তবর্দ্ধক এবং কেবল বায়ুনাশক, বীর্য্যজনক ও গুরুপাক।

ভেলার নাম—অরুষ, অরুষ্কর, অগ্নিক, অগ্নিমুখী, ভল্লী, বীরবৃক্ষ এবং শোথহৃৎ, এই সকল ভেলার নামান্তর।
ভেলা, ক, হা। ভায়লা, ব। ভায়লা গোটা, ম। ভালা, রা,

পা। ভেলাফল অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়, শোধন প্রণালী মৎ-প্রণীত "আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষায়" দ্রষ্টব্য।

ভেলার গুণ—ভেলা সাধারণতঃ—কষায়রসাত্মক, উষ্ণ-বীর্য্য, শুক্রজনক, মধুররসবিশিষ্ট,লঘুপাক এবং বাত, কফ, উদরী, আনাহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, জ্বর, শ্বিত্র, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি ও ব্রণ, বিনাশক।

ভেলার পাকাফলের গুণ—ভেলার পাকাফল—মধুররসবিশিষ্ট, মধুরবিপাক, লঘুপাক, কষায়রসাত্মক, পাচক, তীক্ষ্ণ ও স্নিগ্ধগুণযুক্ত উষ্ণবীর্য্য, ছেদী অর্থাৎ কফাদিধ্বংসক, ভেদক, মেধাজনক, অগ্নিদীপক, এবং কফ, বাত, ব্রণ, উদরী, কুষ্ঠ, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, শোথ, আনাহ, জ্বর ও ক্রিমিরোগ বিনাশক।

ভেলার মজ্জার গুণ—ভেলার মজ্জা—মধুররসবিশিষ্ট, বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বায়ুনাশক ও পিত্তনিবারক।

ভেলার বোঁটার গুণ—ভেলার বোঁটা—মধুররসবিশিষ্ট পিত্তনাশক, কেশের পক্ষে উপকারী ও অগ্নিজনক।

সিদ্ধির নাম—ভঙ্গা, গঞ্জা, মাতুলানী, মাদিনী, বিজয়া ও জয়া, এই সকল সিদ্ধির নামান্তর। সিদ্ধি ও ভাঙ্গ, স।

সিদ্ধির গুণ—সিদ্ধি—কফনাশক, তিক্তরসাত্মক, মল-রোধক, পাচক, লঘুপাক, তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, মোহজনক, মত্ততাকারক, বাগ্বর্দ্ধক ও অগ্নিজনক।

পোস্তাফলের নাম—তিলভেদ, খসতিল ও খাখস, এই তিনটি পোস্তাফলের নাম।

পোস্তাফলের ছালের গুণ—পোস্তাফলের বল্কল—

শীতবীর্য্য, লঘুপাক, মলরোধক, তিক্তরসাত্মক, কষায়রসবিশিষ্ট, বাতবর্দ্ধক, কফনাশক, কাসনিবারক, ধাতুশোষক, রুক্ষগুণযুক্ত, মত্ততাকারক, বাক্যবর্দ্ধক, মোহজনক, রুচিকারক ও অধিক পরিমাণে সেবন করিলে পুরুষত্ব নষ্ট হইয়া থাকে।

অহিফেণের নাম—পোস্তাফলের আটাকে আফিং বলে।

অহিফেণের গুণ—আফিং—শরীরের রসশোষক, মলরোধক, কফ নাশক, বাত বর্দ্ধক, পিত্ত জনক এবং পোস্তাফলের ছালের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

পোস্তাদানার নাম— খসবীজ ও খাখসতিল, এই দুইটি পোস্তদানার নাম।

পোস্তাদানার গুণ—পোস্তাদানা—বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, অত্যন্ত গুরুপাক, কফ জনক ও বাত প্রশমক।

সৈন্ধবলবণের নাম—শীতশিব, মাণিমন্থ ও সিন্ধুজ; এই কয়েকটী সৈন্ধবের নামান্তর।

সৈন্ধবলবণের গুণ—সৈন্ধবলবণ—লবণ রস ও মধুররস বিশিষ্ট, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘুপাক, স্নিগ্ধ গুণযুক্ত, রুচিকারক, শীতবীর্য্য, বীর্য্যবর্দ্ধক, সূক্ষ্ম গুণবিশিষ্ট, চক্ষুর পক্ষে উপকারী ও ত্রিদোষ নাশক।

শাম্ভরিলবণের নাম—শাকম্ভরীয়, গুড়াখ্য ও রৌমিক; এই তিনটী শাম্ভরি লবণের নাম। শাম্ভরিলবণ, স।

শাম্ভরিলবণের গুণ—শাম্ভরিলবণ-লঘুপাক, বাতনাশক অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, মলভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, এবং তীক্ষ্ণগুণ, ব্যবায়িগুণ ও সূক্ষ্ম গুণবিশিষ্ট, অভিষ্যন্দী ও কটুবিপাক।

সমুদ্রে লবণের নাম—সমুদ্রলবণ, অক্ষীব, বশির, সমু:

দ্রজ, সাগরজ ও উদধিসম্ভব ; এই সকল সমুদ্র লবণের নাম। লবণ, স।

সমুদ্রলবণের গুণ—সমুদ্রলবণ—মধুর বিপাক, তিক্ত-রসাত্মক, মধুররসবিশিষ্ট, গুরুপাক, ঈষদুষ্ণবীর্য্য ও ঈষৎ শীত-বীর্য্য, অগ্নিদীপক, মলভেদক, ক্ষারযুক্ত, অবিদাহী, কফকারক, বাতনাশক, তীক্ষ্ণ ও ঈষদ্রূক্ষগুণযুক্ত।

বিট্‌লবণের নাম—বিড়, পাক, কৃতক, দ্রাবিড় ও আসুর, এই সকল বিট্‌লবণের নামান্তর।

বিট্‌লবণের গুণ—বিট্‌লবণ—ক্ষারযুক্ত, ঊর্দ্ধগত কফ ও অধোগত বায়ুর অনুলোমকারক অর্থাৎ ঐ উভয়ের সঞ্চালক, অগ্নিদীপক, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ গুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, রূক্ষ গুণযুক্ত, রুচিকারক, ব্যবায়ী এবং বিবন্ধ, অনাহ, বিষ্টম্ভ, হৃদ্রোগ, দেহভার ও শূলরোগ বিনাশক।

সচললবণের নাম—সৌবর্চ্চল, রুচক, অক্ষ ও পাক, এই সকল সচললবণের নাম।

সচললবণের গুণ—সচললবণ—রুচিজনক, ভেদক, অগ্নিদীপক, অত্যন্ত পাচক, সুস্নিগ্ধ, বাতনাশক, অম্ল পিত্ত-জনক, বিশদগুণবিশিষ্ট, লঘুপাক, উদগারশোধক, সূক্ষ্ম গুণ বিশিষ্ট এবং বিবন্ধ, আনাহ ও শূলরোগ নিবারক।

ঔদ্ভিদলবণের নাম—যে লবণ স্বয়ং ভূমি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঔদ্ভিদলবণ বলে। উহার নামান্তর পাংশুলবণ।

ঔদ্ভিদলবণের গুণ—ঔদ্ভিদলবণ—ক্ষারযুক্ত, গুরুপাক, কটুরসাত্মক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, শীতবীর্য্য ও বাতনিবারক।

চণকাম্লের গুণ—চণকাম্ল—অত্যধিক উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি-

দীপক, দন্তহর্ষজনক, লবণরসাত্মক, রুচিজনক, এবং শূল, অজীর্ণ ও বিবন্ধ বিনাশক।

যবক্ষারের নাম—পাক্য, ক্ষার, যবক্ষার, যাবশূক ও যবাগ্রজ, এই সকল যবক্ষারের নাম।

যবক্ষারের গুণ—যবক্ষার—লঘুপাক, স্নিগ্ধ ও অতিশয় সূক্ষ্মগুণবিশিষ্ট, অগ্নিদীপক এবং শূল, বাত, আমদোষ, কফ, শ্বাস, গলরোগ, পাণ্ডু, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, আনাহ ও প্লীহারোগ বিনাশক।

সাচিক্ষারের নাম—সর্জ্জিকা, ক্ষার, কপোত ও সুখ-বর্দ্ধক, এই কয়েকটী সাচিক্ষারের নাম।

সাচিক্ষারের গুণ—সাচিক্ষার যবক্ষার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প গুণ বিশিষ্ট, বিশেষতঃ গুল্ম ও শূলরোগ বিনাশক। সুব-র্চ্চিকা—সাচিক্ষারের সমানগুণবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে।

সোহাগার নাম—সৌভাগ্য, টঙ্কণ, ক্ষার ও ধাতুদ্রাবক; এই সকল সোহাগার নাম।

সোহাগার গুণ—সোহাগা—অগ্নিজনক, রুক্ষগুণবিশিষ্ট, কফনাশক, বাতপ্রকোপক ও পিত্তবর্দ্ধক।

ক্ষারদ্বয় ও ক্ষারত্রয়েরলক্ষণ ও গুণ—সাচিক্ষার ও যবক্ষার, এই দুই দ্রব্যের মিলনকে ক্ষারদ্বয় বলে; এবং ঐ দুই দ্রব্যসহ সোহাগা মিলিত করিলে তাহাকে ক্ষারত্রয় বলে। এই তিনটী ক্ষারের গুণ যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ কথিত হইয়াছে, উহারা দুইটী অথবা তিনটী একত্র মিলিত হইলে, উক্ত গুণানুসারে মিশ্র-লক্ষণযুক্ত গুণশালী হইয়া থাকে, বিশেষতঃ উহারা মিলিতাবস্থায় গুল্মনাশের পক্ষে অতীব উপকারী বলিয়া জানিবে।

ক্ষারাষ্টকের লক্ষণ ও গুণ—পলাশ, মনসাসীজ, আপাঙ্গ, তেঁতুল, আকন্দ, তিলের ডাঁটা ও যব ডাঁটা, ইহাদের ক্ষার ও সাচিক্ষার একত্র করিলে ক্ষারাষ্টক হয়। ইহা অগ্নি সদৃশ এবং গুল্ম ও শূলরোগে প্রশস্ত।

চুক্রের নাম—চুক্র, সহস্রবেধি, রসাম্ল ও শুক্র, এই কয়েকটি চুক্রের নাম।

চুক্রের গুণ—চুক্র—অত্যধিক অম্লরসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, অত্যন্ত পাচক, ভেদক, এবং শূল, গুল্ম, বিবন্ধ, আমদোষ, বায়ু, কফ, বমি, তৃষ্ণা, মুখের বিরসতা, হৃদ্রোগ ও অগ্নিমান্দ্য বিনাশক।

হরীতকীবর্গ সমাপ্ত।

কর্পূরাদিবর্গ।

. কর্পূরের নাম—কর্পূর, সিতাভ্র, হিমবালুক, ঘনসার, চন্দ্রসংজ্ঞ (চন্দ্রের যত নাম) ও হিমনাম (হিমের যত নাম), এই সকল কর্পূরের নামান্তর।

কর্পূরের গুণ—কর্পূর—শীতল, বীর্য্যবর্দ্ধক, চক্ষুরোগে হিতকর, দেহের স্থূলতানাশক, লঘুপাক, সুগন্ধবিশিষ্ট, মধুররসাত্মক, তিক্তরসবিশিষ্ট, এবং কফ, পিত্ত, বিষদোষ, দাহ, পিপাসা, মুখের বিরসতা, মেদ ও দুর্গন্ধ বিনাশক। কর্পূর—পক্ব ও অপক্বভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে পক্ব কর্পূর অপেক্ষা অপক্ব কর্পূর সমধিক গুণবিশিষ্ট।

চীনাকর্পূরের গুণ—চীনাকর্পূর—কফ, কুষ্ঠরোগ, কণ্ড ও বমিনাশক এবং তিক্তরসবিশিষ্ট।

মৃগনাভির নাম—মৃগনাভি, মৃগমদ, সহস্রভিৎ, কস্তূরিকা, কস্তূরী ও বেধমুখ্যা, এই সকল মৃগনাভির নাম।

মৃগনাভির প্রকারভেদে লক্ষণাদি—মৃগনাভি—কামরূপী, নৈপালী ও কাশ্মীরীভেদে তিনপ্রকার। তন্মধ্যে কামরূপদেশীয় কস্তূরী—কৃষ্ণবর্ণ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নেপালদেশীয় মৃগনাভি—নীলবর্ণবিশিষ্ট ও মধ্যম, এবং কাশ্মীরদেশীয় মৃগনাভি নিকৃষ্ট।

কস্তূরীর গুণ—কস্তূরী—কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট, ক্ষারসংযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রজনক, গুরুপাক এবং কফ, বাত, বিষদোষ, বমি, শীত, দুর্গন্ধ ও শোষ (যক্ষ্মা) বিনাশক।

লতাকস্তূরীর গুণ—লতাকস্তূরী তিক্ত ও মধুররসবিশিষ্ট, বীর্য্যবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, চক্ষুর পক্ষে উপকারী, ছেদনগুণযুক্ত, এবং কফ, পিপাসা, বস্তিরোগ ও মুখরোগ বিনাশক।

গন্ধমার্জ্জারের বীর্য্যের অর্থাৎ খাটাসীর গুণ—বীর্য্যজনক, কফঘ্ন, বাতনাশক, কণ্ডূনিবারক, কুষ্ঠনাশক, চক্ষুরোগে হিতকর, সুগন্ধযুক্ত, এবং ঘামজনিত শরীরের দুর্গন্ধ বিনাশক। ইহা প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্য বিশেষ, বেণে দোকানে পাওয়া যায়। খাটাসী, স।

চন্দনের নাম—শ্রীখণ্ড, চন্দন, ভদ্রশ্রী, তৈলপর্ণিক, গন্ধসার, মলয়জ ও চন্দ্রদ্যুতি, এই সকল চন্দনের নাম।

চন্দনের গুণ—চন্দন—শীতল, রুক্ষগুণাত্মক, তিক্তরসবিশিষ্ট, আহ্লাদজনক, লঘুপাক, এবং শ্রম, শোষ, বিষ, কফ, পিপাসা, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহ বিনাশক।

পীতচন্দনের নাম—কালীয়ক, কালীয়, পীতাভ, হরি-

চন্দন, হরিপ্রিয়, কালসার ও কালানুসার্য্যক, এই সকল পীতচন্দনের নাম।

পীতচন্দনের গুণ—কলম্বা—রক্তচন্দনের ন্যায় গুণ-বিশিষ্ট, বিশেষতঃ ব্যঙ্গরোগ নাশক।

রক্তচন্দনের নাম—রক্তচন্দন, রক্তাঙ্গ, ক্ষুদ্রচন্দন, তিলপর্ণ, রক্তসার ও প্রবালফল, এই সকল রক্তচন্দনের নাম।

রক্তচন্দনের গুণ—রক্তচন্দন—শীতবীর্য্য, গুরুপাক, মধুররসাত্মক, পিপাসানাশক, তৃষ্ণানিবারক, রক্তপিত্তনাশক, তিক্তরসবিশিষ্ট, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, বীর্য্যজনক, জ্বরনাশক, ব্রণনিবারক ও বিষদোষনাশক।

শ্রেষ্ঠ চন্দনের লক্ষণ—যে চন্দন স্বাদে তিক্তরসাত্মক, কষে পীতবর্ণ, ছেদন করিলে রক্তবর্ণ, উপরিভাগ শ্বেতবর্ণ এবং গ্রন্থিযুক্ত ও কোটরবিশিষ্ট সেই চন্দনই শ্রেষ্ঠ।

বকমকাষ্ঠের নাম—পত্তঙ্গ, রক্তসার, সুরঙ্গ, রঞ্জন, পটরঞ্জক, পত্তূর ও কুচন্দন, এই কয়েকটি বকমকাষ্ঠের নাম।

বকমকাষ্ঠের গুণ—বকমকাষ্ঠ—মধুররসবিশিষ্ট, শীত-বীর্য্য এবং পিত্ত, কফ, ব্রণ ও রক্তদোষনাশক ও হরিচন্দনের ন্যায় ছেদনগুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ দাহনিবারক।

সর্ব্ববিধ চন্দনই রসাদিতে সমান,কেবলমাত্র বিভিন্নগন্ধবিশিষ্ট, ইহাদের মধ্যে যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব চন্দন গুণে শ্রেষ্ঠ।

অগুরু চন্দনের নাম—অগুরু, প্রবর, লোহ, রাজার্হ, যোগজ, বংশিক, ক্রিমিজ, ক্রিমিজগ্ধ ও অনার্য্যক, এই কয়েকটি অগুরু চন্দনের নাম। ইহাকে সাধারণতঃ অগর চন্দন বা অগর কাষ্ঠ বলে, বেণে দোকানে পাওয়া যায়।

অগুরু চন্দনের গুণ—অগুরুচন্দন—উষ্ণবীর্য্য, কটু ও তিক্ত রসবিশিষ্ট, চর্ম্মরোগে হিতকর, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, পিত্তবর্দ্ধক, লঘুপাক, কর্ণরোগ ও চক্ষুরোগনাশক, শীতবীর্য্য, বাতনিবারক এবং কফনাশক। কৃষ্ণাগুরু—সমধিকগুণবিশিষ্ট, ইহা লৌহবৎ-জলে নিমগ্ন হয়।

দেবদারুর নাম—দেবদারু, দারুভদ্র, দারু, ইন্দ্রদারু, মস্তদারু, দ্রুকিলিম, কিলিম ও সুরভূরুহ, এই কয়েকটি দেবদারুর নাম। ইহা বেণে দোকানে পাওয়া যায়। দেবদারু, স।

দেবদারুর গুণ—দেবদারু—লঘুপাক, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, তিক্তরসযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক এবং বিবন্ধ, আগ্মান, শোথ, আমদোষ, তন্দ্রা, হিক্কা, জ্বর, রক্তদোষ, প্রমেহ, পীনসরোগ, কফ, কণ্ডূ ও বায়ু বিনাশক।

সরলকাষ্ঠের নাম—সরল, পীতবৃক্ষ ও সুরভিদারুক, এই তিনটি সরলকাষ্ঠের নাম। ইহা বেণে দোকানে পাওয়া যায়। সরলকাষ্ঠ, স।

সরলকাষ্ঠের গুণ—সরলকাষ্ঠ—মধুর, তিক্ত ও কটুরস-বিশিষ্ট, কটুবিপাক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য এবং কর্ণরোগ, কণ্ঠ-রোগ, চক্ষুরোগ, রক্ষোদোষ, কফ, বাত, স্বেদ, দাহ, কাস, মূর্চ্ছা ও ব্রণ বিনাশক।

তগর পাদুকার নাম—কালানুসার্য্য, তগর, কুটিল ও মধুর; এই চারিটী তগর পাদুকার নাম। ইহা বেণেদোকানে পাওয়া যায়। তগর পাদুকা, স।

পিণ্ডতগরের নাম—পিণ্ডতগর, দণ্ডহস্তী ও বর্হিণ, এই তিনটী পিণ্ডতগরের নাম।

তগর ও পিণ্ডতগরের গুণ—তগরপাদুকা ও পিণ্ডতগর উভয় দ্রব্যই—উষ্ণবীর্য্য,মধুর রসবিশিষ্ট,স্নিগ্ধ গুণযুক্ত, লঘুপাক এবং বিষ, অপস্মার, শূলরোগ, চক্ষুরোগ ও ত্রিদোষ বিনাশক।

পদ্মকাষ্ঠের নাম—পদ্মক, পদ্মগন্ধি ও পদ্মাহ্বয় (পদ্মের মত নাম); এই সকল পদ্মকাষ্ঠের নাম। ইহা বেণেদোকানে পাওয়া যায়। পদ্মকাষ্ঠ, স।

পদ্মকাষ্ঠের গুণ—পদ্মকাষ্ঠ—কষায় ও তিক্তরসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, বাতবর্দ্ধক, লঘুপাক এবং দাহ, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, কফ ও রক্তপিত্ত বিনাশক, গর্ভসংস্থাপক, রুচিকারক এবং বমি, ব্রণ ও পিপাসা নিবারক।

গুগ্‌গুলুর নাম—গুগ্‌গুলু, দেবধূপ, জটায়ু, কৌশিক, পুর, কুম্ভ, উলূখলক, মহিষাক্ষ ও পলঙ্কষ, এই নয়টি গুগ্‌গুলুর নাম। গুগ্‌গুল, স।

পঞ্চবিধ গুগ্‌গুলুর নামাদি—মহিষাক্ষ, মহানীল, কুমুদ, পদ্ম ও হিরণ্য, এই পাঁচ প্রকার নামভেদে গুগ্‌গুলু পঞ্চ জাতি। ইহাদের মধ্যে মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু—ভৃঙ্গাঞ্জন সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট; মহানীল গুগ্‌গুলু—অত্যন্ত নীলবর্ণবিশিষ্ট; কুমুদগুগ্‌গুলু—কুমুদের ন্যায় আভাবিশিষ্ট; পদ্মগুগ্‌গুলু—মাণিকের ন্যায় আভাবিশিষ্ট এবং হিরণ্য গুগ্‌গুলু—স্বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট।

মহিষাক্ষ ও মহানীল গুগ্‌গুলু—হাতীর পক্ষে হিতকর। কুমুদ ও পদ্মগুগ্‌গুলু—অশ্বদিগের পক্ষে মঙ্গল ও আরোগ্যজনক। হিরণ্য গুগ্‌গুলু এবং মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু—মনুষ্যদিগের পক্ষে হিতকর।

গুগ্‌গুলুর গুণ—গুগ্‌গুলু—বিশদগুণযুক্ত, তিক্তরস ও

কষায়রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, সারক, কটুবিপাক, রূক্ষ-গুণযুক্ত, অত্যন্ত লঘুপাক, ভগ্নস্থান সংযোজক, বীর্য্যকর, সূক্ষ্মগুণ-বিশিষ্ট, স্বর পরিষ্কারক, রসায়নগুণযুক্ত, অগ্নিদীপক, পিচ্ছিল, বলকারক এবং কফ, বায়ু, ব্রণ, অপচী, মেদঃ, মেহ, অশ্মরী, বাতরোগ, ক্লেদ, কুষ্ঠ, আমবাত, পীড়কা, গ্রন্থিরোগ, শোথ, অর্শঃ, গণ্ডমালা ও ক্রিমিরোগ বিনাশক।

গুগ্‌গুলু—মধুরতা গুণে বায়ু নাশ করে, কষায়তা গুণে পিত্ত নাশ করে ও তিক্ততা গুণে কফ নাশ করে; সুতরাং গুগ্‌গুলু—ত্রিদোষনাশক।

নূতন গুগ্‌গুলু—পুষ্টিকারক ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

পুরাতন গুগ্‌গুলু—অত্যন্ত শরীর কৃশকারক।

নূতন গুগ্‌গুলুর লক্ষণ—যে গুগ্‌গুলু স্নিগ্ধ, স্বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, সুগন্ধি ও পিচ্ছিল, তাহাই নূতন গুগ্‌গুলু।

পুরাতন গুগ্‌গুলুর লক্ষণ—যে গুগ্‌গুলু—শুষ্ক, দুর্গন্ধ-যুক্ত, বিকৃত বর্ণবিশিষ্ট ও বীর্য্যহীন, তাহাই পুরাতন গুগ্‌গুলু।

গুগ্‌গুলুসেবীর পরিত্যাজ্য—গুগ্‌গুলু সেবন করিয়া সম্যক্ প্রকারে উপকার পাইতে ইচ্ছা করিলে—অম্লদ্রব্য, তীক্ষ্ণ-দ্রব্য, অজীর্ণকর দ্রব্য, মৈথুন, পরিশ্রম, রৌদ্র সেবন, মদ্যপান ও ক্রোধ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

টার্পিনের নাম—শ্রীবাস, সরলস্রাব, শ্রীবেষ্ট ও বৃক্ষ-ধূপক, এই চারিটী সরল নির্য্যাসের অর্থাৎ টার্পিনের নাম। তার্পিন, স।

টার্পিনের গুণ—টার্পিনতৈল—মধুররস, তিক্তরস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কষায়রস, ভেদক, পিত্তবর্দ্ধক এবং বাতব্যাধি, শিরো-

রোগ, চক্ষুরোগ, স্বরভেদ, কফ,রক্ষোদোষ, ঘামজনিত দুর্গন্ধ, যূক (ক্রিমিভেদ), কণ্ডূ ও ব্রণ বিনাশক।

ধূনার নাম—রাল, শালনির্য্যাস, সর্জ্জরস, দেবধূপ, যক্ষ-ধূপ ও সর্ব্বরস, এই ছয়টি ধূনার নাম। শাল বৃক্ষের আটাকে ধূনা বলে। ধূনা, ক। ধূপ, স।

ধূনার গুণ—ধূনা—শীতবীর্য্য, গুরুপাক, তিক্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট, মলরোধক এবং বাত, পিত্ত, কফ, রক্তদোষ, ঘর্ম্ম, বিসর্প, জ্বর, ব্রণ, বিপাদিকা, কুষ্ঠ, গ্রহদোষ, ভগ্নরোগ, অগ্নিদগ্ধ, রক্তস্রাব, শূল ও অতীসার বিনাশক।

কুন্দুরু খোটীর নাম—কুন্দুরু, মুকুন্দ, সুগন্ধ ও কুন্দ, এই চারিটি কুন্দুরখোটীর নাম। কুন্দুর খোটী বেণেদোকানে পাওয়া যায়। কুন্দুরখোটী, স।

কুন্দুরু খোটীর গুণ—কুন্দুরখোটী—মধুর, কটু ও তিক্ত রসবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, চর্ম্মরোগে হিতকর এবং জ্বর, ঘর্ম্ম, গ্রহ, অলক্ষ্মী, মুখরোগ, কফ ও বাত বিনাশক।

শিলারসের নাম—সিহ্লক, তুরুষ্ক, কপিতৈল ও কপি-নামক (কপির যত নাম), এই সকল শিলারসের নাম।

শিলারসের গুণ—শিলারস - মধুর ও কটুরসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রজনক, কান্তিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং কণ্ডূ, স্বেদ, কুষ্ঠ, জ্বর, দাহ ও গ্রহদোষ বিনাশক।

জায়ফলের নাম—জাতীফল, জাতীকোষ ও মালতীফল, এই তিনটি জায়ফলের নাম।

জায়ফলের গুণ—জায়ফল—কটুরস, তিক্তরস ও তীক্ষ্ণ-গুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, রুচিজনক,লঘুপাক, অগ্নিদীপক, মলরোধক,

স্বরপরিষ্কারক এবং কফ, বাত, মুখের বিরসতা, মলের দুর্গন্ধ ও কৃষ্ণবর্ণতা, ক্রিমি, কাস, বমি, শোথ, শ্বাস, পীনস ও হৃদ্রোগ বিনাশক।

জয়িত্রীর গুণ—জাতীফলের ছাল অর্থাৎ খোসাকে জয়িত্রী বলে। ইহা লঘুপাক, কটু ও মধুর রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, রুচিজনক, বর্ণের উজ্জ্বলতাকারক এবং কফ, কাস, বমি, শ্বাস, তৃষ্ণা, ক্রিমি ও বিষদোষ বিনাশক।

লবঙ্গের নাম—লবঙ্গ, দেবকুসুম, শ্রীসংজ্ঞ, শ্রীপ্রসূনক, এই চারিটি লবঙ্গের নাম।

লবঙ্গের গুণ—লবঙ্গ—কটু ও তিক্তরসযুক্ত, লঘুপাক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, শীতবীর্য্য, অগ্নিদীপক, পাচক এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, বমি, আধ্মান, শূলরোগ, কাস,শ্বাস, হিক্কা- ও ক্ষয়রোগ বিনাশক।

বড়এলাচির নাম—এলা, স্থূলা, বহুলা, পৃথ্বিকা, ত্রিপুটা, ভদ্রৈলা, বৃহদেলা, চন্দ্রবালা ও নিষ্কুটি, এই নয়টি বড় এলাচির-নাম।

বড় এলাচির গুণ—বড় এলাইচ—কটুরসবিশিষ্ট, কটু-বিপাক, আগ্নেয়, লঘুপাক, রুক্ষগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, কণ্ডু, শ্বাস, তৃষ্ণা, হৃল্লাস (বমনেচ্ছা), বিষদোষ, বস্তি-রোগ, মুখরোগ, বমি ও কাস বিনাশক।

ছোট এলাচির নাম—সূক্ষ্মা, উপকুঞ্চিকা, তুত্থা, কোরঙ্গী, দ্রাবিড়ী ও ত্রুটী, এই ছয়টি ছোট এলাচির নাম।

ছোট এলাচির গুণ—ছোটএলাইচ—কটুরস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক এবং কফ, শ্বাস, কাস, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বাতনাশক।

দারুচিনির নাম—ত্বক্স্বাদু, তনুত্বক্, গুড়ত্বক্, দারুসিতা, ত্বক্পত্র, বরাঙ্গ, ভৃঙ্গ ও উৎকট, এই সকল দারুচিনির নাম। ইহা বেণেদোকানে পাওয়া যায়। দারুচিনি, স।

দারুচিনির গুণ—দারুচিনি—বাতপিত্তনাশক, সুগন্ধবিশিষ্ট, শুক্রজনক, বলকারক, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, কটু, মধুর ও তিক্তরসবিশিষ্ট, রূক্ষগুণযুক্ত, পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ, কণ্ডু, আম, অরুচি, হৃদ্রোগ, বস্তিরোগ, বাতঅর্শঃ, ক্রিমি, পীনস, শুক্ররোগ, মুখশোষ ও পিপাসানাশক।

তেজপাতার নাম—পত্র, তমালপত্র ও পত্রনামক (পত্রের যত নাম); এই সকল তেজপত্রের নাম।

তেজপাতার গুণ—তেজপাতা—মধুর রসবিশিষ্ট,কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, পিচ্ছিল, লঘুপাক এবং কফ, বাত, অর্শঃ, হৃল্লাস (বমনেচ্ছা), অরুচি, ও পীনসরোগ বিনাশক।

নাগকেশরের নাম—নাগপুষ্প, নাগ,কেশর, নাগকেশর, চাম্পেয়, নাগকিঞ্জল্ক ও কাঞ্চনাহ্বক, এই সাতটি নাগকেশরের সংস্কৃত নাম। এই সকল শব্দ যখন ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহার হয় তখন উহার পুষ্পকে বুঝায়। ইহার ফুলের রেণু ঔষধে ব্যবহৃত হয়। নাগেশর, স।

নাগকেশর ফুলের গুণ—নাগেশরফুল—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, রূক্ষগুণযুক্ত, লঘুপাক, আম পরিপাচক, এবং জ্বর, কণ্ডু, তৃষ্ণা, ঘাম, বমি, হৃল্লাস, কুষ্ঠ, দুর্গন্ধ, কফ, পিত্ত ও বিষবিনাশক।

ত্রিজাতক ও চাতুর্জ্জাতকের নাম ও লক্ষণ—দারুচিনি, এলাচি ও তেজপত্র সমভাগে মিলিত হইলে তাহাকে

ত্রিসুগন্ধি বা ত্রিজাতক বলে। উক্ত ত্রিজাতক সহ নাগকেশর একত্র করিলে চাতুর্জ্জাতক বলে।

ত্রিজাতক ও চাতুর্জ্জাতকের গুণ—ত্রিজাতক ও চাতুর্জ্জাতক উভয়ই—রেচক, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, মুখের দুর্গন্ধনাশক, লঘুপাক, পিত্তকারক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক এবং কফ, বাত ও বিষনাশক।

কুঙ্কুমের নাম—কুঙ্কুম, ঘুসৃণ, রক্ত, কাশ্মীর, পীতক, বর, সঙ্কোচ, পিশুন, ধীর, বাহ্লীক ও শোণিতাভিধ (শোণিতের যত নাম), এই সকল কুঙ্কুমের নাম। ইহা স্বনামপ্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্য; বেণে দোকানে পাওয়া যায়। কুঙ্কুম ও জাফ্রাণ, স।

কুঙ্কুমের গুণ—কুঙ্কুম—কটু ও তিক্তরস যুক্ত, স্নিগ্ধ-গুণবিশিষ্ট, বর্ণের উজ্জ্বল্য কারক এবং শিরোরোগ, ব্রণ, ক্রিমি-রোগ, বমিরোগ, ব্যঙ্গরোগ ও ত্রিদোষবিনাশক।

কাশ্মীরদেশীয় কুঙ্কুমের লক্ষণ—যে কুঙ্কুম কাশ্মীর-দেশে জন্মে, তাহা সূক্ষ্মকেশর সংযুক্ত, অল্প রক্তবর্ণ ও পদ্মগন্ধ বিশিষ্ট। এই কুঙ্কুমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বাহ্লীক দেশীয় কুঙ্কুমের লক্ষণ—যে কুঙ্কুম—বাহ্লীক দেশে উৎপন্ন হয়, তাহা পাণ্ডুবর্ণ, কেতকী গন্ধ বিশিষ্ট ও সূক্ষ্মকেশর সংযুক্ত। ইহা মধ্যম।

পারস্যদেশীয় কুঙ্কুমের লক্ষণ—যে কুঙ্কুম পারস্যদেশে জন্মে তাহা মধুগন্ধ বিশিষ্ট, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ ও স্থূলকেশরান্বিত। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

গোরোচনার নাম—গোরোচনা, মঙ্গল্যা, বন্দ্যা, গৌরী ও রোচনা, এই পাঁচটি গোরোচনার নাম। গোরোচনা, স।

গোরোচনার গুণ—গোরোচনা—শীতবীর্য্য, তিক্তরসাত্মক, বশীকরণক্ষম, মঙ্গলজনক এবং বিষ,অলক্ষ্মী, গ্রহদোষ, উন্মাদ, গর্ভস্রাব, ক্ষত ও রক্তদোষ বিনাশক।

নখীর নাম—নখ, ব্যাঘ্রনখ, ব্যাঘ্রায়ুধ ও চক্রকারক, এই চারিটী নখীর নাম, ইহা একপ্রকার গন্ধদ্রব্য, বেণেদোকানে পাওয়া যায়, নখী, স।

স্বল্পনখীর নাম—নখী, হনু ও হট্টবিলাসিনী, এই তিনটী স্বল্পনখীর নাম।

দ্বিবিধ নখীর গুণ—নখ ও নখী উভয়ই—লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণজনক, মধুর ও কটুরসবিশিষ্ট, কটুবিপাক এবং ব্রণ, বিষ, অলক্ষ্মী, মুখের দুর্গন্ধ, গ্রহদোষ, কফ, বাতরক্ত, জ্বর ও কুষ্ঠ বিনাশক।

সুগন্ধ বালার নাম—বাল, হ্রীবের, বর্হিষ্ঠ,উদীচ্য, কেশনামক ও অম্বুনামক, এই ছয়টি বালার নাম। বালা ও পাথরকুচি, ক। বালা, ব, ঢা, ম, পা।

বালার গুণ—বালা—শীতবীর্য্য, রূক্ষগুণ বিশিষ্ট, লঘুপাক, অগ্নিদীপক, পাচক এবং হৃল্লাস, অরুচি, বীসর্প, হৃদ্রোগ, আম ও অতীসার নিবারক।

বেণার নাম—বীরণ, বীরতরু, বীর ও বহুমূলক, এই চারিটি বেণার নাম। বেণা, ক, ম। বিন্না, ব, পা, ঢা। দানচেঁচানী, ম। চেঙ্গা, রা।

বেণার গুণ—বেণা—পাচক, শীতবীর্য্য, বহ্নিনাশক, লঘুপাক, তিক্তরস বিশিষ্ট,স্তম্ভন কারক, এবং জ্বর, ভ্রান্তি, মত্ততা,কফ, পিত্ত, পিপাসা,রক্তদোষ, বিষ, বীসর্প, মূত্রকৃচ্ছ্র ,দাহ ও ব্রণ নাশক।

বেণার মূলের নাম—উশীর, নলদ, অমৃণাল, সেব্য ও সমগন্ধিক, এই পাঁচটি বেণার মূলের নাম।

বেণার মূলের গুণ—বেণার মূল—পাচক, শীতবীর্য্য, স্তম্ভনকারক, লঘুপাক, তিক্ত ও মধুররসবিশিষ্ট এবং জ্বর, বমি, মত্ততা, কফ, পিত্ত, পিপাসা, রক্তদোষ, বিষ, বীসর্প, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ব্রণ বিনাশক।

জটামাংসীর নাম—জটামাংসী, ভূতজটা, জটিলা ও তপস্বিনী, এই চারিটি জটামাংসীর নাম। ইহা বেণে দোকানে পাওয়া যায়। জটামাংসী, স।

জটামাংসীর গুণ—মধুর, তিক্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট, মেধাজনক, কান্তিকারক, বলকারক, শীতবীর্য্য এবং বাত, পিত্ত, কফ, রক্তদোষ, দাহ, বীসর্প ও কুষ্ঠরোগ বিনাশক।

শৈলজের নাম—শৈলেয়, শিলাপুষ্প, বৃদ্ধ ও কালানুসার্য্যক; এই চারিটি শৈলজের নাম।

শৈলজের গুণ—শৈলজ—শীতবীর্য্য, হৃদয়ের প্রীতিকর, লঘুপাক এবং কফ, পিত্ত, কণ্ডু, কুষ্ঠ, অশ্মরী, দাহ, বিষ, হৃদ্রোগ ও অর্শো বিনাশক।

মুথার নাম—মুস্তক শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ এবং মুস্ত-শব্দ তিনলিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। ইহার নামান্তর মেঘ নামক শব্দ ও কুরুবিন্দ। নাগরমুথাকে ক্রোড়, কসেরুক, ভদ্রমুস্ত, গুণ্ড্রা ও নাগরমুস্তক বলে।

মুথার গুণ—শীতবীর্য্য, মলরোধক, কটু, তিক্ত ও কষায়রস বিশিষ্ট, অগ্নিদীপক, পাচক এবং কফ, পিত্ত, রক্ত-দোষ, তৃষ্ণা, জ্বর, অরুচি ও ক্রিমি বিনাশক। অনুপ-

দেশজাত মুথা ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে প্রশস্ত। তথাপি মুনিগণ বলেন নাগরমুথাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কর্পূরের নাম—কর্পূর, বেদমুখ্য, দ্রাবিড়, কল্পক ও শঠী; এই চারিটী কর্পূরের সংস্কৃত নাম।

কর্পূরের গুণ—কর্পূর—অগ্নিপ্রদীপক, রুচিজনক, কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট, সুগন্ধি, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, কটুবিপাক এবং কুষ্ঠ, অর্শঃ, ব্রণ, কাস, শ্বাস, গুল্ম, বাত, কফ ও ক্রিমি বিনাশক।

একাঙ্গীর নাম—মুরা, গন্ধকুটী, দৈত্যা, সুরভি ও তালপর্ণিকা; এই পাঁচটি একাঙ্গীর নাম। ইহা একপ্রকার গন্ধ-দ্রব্য, বেণে দোকানে পাওয়া যায়। একাঙ্গী, স।

একাঙ্গীর গুণ—একাঙ্গী—শীতবীর্য্য, তিক্ত ও মধুররস বিশিষ্ট, লঘুপাক এবং পিত্ত, বাত, জ্বর, রক্তদোষ, ভূতদোষ, রক্ষোদোষ কুষ্ঠ ও কাস বিনাশক।

গন্ধপলাশীর নাম—শঠী, পলাশী, ষড়্‌গ্রন্থা, সুব্রতা, গন্ধমূলিকা, গান্ধারিকা, গন্ধবধূ, বধূ ও পৃথুপলাশিকা, এই নয়টি গন্ধপলাশীর সংস্কৃত নাম।

গন্ধপলাশীর গুণ—গন্ধপলাশী—কষায়,তিক্ত ও কটুরস-বিশিষ্ট, মলরোধক, লঘুপাক, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, অল্প উষ্ণবীর্য্য, মুখের ময়লানাশক এবং শোথ, কাস, ব্রণ, শ্বাস, শিধ্ম ও গ্রহদোষ-বিনাশক।

প্রিয়ঙ্গুর নাম—প্রিয়ঙ্গু, ফলিনী,কান্তা, লতা,মহিলাহ্বয়া, গুন্দ্রা, গন্ধফলা, শ্যামা,বিষ্বকসেনা ও অঙ্গনাপ্রিয়া; এই দশটি প্রিয়ঙ্গুর সংস্কৃত নাম। প্রিয়ঙ্গু, স্বনামপ্রসিদ্ধ ঔষধ, বেণেদোকানে পাওয়া যায়। প্রিয়ঙ্গু, স।

প্রিয়ঙ্গুর গুণ— প্রিয়ঙ্গু—শীতল, তিক্ত ও কষায় রস-বিশিষ্ট এবং বাত, পিত্ত, রক্তাধিক্য, দুর্গন্ধ, স্বেদ, দাহ, জ্বর, গুল্ম, পিপাসা, বিষ ও মেহ বিনাশক। গন্ধপ্রিয়ঙ্গু—প্রিয়ঙ্গুর ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

প্রিয়ঙ্গুফলের গুণ—প্রিয়ঙ্গুর ফল মধুররসবিশিষ্ট, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, বিবন্ধজনক, আধ্মানজনক, বলকারক, মল-রোধক এবং কফ ও পিত্তবিনাশক।

রেণুকার নাম—রেণুকা, রাজপুত্রী, নন্দিনী, কপিলা, দ্বিজা, ভস্মগন্ধা, পাণ্ডুপুত্রী, কৌন্তী ও হরেণুকা, এই নয়টি রেণুকার সংস্কৃত নাম।

রেণুকারগুণ—রেণুকা—কটুবিপাক, তিক্ত ও কটুরস বিশিষ্ট, ঈষদুষ্ণ, লঘুপাক, পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নিপ্রদীপক, মেধাজনক, পাচক, গর্ভপাতকারক এবং কফ, বায়ুবর্দ্ধক, তৃষ্ণা, কণ্ডু, বিষ ও দাহ বিনাশক।

গেঠেলার নাম—গ্রন্থিপর্ণ, গ্রন্থিক, কাকপুষ্প, শুকচ্ছদ, নীলপুষ্প, সুগন্ধ ও তৈলপর্ণক; এই সাতটি গেঠেলার নাম।

গেঠেলার গুণ—গেঠেলা—তিক্ত ও কটুরসাধিক্য, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘুপাক, এবং কফ, বাত, বিষ, শ্বাস, কণ্ডু ও দুর্গন্ধ বিনাশক।

স্থৌণেয়কের নাম—স্থৌণেয়ক, বর্হি, বর্হ, শুকবর্হ, কুক্কুর, শীর্ণ, রোমশুক, শুকপুষ্প ও শুকচ্ছদ, এই নয়টি স্থৌণেয়-কের সংস্কৃত নাম। ইহা অল্প সুগন্ধ, গ্রন্থিপর্ণজাতীয় দ্রব্যবিশেষ।

স্থৌণেয়কের গুণ—স্থৌণেয়ক—কটু, মধুর ও তিক্তরস-বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, মেধাজনক, শুক্রজনক, রুচিকারক

এবং রক্ষোদোষ, জ্বর, ক্রিমি, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, পিপাসা, দাহ, দুর্গন্ধ ও তিলকালক বিনাশক।

চোরকের নাম—নিশাচর, ধনহর, কিতব, গণহাসক; এই চারিটি চোরকের সংস্কৃত নাম। চোরক গ্রন্থিপত্রের প্রকার ভেদমাত্র, ইহা নেপালদেশে জন্মিয়া থাকে।

চোরকের গুণ—চোরক—মধুর, তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট, কটুবিপাক, লঘুপাক, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, হৃদয়ের প্রীতিকর, শীতবীর্য্য এবং কুষ্ঠ, কণ্ডু, কফ, বাত, রক্ষোদোষ, অলক্ষ্মী, স্বেদ, মেদঃ, রক্তদোষ, জ্বর, দুর্গন্ধ, বিষ ও ব্রণ বিনাশক।

তালীশপত্রের নাম—ভূমি আমলকীর ন্যায় তালীশপত্র গুচ্ছবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তালীশ,পত্রাঢ্য ও ধাত্রীপত্র; এইতিনটি তালীশপত্রের সংস্কৃত নাম; ইহা বেণে দোকানে পাওয়া যায়। তালীশপত্র, স।

তালীশপত্রের গুণ—তালিশপত্র—লঘুপাক, তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, এবং শ্বাস, কাস কফ, বাত, অরুচি, গুল্ম, আমদোষ, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয়রোগ বিনাশক।

কাঁকলার নাম—কক্কোল অর্থাৎ কাঁকলা সুগন্ধ দ্রব্যবিশেষ, লোকে ইহাকে শীতলচিনি বলিয়া থাকে। কক্কোল, কোলক ও কোষফল; এই তিনটি কাঁকলার সংস্কৃত নাম। কাঁকলা, ক। কাঁকোলী, স।

কাঁকলার গুণ—কাকলা—লঘুপাক, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরসবিশিষ্ট, হৃদয়ের প্রীতিকর, রুচিজনক এবং মুখের দুর্গন্ধ, হৃদ্রোগ, কফ, বাতরোগ ও অন্ধতা বিনাশক।

গন্ধকোকিলা ও গন্ধমালতীর গুণ—গন্ধকোকিলা

ও গন্ধমালতী উভয় দ্রব্যই—স্নিগ্ধ গুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কফনাশক, তিক্তরস ও সুগন্ধ বিশিষ্ট।

লামজ্জকতৃণের নাম—লামজ্জক বেণার ন্যায় ও পীতবর্ণ তৃণ বিশেষ। লামজ্জক, সুনাল, অমৃণাল, লব, লঘ, ইষ্টকাপথক, সেব্য, নলদ ও অবদাহক; এই নয়টি লামজ্জকের সংস্কৃত নাম।

লামজ্জকতৃণের গুণ—লামজ্জকতৃণ—শীতবীর্য্য, তিক্ত-রসবিশিষ্ট, লঘুপাক এবং ত্রিদোষ, রক্তদোষ, চর্ম্মরোগ, স্বেদ, মূত্র-কৃচ্ছ্র, দাহ ও রক্তপিত্তরোগ বিনাশক।

এলবালুকের নাম—এলবালুক, ঐলেয়, সুগন্ধি, হরি-বালুক, ঐসবালুক, এলাবু ও কপিলপত্র, এই সাতটি এল-বালুকের সংস্কৃত নাম। ইহা কাকলার ন্যায় আকৃতি এবং কুড়ের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, স্বনাম প্রসিদ্ধ এক প্রকার গন্ধদ্রব্য, বেণে দোকানে পাওয়া যায়। এলুবালুকা, ম।

এলবালুকের গুণ—এলবালুক—কটুবিপাক, কষায়রস বিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, লঘুপাক এবং কণ্ডু, ব্রণ, বমি, তৃষ্ণা, কাস, অরুচি, হৃদ্রোগ, বিষ, কফ, রক্তদোষ, পিত্ত, কুষ্ঠ, বহুমূত্র ও ক্রিমিবিনাশক

কৈবর্ত্তমুথার নাম—ইহা বিতুন্নক বৃক্ষের ছাল, মুথার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। কুটন্নট, দাসপুর, বানেয়, পরিপেলব, প্লব, গোপুর, গোনর্দ্দ ও কৈবর্ত্তমুস্তক; এই আটটি কৈবর্ত্ত মুথার সংস্কৃতনাম। বিতুন্নকপত্র—মুথার ন্যায় কোমল ও শুক্লবর্ণ। কৈবর্ত্ত মুথা, ব। কৈবর্ত্তী, ম।

কৈবর্ত্তমুথার গুণ—কৈবর্ত্তমুথা—শীতবীর্য্য, তিক্ত, কটু ও

কষায়রসবিশিষ্ট, কান্তিজনক এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, বীসর্প, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিষ বিনাশক।

পিড়িংশাকের নাম—স্পৃক্কা, অসৃক্‌, ব্রাহ্মণী, দেবী, মরুণ্মালা, লতা, লঘু, সমুদ্রান্তা, বধূ, কোটিবর্ষা ও লঙ্কাপিকা; এই এগারটি পিড়িংশাকের সংস্কৃত নাম। স্পৃক্কা বা পিড়িংশাক সুগন্ধি পদার্থ।

পিড়িংশাকের গুণ—পিড়িংশাক—মধুর ও তিক্তরস বিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, বীর্য্যবর্দ্ধক, এবং বাত, পিত্ত, কফ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষ, স্বেদ, দাহ, অলক্ষ্মী, জ্বর ও রক্তদোষ বিনাশক।

পর্পটীর নাম—পর্পটী, রঞ্জনী, কৃষ্ণা, জতুকা, জননী, জনী, জতুকৃষ্ণা, অগ্নিসংস্পর্শা, জতুকৃৎ ও চক্রবর্ত্তিনী; এই দশটি পর্পটীর সংস্কৃত নাম। পর্পটী উত্তর প্রদেশ জাত দ্রব্য, ইহা পপাবতী নামেও খ্যাত।

পর্পটীর গুণ—পর্পটী—কষায় ও তিক্ত রসবিশিষ্ট, শীত-বীর্য্য, বর্ণজনক, লঘুপাক এবং বিষ, ব্রণ, কণ্ডু, কফ, পিত্ত, রক্ত-দোষ ও কুষ্ঠ বিনাশক।

নলিকার নাম—নলিকা, বিদ্রুমলতা, কপোতচরণা, নটী, ধমনী, অঞ্জনকেশী, নিঃসারা, সুষিরা ও নলা; এই নয়টি নলিকার সংস্কৃত নাম। নলিকা উত্তরদেশ জাত প্রবালাকৃতি সুগন্ধ দ্রব্য, ইহাকে কেহ কেহ যবারী বলে।

নলিকার গুণ—নলিকা—শীতবীর্য্য লঘুপাক, চক্ষুর-পক্ষে হিতকর এবং কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বাত, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও জ্বরবিনাশক।

পুণ্ডরিয়ার নাম—প্রপৌণ্ডরীক, পৌণ্ডর্য্য, চক্ষুষ্য,

পৌণ্ডরীযক; এই চারিটি পুণ্ডরিয়ার সংস্কৃত নাম। প্রপৌণ্ডরিক সুগন্ধ দ্রব্য, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ইহাকে পুণ্ডেরিয়া কহে।

পুণ্ডরিয়ার গুণ—পুণ্ডরিয়া—মধুর, তিক্ত ও কষায় রস বিশিষ্ট, মধুর বিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, বর্ণের উজ্জ্বলতা বিধায়ক, পিত্ত ও কফনাশক।

কর্পূরাদিবর্গ সমাপ্ত।

গুড়ূচ্যাদি বর্গ।

গুলঞ্চের নাম—গুড়ূচী, মধুপর্ণী, অমৃতা, অমৃতবল্লরী, ছিন্না, ছিন্নরুহা, ছিন্নোদ্ভবা, বৎসাদনী, জীবন্তী, তন্ত্রিকা, সোমা, সোমবল্লী, কুণ্ডলী, চক্রলক্ষণিকা, ধীরা, বিশল্যা, রসায়নী, চন্দ্রহাসী, বয়ঃস্থা, মণ্ডলী ও দেবনির্ম্মিতা; এই সমস্ত গুলঞ্চের সংস্কৃত নাম। গুলঞ্চ, ক। গুড়চী ব, ত্রি, চা, গ। গোড্চ, ম। গোলবেল ও গুলঞ্চ, রা। ঘোড়ঞ্চ, পা।

গুলঞ্চের গুণ—গুলঞ্চ—কটু, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট, মধুরবিপাক, রসায়ন, মলরোধক, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, বলকর, অগ্নিপ্রদীপক এবং বাত, পিত্ত, কফ, আমদোষ, তৃষ্ণা, দাহ, মেহ, কাস, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি ও বমি-বিনাশক। মতান্তরে গুলঞ্চ—প্রমেহ, শ্বাস, কাস, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হৃদ্রোগ ও বাত বিনাশক।

তাম্বূলের নাম—তাম্বূলবল্লী, তাম্বূলী, নাগিনী ও নাগবল্লরী; এই চারিটী পানের সংস্কৃত নাম।

তাম্বূলের গুণ—পান—বিশদ গুণযুক্ত, রুচিকর, তিক্ত

ও কটুরসবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, ক্ষারসংযুক্ত, সারক, রক্তপিত্ত-জনক, লঘুপাক, বলকারক ও বশীকরণক্ষম, এবং কফ, মুখের দুর্গন্ধ, ময়লা, বাত ও শ্রম বিনাশক।

বেলের নাম—বিল্ব, শাণ্ডিল্য, শৈলুষ, মালুর ও শ্রীফল; এই পাঁচটি বেলের সংস্কৃত নাম।

বেলের গুণ—বেল—কষায় ও তিক্তরসবিশিষ্ট, মলরোধক, রুক্ষগুণযুক্ত, অগ্নিজনক, পিত্তবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মনাশক, বলকর, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য ও পাচক।

গাম্ভারীর নাম—গাম্ভারী, ভদ্রপর্ণী, শ্রীপর্ণী, মধুপর্ণিকা, কাশ্মরী, কাশ্মীরী হীরা, কাশ্মর্য্য, পীতরোহিণী, কৃষ্ণবৃন্তা, মধুরসা ও মহাকুসুমিকা; এই সকল গাম্ভারীর নাম। গাম্ভারী, ক, খ, রা, ত্রি, ম। গামাইর, চা, গামইব, ব। গামারী, চ।

গাম্ভারীর গুণ—গাম্ভারীছাল—কষায়, মধুর ও তিক্তরস-বিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য গুরুপাক, অগ্নিদীপক, পাচক, মেধাজনক, ভেদক এবং ভ্রম, শোষ, ত্রিদোষ, তৃষ্ণা, আমদোষ, শূল, অর্শঃ, বিষ, দাহ ও জ্বর নিবারক।

গাম্ভারীফলের গুণ—গাম্ভারীর ফল—দেহের পুষ্টি-কারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, গুরুপাক, কেশের পক্ষে হিতকর, রসায়ন এবং বাত, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, ক্ষয় ও মূত্ররোধ নিবারক। মতান্তরে—গাম্ভারী ফল—মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, কষায়রস বিশিষ্ট, অম্ল রসযুক্ত, শোধনকারক এবং দাহ, তৃষ্ণা, বাতরক্ত, পিত্ত, ক্ষয়, ও ক্ষত বিনাশক।

পারুলের নাম—পাটলা, পাটলি, অমোঘা, মধুদূতী, ফলেরুহা, কৃষ্ণবৃন্তা, কুবেরাক্ষী, কালস্থালী ও কাচস্থালী, তাম্রপুষ্পী

ও অলিবল্লভা। এই কয়েকটি পারুলের নাম। অন্য একপ্রকার পারুল আছে, তাহা শ্বেতবর্ণ। মুষ্কক, মোক্ষক, ঘণ্টাপাটলি ও কাষ্ঠপাটলা; এই কয়েকটি তাহার সংস্কৃত নাম। পারুল, ক, পা, রা, চ। পারইল, ঢা, ব। পারলী, ম, য।

পারুলছালের গুণ—পারুলছাল—কষায় ও তিক্তরস বিশিষ্ট, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য এবং ত্রিদোষ, অরুচি, শ্বাস,শোথ,রক্তদোষ, বমি, হিক্কা ও পিপাসা নিবারক।

পারুলপুষ্পের গুণ—পারুলপুষ্প—কষায় ও মধুররস-বিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, হৃদয়ের প্রীতিকর, কফনাশক, রক্তদোষ নিবারক, পিত্তাতিসার নাশক ও কণ্ঠস্বর পরিষ্কারক।

পারুলফলের গুণ—পারুলফল—হিক্কা ও রক্তপিত্তরোগ বিনাশক।

গণিয়ারীর নাম—অগ্নিমন্থ, জয়, শ্রীপর্ণী, গণিকারিকা, জয়া, জয়ন্তী, বৈজয়ন্তিকা, তর্কারী ও নাদেয়ী; এই কয়েকটি গণিয়ারীর নাম। গণিয়ারী, ক, ব, ঢা, পা, মা। গণিকারী, রা, ত্রি। গণুরী, য।

গণিয়ারীর গুণ—গণিয়ারী—শোথনাশক,উষ্ণবীর্য্য,কটু, তিক্ত, মধুর ও কষায়রসবিশিষ্ট, অগ্নিদীপক এবং কফ, বাত ও পাণ্ডুনাশক।

শোণার নাম—শ্যোণাক, শোষণ, নট, কটুঙ্গ, টুণ্টুক, মণ্ডূকপর্ণ, পত্রোর্ণ, শুকনাস, কুটন্নট, দীর্ঘবৃন্ত, অরলু, পৃথুশিম্ব, ও কটম্ভর, এই সকল শোণার নামান্তর। শোনা, ক। নাগুশোনা, পা, ঢা, ব, রা, ত্রি। নাউনাশোনাইল, ব। কানাইডাঙ্গা, ম। টঁমা, চ।

শ্যোণাছালের গুণ—শ্যোণাছাল—অগ্নিদীপক, কটু-বিপাক, কষায় ও তিক্ত রসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, মলরোধক, এবং বাত, কফ, পিত্ত ও কাস নিবারক।

শ্যোণার কচিফল—রুক্ষ, বাতনাশক, কফনাশক, হৃদয়ের প্রীতিকর, কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট, রুচিকারক, লঘুপাক, ও অগ্নিপ্রদীপক।

শ্যোণার বাতিফল—গুল্ম, অর্শঃ ও ক্রিমিনাশক, গুরু-পাক ও বায়ুবর্দ্ধক।

বৃহৎপঞ্চমূলের লক্ষণ—বিল্ব, শ্যোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী, এই পঞ্চ বৃক্ষের মিলিত ছালকে বৃহৎ পঞ্চমূল বলে।

বৃহৎপঞ্চমূলের গুণ—মহৎ বা বৃহৎ পঞ্চমূল—তিক্ত, কষায় ও মধুর রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিদীপক এবং কফ, বাত, শ্বাস ও কাস নিবারক।

শালপাণীর নাম—শালিপর্ণী, স্থিরা, সৌম্যা, ত্রিপর্ণী, পীবরী, গুহা, বিদারিগন্ধা, দীর্ঘাঙ্গী, দীর্ঘপত্রা ও অংশুমতী; এই কয়েকটি শালপাণীর সংস্কৃত নাম। শালপান ও শালপাণি, ক। সাইলেনি, থ। ছালানি, ব, চা। ছালাণি ও তেতলায়া, ম। সাই-লাণি, পা।

শালপাণীর গুণ—শালপাণী—পুষ্টিকারক, রসায়নগুণ-বিশিষ্ট, তিক্ত ও মধুররস যুক্ত এবং বমি, অতীসার, শোষ, ত্রিদোষ, বিষ, কাস ও ক্রিমিবিনাশক।

চাকুলের নাম—পৃশ্নিপর্ণী, পৃথক্‌পর্ণী, চিত্রপর্ণী, অঙ্ঘ্রি-পর্ণী, ক্রোষ্টুবিন্না, সিংহপুচ্ছী, কলসী, ধাবনী ও গুহা; এই কয়েকটি চাকুলের নাম। চাকুলে, ক। পিঠানি, চ, ব, চা, পা, ম, রা, য।

চাকুলের গুণ—চাকুলে—ত্রিদোষনাশক, বায্যবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, মধুররসবিশিষ্ট, ভেদক, এবং দাহ, জ্বর, শ্বাস, রক্তাতিসার, পিপাসা ও বমি বিনাশক।

বৃহতীর নাম—বার্ত্তাকী, ক্ষুদ্রভণ্টাকী, মহতী, বৃহতী, কুলী, হিঙ্গুলী, রাষ্ট্রিকা, সিংহী, মহোটী ও দুঃপ্রধর্ষিণী; এই সকল বৃহতীর সংস্কৃত নাম। ব্যাকুড়, ক। বৃহতী ও তিৎবেগুণ, ব, চা, খু। বৃহতী, য, ত্রি। তিৎভাটৈয়েট্, পা, বা।

বৃহতীর গুণ—বৃহতী মলরোধক, লঘু, পাচক, কফবাত নাশক, কটু ও তিক্ত রসবিশিষ্ট, মুখের বিরসতা ও মলিনতা নাশক, অরুচি বিনাশক, উষ্ণবীর্য্য এবং কুষ্ঠ, জ্বর, শ্বাস, শূল, কাস ও অগ্নিমান্দ্য নিবারক।

কণ্টকারীর নাম—কণ্টকারী, দুঃস্পর্শা, ক্ষুদ্রা, ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধিকা, কণ্টালিকা, কণ্টকিনী, ধাবনী। এই সকল কণ্টকারীর নাম। কণ্টকারী, পা, চ, রা, ত্রি, ম, হ। কাণ্টকারী, ব, চা।

কণ্টকারীর গুণ—কণ্টকারী সারক, তিক্তরসাত্মক, কটুরসবিশিষ্ট, অগ্নিদীপক, লঘুপাক, রুক্ষগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, পাচক এবং পীনস, পার্শ্ববেদনা, ক্রিমি, হৃদ্রোগ, কাস, শ্বাস, জ্বর, কফ ও বাত নাশক।

বৃহতী ও কণ্টকারীর ফলের গুণ—বৃহতী ও কণ্টকারীর ফল—কটু ও তিক্তরস বিশিষ্ট, কটুবিপাক, শুক্ররেচক, ভেদক, পিত্তজনক, অগ্নিদীপক, লঘু এবং বাত, কফ, কণ্ডু, কাস, মেদঃ, ক্রিমি ও জ্বর বিনাশক।

শ্বেতকণ্টকারীর নাম—শ্বেতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষ্মণা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্দ্দভা, চন্দ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা ও প্রাণধরা।

শ্বেতকণ্টকারীর গুণ—শ্বেতকণ্টকারী—কণ্টকারীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা দ্বারা গর্ভ জন্মিয়া থাকে।

গোক্ষুরের নাম—গোক্ষুর, ক্ষুরক, ত্রিকণ্টক, স্বাদুকণ্টক, গোকণ্টক, ভক্ষটক, বনশৃঙ্গাট, পলঙ্কষা, অশ্বদংষ্ট্রা ও ইক্ষুগন্ধিকা; এই সকল গোক্ষুরের সংস্কৃত নাম। গোখরু, ক। গোক্ষুরকাঁটা, ম। গোক্ষুর, স।

গোক্ষুরের গুণ—গোক্ষুর—শীতবীর্য্য, মধুররস, বলকারক, বস্তিশোধক, মধুরবিপাক, অগ্নিদীপক, বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, এবং অশ্মরী, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হৃদ্রোগ ও বাত বিনাশক।

লঘুপঞ্চমূলের লক্ষণ—শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই পাঁচটি সমভাগে মিলিত করিলে, তাহাকে লঘুপঞ্চমূল বা স্বল্পপঞ্চমূল বলে।

লঘুপঞ্চমূলের গুণ—লঘুপঞ্চমূল—মধুর রসাত্মক, বলকর, পিত্তনাশক, বাতনিবারক, ঈষদুষ্ণবীর্য্য, পুষ্টিকারক, মলরোধক এবং জ্বর, শ্বাস ও অশ্মরীরোগ বিনাশক

দশমূলের লক্ষণ—উভয় পঞ্চমূল সমভাগে অর্থাৎ বেল, শ্যোনা, গাম্ভারী, পারুল, গনিয়ারী, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্যের ছাল সমভাগে মিলিত করিলে তাহাকে, দশমূল বলে।

দশমূলের গুণ—দশমূল—ত্রিদোষ, শ্বাস, কাস, শিরোরোগ, তন্দ্রা, শোথ, জ্বর, আনাহ, পার্শ্ববেদনা ও অরুচি বিনাশক।

জীবন্তীশাকের নাম—জীবন্তী, জীবনী, জীবা, জীব

নীয়া, মধুস্রবা, মঙ্গল্যনাম্না, শাকশ্রেষ্ঠা ও পয়স্বিনী ; এই সকল জীবন্তী শাকের সংস্কৃত নাম।

জীবন্তীশাকের গুণ—জীবন্তীশাক—শীতবীর্য্য, মধুর রস ও স্নিগ্ধগুণযুক্ত, ত্রিদোষনাশক, রসায়নগুণবিশিষ্ট, বলকারক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, মলরোধক ও লঘুপাক।

মুগানীর নাম—মুদ্গপর্ণী, সূর্য্যপর্ণী, অম্বিকা, সহা, কাকপর্ণী, কাকমুদ্গা ও মার্জ্জারগন্ধিকা ; এই ছয়টি মুগানীর সংস্কৃত নাম। মুগানী, স।

মুগানীর গুণ—মুগানী—শীতবীর্য্য, রুক্ষগুণযুক্ত, তিক্ত ও মধুররসবিশিষ্ট, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, ক্ষতনাশক, শোথনিবারক, মলরোধক, লঘুপাক এবং জ্বর, দাহ, ত্রিদোষ, গ্রহণী, অর্শঃ ও অতীসার বিনাশক।

মাষাণীর নাম—মাষপর্ণী, সূর্য্যপর্ণী, কাম্বোজী, হয়পুচ্ছিকা, পাণ্ডু, লোমশপর্ণী, কৃষ্ণবৃন্তা ও মহাসহা, এই সকল মাষাণীর সংস্কৃত নাম। মাষাণী, স।

মাষাণীর গুণ—মাষাণী- শীতবীর্য্য, তিক্তরসবিশিষ্ট, রুক্ষ, শুক্রজনক, কফকারক, মধুর রসাত্মক; মলরোধক এবং শোথ, বাত, পিত্ত, জ্বর ও রক্তদোষ বিনাশক।

জীবনীয়গণের লক্ষণ ও নাম—অষ্টবর্গ অর্থাৎ জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি এবং যষ্টিমধু, জীবন্তীশাক, মুদ্গপর্ণী ও মাষপর্ণী, এই কয়েকটি দ্রব্য একত্র মিলিত হইলে, জীবনীয়গণ বলা যায়। জীবন ও মধুরগণ উহার নামান্তর।

জীবনীয়গণের গুণ—জীবনীয়গণ—শুক্রজনক, পুষ্টিকর,

শীতবীর্য্য, গুরুপাক, গর্ভস্থাপক, গুল্ম ও কফবর্দ্ধক এবং পিত্ত, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, শোথ, জ্বর, দাহ ও রক্তপিত্তরোগ বিনাশক।

শুক্ল ভেরেণ্ডার নাম—আমণ্ড, চিত্র, গন্ধর্ব্বহস্তক, পঞ্চাঙ্গুল, বর্দ্ধমান, দীর্ঘদণ্ড, ব্যাড়ম্বক, বাতারি, তরুণ ও রুবুক, এই সকল সাদা ভেরেণ্ডার নাম। ভেরা, য। ভেরেণ্ডা, চা। ভেরণ, য। এরণ্ড বা রেড়ী, ক, ন, বঙ্গ।

রক্ত ভেরেণ্ডার নাম—রুবূক, উরুবূক, রুবু, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, বাতারি, চঞ্চু ও উত্তানপত্রক, এই সকল লাল ভেরেণ্ডার নাম।

দ্বিবিধ ভেরেণ্ডার গুণ—সাদা ভেরেণ্ডা ও লাল ভেরেণ্ডা উভয়ই—মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক এবং শূল, শোথ, কটি-বেদনা, বস্তিবেদনা, শিরঃপীড়া, উদরী, জ্বর, ব্রধ্ন (বাগী), শ্বাস, কফ, আনাহ, কাস, কুষ্ঠ ও আমবাত বিনাশক।

এরণ্ডপত্রের গুণ—এরণ্ডপত্র—বাত, কফ, ক্রিমি ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশক এবং রক্ত প্রকোপক। ভেরেণ্ডা বৃক্ষের অগ্রভাগস্থ কোমল পত্র—গুল্ম, বস্তিশূল, কফ, বাত, ক্রিমি ও সপ্তবিধ-বৃদ্ধিরোগ বিনাশক।

এরণ্ডফলের গুণ—ভেরেণ্ডার ফল—অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, কটুরসবিশিষ্ট ও অত্যন্ত অগ্নিপ্রদীপক এবং গুল্ম, শূল, বাত, যকৃৎ, প্লীহা, উদরী ও অর্শোরোগনাশক ও মলভেদক।

ভেরেণ্ডার মজ্জার গুণ—ভেরেণ্ডার মজ্জা—মলভেদক, বাত, কফ ও উদরী নাশক।

শ্বেত আকন্দের নাম—শ্বেতার্ক, গণরূপ, মন্দার, বসুক, শ্বেতপুষ্প, সদাপুষ্প, অলর্ক, ও প্রতাপস; এই ৮টি শ্বেত আকন্দের নাম। আকন, ব, চা। আকন্দ, স।

রক্ত আকন্দের নাম—অর্কনাম (শ্বেতের মত নাম), অর্কপর্ণ, বিকীরণ, রক্তপুষ্প, শুক্লফল, আস্ফোত ও অর্ক।

দ্বিবিধ আকন্দের গুণ—শ্বেত আকন্দ ও রক্ত আকন্দ উভয়ই—ভেদক, এবং বাত, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শঃ, কফ, উদরী, বিষ্ঠা ও ক্রিমি বিনাশক।

শ্বেত আকন্দের পুষ্পের গুণ—শ্বেত আকন্দের পুষ্প—বীর্য্যবর্দ্ধক, লঘুপাক, অগ্নিদীপক, পাচক এবং অরুচি, প্রসেক (কফাদিস্রাব), অর্শঃ, কাস ও শ্বাস নিবারক।

রক্তবর্ণ আকন্দ পুষ্পের গুণ—রক্ত আকন্দের ফুল—মধুর ও তিক্তরসবিশিষ্ট, কুষ্ঠনাশক, ক্রিমিনিবারক, কফনাশক, অর্শোনিবারক, বিষ ও রক্তপিত্তনাশক, মলরোধক এবং গুল্ম ও শোথ রোগের পক্ষে হিতকর।

আকন্দক্ষীরের গুণ—আকন্দের আটা—তিক্তরসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, এবং কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদরী নাশক এবং বিরেচনের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

মনসাবৃক্ষের নাম—সেহুণ্ড, সিংহতুণ্ড, বজ্রী, বজ্রদ্রুম, সুধা, সমন্তদুগ্ধা, স্নুক্, স্নুহী ও গুড়া, এই সকল মনসাবৃক্ষের নাম। সিজ্ ও সেহুজ্, ক, খ, চা, রা, ত্রি। সেউজ্, ব।

মনসাবৃক্ষের গুণ—মনসাবৃক্ষ—রেচক, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, অগ্নিদীপক, কটুরসাত্মক, গুরুপাক, এবং শূল, আম, অষ্ঠীলা, আধ্মান, কফ, গুল্ম, উদরী, বাত, উন্মাদ, মোহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, শোথ, মেদঃ, অশ্মরী, পাণ্ডু, ব্রণ, শোথ, জ্বর, প্লীহা, বিষ ও দূষীবিষ বিনাশক।

স্নুহীক্ষীরের গুণ—মনসার আটা—উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধগুণ ও

কটুরস বিশিষ্ট, লঘুপাক, এবং গুল্মরোগীর, কুষ্ঠরোগীর, উদর-রোগীর ও দীর্ঘকালরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিরেচনে বিশেষ হিতকর।

শাতলার নাম—শাতলা, সপ্তলা, সারা, বিমলা, বিদ্রুলা, ভূরিফেনা ও চর্ম্মকষা; এই সকল শাতলা বৃক্ষের নাম। ইহা মনসা জাতীয় গাছ বিশেষ।

শাতলার গুণ—শাতলা—তিক্তরস বিশিষ্ট, কটুবিপাক, বাতবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, এবং শোথ, কফ, আনাহ, পিত্ত, উদাবর্ত্ত ও রক্তদোষ নিবারক।

বিষলাঙ্গলিয়ার নাম—কলিহারী, হলিনী, লাঙ্গলী, শক্র-পুষ্পী, বিশল্যা, অগ্নিশিখা, অনন্তা, বহ্নিচক্রা ও গর্ভনুৎ, এই সকল বিষলাঙ্গলার সংস্কৃত নাম। বিষলাঙ্গুলে ও ইষলাঙ্গুলে, ক। লাঙ্গলিয়া বিষ, ব। বিষলাঙ্গলিয়া, ঢা। ইষলাঙ্গলে, পা।

বিষলাঙ্গলিয়ার গুণ—বিষলাঙ্গলিয়া—ভেদক, কুষ্ঠ-নাশক, শোথনাশক, অর্শোনিবারক, ব্রণনাশক, শূলনিবারক, ক্ষার-বিশিষ্ট, কফনিবারক, তিক্ত, কটু ও কষায়রসবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, ক্রিমিনাশক, লঘুপাক, পিত্তবর্দ্ধক ও গর্ভপাত-কারক।

শ্বেতকরবীরের নাম—করবীর, শ্বেতপুষ্প, শতকুম্ভ, ও অশ্বমারক; এই চারিটি শ্বেতকরবীর সংস্কৃত নাম। করবীফুল, পা, ক, য,। করবীফুল, ব, ঢা।

রক্তকরবীরের নাম—রক্তপুষ্প, চণ্ডাত ও লগুড়; এই তিনটি রক্তকরবীরের নাম।

শ্বেতকরবীরের ও রক্তকরবীরের গুণ—শ্বেতকর-

বীর ও রক্তকরবীর উভয়ই—তিক্ত, কষায় ও কটুরসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, ব্রণের লঘুতাসম্পাদক, চক্ষুরোগনাশক, ব্রণবিনাশক, ক্রিমিনিবারক, কুষ্ঠ ও কণ্ডুনাশক এবং ভক্ষণ করিলে বিষের ন্যায় অপকার করিয়া থাকে।

ধুতুরার নাম—ধুস্তুর, ধূর্ত্ত, ধুস্তূর, উন্মত্ত, কনকাহ্বয়, দেবিকা, কিতব, তুরী, মহামোহী, শিবপ্রিয়, মাতুল ও মদন; এই সকল ধুতুরার নাম। ধুতুরোগাছ, ক, য। ধুতুরাগাছ, ব, চা, বৰ্দ্ধ। ধুত্‌রা, ম, পা। ইহার ফলকে মাতুলপুত্র বলে।

ধুতুরার গুণ—ধুতুরা—মত্ততাজনক, বর্ণপ্রসাদক, অগ্নিপ্রদীপক, বাতনিবারক, কষায়, তিক্ত ও মধুররসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক; এবং যুকা (উকুন, ডেঙ্গর), লিক্ষা (লিকী), ব্রণ, কফ, জ্বর, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষ বিনাশক।

বাসকের নাম—বাসক, বাসিকা, বাসা, ভিষঙ্মাতা, সিংহিকা, সিংহাস্য, বাজিদন্তা, আটরূষ, অটরূষক, অটরূষ, বৃষনামা ও সিংহপর্ণ। ইহারা বাসকের সংস্কৃত নাম। বাসক, ব, চ, চা, ম। বাকস, ক, পা, ম, রা।

বাসকের গুণ—বাসক—বাতবৰ্দ্ধক, স্বরপরিষ্কারক, কফনাশক, রক্তপিত্তরোগ বিনাশক, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট, হৃদয়েরপ্রীতিকর, লঘুপাক, শীতবীর্য্য, এবং পিপাসা, বেদনা, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, মেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগ বিনাশক।

নিমের নাম—নিম্ব, পিচুমর্দ্দ, পিচুমন্দ, তিক্তক, অরিষ্ট, পারিভদ্র ও হিঙ্গুনির্য্যাস; এই সাতটি নিমগাছের নাম।

নিমের গুণ—নিমছাল—শীতবীর্য্য, লঘুপাক, মলরোধক, কটুবিপাক, অগ্নিনাশক, বাতনিবারক, অহৃদ্য এবং শ্রম, পিপাসা,

কাস, জ্বর, অরুচি, ক্রিমি, ব্রণ, পিত্ত, কফ, বমি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও মেহ বিনাশক।

নিমপাতার গুণ—নিম্বপত্র—বাতবর্দ্ধক, চক্ষুরোগে-হিতসাধক, কটুবিপাক এবং ক্রিমি, পিত্ত, বিষ, সর্ব্ববিধ অরুচি ও কুষ্ঠরোগ নাশক।

নিম্বফলের গুণ—নিমফল—তিক্তরসবিশিষ্ট,কটুবিপাক, ভেদক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য এবং কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শঃ, ক্রিমি ও মেহনাশক।

মহানিমের নাম—মহানিম্ব,অদ্রিকা, রম্যক, বিষমুষ্টিক, কেশমুষ্টি,নিম্বক, কার্ম্মুক ও অক্ষীব ; এই আটটি মহানিমের নাম।

মহানিমের গুণ—মহানিম—শীতবীর্য্য, রুক্ষগুণযুক্ত তিক্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট, মলরোধক, এবং কফ, পিত্ত, ভ্রম, বমি, কুষ্ঠ, বমনেচ্ছা, রক্তদোষ, প্রমেহ, শ্বাস, গুল্ম, অর্শঃ ও মূষিকবিষ বিনাশক।

পালিধামাদারের নাম—পারিভদ্র, নিম্বতরু, মন্দার ও পারিজাতক ; এই চারিটি পালিধামাদারের নাম। পাল্‌তে-মাদার, ক। পাইল্‌তা মান্দার, ঢা। পাইল্‌ধামাদার, ব, ম,। পাইল্‌ঠা মান্দার, পা, রা, ত্রি। পালিধামাদার, য।

পালিধামাদারের গুণ—পারিভদ্রত্বক্—বাত, কফ, শোথ, মেদ ও ক্রিমিরোগ বিনাশক।

পালিধামাদারের পত্রের গুণ—পারিভদ্রপত্র—পিত্তরোগনাশক ও কর্ণব্যাধি বিনাশক।

কাঞ্চনারের নাম—কাঞ্চনার, কাঞ্চনক, গণ্ডারি ও শোণপুষ্পক , এই চারিটি কাঞ্চনার বৃক্ষের নাম।

কাঞ্চনারের গুণ—কাঞ্চনার শীতবীর্য্য, মলরোধক, কষায় রসাত্মক, এবং কফ, পিত্ত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, গুহ্যভ্রংশ (হালীশ, প্যালোসে), গণ্ডমালা ও ব্রণরোগ নিবারক।

কোবিদারের নাম—কোবিদার, মরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, তাম্রপুষ্প, অশ্বক ও স্বল্পকেশরী; এই আটটি কোবিদার বৃক্ষের নাম।

কোবিদারের গুণ—কোবিদার—কাঞ্চনারের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

কাঞ্চনার পুষ্প ও কোবিদার পুষ্পের গুণ—কাঞ্চনার পুষ্প ও কোবিদার পুষ্প উভয়ই—লঘুপাক, রুক্ষগুণযুক্ত, মলরোধক, রক্তপিত্তনিবারক, প্রদর ও ক্ষয়রোগবিনাশক এবং কাসনিবারক।

শজিনার নাম—শ্যাম, শ্বেত ও রক্তবর্ণভেদে সজিনা ত্রিবিধ। শোভাঞ্জন, শিগ্রু, তীক্ষ্ণগন্ধক, অক্ষীব ও মোচক। ইহারা সজিনার সংস্কৃত নাম। শইজ্নে, ক, বঙ্গ। শইজনা, ব। শজনা, ঢা, ত্রি, নো, চ, শ্রীহট্ট। শোজ্না, ম, র। শজিনা, পা, রা। সজিনার বীজকে, শ্বেত মরিচ বলে এবং রক্তসজিনাকে মধুশিগ্রু বলে।

শ্যামবর্ণ শজিনার গুণ—শ্যামবর্ণ সজিনা—গুরু, মধুর ও কটুরসবিশিষ্ট, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিদীপক, রুচিকারক, রুক্ষ, ক্ষারসংযুক্ত, বিদাহজনক, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক, হৃদয়ের প্রীতিকর, পিত্ত ও রক্ত প্রকোপক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, এবং কফ,বাত, বিদ্রধি, শোথ, ক্রিমি, মেদ, অপচী, বিষ,প্লীহা, গুল্ম, গলগণ্ড ও ব্রণরোগ বিনাশক।

শ্বেত শজিনার গুণ—শ্বেতসজিনা—পূর্ব্বোক্ত শ্যামবর্ণ-সজিনার ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ দাহজনক এবং প্লীহা, বিদ্রধি, ব্রণ, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক।

রক্তশজিনার গুণ—রক্তসজিনা—পূর্ব্বোক্ত সজিনার ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ অগ্নিদীপক ও ভেদক।

শজিনার ছালের রস ও শজিনার পাতার রসের গুণ—সজিনার ছালের রস ও সজিনার পাতার রস—অত্যন্ত বেদনা নাশক।

শজিনার বীজের গুণ—সজিনার বীজ—চক্ষুর পক্ষে হিতকারক, তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, বিষনাশক, অবৃষ্য, কফবাত নাশক, এবং ইহার নস্য শিরোরোগ বিনাশক।

অপরাজিতার নাম—শ্বেতপুষ্প ও নীলপুষ্পভেদে অপরাজিতা দুই প্রকার। আস্ফোতা, গিরিকর্ণী, বিষ্ণুক্রান্তা, এই তিনটি অপরাজিতার নামান্তর। ইহা একটি প্রসিদ্ধ পুষ্পবৃক্ষ। অপরাজিতা, স।

দ্বিবিধ অপরাজিতার গুণ—শ্বেতপুষ্পা ও নীলপুষ্পা-এই উভয়বিধ অপরাজিতাই—কটু, কষায় ও তিক্ত রসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, মেধাজনক, কণ্ঠপরিষ্কারক, অত্যন্ত দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক, কটুবিপাক, স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক ও বুদ্ধিজনক, এবং কুষ্ঠরোগ, মূত্ররোগ, ত্রিদোষ, আমদোষ, শোথ, ব্রণ ও বিষদোষনাশক।

শ্বেত নিসিন্দার নাম—সিন্দুবার, শ্বেতপুষ্প, সিন্দুক ও সিন্দুবারক; এই চারিটি শ্বেত নিসিন্দার নাম।

নীল নিসিন্দার নাম—নীলপুষ্পী, নির্গুণ্ডী, শেফালী ও সুবহা; এই চারিটি নীল নিসিন্দার নাম। নিসিন্দা, স।

দ্বিবিধনিসিন্দার গুণ—শ্বেতনিসিন্দা ও নীলনিসিন্দা উভয়ই—কেশের পক্ষে হিতকর,চক্ষুর পক্ষে উপকারী, এবং শূল, শোথ, আমবাত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, অরুচি, কফ ও জ্বর বিনাশক।

নিসিন্দা পত্রের গুণ—নিসিন্দার পাতা—ক্রিমি, বাত ও কফনিবারক এবং লঘুপাক।

কুড়চির নাম—কুটজ, কূটজ, কৌট, বৎসক, গিরি-মল্লিকা, কালিঙ্গ, শক্রশাখী, মল্লিকাপুষ্প, ইন্দ্র, যবফল, বৃক্ষক ও পাণ্ডুরদ্রুম; এই সকল কুড়্চির নাম। কুড়্চি, ক। কুটরাজ, ত্রি, য, ব। কুটজ, চা। কুর্চা, রা। কুটীশ্বর, ম, পা।

কুড়চির গুণ—কুটজ—কটুরসাত্মক, রুক্ষগুণযুক্ত, অগ্নিদীপক, কষায়রসাত্মক, শীতবীর্য্য এবং অর্শ, অতীসার, পিত্ত, রক্তদোষ, কফ, তৃষ্ণা, আম ও কুষ্ঠরোগ নিবারক।

নাটাকরঞ্জের নাম—করঞ্জ, নক্তমাল, করজ ও চির-বিল্বক; এই চারিটি নাটাকরঞ্জের নাম। নাটা, ক। নাটা, ব।

ঘৃতকরঞ্জের নাম—ঘৃতপূর্ণ, প্রকীর্য্য, পূতিক, পূতিকরঞ্জ ও সোমবল্ক।

ডহর করঞ্জার নাম—উদকীর্য্য, ষড়্গ্রন্থা, হস্তিবারুণী, মর্কটী, বায়সী, করঞ্জী ও করভঞ্জিকা; এই সাতটি ডহর করঞ্জার নাম। ডহর, ক। পিঠাকরা, ব। ডহরকরঞ্জা, চা।

নাটাকরঞ্জ ও ঘৃতকরঞ্জের ছাল—কটুরসাত্মক, তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, যোনিদোষনাশক, এবং কুষ্ঠ, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শঃ, ব্রণ, ক্রিমি ও কফ বিনাশক।

নাটাকরঞ্জ ও ঘৃতকরঞ্জের পত্রের গুণ—নাটাকরঞ্জ ও ঘৃতকরঞ্জের পত্র—ভেদক, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক

ও লঘুপাক, এবং কফ, বাত, অর্শঃ, ক্রিমি ও শোথ বিনাশক।

নাটাকরঞ্জ ও ঘৃতকরঞ্জের ফলের গুণ—নাটাকরঞ্জের ফল ও পুতিকরঞ্জের ফল—কফ, বাত, মেহ, অর্শঃ, ক্রিমি ও কুষ্ঠ বিনাশক।

ডহরকরঞ্জের গুণ—ডহরকরঞ্জ—স্তম্ভনকারক, তিক্তরস ও কষায়রসবিশিষ্ট, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য এবং বমি, পিত্ত, অর্শঃ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ও মেহনাশক।

শ্বেতকুঁচের নাম—গুঞ্জা, উচ্চটা ও কৃষ্ণলা ; এই তিনটি শ্বেত কুঁচের নাম।

রক্তকুঁচের নাম—কাকচিঞ্চী, কাকনন্তী, রক্তিকা, কাকাদনী, কাকপীলু ও অঙ্গারবল্লরী ; এই ছয়টি রক্তকুঁচের নাম।

দ্বিবিধকুঁচের গুণ—শ্বেতকুঁচ ও রক্তকুঁচ উভয়ই—কেশের পক্ষে হিতসাধক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও বলকারক এবং বাত, পিত্ত, জ্বর, মুখশোষ, ভ্রম, শ্বাস, তৃষ্ণা, মত্ততা, চক্ষুরোগ, কণ্ডু, ব্রণ, ক্রিমি, রক্তদোষ, ধবলরোগ, ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) ও কুষ্ঠরোগ বিনাশক।

আলকুশীর নাম—কপিকচ্ছু, আত্মগুপ্তা, বৃষ্যা, মর্কটী, অজরা, কণ্ডুরা, অব্যণ্ডা, দুস্পর্শা, প্রাবৃষায়ণী, লাঙ্গলী ও শূকশিম্বী ; এই সকল আলকুশীর নাম। আলকুশী, ক। শূয়াশম্বু, ব। শূয়াশিম্বী, চা, পা। শূকশিম্বী, য। ওলার লেজ ও বিলৈগুঞ্জি, ম। বান্দরহোলা বা বানরকলা, চ।

আলকুশীর গুণ—অত্যন্তবীর্য্যবর্দ্ধক, মধুর ও তিক্তরসবিশিষ্ট, পুষ্টিকারক, গুরুপাক, বাতাপহারক, বলকারক, কফঘ্ন, পিত্তনিবারক ও রক্তদোষ বিনাশক।

আলকুশীর বীজের গুণ—আলকুশীর বীজ—বাত প্রশমক ও অত্যন্ত বাজীকর অর্থাৎ শুক্রজনক।

মাংসরোহিণীর নাম—মাংসরোহিণী, অতিরুহা, বৃত্তা, চর্ম্মকষা, কষা, প্রহারবল্লী, বিকষা ও বীরবতী; এই আটটি মাংসরোহিণীর নাম।

মাংসরোহিণীর গুণ—মাংসরোহিণী—বীর্য্যবর্দ্ধক, ভেদক ও ত্রিদোষ প্রশমক।

চিহ্নাগাছের গুণ—বাতনিবারক, কফনাশক, ধাতুপুষ্টি কারক ও অগ্নিগুণবিশিষ্ট। ইহার ফল—বিষের ন্যায় গুণবিশিষ্ট ও মৎস্যনাশক।

টেপারীর গুণ—টঙ্কারী (টেপারী)—বাতনাশক, তিক্তরসাত্মক, কফনিবারী, অগ্নিদীপক, লঘুপাক, শোথনাশক, উদরবেদনাবিনাশক এবং কোঠ ও বিসর্পরোগের পক্ষে হিতজনক।

বেতসের নাম—বেতস, নম্রক, বাণীর, বঞ্জুল, অভ্রপুষ্প, বিদুল, রথ, শীত; এই আটটি কৃষ্ণবেতের নাম। কৃষ্ণবেত, স।

বেতসের গুণ—বেতস—শীতবীর্য্য এবং দাহ, শোথ, অর্শোরোগ, যোনিরোগ, বিসর্প, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, অশ্মরী (পাথুরী), কফ ও বাত বিনাশক।

জলবেতসের নাম—নিকুঞ্চক, পরিব্যাধ, নাদেয় ও জলবেতস; এই চারিটি জলবেতসের নাম। বানীরবৃক্ষ, ক। জলবেতস, স।

জলবেতসের গুণ—জলবেতস—শীতবীর্য্য, কুষ্ঠনাশক ও বায়ু প্রকোপক।

হিজলের নাম—ইজ্জল, হিজ্জল, নিচুল ও অম্বুজ; এই চারিটি হিজল বৃক্ষের নাম। হিজল, স।

হিজলের গুণ—হিজ্জল—জলবেতসের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, এবং বিষনাশক।

ধলা আঁকড়ার নাম—অঙ্কোট, দীর্ঘকীল, অঙ্কোল এবং নিকোচক। এই চারিটি ধলা আঁকড়ার নাম। আঁকড় ও ধলা আঁকড়, ক। ওকূড়া, ব, ঢা। কৈওকূড়া, য, খু, ফ।

ধলা আঁকড়ার গুণ—অঙ্কোট—কটুরসাত্মক, তীক্ষ্ণ ও স্নিগ্ধ গুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কষায়রসাত্মক, লঘুপাক, রেচক, এবং ক্রিমি, শূল, আম, শোথ, গ্রহদোষ, বিষ, বিসর্প, কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, মূষিকবিষ ও সর্পবিষ বিনাশক।

অঙ্কোটফলের গুণ—ধলা আঁকড়ার ফল—শীতবীর্য্য, মধুররসাত্মক, কফনাশক, পুষ্টিকারক, গুরুপাক, বলকারক, রেচক, এবং বাত, পিত্ত, দাহ, ক্ষয়রোগ ও রক্তদোষনিবারক।

বলার নাম—বলা, বাট্যালিকা, বাট্যা ও বাট্যালকা; এই কয়েকটি বেড়েলার নাম। বেড়েলা, ক। বাইরকলি, ঢা। বাইরকুলি, ব। বাইরালা, ম। বাট্যাল, পা, রা।

মহাবলার নাম—মহাবলা, পীতপুষ্পা ও সহদেবী; এই তিনটি মহাবলার নাম।

অতিবলার নাম—অতিবলা, ঋষ্যপ্রোক্তা ও কঙ্কতিকা; এই কয়েকটি অতিবলার নাম।

নাগবলার নাম—গাঙ্গেরুকী, নাগবলা ও হ্রস্বগবেধুকা; এই কয়েকটি নাগবলার নাম। গোরক্ষ চাউলা, ব, ম। গোরক্ষ-চাকুলে, পা, ক।

চতুর্ব্বিধ বলার গুণ—বলা, মহাবলা, অতিবলা ও নাগবলা, এই চারি প্রকার বেড়েলা—শীতবীর্য্য, মধুররসবিশিষ্ট, বলকারক, কান্তিজনক, স্নিগ্ধ গুণযুক্ত, মলরোধক, এবং বাত, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ ও ক্ষতনাশক।

বেড়েলার মূলের ছালচূর্ণ—দুগ্ধ ও ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে নিশ্চয়ই মূত্রাতিসাররোগ বিনষ্ট হয়।

গোরক্ষচাকুলের ছালচূর্ণ—দুগ্ধ ও ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশ ও বায়ু অনুলোম হইয়া থাকে।

অতিবলা চূর্ণ—দুগ্ধ ও ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে মেহরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ক্ষেতপাপড়ার নাম—পর্পট, বরতিক্ত, পর্পটক, পাংশু-নামা ও কবচ নামা; এই পাঁচটি ক্ষেতপাপড়ার নাম। ক্ষেত-পাপড়া, স।

ক্ষেতপাপড়ার গুণ—ক্ষেতপাপড়া—পিত্ত, রক্তদোষ, ভ্রম, তৃষ্ণা, কফ, জ্বর ও দাহনাশক, ধারক, শীতবীর্য্য, তিক্তরস-বিশিষ্ট, বায়ুবর্দ্ধক এবং লঘুপাক।

লক্ষ্মণার লক্ষণ ও গুণ—লক্ষ্মণা—পুত্রিকাকার অল্প অল্প রক্তবিন্দুতে চিহ্নিত, এবং অজগন্ধার (বনযমানীর) ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। ইহা অবশ্যই পুত্রোৎপাদক বলিয়া মুনিগণ-কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

স্বর্ণবল্লীর নাম—স্বর্ণবল্লী, রক্তফলা, কাকায়ু ও কাক-বল্লরী; এই চারিটি স্বর্ণবল্লীর নাম।

স্বর্ণবল্লীলতার গুণ স্বর্ণবল্লীলতা—শিরঃপীড়ানাশক, বাতাদি ত্রিদোষনাশক ও শুক্রজনক।

কার্পাসের নাম—কার্পাসী, তুণ্ডিকেরী ও সমুদ্রান্তা, এই তিনটি কাপাসের নাম। কার্পাস,ক। কাফাস,ব। কাপাস,স।

কার্পাসমূলের গুণ—কার্পাসমূলের ছাল—লঘুপাক, ঈষদুষ্ণবীর্য্য, মধুররসাত্মক ও বাতপ্রশমক।

কার্পাসপত্রের গুণ—কাপাসপাতা—বাতপ্রশমক, রক্ত-জনক, মূত্রবর্দ্ধক, কর্ণপীড়ানাশক, কর্ণনাদ নিবারক ও কর্ণের পূযাদি স্রাবনাশক।

কার্পাসবীজের গুণ—কার্পাসবীজ—স্তন্যজনক, বীর্য্য-বর্দ্ধক, স্নিগ্ধগুণ বিশিষ্ট, কফকারক ও গুরুপাক।

বাঁশের নাম—বংশ, ত্বক্সার, কর্ম্মার, ত্বচিসার, তৃণধ্বজ, শতপর্ব্বা, শতফল, বেণু, মস্কর ও তেজন; এই সকল বাঁশের নাম।

বাঁশের ছালের গুণ বংশত্বক্—ভেদক, শীতবীর্য্য, মধুর ও কষায়রসবিশিষ্ট, মূত্রাশয়শোধক, ছেদনগুণবিশিষ্ট, এবং কফ, পিত্ত, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, ব্রণ ও শোথ বিনাশক।

করীর অর্থাৎ বাঁশের কোঁড়ের গুণ—বাঁশের কোঁড়—কটুবিপাক, কটু, কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট, রূক্ষগুণযুক্ত, গুরুপাক, ভেদক, কফকারক, বিদাহজনক ও বাতপিত্তবর্দ্ধক।

বাঁশের ফলের গুণ—বাঁশের ফল—ভেদক, রূক্ষ, কষায়রসাত্মক, কটুবিপাক, বাতজনক, পিত্তপ্রকোপক, উষ্ণবীর্য্য, মলবদ্ধতাকারক ও কফঘ্নজনক।

নলের নাম—নল, পোটগল, শূন্যমধ্য ও ধমন; এই কয়েকটি নলের নাম।

নলের গুণ—নল-মধুর, কষায় ও তিক্তরসবিশিষ্ট,

উষ্ণবীর্য্য এবং কফ, রক্তদোষ, হৃদ্রোগ, বস্তিরোগ, যোনিরোগ, দাহ, পিত্ত ও বিসর্পনাশক।

রামশরের নাম—ভদ্রমুঞ্জ, শর, বাণ, তেজন ও ইক্ষু-বেষ্টন; এই পাঁচটি রামশরের নাম।

মুঞ্জ বা শরের নাম—মুঞ্জ, মুঞ্জাতক, বাণ, স্থূলদর্ভ ও সুমেখল; এই পাঁচটি শরের নাম।

দ্বিবিধ শরের গুণ—রামশর ও শর উভয়বিধ দ্রব্যই—মধুর ও কষায়রসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য বীর্য্যজনক ও মেখলার উপ-যোগী এবং দাহ, পিপাসা, বিসর্প, আমদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অক্ষিরোগ ও বাতাদি ত্রিদোষনাশক।

কাশের নাম—কাশ, কাশেক্ষু, ইক্ষুরস, ইক্ষ্বালিকা, ইক্ষুগন্ধা ও পোটগল; এই কয়েকটি কেশের নাম। কেশে, পা, ক। কাশা, ব। কাইশা, ঢা। কাশ, রা, ত্রি, য।

কাশের গুণ—কেশে—তিক্ত ও মধুররসবিশিষ্ট, মধুর-বিপাক, শীতবীর্য্য, ভেদক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ (যক্ষ্মা, শোষ) ও পিত্তজ রোগ বিনাশক।

হোগলার নাম—এরকা, গুন্দ্রমূলা, শিবি, গুন্দ্রা ও শরী; এই সকল হোগলার নাম। হোগল, ব। হোগলাপাতা, ক।

হোগলার গুণ—হোগলা—শীতবীর্য্য, বীর্য্যবর্দ্ধক, চক্ষুর পক্ষে হিতসাধক, বাত প্রকোপক, এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, পিত্ত ও রক্তদোষ বিনাশক।

কুশের নাম ও গুণ—কুশ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে এক প্রকারের নাম—কুশ, দর্ভ, বর্হি, সূচ্যগ্র ও যজ্ঞভূষণ, এবং অন্যবিধ কুশের নাম—দীর্ঘপত্র ও ক্ষুরপত্র। ঐ দুই প্রকার কুশই—ত্রিদোষ-

নাশক, মধুর ও কষায়রসবিশিষ্ট,শীতবীর্য্য, এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, মূত্রাশয়গত রোগ, প্রদর ও রক্তদোষ বিনাশক। কুশা, চা, বা, ত্রি, ব। কুশো, ক, র।

রৌহিষতৃণের নাম—কর্তৃণ, রৌহিষ,দেবজগ্ধ,সৌগন্ধিক, ভূতিক, ধ্যাম, পৌর,শ্যামক ও ধূমগন্ধিক; এই সকল রামকর্পূরের নাম। রামকর্পূর, ক। কর্তৃণ, ম। গন্ধতৃণ, পা, চা, ক, ব।

রৌহিষতৃণের গুণ—রামকর্পূর—কষায়রসবিশিষ্ট,তিক্ত-রসাত্মক,—কটুবিপাক এবং হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ, পিত্ত, রক্ত-দোষ, শূল, কাস, কফ ও জ্বর বিনাশক।

ভূস্তৃণের নাম—গুহবীজ, ভূতীক, সুগন্ধ, জম্বুকপ্রিয়, ভূস্তৃণ, ছত্রা ও মালাতৃণ; এই সকল ভূস্তৃণের নাম। ইহার পত্রে সুগন্ধ আছে; গন্ধতৃণ, ক।

ভূস্তৃণের গুণ—ভূস্তৃণ—কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট,তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, রেচক, লঘুপাক, বিদাহজনক, অগ্নিদীপক, রূক্ষ, চক্ষুর-পক্ষে অপকারী, মুখশোধক, অবৃষ্য, অধিক মলজনক এবং পিত্ত ও রক্ত প্রদূষক।

নীলদূর্ব্বার নাম—নীলদূর্ব্বা, রুহা, অনন্তা, ভার্গবী, শতপর্ব্বিকা, শষ্প, সহস্রবীর্য্যা ও শতবল্লী; এই সকল নীলদূর্ব্বার নাম।

নীলদূর্ব্বার গুণ—নীলদূর্ব্বা—শীতবীর্য্য, তিক্ত, মধুর ও কষায় রসবিশিষ্ট, এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, বিসর্প, তৃষ্ণা, দাহ ও চর্ম্মরোগ বিনাশক।

শ্বেতদূর্ব্বার নাম—গোলোমী ও শতবীর্য্যা; এই দুইটি শ্বেতদূর্ব্বার নাম।

শ্বেতদূর্ব্বার গুণ—শ্বেতদূর্ব্বা—কষায়রস, মধুররস ও তিক্তরস বিশিষ্ট, ব্রণের পক্ষে উপকারী, আয়ুর্বর্দ্ধক, শীতবীর্য্য এবং বিসর্প, রক্তদোষ, পিপাসা, পিত্ত, কফ ও দাহ বিনাশক।

গেঁটেদূর্ব্বার নাম—গণ্ডদূর্ব্বা, গণ্ডালী, মৎস্যাক্ষী ও শকুলাক্ষক; এই কয়েকটি গেঁটে দূর্ব্বার নাম।

গেঁটেদূর্ব্বার গুণ—গেঁটেদূর্ব্বা—শীতবীর্য্য, লৌহ দ্রাবক, মলরোধক, লঘুপাক, তিক্ত, কষায় ও মধুররস বিশিষ্ট, বাতজনক, কটুবিপাক, এবং দাহ, তৃষ্ণা, কফ, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, পিত্ত ও জ্বর-বিনাশক।

বারাহীকন্দের লক্ষণ—বারাহীকন্দকে কেহ কেহ চর্ম্মকারালু বলে। ইহা অনূপদেশে উৎপন্ন হয় ও বরাহের ন্যায় লোমযুক্ত।

বারাহীকন্দের নাম—বিদারী, স্বাদুকন্দা, ক্রোষ্ট্রী, সিতা, ইক্ষুগন্ধা, ক্ষীরবল্লী, ক্ষীরশুক্লা, পয়স্বিনী, বরাহবদনা, গৃষ্টি ও বদরা; এই সকল বারাহীকন্দের নাম। চামার আলু, ব, চা, ক। শূয়র আলু, পা, ম। চামার আলু বা চুবরী আলু, স।

বারাহীকন্দের গুণ—বারাহীকন্দ—মধুররস ও স্নিগ্ধ-গুণবিশিষ্ট, পুষ্টিকারক, স্তন্যবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, স্বর-পরিষ্কারক, মূত্রবর্দ্ধক, পরমায়ুবর্দ্ধক, বলজনক, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য-বিধায়ক, গুরুপাক, পিত্তনিবারক, রক্তদোষ দূরীকারক, বাত-নাশক, দাহনিবারক ও রসায়নগুণবিশিষ্ট।

তালমূলীর নাম—তালমূলী ও মুষলী, এই দুইটি তালমূলীর নাম। গুয়াবালা, য। তালমূলী, স।

তালমূলীর গুণ—তালমূলী—মধুর ও তিক্তরসবিশিষ্ট, বীর্য্যবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, পুষ্টিকারক, গুরুপাক, রসায়নগুণবিশিষ্ট, এবং অর্শাদি গুহ্যজাতরোগ ও বায়ু নিবারক।

শতাবরীর নাম—শতাবরী, বহুসুতা, ভীরু, ইন্দীবরী, বরী, নারায়ণী, শতপদী, শতবীর্য্যা ও পীবরী; এই সকল শতমূলীর নাম। ইহার মূল ঔষধে ব্যবহৃত হয়; শতমূলী, ক, চা, পা, রা, ত্রি, য। শতমূল, ম, ক। শক্রগাঁঠা, ব।

শতাবরীর গুণ—শতাবরী—গুরুপাক, শীতবীর্য্য, তিক্ত ও মধুররসবিশিষ্ট, রসায়নগুণযুক্ত, মেধাজনক, অগ্নিদীপক, পুষ্টিকর, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, চক্ষুর পক্ষে উপকারী, গুল্ম ও অতীসার-নাশক, শুক্রজনক, স্তন্যপ্রবর্ত্তক, বলকারক, বাতপিত্তনাশক, রক্তদোষ ও শোথ নিবারক।

মহাশতাবরীর নাম—মহাশতাবরী, শতমূলী, ঊর্দ্ধ-কণ্টিকা, সহস্রবীর্য্যা, হেতু, ঋষ্যপ্রোক্তা ও মহোদরী, এই-সকল মহাশতাবরীর নাম।

মহাশতাবরীর গুণ—মহাশতাবরী—মেধাজনক,হৃদয়ের প্রীতিকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, রসায়নগুণবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, এবং অর্শঃ, গ্রহণী ও চক্ষুরোগ বিনাশক।

অশ্বগন্ধার নাম—গন্ধান্তা, বাজিনামা অর্থাৎ অশ্ববোধক সমস্ত শব্দ, অশ্বগন্ধা, বরাহকর্ণী, বরদা, বলদা ও কুষ্ঠগন্ধিনী, এই সকল অশ্বগন্ধার নাম। ইহা স্বনাম প্রসিদ্ধ ঔষধ। বেণেদোকানে পাওয়া যায়, ইহার মূল ঔষধে ব্যবহৃত হয়। অশ্বগন্ধা, স।

অশ্বগন্ধার গুণ—অশ্বগন্ধা—বলকারক, রসায়নগুণযুক্ত, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য ও অত্যধিক শুক্রবর্দ্ধক।

বাতনাশক, কফনিবারক, শিত্ররোগনাশক, শোথনাশক ও ক্ষয়-নিবারক।

আকনাদির নাম—পাঠা, অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠকী, প্রাচীনা, পাপচেলিকা, একাষ্ঠীলা, রসা, পাঠিকা, ও বরাতিক্তিকা, এই সকল আকনাদিলতার নাম। আকনাদি, নিমুক ও আঁথাদী, ক। আকান্দী, ঢা, ফ। আকানিধি, ব, য। মুচিলতা, ম। আকনাদি, পা, রা, ত্রি।

আকনাদিলতার গুণ—আকনাদি—কটুরসাত্মক, উষ্ণ-বীর্য্য, তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট, বাতশ্লেষ্মনাশক, লঘুপাক, এবং শূল, জ্বর, বমি, কুষ্ঠ, অতীসার, হৃদ্রোগ, দাহ, কণ্ডু, বিষ, শ্বাস, ক্রিমি, গুল্ম, গরদোষ ও ব্রণ নিবারক।

শ্বেততেউড়ীর নাম—শ্বেতত্রিবৃতা, ত্রিপুটা, সর্ব্বানুভূতি, সরলা, নিশোত্রা ও রেচনী, এই সকল শ্বেততেউড়ীর সংস্কৃত নাম। তেউড়ীলতা, ক, ব, ঢা, য। ত্রিবিরা, ম।

শ্বেততেউড়ীর গুণ—শ্বেততেউড়ী—রেচক, মধুররস-বিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, বাতনিবারক, রুক্ষগুণযুক্ত, এবং পিত্তজ্বর, কফ, পিত্ত, শোথ ও উদরী বিনাশক।

শ্যামতেউড়ীর নাম—ত্রিবৃৎ, শ্যামা, অর্দ্ধচন্দ্রা, পালিন্দী, সুষেণিকা, মসূরবিদলা, কালা, কৈষিকা ও কালমেষিকা, এই সকল শ্যামতেউড়ীর নাম।

শ্যামতেউড়ীর গুণ—শ্যামতেউড়ী—শ্বেততেউড়ী অপেক্ষা অল্পগুণবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণবিরেচক, এবং মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, ভ্রান্তি ও স্বর পরিষ্কারক।

লঘুদন্তীর নাম—শঘদন্তী, বিশল্যা, উদুম্বরপর্ণী, এরণ্ড-ফলা, শীঘা, শ্যেনঘণ্টা, ঘুণপ্রিয়া, বরাহাঙ্গী, নিকুম্ভ ও মকুলক; এই সকল লঘুদন্তীর নাম। ইহার মূল ও বীজ ঔষধে ব্যবহৃত হয়। দন্তীগাছ, স।

বৃহদ্দন্তীর নাম—এরণ্ডপত্রবিটপা, দ্রবন্তী, সম্বরী, বৃষা, চিত্রা, উপচিত্রা, ন্যগ্রোধী, প্রত্যক্‌পর্ণী ও আখুপর্ণী; এই সকল বৃহদ্দন্তীর নাম।

দ্বিবিধ দন্তীর গুণ—লঘুদন্তী ও বৃহদ্দন্তী উভয়ই—সারক (ভেদক), কটুরসবিশিষ্ট, কটুবিপাক, অগ্নিদীপক, তীক্ষ্ণগুণ-যুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, গুদাঙ্কুর (অর্শের বলি), অশ্মরী, শূল, অর্শঃ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিদাহ, পিত্ত, রক্তদোষ, কফ, শোথ ও ক্রিমি বিনাশক।

লঘুদন্তীর ফলের গুণ—লঘুদন্তীর ফল—মধুররসাত্মক, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, মলমূত্রস্রাবক, গরদোষনাশক, শোথ-নিবারক ও কফ বিনাশক।

জয়পালের নাম—জয়পাল, দন্তীবীজ ও তিন্তিড়ীফল; এই তিনটি জয়পালের নাম। কর্ণিকাল,র, কু, জল। জয়পাল, স।

জয়পালের গুণ—জয়পাল—গুরুপাক, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, বিরেচক, পিত্তনাশক ও কফনিবারক।

ইন্দ্রবারুণী (কোঁদরকী) ও বৃহদিন্দ্রবারুণীর (রাখাল শশা, মামালাড়ুর) নাম—ঐন্দ্রী, ইন্দ্রবারুণী, চিত্রা, গবাক্ষী, গবাদনী, বারুণী, অমরা, বিশালা, মহাফলা, শ্বেতপুষ্পা, মৃগাক্ষী, মৃগৈর্ব্বারু ও মৃগাদনী, এই সকল কোঁদরকী ও রাখাল-শশার নাম। রাখাল শশা, ক, পা, রা, ত্রি, য। মামালাড়, চা। মামাসন্দেশ, ব, ম।

কোঁদরকী ও মামালাড়ুর গুণ—ইন্দ্রবারুণী ও বৃহদিন্দ্রবারুণী উভয় দ্রব্যই—তিক্তরসবিশিষ্ট, কটুবিপাক, সারক, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য এবং কামলা, পিত্ত, কফ, প্লীহা, উদরী, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, গ্রন্থিরোগ, ব্রণ, প্রমেহ, মূঢগর্ভ, আমদোষ, গলগণ্ড ও বিষদোষনাশক।

নীলগাছের নাম—নীলী, নীলিনী, তূণী, কালা, দোলা, নীলিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুচ্ছা, গ্রামীণা, মধুপর্ণিকা, ক্লীতকা, কালকেশী এবং নীলপুষ্পা; এই সকল নীলগাছের নাম। নীলগাছ, স।

নীলের গুণ—নীলিনী—রেচক, তিক্তরসাত্মক, কেশের পক্ষে হিতসাধক, মোহনিবারক, ভ্রমনাশক, উষ্ণবীর্য্য এবং প্লীহা, বাতরক্ত, কফ, বাত, আমবাত, উদাবর্ত্ত, মন্দবিষ ও উদ্ধতবিষ-দোষ নিবারক।

শরপুঙ্খার নাম—শরপুঙ্খ, প্লীহশত্রু ও নীলবৃক্ষাকৃতি; এই সকল শরপুঙ্খের নাম।

শরপুঙ্খের গুণ—শরপুঙ্খা—তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট, লঘুপাক এবং যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, ব্রণ, বিষ, কাস, রক্তদোষ, শ্বাস ও জ্বর বিনাশক।

দুরালভার নাম—যাস, যবাস, দুঃস্পর্শ, ধন্বযাস, কুনাশক, দুরালভা, দুরালম্ভা, সমুদান্তা, রোদনী, গান্ধারী, কচ্ছুরা, অনন্তা, কষায়া ও দুরভিগ্রহা; এই সকল দুরালভার নাম। ইহা স্বনাম প্রসিদ্ধ; বেণেদোকানে পাওয়া যায়। দুরালভা, স।

দুরালভার গুণ—যাস বা দুরালভা—তিক্ত ও কষায়রস-বিশিষ্ট, সারক, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, এবং মেদ, মত্ততা, ভ্রান্তি,

পিত্ত, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, কাস, পিপাসা, বিসর্প, বাতরক্ত, বমি ও জ্বরনিবারক।

মুণ্ডিরীর নাম—মুণ্ডী, ভিক্ষু, শ্রাবণী, তপোধনা, শ্রবণাহ্বা, মুণ্ডিতিকা ও শ্রবণশীর্ষকা; এই সকল মুবমুরিয়া শাকের নাম।

মহামুণ্ডিরীর নাম—মহাশ্রাবণিকা, ভূকদম্বিকা, কদম্ব-পুষ্পিকা, অব্যথা ও অতিতপস্বিনী; এই কয়েকটি মহামুণ্ডিরীর নাম।

মুণ্ডী ও মহামুণ্ডীর গুণ—মুণ্ডিরী ও মহামুণ্ডিরী উভয় দ্রব্যই—কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, মধুররসাত্মক, লঘুপাক, মেধা-জনক, এবং গলগণ্ড, অপচী, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্রিমিরোগ, যোনিরোগ, পাণ্ডুরোগ, শ্লীপদ, অরুচি, অপস্মার, প্লীহা, মেদ ও অর্শোরোগ বিনাশক।

আপাংগাছের নাম—অপামার্গ, শিখরী, অধঃশল্য, ময়ূরক, মর্কটী, দুর্গ্রহা, কিণিহী ও খরমঞ্জরী; এই কয়েকটি আপাংগাছের নাম। আপাঙ্গ ও চিরচিরা, ক। আপাং ব। আপাং ও উভংলাকূড়া, চা। অপামার্গ, ম। উহিৎলেংড়া, চ। চটচটিয়া, ব। শিয-অঙ্গ, য। আপাং, স।

আপাংগাছের গুণ—আপাং—ভেদক, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, অগ্নিদীপক, তিক্তরসবিশিষ্ট, কটুরসাত্মক, পাচক, রুচিকারক, এবং কফ, মেদ, বাত, হৃদ্রোগ, আগ্মান, অর্শঃ, কণ্ডু, শূল, উদরী ও অপচীরোগ বিনাশক।

রক্ত অপামার্গের নাম—বশির, বৃত্তফল, ধামার্গব, প্রত্যক্পর্ণী, কেশপর্ণী ও কপিপিপ্পলী; এই সকল রক্ত আপাঙ্গের নাম।

রক্ত আপাঙ্গের গুণ—রক্তঅপামার্গ বাত, বিষ্টম্ভ ও কফকারক, শীতবীর্য্য, রুক্ষগুণবিশিষ্ট, এবং পূর্ব্বোক্ত শ্বেত-অপামার্গ অপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত।

অপামার্গফলের গুণ—আপাং ফল—মধুররসবিশিষ্ট, মধুর বিপাক, দুষ্পাচ্য, বিষ্টম্ভকারক, বাতবর্দ্ধক, রুক্ষ ও রক্তপিত্ত-প্রসাদক।

কুলে খাড়ার নাম—কোকিলাক্ষ, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুরক, ক্ষুর, ভিক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুগন্ধা ও ইক্ষুবালিকা, এই সকল কুলেখাড়ার নাম। কুলেখাঁড়া, ক, পা। কোকিলাক্ষ, ব, টা। কেলেখোঁড়া, য।

কুলে খাড়ার গুণ—কোকিলাক্ষ—শীতবীর্য্য, বীর্য্যবর্দ্ধক, তিক্ত, মধুর ও অম্লরসবিশিষ্ট, পিত্তবর্দ্ধক, এবং বাত, আমদোষ, শোথ, অশ্মরী, পিপাসা, চক্ষুরোগ, বাত ও রক্তদোষ বিনাশক।

হাড়যোড়াগাছের নাম—গ্রন্থিমান, অস্থিসংহার, বজ্রাঙ্গী ও অস্থিশৃঙ্খলা; এই কয়েকটি হাড়যোড়ার নাম। হাড়-যোড়া, স।

হাড়যোড়ার গুণ—হাড়যোড়া—বাতশ্লেষ্মনাশক, ভগ্নাস্থি-সংযোজক, উষ্ণবীর্য্য, ভেদক, ক্রিমি ও অর্শোনাশক, অক্ষিরোগ-নিবারক, রুক্ষ, মধুররসাত্মক, লঘুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, পরিপাচক ও পিত্তবর্দ্ধক।

হাড়যোড়াগাছেরকাণ্ড ও ছাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক মজ্জার অর্দ্ধ মাষা এবং তাহার অর্দ্ধাংশ খোসাবিহীন দ্বিদল (ঢোলাদিগ দাইল) একত্র করিয়া পেষণ পূর্ব্বক তিলতৈলে পাক করিয়া উপযুক্তমাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করত সেবন করিলে অত্যন্ত বাত বিনাশ করে।

ঘৃতকুমারীর নাম—কুমারী, গৃহকন্যা, কন্যা ও ঘৃত-কুমারিকা; এই কয়েকটি ঘৃতকুমারীর নাম। ঘৃতকুমারী, ক, চা, ত্রি। ঘৃতকুমলী, ব। ঘৃতকাঞ্চন, ম, রা, পা। ঘিকাঞ্চন, য।

ঘৃতকুমারীর গুণ—ঘৃতকুমারী—ভেদক, শীতবীর্য্য, তিক্তরসবিশিষ্ট, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, রসায়নগুণবিশিষ্ট, মধুর-রসাত্মক, পুষ্টিকারক, বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, এবং বাত, বিষদোষ, গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, বৃদ্ধিরোগ, কফ, জ্বর, গ্রন্থিরোগ, অগ্নিদগ্ধ, বিস্ফোট, পিত্ত, রক্তদোষ ও চর্ম্মরোগ নাশক।

শ্বেত পুনর্ণবার নাম—পুনর্ণবা, শ্বেতমূলা, শোথঘ্নী ও দীর্ঘপত্রিকা; এই কয়েকটি শ্বেত পুনর্ণবার নাম, পুনরবা, ম, ব, চা। শ্বেত গুদাবরে বা শ্বেতপুরে, ক। পূর্ণিমা, পা, রা।

শ্বেতপুনর্ণবার গুণ—শ্বেতপুনর্ণবা—কটুরসাত্মক,ঈষৎ-কষায়রসবিশিষ্ট, পাণ্ডুরোগনাশক, অত্যন্ত অগ্নিদীপক, এবং শোথ, বাত, গরদোষ, কফ, ব্রণ ও উদরী বিনাশক।

রক্তপুনর্ণবার নাম—পুনর্ণবা, বক্তা, বক্তপুষ্পা, শিলা-টিকা, শোথঘ্নী, ক্ষুদ্রবর্ষাভূ, বর্ষকেতু ও কঠিল্লক; এই আটটি রক্তপুনর্ণবার নাম।

রক্তপুনর্ণবার গুণ—তিক্তরসবিশিষ্ট, কটুবিপাক, শীত-বীর্য্য, লঘুপাক, বাতবর্দ্ধক, মলরোধক এবং কফ, পিত্ত ও রক্ত-দোষ নাশক।

গন্ধভাদালিয়ার নাম—প্রসারণী রাজবলা, ভদ্রপর্ণী, প্রতাপনী, সরণী, সারণী, ভদ্রা, বলা ও কটম্ভরা; এই সকল গাঁধাইলের নাম। গন্ধভাদুলে, গেন্ধাল ও গান্দাল, ক। গন্ধ-ভাদালে, য। পাড় ভাঙ্গালীয়া, ম। ভাদালী বা গন্ধভাদালী,

চ। গন্ধভাদ্‌লা বা ভাদাইল, ব, চা। গন্ধভাদালিযা, পা, বা, ত্রি।

গন্ধভাদালিয়ার গুণ—গাঁদাইল—গুরুপাক, বীর্য্য-বর্দ্ধক, বলকর, ভগ্নাদিসন্ধানকারক, সারক, উষ্ণবীর্য্য, বাত-নিবারক, তিক্তরসাত্মক, বাতরক্তনিবারক ও কফনাশক।

শ্যামালতার নাম—শ্যামালতা—ইন্দ্রজবের পত্রের ন্যায়। সুগন্ধা, কলঘণ্টিকা, কৃষ্ণা, শারিবা, শ্যামা, গোপী ও গোপবধূ, এই সকল কৃষ্ণশারিবা অর্থাৎ শ্যামলতার নাম। ইহা স্বনাম-প্রসিদ্ধ, অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়; শ্যামালতা, স।

অনন্তমূলের নাম—অনন্তমূল—জামের পাতার ন্যায় পত্রবিশিষ্ট, ক্ষীরপূর্ণ ও লতাজাতীয়। ধবলা, শারিবা, গোপা, গোপকন্যা, কৃশোদরী, স্ফোতা, শ্যামা, গোপবল্লী, লতা, আস্ফোতা ও চন্দনা, এই সকল শ্বেত শারিবা অর্থাৎ অনন্তমূলের নাম। সুবই, র। অনন্তমূল, স।

শারিবা শব্দে শ্যামালতা ও অনন্তমূল এই উভয় পদার্থকেই বুঝায়; কারণ এই দুই শব্দের পরিবর্ত্তেই শারিবা শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিবিধ শারিবার গুণ—শ্যামালতা ও অনন্তমূল, এই-উভয় দ্রব্যই—মধুররসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, শুক্রজনক, গুরুপাক এবং অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আমদোষ, বিষ, বাত, পিত্ত, কফ, রক্তদোষ, প্রদর, জ্বর ও অতীসার নিবারক।

ভৃঙ্গরাজের নাম—ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গরজ, মার্কব, ভৃঙ্গ, অঙ্গারক, কেশরাজ, ভৃঙ্গার ও কেশরঞ্জন, এই সকল ভীমরাজের নাম। ভীমরাজ, ক। ভৃঙ্গরাজ, স।

ভৃঙ্গরাজের গুণ—ভীমরাজ—কটুরসবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ ও রুক্ষগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও বাতনিবারক, কেশের পক্ষে উপকারী, চর্ম্মরোগে প্রশস্ত, দন্তের পক্ষে হিতসাধক, ক্রিমিরোগ, শ্বাস, কাস, শোথ, আম ও পাণ্ডুনিবারক, রসায়নগুণবিশিষ্ট, বলকারক এবং কুষ্ঠ, চক্ষুরোগ ও শিরোরোগ বিনাশক।

শণপুষ্পীর নাম—শণপুষ্পীর নামান্তর ঘণ্টা। ইহার আকৃতি শণপুষ্পের সদৃশ। ইহার চলিত নাম ঝনঝনে ও ঘন্‌চে।

শণপুষ্পীর গুণ—শণপুষ্পী—কটুরসাত্মক, তিক্তরসবিশিষ্ট, বমনকারক, কফনাশক ও পিত্তনিবারক।

বলালতার নাম—বলভদ্রা, ত্রায়মাণা, ত্রায়ন্তী, গিরিজা ও অম্বুজা; এই কয়েকটি বলালতার নাম। বলাডুমুর ক, পা, য। বল্লালতা, ব, ম। বলালতা, চ।

বলালতার গুণ—বলাডুমুর—কষায় ও তিক্তরসবিশিষ্ট, ভেদক, এবং পিত্ত, কফ, জ্বর, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শঃ, ভ্রম, শূল ও বিষদোষ নিবারক।

সূচীমুখীর নাম—মূর্ব্বা, মধুরসা, দেবী, মোরটা, তেজনী, স্রুবা, মধূলিকা, মধুশ্রেণী, গোকর্ণী ও পীলুপর্ণী; এই সকল সূচীমুখীর নাম। মুর্গো ও মুর্গা, কো। সূচীমুখী, চা, য। গোড়াচক্র, ব। মূর্ব্বা ও শোচমুখী, ক, ম।

সূচীমুখীর গুণ—মূর্ব্বা—ভেদক, গুরুপাক, মধুররসবিশিষ্ট, তিক্তরস সংযুক্ত এবং মেহ, বাত, পিত্ত, কফ, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, হৃদ্রোগ, কণ্ড, কুষ্ঠ ও জ্বর নিবারক।

কাকমাচীর নাম—কাকমাচী, ধ্বাঙ্ক্ষমাচী, কাকাহ্বা ও বায়সী; এই কয়েকটি কাকমাচীর নাম। ইহাকে বঙ্গদেশের

স্থান বিশেষে কাসতে, মদন ও মধুনী বলে। গুড়কামাই, ক। কাকমাচী, স।

কাকমাচীর গুণ—কাকমাচী—ত্রিদোষনাশক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, স্বরপরিষ্কারক, শুক্রজনক, তিক্তরসবিশিষ্ট, রসায়নগুণযুক্ত, কটুরসবিশিষ্ট, চক্ষুর পক্ষে উপকারী এবং শোথ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, জ্বর, মেহ, হিক্কা, বমি ও হৃদ্রোগ বিনাশক।

কাকনাসার নাম—কাকনাসা, কাকাঙ্গী ও কাকতুণ্ডফলা; এই সকল কেউয়াঠুঁটীর নাম।

কাকনাসার গুণ—কাকনাসা—কষায়রসাত্মক, উষ্ণবীর্য্য, কটুরসবিশিষ্ট, কটুবিপাক, কফনিবারক, বমনকারক, তিক্তরসবিশিষ্ট এবং শোথ, অর্শঃ, শ্বিত্র (ধবলকুষ্ঠ) ও কুষ্ঠরোগ বিনাশক।

কাকজঙ্ঘার নাম—কাকজঙ্ঘা, নদীকান্তা, কাকতিক্তা, সুলোমশা, পারাবতপদী, দাসী ও কাকা; এই কয়েকটি কেওঝেঁকার নাম। কেউওঠেঙ্গা ও কেউও ঝোঁকা, ক। কাউয়াঠেঙ্গা, র, রা, পা, ব। কাউয়াপঙ্খা ঢা।

কাকজঙ্ঘার গুণ—কেওঝেঁকা—শীতবীর্য্য, তিক্ত ও কষায়রসযুক্ত এবং কফ, পিত্ত, জ্বর, রক্তপিত্ত, ব্রণ, কণ্ডু, বিষ ও ক্রিমি বিনাশক।

নাগপুষ্পীর নাম—নাগপুষ্পী, শ্বেতপুষ্পা, নাগিনী ও রামদূতিকা; এই কয়েকটি নাগপুষ্পীর নাম।

নাগপুষ্পীর গুণ—নাগপুষ্পী—রুচিকারক, তিক্তরসবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ, পিত্ত, বিষ, শূল, যোনিদোষ, বমি ও ক্রিমি নিবারক।

মেষশৃঙ্গীর নাম—মেষশৃঙ্গী, বিষাণী, মেষবল্লী, ও অজ-শৃঙ্গিকা, এই সকল মেঢ়াশিঙ্গীর নাম।

মেষশৃঙ্গীর গুণ—মেঢ়াশিঙ্গী—তিক্তরসবিশিষ্ট, রূক্ষ, কটুবিপাক, বায়ুবর্দ্ধক, এবং শ্বাস, কাস কুষ্ঠ, ব্রণ, কফ ও চক্ষু-শূলবিনাশক।

মেষশৃঙ্গীর ফলের গুণ—মেঢ়াশিঙ্গীর ফল—তিক্তরস-বিশিষ্ট, কুষ্ঠনাশক, মেহনিবারক, কফনাশক, অগ্নিদীপক, স্রংসন-গুণবিশিষ্ট এবং কাস, ক্রিমি, ব্রণ ও বিষনাশক।

হংসপদীর নাম—হংসপাদী, হংসপদী, কীটমাতা ও ত্রিপাদিকা; এই কয়েকটি গোয়ালী লতার নাম।

হংসপদীর গুণ—গোয়ালীলতা—গুরুপাক, শীতবীর্য্য এবং রক্তদোষ, ব্রণ, বিষ, বিসর্প, দাহ, অতীসার, মাকড়সার বিষ, ভূতদোষ, ও অগ্নিরোহিণীরোগ বিনাশক।

সোমলতার নাম—সোমবল্লী, সোমলতা, সোমক্ষীরী ও দ্বিজপ্রিয়া; এই কয়েকটি সোমলতার নাম। ইহা স্বনাম প্রসিদ্ধ। সোমলতা, স।

সোমলতার গুণ—সোমলতা—ত্রিদোষনাশক, কটুরস-বিশিষ্ট, তিক্তরসাত্মক ও রসায়নগুণ-বিশিষ্ট।

আকাশবল্লীলতার নাম—পণ্ডিতগণ আকাশবল্লী-লতাকে অমরবল্লরীও বলিয়া থাকেন।

আকাশবল্লীলতার গুণ—আকাশবল্লীলতা—মলরোধক, তিক্তরসবিশিষ্ট, পিচ্ছিল, চক্ষুরোগনাশক, কষায়রসাত্মক, অগ্নিদীপক, হৃদয়ের প্রীতিকর, এবং পিত্ত, কফ ও আম-বিনাশক।

পাতালগরুড়ীলতার নাম—ছিলিহিণ্ড, মহামূল ও পাতালগরুড়াহ্বয ; এই তিনটি পাতালগরুড়ীলতার নাম।

পাতালগরুড়ীলতার গুণ—পাতালগরুড়ীলতা—অত্যন্ত বীর্য্যবর্দ্ধক, কফনিবারক ও বায়ুনাশক।

পরগাছার নাম—বন্দা, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষভক্ষ্যা, বন্দাক ও বৃক্ষরুহা ; এই কয়েকটি পরগাছার নাম। ইহা আম, জাম ও আমলকী প্রভৃতি গাছের উপর ঝোপের ন্যায় উৎপন্ন হয় ; এবং প্রায়শঃ শীত ঋতুতে এই পরগাছায় শ্বেত-লোহিত বর্ণ মিশ্রিত ক্ষুদ্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। পরগাছা, ব, ম। বারিয়া, পা। রাস্না, চা, ক।

পরগাছার গুণ—পরগাছা—শীতবীর্য্য, তিক্ত, কষায় ও মধুররস বিশিষ্ট, মঙ্গলজনক এবং,কফ, বাত, রক্তদোষ,রক্ষোদোষ, ব্রণ ও বিষ নাশক।

বটপত্রীর নাম—বটপত্রী, মোহিনী ও ঐরাবতী ; এই তিনটি বটপত্রীর নাম।

বটপত্রীর গুণ—বটপত্রী—কষায়রসাত্মক, উষ্ণবীর্য্য, যোনিরোগনাশক ও মূত্ররোগ নিবারক।

হিঙ্গুপত্রীর নাম—হিঙ্গুপত্রী, কবরী, পৃথ্বিকা, পৃথুকা ও পৃথু ; এই পাঁচটি রাঁধুনীর নাম। রাঁধুনী, স।

হিঙ্গুপত্রীর গুণ—রাঁধুনী—রুচিকারক, তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, কটুরসবিশিষ্ট, এবং হৃদ্রোগ, বস্তিরোগ, বিবন্ধ, অর্শঃ, কফ, গুল্ম ও বাত নিবারক।

বংশপত্রীর নাম—বংশপত্রী, বেণুপত্রী, পিঙ্গা, হিঙ্গু ও শিবাটিকা ; এই পাঁচটি বংশপত্রীর নাম।

বংশপত্রীর গুণ—বংশপত্রী হিঙ্গুপত্রীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

মৎস্যাক্ষীর নাম—মৎস্যাক্ষী, বাহ্লিকা, মৎস্যগন্ধা ও মৎস্যাদনী; এই চারিটি হিঞ্চেশাকের নাম।

মৎস্যাক্ষীর গুণ—হিঞ্চেশাক—মলরোধক, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, তিক্ত, কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট, কটুবিপাক, এবং কুষ্ঠ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষনাশক।

সর্পাক্ষীর নাম—সর্পাক্ষী, গণ্ডালী ও নাড়ীকলাপক; এই তিনটি গন্ধনাকুলীর নাম।

সর্পাক্ষীর গুণ—সর্পাক্ষী—কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট, উষ্ণ-বীর্য্য, ব্রণরোপক এবং বৃশ্চিকবিষ, ইন্দুরবিষ, সর্পবিষ ও ক্রিমি নিবারক।

শঙ্খপুষ্পীর নাম—শঙ্খপুষ্পী, শঙ্খাহ্বা ও মাঙ্গল্যকুসুমা; এই তিনটি ডানকুনীর নাম। ইহা লতা জাতীয় বৃক্ষ। জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী আর্দ্রভূমিতে উৎপন্ন হয় এবং ইহার পুষ্প শ্বেতবর্ণ ও ধুতুরা ফুলের আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। শঙ্খপুষ্পী, স।

শঙ্খপুষ্পীর গুণ—শঙ্খপুষ্পী—সারক, মেধাজনক, বীর্য্য-বর্দ্ধক, মানসিকরোগনাশক, রসায়ন গুণবিশিষ্ট, কষায়রসাত্মক, উষ্ণবীর্য্য, স্মৃতিশক্তিজনক, কান্তিজনক, বলকারক, অগ্নিদীপক এবং ত্রিদোষ, ভূতদোষ, অপস্মার, অলক্ষ্মী, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষ-দোষ নাশক।

অর্কপুষ্পীর নাম—অর্কপুষ্পী, ক্রূরকর্ম্মা, পয়স্যা ও জলকা-মুকা; এই কয়েকটি শ্বেত হুড়হুড়ের নাম।

অর্কপুষ্পীর গুণ—অর্কপুষ্পী—ক্রিমি, কফ, মেহ ও পিত্তরোগ বিনাশক।

লাজুকলতার নাম—লজ্জালু, শমীপত্রা, সমঙ্গা, অঞ্জলিকারিকা, রক্তপর্ণী, নমস্কারী ও খদিরকা; এই সকল লাজুকলতার নাম। ইহার পাতা প্রায় তেঁতুলপাতা সদৃশ, কোনও বস্তুতে স্পর্শ হইবামাত্রেই পাতাগুলি বুজিয়া যায়। লাজুকলতা, ক। লজ্জাবতী, ব, ঢা, ম, পা, য।

লাজুকলতার গুণ—লাজুকলতা—শীতবীর্য্য, তিক্তরসবিশিষ্ট, কষায়রসাত্মক, এবং কফ, পিত্ত, অতীসার ও যোনিরোগ বিনাশক।

অলম্বুষার নাম—অলম্বুষা, খরত্বক ও মেদোগলা; এই কয়েকটি ফুলশোলার নাম।

অলম্বুষার গুণ—অলম্বুষা—লঘুপাক, মধুর রসবিশিষ্ট, ক্রিমিনাশক, পিত্তকারক ও কফবিনাশক।

দুধ্‌লের নাম—দুগ্ধিকা, স্বাদুপর্ণী, ক্ষীরা ও বিক্ষীরিণী, এই সকল দুধ্‌লে গাছের নাম।

দুধ্‌লের গুণ—দুগ্ধিকা,—উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক, গর্ভকারক, মধুরক্ষীরবিশিষ্ট, কটু, মধুর ও তিক্তরসাত্মক, মলমূত্রস্রাবনিবারক, বিষ্টম্ভকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, কফনিবারক, কুষ্ঠ, ও ক্রিমি বিনাশক।

ভুঁই আমলার নাম—ভূম্যামলকিকা, শিবা, তামলকী, বহুপত্রা, বহুফলা, বহুবীর্য্যা ও অজঝটা; এই সকল ভুঁই আমলার নাম। এই গাছ শীতকালে ধান্য, যব ও কলায়ক্ষেত্রের মধ্যে জন্মে, ইহা প্রায় অর্দ্ধহস্ত পরিমিত হইয়া থাকে, পত্রগুলি আমলকীর পাতার ন্যায়, ফল আমলকীর ফল অপেক্ষা অনেক ছোট হইয়া থাকে। ভুঁই আমলা, য, ক, পা, রা। ভূম আমলকী, ব, ঢা, ম।

ভুঁই আমলার গুণ—ভূধাত্রী—বাতবর্দ্ধক, তিক্ত, কষায় ও মধুররসযুক্ত, শীতবীর্য্য এবং পিপাসা, কাস, রক্তপিত্ত, কফ, পাণ্ডু ও ক্ষত বিনাশক।

ব্রাহ্মীশাকের নাম—ব্রাহ্মী, কপোতবঙ্কা, সোমবল্লী ও সরস্বতী; এই কয়েকটি ব্রাহ্মীশাকের নাম।

থানকুনি বা থুলকুড়ির নাম—মণ্ডূকপর্ণী, মাণ্ডূকী, ত্বাষ্ট্রী, দিব্যা ও মহৌষধী; এই সকল থুলকুড়ীর নাম। ক্ষুদেমান্-কন্, ম, পা। থুল্‌কুড়ী, ক। থান্‌কুনী, স।

ব্রাহ্মীশাক ও থানকুনীর গুণ—ব্রহ্মীশাক ও থুলকুড়ী উভয় দ্রব্যই—শীতবীর্য্য, ভেদক, লঘুপাক, মেধাজনক, শীতবীর্য্য, কষায়, তিক্ত ও মধুররসবিশিষ্ট, মধুরবিপাক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, রসায়ন-গুণবিশিষ্ট, স্বরপরিষ্কারক, স্মৃতিশক্তিজনক, এবং কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্তদুষ্টি, কাস, বিষ, শোথ ও জ্বর নিবারক।

দ্রোণপুষ্পীর নাম—দ্রোণা, দ্রোণপুষ্পী ও ফলেপুষ্পা, এই তিনটি হলকসার নাম। হলকসা ও ঘলঘসে, ক। দ্রোণ-পুষ্পা, স।

দ্রোণপুষ্পীর গুণ—ঘলঘসে—গুরুপাক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, বাতপিত্তজনক, তীক্ষ্ণ গুণযুক্ত, লবণ ও কটুরসবিশিষ্ট, মধুর-বিপাক, ভেদক, এবং কফ, আমদোষ, কামলা, শোথ, তমকশ্বাস ও ক্রিমিরোগ নিবারক।

সূর্য্যাবর্ত্তের নাম—সুবর্চ্চলা, সূর্য্যভক্তা, বরদা, বদরা, সূর্য্যাবর্ত্তা ও রবিপ্রীতা, এই সকল সূর্য্যাবর্ত্তের নাম। হুড়হুড়ে, ক। বনমালিতা, য। গুলটিয়া, ব, র, ফ। অন্য এক প্রকার সূর্য্যাবর্ত্ত আছে, তাহাকে ব্রহ্মসুবর্চ্চলা বলে।

সূর্য্যাবর্ত্তের গুণ—সূর্য্যাবর্ত্ত—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, মধুরবিপাক, ভেদক, গুরুপাক, ঈষৎপিত্তবর্দ্ধক, কটুরসাত্মক, ক্ষারবিশিষ্ট, এবং বিষ্টম্ভ, কফ ও বাত বিনাশক। দ্বিতীয় প্রকার সূর্য্যাবর্ত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মসুবর্চ্চলা—তিক্ত, কটু ও কষায়রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, ভেদক; রুক্ষগুণযুক্ত এবং কফ, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, বিস্ফোটক, কুষ্ঠ, মেহ, বক্তদোষ, যোনিরোগ, ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগ বিনাশক।

বন্ধ্যাকর্কোটকীর নাম—বন্ধ্যাককোঁটকী, দেবী, কন্যা, যোগেশ্বরী, নাগারি, নক্রদমনী, ও বিষকণ্টকিনী, এই সকল তিৎকাঁকরোলের নাম।

বন্ধ্যাকর্কোটকীর গুণ—বন্ধ্যাককোঁটকী—লঘুপাক, ব্রণশোধক, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত এবং কফ, সর্প দর্প (সর্পবিষ), বিসর্প ও বিষ নাশক।

মার্কণ্ডিকার নাম—মার্কণ্ডিকা, ভূমিবল্লী, মার্কণ্ডী ও মৃদুরেচনী; এই কয়েকটি কাঁকরোলের নাম।

মার্কণ্ডিকার গুণ—মার্কণ্ডিকা—কুষ্ঠনাশক, বমন বিরেচন দ্বারা ঊর্দ্ধাধঃকায়শোধক, এবং বিষ, দুর্গন্ধ, কাস, গুল্ম, ও উদরী বিনাশক।

দেবদালীর নাম—দেবদালী, বেণী, কর্কটী, গরাগরী, দেবতাড়, বৃত্তকোষ ও জীমূত, এই সকল মোধালতার নাম। মাকালগাছ, ক, চা, ব। মহাকাল বা মাকাল, য। অন্য এক প্রকার পীতবর্ণ মোধালতা আছে; তাহার সংস্কৃত নাম খরস্পর্শা, বিষঘ্নী ও গরনাশিনী।

দেবদালীর গুণ—দেবদালীলতা—তিক্তরসাত্মক, তীক্ষ্ণ-

গুণবিশিষ্ট, বমনকারক, এবং কফ, অর্শঃ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, ক্ষয়, হিক্কা, ক্রিমি ও জ্বর নাশক।

দেবদালী বা মাকাল ফলের গুণ—মহাকালফল—তিক্তরসাত্মক, ক্রিমি নিবারক, শ্লেষ্মবিনাশক, স্রংসনগুণবিশিষ্ট, গুল্মনাশক, শূলনিবারক, অর্শোঘ্ন, এবং অত্যন্ত বাত নিবারক।

জলপিপ্পলীর নাম—জলপিপ্পলী, শারদী, শকুলাদনী, মৎস্যাদনী, মৎস্যগন্ধা ও লাঙ্গলী; এই সকল জলপিপ্পলী বা কাঁচড়াবাসের নাম। পানিসগা, ক। ইহার গাছ জলে জন্মে এবং দেখিতে অনেকাংশে পানিশেওলার ন্যায়।

জলপিপ্পলীর গুণ—পানিসগা—হৃদয়ের প্রীতিকর, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, শুক্রবর্দ্ধক, লঘুপাক, মলরোধক, শীতবীর্য্য, রুক্ষ-গুণযুক্ত, রক্তদোষনাশক, দাহনিবারক, ব্রণনাশক, কটুবিপাক, কটু ও কষায় রসাত্মক, রুচিকারক, ও অগ্নিদীপক।

গোজিয়া শাকের নাম—গোজিহ্বা, গোজিকা, গোভী, দার্ব্বিকা এবং খরপর্ণিনী; এই সকল গোজিয়া শাকের নাম। গড়্গড়্ ও গোজিয়া লতা, ক। গুজিয়ালতা, ব। গোজিহ্বা, ম।

গোজিয়া শাকের গুণ—গোজিয়াশাক—বাতবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, কোমল, কষায়, তিক্ত ও মধুররসবিশিষ্ট, মধুর-বিপাক, মলরোধক, কফনিবারক, পিত্তনাশক, হৃদয়ের প্রীতিকর, এবং প্রমেহ, কাস, জ্বর, রক্তপিত্ত ও ব্রণসংহারক।

নাগদানার নাম—নাগদমনী, বলামোটা, বিষাপহা, নাগপুষ্পী, নাগপত্রা ও মহাযোগেশ্বরী; এই সকল নাগদমনীর নাম।

নাগদানার গুণ—নাগদানা-কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট,লঘু-পাক,সর্ব্বত্রজয়কারক,ধনপ্রদ ও সুমতিজনক,এবং পিত্ত,কফ,মূত্র-কৃচ্ছ্র , ব্রণ,রক্তোদোষ,জলগর্দ্দভরোগ,সর্ব্বগ্রহদোষ ও বিষনিবারক।

বেলন্তরের লক্ষণ ও নাম—বেলন্তর জগতে বীরতরু নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পুষ্প শ্বেত মিশ্রিত কৃষ্ণারুণবর্ণ, আকৃতি জাতি পুষ্পসদৃশ ; পত্র—শমীপত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম, এবং কণ্টকযুক্ত। ইহা জল বিহীন স্থানে উৎপন্ন হয়।

বেলন্তরের গুণ—বীরতরু—তিক্তরসবিশিষ্ট, তিক্ত-বিপাক, ধারক এবং পিপাসা, কফ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, যোনি-রোগ, বহুমূত্র ও বাতরোগবিনাশক।

ছিক্কিনীর নাম—ছিক্কনী, ক্ষবকৃৎ, তীক্ষ্ণা, ছিক্কিকা ও ঘ্রাণদুঃখদা, এই সকল হাঁচুটীর নাম।

ছিক্কিনীর গুণ—হাঁচুটী—কটুরস বিশিষ্ট, রুচিকারক, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, পিত্তবর্দ্ধক, বাতরক্তরোগ-নাশক, এবং কুষ্ঠ, ক্রিমি, বাত ও কফ বিনাশক।

কুকুরশোঁকার নাম—কুকুন্দর, তাম্রচূড়, সূক্ষ্মপত্র ও মৃদুচ্ছদ ; এই কয়েকটি কুকুরশোঁকার নাম।

কুকুরশোঁকার গুণ—কুকুরশোঁকা—কটু ও তিক্ত-রসবিশিষ্ট এবং জ্বর, রক্তদোষ ও কফ বিনাশক। ইহার কাঁচা মূল মুখে রাখিলে মুখশোষ দূরীভূত হয়।

পদ্ম গুলঞ্চের নাম—সুদর্শনা, সোমবল্লী, চক্রাহ্বা ও মধুপর্ণিকা, এই সকল পদ্মগুলঞ্চের নাম।

পদ্ম গুলঞ্চের গুণ—পদ্মগুলঞ্চ—মধুররসাত্মক, উষ্ণ-বীর্য্য, এবং কফ, শোথ ও বাতরক্ত নাশক।

ইন্দুরকানীর নাম—আখুপর্ণী, আখুকর্ণী, পর্ণিকা ও ভূদরীভবা, এই সকল ইন্দুরকানী পানার নাম।

ইন্দুরকানীর গুণ—কটু, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট, শীত-বীর্য্য, লঘুপাক, কটুবিপাক এবং মূত্ররোগ, কফরোগ ও ক্রিমি-বিনাশক।

ময়ূরশিখার নাম—ময়ূরাহ্বশিখা, সহস্রাহি ও মধুচ্ছদা, এই কয়েকটি ময়ূরশিখার নাম।

ময়ূরশিখার গুণ—ময়ূরশিখা—লঘুপাক এবং পিত্ত, কফ ও অতীসার বিনাশক।

গুড়ূচ্যাদি বর্গ সমাপ্ত।

পুষ্পবর্গ।

পদ্মপুষ্পের নাম—পদ্ম, নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল, সহস্রপত্র, কমল, শতপত্র, কুশেশয়, পঙ্কেরুহ, তামরস, সারস, সরসীরুহ, বিষপ্রসূন, রাজীব, পুষ্কর ও অম্ভোরুহ; এই সকল পদ্মফুলের নাম।

পদ্মপুষ্পের গুণ—পদ্মফুল—শীতবীর্য্য, বর্ণের উজ্জ্বল্য-বিধায়ক, মধুররসাত্মক, এবং কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিস্ফোট, বিষ ও বিসর্পরোগ বিনাশক।

শ্বেতপদ্মাদির নাম—শ্বেতপদ্মকে পুণ্ডরীক, রক্তপদ্মকে কোকনদ ও নীলপদ্মকে ইন্দীবর বলে।

শ্বেতপদ্মাদির গুণ—শ্বেতপদ্মপুষ্প—শীতবীর্য্য, মধুররস-বিশিষ্ট, এবং কফপিত্তনাশক। রক্তপদ্মাদি—শ্বেতপদ্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণবিশিষ্ট।

পদ্মিনীর নাম· মূল (গেঁড়), নাল, পত্র ও ফলসংযুক্ত পদ্মপুষ্পকে পদ্মিনী বলে। বিসিনী, নলিনী, কমলিনী প্রভৃতি উহার নামান্তর।

পদ্মিনীর গুণ—পদ্মিনী—শীতবীর্য্য, গুরুপাক, মধুর ও লবণ রসবিশিষ্ট, রক্তপিত্তরোগ নাশক, কফনিবারক, রুক্ষগুণযুক্ত, এবং বাত ও বিষ্টম্ভকারক।

পদ্মের নবপত্রাদির নাম—পদ্মের নবপত্রকে সম্বর্তিকা, বীজকোষকে কর্ণিকা, কেশরকে কিঞ্জল্ক, পুষ্পরসকে (মধুকে) মকরন্দ এবং ডাঁটাকে মৃণাল ও বিস বলে।

পদ্মের নবপত্রের গুণ - পদ্মের নূতনপাতা—শীতবীর্য্য, তিক্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট, এবং দাহ, পিপাসা, মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্শাদি গুহ্যজাত ব্যাধি ও রক্তপিত্তরোগ বিনাশক।

পদ্মকর্ণিকার গুণ—পদ্মকর্ণিকা (ফোঁপল)—তিক্ত, কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, মুখ পরিষ্কারক, লঘুপাক, এবং তৃষ্ণা, রক্তদোষ, কফ ও পিত্ত বিনাশক।

পদ্মকেশরের গুণ—পদ্মকিঞ্জল্ক—শীতবীর্য্য, বার্য্যবর্দ্ধক, কষায়রসবিশিষ্ট, ধারক, এবং কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, অর্শঃ, বিষ ও শোথ নিবারক।

মৃণাল (পদ্মের ডাঁটা) ও শালুকের (পদ্মমূলের) গুণ—মৃণাল এবং শালুক—শীতবীর্য্য, বীর্য্যবর্দ্ধক, গুরুপাক, দুষ্পাচ্য, মধুরবিপাক, স্তন্যজনক, বায়ুবর্দ্ধক, কফবৃদ্ধিকারক, মল-

রোধক, মধুররসবিশিষ্ট ও রূক্ষগুণযুক্ত এবং পিত্ত, দাহ ও রক্ত-দোষ নাশক।

স্থলপদ্মের নাম—পদ্মচারিণী, অতিচরা, অব্যথা, পদ্মা ও শারদা; এই কয়েকটি স্থলপদ্মের নাম।

স্থলপদ্মের গুণ—স্থলপদ্ম—ঈষদুষ্ণবীর্য্য, কটু, কষায় ও তিক্তরসবিশিষ্ট, এবং কফ, বাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শূল, শ্বাস, কাস ও বিষদোষ বিনাশক।

শ্বেত কুমুদের নাম—শ্বেত কুমুদকে কুবলয়, কুমুদ ও কৈরব বলে।

শ্বেত কুমুদের গুণ শ্বেতসাফ্‌লা (নীল)—পিচ্ছিল, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, মধুররসাত্মক, আহ্লাদজনক ও শীতবীর্য্য।

কুমুদিনীর নাম—কুমুদ্বতী, কৈরবিকা ও কুমুদিনী, মূলাদি সর্ব্বাঙ্গবিশিষ্ট কুমুদ পুষ্পকে কুমুদিনী বলে।

কুমুদিনীর গুণ—ছোটসুন্দী পদ্মিনীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

কহ্লারের নাম—সৌগন্ধিক, কহ্লার, কহ্লাক ও রক্ত-গন্ধক; এই কয়েকটি শ্বেতসুন্দী ও লালসুন্দীর নাম।

কহ্লারের গুণ—কহ্লার—শীতবীর্য্য, মলরোধক, বিষ্টম্ভকারক, গুরুপাক ও রূক্ষ গুণ বিশিষ্ট।

টোকাপানা ও শেওলার নাম—টোকাপানার সংস্কৃত নাম বারিপর্ণী ও কুম্ভিকা। এবং শেওলার সংস্কৃত নাম—শৈবল ও শৈবাল।

টোকাপানার গুণ—টোকাপানা—শীতবীর্য্য, তিক্তরস-বিশিষ্ট, লঘুপাক মধুররসাত্মক, ভেদক; কটুরসবিশিষ্ট, ত্রিদোষ-জনক, রূক্ষগুণযুক্ত এবং রক্তদোষ, জ্বর ও শোষরোগ উৎপাদক।

শৈবালের গুণ—শেওলা—কষায়, তিক্ত ও মধুররস-বিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত এবং দাহ, পিপাসা, পিত্ত, রক্তদোষ ও জ্বর বিনাশক।

সেবতীপুষ্পের নাম—শতপত্রী, তরুণী, কর্ণিকা, চারুকেশরা, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লাক্ষা, কৃষ্ণা ও অতিমঞ্জুলা, এই সকল সেউতী অর্থাৎ পাটলবর্ণ গোলাপফুলের নাম।

সেউতী বা গোলাবের গুণ—শতপত্রী—শীতবীর্য্য, হৃদয়েরপ্রীতিজনক, ধারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক, রক্ত পরিষ্কারক, উত্তমবর্ণজনক, তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট এবং পাচক।

বাসন্তীফুলের নাম—নেপালী, সপ্তলা ও নবমালিকা; এই তিনটি বাসন্তি পুষ্পের নাম।

বাসন্তীফুলের গুণ—বাসন্তীপুষ্প—শীতবীর্য্য, লঘুপাক, তিক্তরসবিশিষ্ট, বাতাদি ত্রিদোষ নাশক ও রক্তদোষ বিনাশক।

বেল ফুলের নাম—শ্রীপদী, ষট্‌পদা, আনন্দা, বার্ষিকী ও মুক্তবন্ধনা; এই কয়েকটি বেলফুলের নাম।

বেলফুলের গুণ—বেলফুল—শীতবীর্য্য, লঘুপাক, তিক্ত-রসবিশিষ্ট, বাতাদি ত্রিদোষনাশক এবং কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ ও মুখরোগ নাশক। বেলফুলের তৈল—উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট।

জাতিফুলের নাম—জাতি, জাতী, সুমনা, মালতী, রাজপুত্রিকা, চেতকী ও হৃদ্যগন্ধা; এই সাতটি জাতি বা চামেলী-ফুলের নাম। পীতবর্ণ জাতিকে স্বর্ণজাতি বলে।

দ্বিবিধ জাতিফুলের গুণ—দুইপ্রকার জাতিফুলই—উষ্ণবীর্য্য, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট, লঘুপাক এবং বাত, পিত্ত,

কফ, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, বিষদোষ, কুষ্ঠ ও বাতরোগ নিবারক।

যূইফুলের নাম—যূথিকা, গণিকা ও অম্বষ্ঠা; এই তিনটি যূইফুলের নাম। পীতবর্ণ যূথাপুষ্পকে স্বর্ণযূথী ও হেমপুষ্পিকা বলে।

দ্বিবিধ যূইফুলের গুণ—দুইপ্রকার যূইফুলই—শীতবীর্য্য, কটুবিপাক, লঘুপাক, মধুর, তিক্ত, কটু ও কষায়রসবিশিষ্ট, হৃদয়ের প্রীতিকর, পিত্তনাশক, কফপ্রকোপক, বাতবর্দ্ধক, এবং ব্রণ, রক্তদোষ, মুখরোগ, দন্তরোগ, চক্ষুরোগ, শিরোরোগ ও বিষদোষ নাশক।

চাঁপাফুলের নাম—চাম্পেয়, চম্পক ও হেমপুষ্প; এই সকল চাঁপাফুলের নাম। ইহার কলিকাকে গন্ধকলি বলে।

চাঁপাফুলের গুণ—চাঁপাফুল, কটু, তিক্ত, কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, এবং বিষ, ক্রিমি, মূত্রকৃচ্ছ্র, কফ, বাত ও রক্তপিত্তরোগ বিনাশক।

বকুলফুলের নাম—বকুল, মধুগন্ধ, সিংহকেশরক; এই সকল বকুলফুলের নাম।

বকুলফুলের গুণ—বকুলফুল—কষায় ও কটুরসবিশিষ্ট, ঈষদুষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, গুরুপাক, এবং কফ, পিত্ত, বিষ, শ্বিত্র, ক্রিমি ও দন্তরোগ নিবারক।

কদমফুলের নাম—কদম্ব, প্রিয়ক, নীপি, বৃত্তপুষ্প ও হলিপ্রিয়; এই সকল কদমফুলের নাম।

কদমফুলের গুণ—কদমফুল—শীতবীর্য্য, মধুর, লবণ ও কষায়রসবিশিষ্ট, গুরুপাক, ভেদক, বিষ্টম্ভকারক, রূক্ষ, কফজনক, স্তন্যপ্রদ ও বাতবর্দ্ধক।

কুব্জক পুষ্পের নাম—কুব্জক, ভদ্রতরুণী, বৃহৎপুষ্প, অতিকেশর, মহাগহ, কণ্টকাঢ্য, নীলা ও অলিকুলসঙ্কুলা; এই আটটি, কুব্জফুলের নাম।

কুব্জকপুষ্পের গুণ—কুব্জফুল—সুগন্ধ ও মধুররসবিশিষ্ট, ঈষৎ কষায়রসাত্মক, ভেদক, ত্রিদোষ প্রশমক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও শীতনাশক।

মল্লিকাপুষ্পের নাম- মল্লিকা, মদয়ন্তী, শীতভীরু ও ভূপদী; এই সকল মল্লিকাপুষ্পের নাম।

মল্লিকাফুলের গুণ—মল্লিকাফুল—উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট এবং বায়ু, পিত্ত, মুখরোগ, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, অরুচি, বিষ ও ব্রণ নিবারক।

মাধবীফুলের নাম—মাধবী, বাসন্তী, পুণ্ড্রক, মণ্ডক, অতিমুক্ত, বিমুক্ত, কামুক ও ভ্রমরোৎসব; এই সকল মাধবী-ফুলের নাম।

মাধবীফুলের গুণ—মাধবীপুষ্প—মধুররসাত্মক, শীত-বীর্য্য, লঘুপাক ও বাতাদি ত্রিদোষনাশক।

কেয়াফুলের নাম—কেতক, সূচিকাপুষ্প, জম্বুক ও একচচ্ছদ; এই সকল কেয়াফুলের নাম। স্বর্ণ কেতকীকে নৃপপুষ্পা ও সুগন্ধিনী বলে।

কেয়াফুলের গুণ—কেয়াফুল—কটু, মধুর ও তিক্তরস-বিশিষ্ট,লঘুপাক এবং কফ নাশক। স্বর্ণ কেতকী—তিক্তরসযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য ও চক্ষুর হিতকারক।

কিঙ্কিরাতপুষ্পের নাম—কিঙ্কিরাত, হেমগৌর, পীতক ও পীতভদ্রক; এই কয়েকটি কিঙ্কিরাত পুষ্পের নাম।

কিঙ্কিরাতফুলের গুণ—কিঙ্কিরাতপুষ্প—শীতবীর্য্য, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট এবং কফ, পিত্ত, পিপাসা, রক্তদোষ, দাহ, শোষ, বমি ও কৃমি নিবারক।

কর্ণিকারপুষ্পের নাম—কর্ণিকার, পরিব্যাধ, পাদপোৎপল; এই কয়েকটি কর্ণিকার পুষ্পের নাম।

কর্ণিকারপুষ্পের গুণ—কর্ণিকার ফুল—কটু, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট, শোধনকারক, লঘুপাক, রঞ্জনকারক, সুখজনক এবং শোথ, কফ, রক্তদোষ, ব্রণ ও কুষ্ঠ নিবারক।

অশোকফুলের নাম—অশোক, হেমপুষ্প, বঞ্জুল, তাম্রপল্লব, কঙ্কেলি, পিণ্ডীপুষ্প, গন্ধপুষ্প ও নট; এই সকল অশোকপুষ্পের নাম।

অশোকফুলের গুণ অশোকপুষ্প—শীতবীর্য্য, ধারক, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যবিধায়ক, কষায়রসবিশিষ্ট, এবং বাতাদি ত্রিদোষ, অপচী, তৃষা, দাহ, কৃমি, শোষ, বিষ ও রক্তদোষ নিবারক।

বাণপুষ্পের নাম অম্লাত, অম্লাটন, অম্লাতক, কুরণ্টক, বর্ণপুষ্প ও মহাসহ; এই সকল বাণপুষ্পের নাম।

বাণপুষ্পের গুণ--আমলা—উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, মধুর, কষায় ও তিক্তরসবিশিষ্ট।

ঝিণ্টীর নাম—সৈরেয়ক, শ্বেতপুষ্প, সৈরেয়, কটসারিকা, সহাচর, সহচর ও ভিন্দী; এই সকল ঝিণ্টীর নাম। বিশেষতঃ পীতঝিণ্টীকে কুরণ্টক, রক্তঝিণ্টীকে কুরুবক ও নীলঝিণ্টীকে বাণাহ্বয়, দাসী ও আর্ত্তগল বলে।

ঝিণ্টীর গুণ—ঝিণ্টী—কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কফ, কণ্ডূ ও বিষ-

দোষ বিনাশক, মধুর ও তিক্তরসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, ঈষদম্লরস, সুস্নিগ্ধ ও কেশরঞ্জক।

কুন্দপুষ্পের নাম—কুন্দ, মাঘ্য ও সদাপুষ্প; এই তিনটি কুন্দপুষ্পের নাম।

কুন্দপুষ্পের গুণ—কুন্দফুল—শীতবীর্য্য, লঘুপাক, এবং কফ, পিত্ত, শিরোরোগ, ও বিষ দোষ নিবারক।

মুচকুন্দফুলের নাম—মুচুকুন্দ, ক্ষত্রবৃক্ষ, চিত্রক ও প্রতিবিষ্ণুক; এই কয়েকটি মুচকুন্দফুলের নাম।

মুচকুন্দফুলের গুণ—মুচুকুন্দফুল—শিরঃপীড়া, রক্তপিত্ত ও বিষ বিনাশক।

তিলকপুষ্পের নাম—তিলক, ক্ষুরক, শ্রীমান্, পুরুষ ও ছত্রপুষ্পক; এই কয়েকটি তিলকপুষ্পের নাম।

তিলকপুষ্পের গুণ—তিলকফুল—কটুবিপাক, কটু রসাত্মক, ঈষদুষ্ণবীর্য্য, রসায়নগুণযুক্ত, এবং কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, বস্তিরোগ, মুখরোগ ও দন্তরোগ বিনাশক।

বাঁধুলীফুলের নাম—বন্ধুক, বন্ধুজীব, রক্ত ও মাধ্যা হ্নিক; এই সকল বাঁধুলীফুলের নাম।

বাঁধুলীফুলের গুণ—বাধুলীপুষ্প· কফকারক, ধারক, বাত ও পিত্তনিবারক এবং লঘুপাক।

জবাফুলের নাম—ওড্রপুষ্প ও জবা; এই দুইটি জবাফুলের নাম। শ্বেতরক্ত মিশ্রিত জবাকে বিদেমক্ষ্যা বলে।

জবাফুলের গুণ—জবাফুল—মলরোধক ও কেশের পক্ষে অতীব উপকারী।

ত্রিসন্ধ্যার গুণ- শ্বেতরক্ত মিশ্রিত জবা—কফনিবারক বাত নাশক।

সিন্দূরীয়াপুষ্পের নাম—সিন্দূরী, রক্তবীজা, রক্তপুষ্পা ও সুকোমলা; এই কয়েকটি সিন্দূরীপুষ্পের নাম।

সিন্দুরিয়াফুলের গুণ—সিন্দুরীপুষ্প—বিষ, পিত্ত, রক্ত দোষ, পিপাসা ও বমি নিবারক এবং শীতবীর্য্য।

বকফুলের নাম—অগস্ত্য, বঙ্গসেন, মুনিপুষ্প ও মুনিদ্রুম, এই কয়েকটি বকফুলের নাম।

বকফুলের গুণ—বকপুষ্প—পিত্ত, কফ, ও চাতুর্থকজ্বর-নিবারক, শীতবীর্য্য, রুক্ষ গুণযুক্ত, বাতজনক, তিক্তরসবিশিষ্ট ও প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি) নিবারক।

তুলসীর নাম—তুলসী, সুরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, অপেতরাক্ষসী, গৌরী, ভূতঘ্নী ও দেবদুন্দুভি; এই সকল তুলসীর নাম। শুক্লতুলসী ও কৃষ্ণতুলসী ভেদে তুলসী দ্বিবিধ।

দ্বিবিধতুলসীর গুণ—কৃষ্ণ ও শ্বেত দুইপ্রকার তুলসীই—কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট, হৃদয়ের প্রীতিকর, উষ্ণবীর্য্য, দাহজনক, পিত্তপ্রকোপক, অগ্নিদীপক, এবং কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদোষ, পার্শ্ববেদনা, কফ ও বাত বিনাশক।

মরুয়াফুলের নাম—মরুবক, মরুবক, মরুৎ, খর, ফণী, ফণিজ্ঝক, প্রস্থপুষ্প ও সমীরণ; এই সকল মরুয়াফুলের নাম।

মরুয়াফুলের গুণ—মরুয়াফুল—অগ্নিদীপক, হৃদয়ের প্রীতিকর, তীক্ষ্ণ ও রুক্ষগুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তপ্রকোপক, লঘুপাক, কফ, বাত, কটুবিপাক, কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট,

রুচিজনক, সুগন্ধিযুক্ত, বৃশ্চিকাদির বিষদোষ, কুষ্ঠ ও ক্রিমি নাশক।

দোনাফুলের নাম—দমনক, দাণ্ড, মুনিপুত্র, তপোধন, গন্ধোৎকট, ব্রহ্মজটা, বিনীত ও কুলপত্রক, এই সকল দমনক পুষ্পের নাম।

দোনাফুলের গুণ—দনাপুষ্প—কষায় ও তিক্তরসাত্মক, হৃদয়ের প্রীতিকর, বীর্য্যবৰ্দ্ধক, সুগন্ধিযুক্ত এবং গ্রাহনী, বিষ, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, ক্লেদ, কণ্ডু ও বাতাদি ত্রিদোষ নিবারক।

বাবুই তুলসীর নাম—বর্ব্বরা, তুবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা, অজগন্ধিকা ও পর্ণাস; এই সকল বাবুই তুলসীর নাম।

কৃষ্ণ বাবুই তুলসীর নাম কটিঞ্জর, কুঠেরক, কালমাল, করাল, মলুক ও কৃষ্ণমল্লিকা, এই সকল কৃষ্ণ বাবুই তুলসীর নাম। শুভ্র বাবুইকে অর্জ্জক ও বটপত্র বলে।

ত্রিবিধ বাবুই তুলসীর গুণ—তিন প্রকার বাবুই তুলসীই—রুক্ষ ও তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, শীতবীর্য্য, কটুরসবিশিষ্ট, বিদাহজনক, রুচিকারক, হৃদয়ের প্রীতিকারক, অগ্নিদীপক, লঘুপাক, পিত্তবৰ্দ্ধক, এবং কফ, বাত, রক্তদোষ, কণ্ডু, ক্রিমি ও বিষ দোষ নাশক।

পুষ্পাদি বর্গ সমাপ্ত।

বটাদিবর্গ।

বটের নাম—বট, রক্তফল, শৃঙ্গী, ন্যগ্রোধ, স্কন্ধজ, ধ্রুবক্ষীরী, বৈশ্রবণাবাস, বহুপাদ ও বনস্পতি, এই সকল বটগাছের নাম।

বটের গুণ—বট—শীতবীর্য্য, গুরুপাক, মলরোধক, কষায়রসবিশিষ্ট, বর্ণের উজ্জলতা কারক, এবং কফ, পিত্ত, ব্রণ, বিসর্প, দাহ, ও যোনিদোষ নাশক।

অশ্বত্থের নাম—বোধিদ্রু, পিপ্পল, অশ্বত্থ, চলপত্র ও ও গজাশন; এই সকল অশ্বত্থ বৃক্ষের নাম।

অশ্বত্থের গুণ—অশ্বত্থ—দুষ্পাচ্য, শীতবীর্য্য, পিত্তনিবারক, কফনাশক, ব্রণসংহারক, রক্তদোষনাশক, গুরুপাক, কষায়রস-বিশিষ্ট, রূক্ষ, বর্ণের ঔজ্জল্যবিধায়ক ও যোনিদোষ সংশোধক।

পারীষবৃক্ষের নাম—পারিষ, পলাশ, কপিচুত, কমণ্ডলু, গর্দ্দভাণ্ড, কন্দরাল, কপীতন ও সুপাশ্বক; এই সকল পলাশ-পিপুলবৃক্ষের নাম।

পারীষের গুণ—পারীষ—দুষ্পাচ্য, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, ক্রিমি ও শুক্রজনক এবং কফকারক।

পারীষের ফল, মূল ও মজ্জার গুণ—পারীষের ফল অম্লরসবিশিষ্ট ও মধুর রসাত্মক। পারিষের মূল—কষায়রসবিশিষ্ট। এবং পারিষমজ্জা—মধুররসবিশিষ্ট।

নন্দীবৃক্ষের নাম—নন্দীবৃক্ষ, অশ্বত্থভেদ, প্ররোহী, গজ-পাদপ, স্থালীবৃক্ষ, ক্ষয়তরু, ক্ষীরী ও বনস্পতি; এই আটটী নন্দী-বৃক্ষের নাম।

নন্দীবৃক্ষের গুণ—নন্দীবৃক্ষ—লঘুপাক, মধুর, কষায়, কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, ধারক এবং বিষদোষ, কফ ও রক্তদোষনাশক।

যজ্ঞডুম্বুরের নাম উদুম্বর, জন্তুফল, যজ্ঞাঙ্গ ও হেম-দুগ্ধক; এই সকল যজ্ঞডুম্বুরের নাম। যজ্ঞডুমুর, ব, চা। গজ-

বুহই, য। ডুম্বুর, ম, মা। মগডুম্বুর, ুপা, ত্রি। মগ-ডুমইর, য।

যজ্ঞডুম্বুরের গুণ—যজ্ঞডুম্বুর—মধুর ও কষায় রসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, রূক্ষ, গুরুপাক, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষনাশক, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যবিধায়ক, ব্রণশোধক ও ব্রণরোপক।

কাকডুম্বুরের নাম—কাকোদুম্বরিকা, ফল্গু, মলপূ ও জঘনেফলা; এই কয়েকটি কাকডুম্বুরের নাম। ইহা নিঃসার, খরপত্র, পুষ্পশূন্য, শুক্লক্ষীর ও বহুবীজবত্তুলফল বৃক্ষবিশেষ।

কাকডুমুরের গুণ—দেশীডুমুর—স্তম্ভনকারক, শীত-বীর্য্য, কষায় ও তিক্ত রসবিশিষ্ট, এবং কফ, পিত্ত, ব্রণ, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, অর্শঃ ও কামলারোগ বিনাশক।

পাকুরবৃক্ষের নাম—প্লক্ষ, জটী, পর্কটী, ও পর্কটা; এই সকল পাকুড় বৃক্ষের নাম।

পাকুড়ের গুণ—পাকুড়ছাল—কষায়রসাত্মক, শীতবীর্য্য, এবং ব্রণ, যোনিরোগ, দাহ, পিত্ত, কফ, রক্তদোষ, শোথ ও রক্ত-পিত্তরোগ বিনাশক।

শিরীষবৃক্ষের নাম—শিরীষ, ভণ্ডিল, ভণ্ডী, ভণ্ডীর, কপীতন, শুকপুষ্প, শুকতরু, মৃদুপুষ্প ও শুকপ্রিয়, এই সকল শিরীষ বৃক্ষের নাম।

শিরীষবৃক্ষের গুণ—শিরীষছাল—ঈষদুষ্ণবীর্য্য, মধুর ও তিক্তরসবিশিষ্ট, কষায়রসাত্মক, লঘুপাক এবং বাতাদিদোষত্রয়, শোথ, বিসর্প, কাস, ব্রণ ও বিষ বিনাশক।

ক্ষীরিবৃক্ষ ও পঞ্চবল্কলের নাম—বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পারীষ ও প্লক্ষ (পাকুড়), এই পাঁচটীবৃক্ষের মিলনকে

ক্ষীরিবৃক্ষ বলে, এবং ইহাদের মিলিত বল্কলকে পঞ্চবল্কল বলে। কেহ কেহ পারীষ স্থানে শিরীষ ও কেহ কেহ পারীশ স্থানে বেতস বলেন।

ক্ষীরিবৃক্ষের গুণ—ক্ষীরিবৃক্ষের ছাল—শীতবীর্য্য, বর্ণের উজ্জ্বল্যজনক, যোনিরোগনাশক, ব্রণনিবারক, রূক্ষ গুণযুক্ত, কষায়রসবিশিষ্ট এবং মেদোরোগ, বিসর্প, শোথ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষনাশক, স্তন্যবর্দ্ধক ও ভগ্নাস্থি সংযোজক।

ক্ষীরিবৃক্ষের পত্রের গুণ—বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের পত্র—শীতবীর্য্য, ধারক, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট, লঘুপাক, লেখন-গুণযুক্ত অর্থাৎ দেহের কৃশতাকারক এবং কফ, বিষ্টম্ভ, আধ্মান ও বাতরক্ত রোগ বিনাশক।

পঞ্চবল্কলের গুণ—পঞ্চবল্কল অর্থাৎ বটাদি পঞ্চক্ষীরি-বৃক্ষের মিলিত ছাল—শীতবীর্য্য, ধারক এবং ব্রণ, শোথ ও বিসর্পরোগ নাশক।

শালবৃক্ষের নাম—শাল, সর্জ্জ, কার্শ্য, অশ্বকর্ণিকা ও শস্যসম্বর; এই কয়েকটি শালবৃক্ষের নাম।

শালবৃক্ষের গুণ—শালবৃক্ষ—কষায়রসবিশিষ্ট, এবং ব্রণ, ঘর্ম্ম, কফ, ক্রিমি, ব্রধ্ন (বাগী), বিদ্রধি, বাধির্য্য (কালা), যোনিরোগ ও কর্ণরোগ নিবারক।

সর্জ্জকবৃক্ষের নাম সর্জ্জক, অজকর্ণ, শাল ও সারচ-পত্রক; এই কয়েকটি সর্জ্জক বা বাঁজিশালবৃক্ষের নাম।

সর্জ্জকবৃক্ষের গুণ—অজকর্ণ—তিক্ত, কটু ও কষায়রস-বিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, এবং কফ, পাণ্ডু, কর্ণরোগ, মেহ, কুষ্ঠ, বিষ ও ব্রণ নিবারক।

শল্লকীবৃক্ষের নাম—শল্লকী, গজভক্ষ্যা, সুবহা, সুরভী, রসা, মহেরুণা, কুন্দুরুকী, সল্লকী ও বহুস্রবা ; এই নয়টি শল্লকী-বৃক্ষের নাম।

শল্লকীবৃক্ষের গুণ—শল্লকীবৃক্ষ—কষায়রসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, পুষ্টিকারক, এবং কফ, পিত্ত, অতিসার, রক্তপিত্ত ও ব্রণ নাশক।

শিংশপাবৃক্ষের নাম—শিংশপা, পিচ্ছিলা, শ্যামা, কৃষ্ণসারা, অগুরু, কপিলা ও ভস্মগর্ভা, এই সকল শিশুবৃক্ষের নাম।

শিংশপার গুণ—শিশুবৃক্ষ—কটু, কষায় ও তিক্তরসবিশিষ্ট, শোথনাশক, উষ্ণবীর্য্য এবং মেদ, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, বমি, ক্রিমি, বস্তিরোগ, ব্রণ, দাহ, রক্তদোষ, কফ ও গর্ভনাশক।

অর্জ্জুনবৃক্ষের নাম—ককুভ, অর্জ্জুন পর্য্যায়ক শব্দ সমূহ, নদীসর্জ্জ, ইন্দ্রদ্রু, বীরবৃক্ষ, বীর ও ধবল ; এই সকল অর্জ্জুন বৃক্ষের নাম।

অর্জ্জুন ছালের গুণ—অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল—শীতবীর্য্য, হৃদয়ের প্রীতিকারক, কষায়রসবিশিষ্ট, এবং ক্ষত, ক্ষয়, বিষ, রক্তদোষ, মেদ, মেহ, ব্রণ, কফ, ও পিত্ত নাশক।

পীতশালবৃক্ষের নাম—বীজক, পীতসার, পীতশালক, বন্ধূকপুষ্প, প্রিয়ক, সর্জ্জক ও আসন, এই সকল পীতশালবৃক্ষের নাম।

পীতশালের গুণ—আসনবৃক্ষের ছাল—কুষ্ঠ, বিসর্প, শ্বিত্র, মেহ, মলদ্বারস্থক্রিমি, কফ ও রক্তপিত্তরোগ বিনাশক, চর্ম্মের পক্ষে হিতসাধক, কেশের পক্ষে উপকারী ও রসায়ন গুণযুক্ত।

খদিরবৃক্ষের নাম—খদির, রক্তসার, গায়ত্রী, দন্তধাবন, কণ্টকী, বালপত্র, বহুশল্য ও যাজ্ঞিক ; এই সকল খয়েরকাষ্ঠের নাম। খয়ের, স। খয়র কো।

খদিরবৃক্ষের গুণ —খদিরবৃক্ষ - শীতবীর্য্য, দন্তের পক্ষে উপকারী, কষায়রসবিশিষ্ট, এবং কণ্ডূ, কাস, অরুচি, মেদ, ক্রিমি, মেহ, জ্বর, ব্রণ, শ্বিত্র, আম, পিত্ত, রক্তদোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ ও কফ নিবারক।

শ্বেতখদিরের নাম—খদির, শ্বেতসার, কদর ও সোম বল্কক, এই সকল পাপরী খয়েরের নাম।

শ্বেতখদিরের গুণ—পাপরীখয়ের—বিশদগুণ বিশিষ্ট, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যবিধায়ক এবং মুখরোগ, রক্তদোষ ও কফ বিনাশক।

গুয়েবাবলারনাম—ইরিমেদ, বিট্‌খদির, কালস্কন্ধ ও অরিমেদক ; এই কয়েকটি গুয়েবাবলার নাম।

গুয়েবাবলার গুণ —গুয়েবাবলা—কষায়রসাত্মক,উষ্ণ বীর্য্য, এবং মুখরোগ, দন্তরোগ, রক্তদোষ, কণ্ডূ, বিষ, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ব্রণ ও গ্রহদোষ নিবারক।

রয়নার নাম - রোহীতক, রোহিতক, রোহী ও দাড়িম-পুষ্পক ; এই কয়েকটি রয়নার নাম।

রয়নার গুণ—রোহিতক—প্লীহানাশক, রুচিকারক ও রক্তপ্রসাদক।

বাব্‌লার নাম—বব্বুল, কিঙ্কিরাল, কিঙ্কিরাত, সপীতক, আভা ও ষট্‌পদমোদিনী ; এই সকল বাবলাগাছের নাম। বাবলাগাছ, স।

বাব্‌লার গুণ—বাবলার ছাল—ধারক, এবং কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষনিবারক।

রীটার নাম—অরিষ্টক, মাঙ্গল্য, কৃষ্ণবর্ণ, অর্থসাধন, রক্তবীজ, পীতফেন, ফেনীল, ও গর্ভপাতন; এই কয়েকটি রীটার নাম।

রীটার গুণ—রীটা—ত্রিদোষ ও গ্রহদোষ নিবারক, কটু-বিপাক, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, লঘুপাক, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, দাহ ও শূলনাশক এবং গর্ভপাতকারী।

জিয়াপুতার নাম—পুত্রঞ্জীব, গর্ভকর, যষ্ঠীপুষ্প ও অর্থসাধক; এই কয়েকটি জিয়াপুতার নাম।

জিয়াপুতার গুণ—জিয়াপুতা—গুরুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, গর্ভকারক, কফনিবারক, বাতনাশক, মল মূত্রস্রাবক, রূক্ষগুণযুক্ত, শীতবীর্য্য, মধুর, লবণ, ও কটুরসবিশিষ্ট।

ইঙ্গুদীবৃক্ষের নাম—ইঙ্গুদ, অঙ্গারবৃক্ষ, তিক্তক ও তাপসদ্রুম; এই কয়েকটি ইঙ্গুদীবৃক্ষের নাম।

ইঙ্গুদীর গুণ—ইঙ্গুদীবৃক্ষের ছাল—কুষ্ঠ, ভূতাদিদোষ, গ্রহদোষ, ব্রণ, বিষ, ক্রিমি, শ্বিত্র ও শূলরোগ বিনাশক; উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরসবিশিষ্ট ও কটুবিপাক।

জিঙ্গিনীবৃক্ষের নাম—জিঙ্গিনী, ঝিঙ্গিনী, ঝিঙ্গী, সুনির্য্যাসা ও প্রমোদিনী; এই কয়েকটি জিঙ্গিনীবৃক্ষের নাম।

জিঙ্গিনীর গুণ—জিঙ্গিনীবৃক্ষের ছাল—উষ্ণবীর্য্য, মধুর, কটু, লবণ ও কষায়রসবিশিষ্ট, ব্রণশোধক, এবং ব্রণ, হৃদ্রোগ, বাত ও অতীসারনিবারক, পরন্তু তমাল ও শালবৎগুণবিশিষ্ট, দাহ ও বিস্ফোটনাশক।

তুদগাছের নাম—তুণী, তুন্নক, আপীন, তুণিক, কচ্ছক, কুঠেরক, কান্তলক, নন্দিবৃক্ষ ও নন্দক; এই সকল তুদগাছের নাম।

তুদগাছের গুণ—তুদগাছ—কটুবিপাক, কষায়, তিক্ত ও মধুররসবিশিষ্ট, লঘুপাক, ধারক, শীতবীর্য্য, বীর্য্যবর্দ্ধক, এবং ব্রণ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তরোগ বিনাশক।

ভূর্জ্জপত্রের নাম—ভূর্জ্জপত্র, ভূর্জ্জ, চর্ম্মী ও বহুবল্কল; এই কয়েকটি ভূর্জ্জপত্রের নাম। ইহার ছালে কবজ লেখা হয়। ভূর্জ্জিপত্র, ক। ভোজপাতা, ব।

ভূর্জ্জপত্রের গুণ—ভূর্জ্জপত্র—ভূতদোষ, গ্রহদোষ, কফ, কর্ণরোগ, পিত্ত, রক্তদোষ, রাক্ষসগ্রহ, মেদোরোগ ও বিষদোষ-বিনাশক এবং কষায়রসবিশিষ্ট।

পলাশের নাম—পলাশ, কিংশুক, পর্ণ, যাজ্ঞিক, রক্ত-পুষ্পক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বাতপোথ, ব্রহ্মবৃক্ষ ও সমিদ্বর; এই সকল পলাশগাছের নাম। পলাশফুলেরগাছ, স।

পলাশের ছালের গুণ—পলাশবৃক্ষের ছাল—অগ্নি-দীপক, বীর্য্যবর্দ্ধক, ভেদক, উষ্ণবীর্য্য, ব্রণনাশক, গুল্মনাশক, কষায়, কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, অর্শাদি গুহ্য জাত-রোগনাশক, ভগ্নসন্ধানকারক এবং ত্রিদোষ, গ্রহণী, অর্শোরোগ ও ক্রিমিনাশক।

পলাশপুষ্পের গুণ—পলাশফুল—মধুরবিপাক, কটু, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট, বায়ুবর্দ্ধক, ধারক, শীতবীর্য্য এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, তৃষ্ণা, দাহ, বাতরক্ত ও কুষ্ঠ বিনাশক।

পলাশবীজের গুণ—পলাশবীজ—লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য

অর্থাৎ নাঠী ঘা, বিষ, ক্রিমি এবং কফ ও কুষ্ঠনাশক, কটুরসাত্মক, রুক্ষ গুণযুক্ত ও উষ্ণবীর্য্য।

কটভী ফলের গুণ—কটভীফল—পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট, এবং কফ ও শুক্রদোষ বিনাশক।

ঘণ্টাপাটলির নাম—মোক্ষ, মোক্ষক, গোলীঢ, গোলিহ, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, ক্ষারবৃক্ষ; এই সকল ঘণ্টাপারুলের নাম। ইহা শ্বেত ও কৃষ্ণ ভেদে দুই প্রকার।

ঘণ্টাপারুলের গুণ—ঘণ্টাপারুল কটু ও তিক্তরস-বিশিষ্ট, মল রোধক, উষ্ণবীর্য্য, এবং কফ, বাত, বিষ, মেদ, গুল্ম, কটিবেদনা, ক্রিমি ও শুক্রদোষ বিনাশক।

জলশিরীষের নাম—শিরীষিকা, টিণ্টিণিকা, তুকলা ও অম্বুশিরীষিকা; এই কয়েকটি জলশিরীষের নাম।

জলশিরীষের গুণ—জলশিরীষ—ত্রিদোষ, বিষদোষ, কুষ্ঠ ও অর্শোরোগনাশক।

শমীর নাম—শমী, শক্তুফলা, তুঙ্গা, কেশহন্ত্রী, শিবাফলা, মঙ্গল্যা ও লক্ষ্মী, এই সকল শাঁই গাছের নাম। ক্ষুদ্র শমীকে শমির বলে।

শমীর গুণ—শাঁই গাছের ছাল—তিক্ত, কষায় ও কটুরসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, বিরেচক, লঘুপাক, এবং কফ, কাস, ভ্রম, শ্বাস, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও ক্রিমি বিনাশক।

ছাতিমের নাম—সপ্তপর্ণ, বিশালত্বক্, শারদ ও বিষমচ্ছদ; এই কয়েকটি ছাতিম বৃক্ষের নাম। ছেতেন্ ও ছাতিম গাছ, ক। ছাতিয়ান গাছ, প, ম। ছাইতান গাছ, চা।

ছাতিমের গুণ—ছাতিমের ছাল—ব্রণ, কফ, বাত, কুষ্ঠ,

রক্তদোষ, ক্রিমি, শ্বাস ও গুহ্য নাশক, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কষায়রসাত্মক ও ভেদক।

তিনিশ বৃক্ষের নাম—তিনিশ, স্পন্দন, নেমী, রথদ্রু ও বঞ্জুল; এই সকল জারুল বৃক্ষের নাম।

তিনিশ ছালের গুণ—জারুল ছাল—কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, মেদ, কুষ্ঠ, প্রমেহ, শ্বিত্র, দাহ, ব্রণ, পাণ্ডু ও ক্রিমি-বিনাশক এবং কষায় রসবিশিষ্ট।

ভূমিসহের নাম—ভূমিসহ, দ্বারদাতু, বরদাতু ও খরচ্ছদ; এই চারিটি ভূমিসহের নাম।

ভূমিসহের গুণ—ভূমিসহ—শীতবীর্য্য এবং রক্ত ও পিত্ত-দোষ প্রশমক।

বটাদি বর্গ সমাপ্ত।

ফলবর্গ।

আমের নাম—আম্র, রসাল, সহকার, অতিসৌরভ, কামাঙ্গ, মধুদূত, মাকন্দ ও পিকবল্লভ; এই আটটি আমের নাম।

আম্রপুষ্পের গুণ—আমের বোল—অতীসার, কফ, পিত্ত, প্রমেহ ও রক্তদোষ নিবারক, শীতবীর্য্য, রুচিকারক, মল-রোধক ও বাত বর্দ্ধক।

কাঁচা আমের গুণ—কাচা আম—কষায় ও অম্লরসবিশিষ্ট, রুচিকারক, বাতপ্রকোপক ও পিত্তজনক।

বার্তী আমের গুণ—বার্তী আম—অত্যন্ত অম্লরসাত্মক, রুক্ষগুণযুক্ত, ত্রিদোষজনক ও রক্তদূষক।

আমসীর গুণ—অম্ল, কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট, ভেদক ও কফবাতনাশক।

পাকা আমের গুণ—পাকা আম—বীর্য্যবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ-গুণযুক্ত, বলকারক, সুখজনক, গুরুপাক, বাতনাশক, হৃদয়ের-প্রীতিকর, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বিধায়ক, শীতবীর্য্য, ঈষৎ পিত্তবর্দ্ধক, ঈষৎ কষায়রসযুক্ত ও মধুররসবিশিষ্ট, অগ্নিদীপক, কফকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

গাছপাকা আমের গুণ- গাছপাকা আম—গুরুপাক, অত্যন্ত বাতনাশক, মধুর ও অম্লরসবিশিষ্ট ও কিঞ্চিৎ পিত্তপ্রকোপক। কৃত্রিমপক্ব অর্থাৎ ঘরে পাকান আম—পিত্তনাশক; যে হেতু উহা অম্লরস বিহীন হইয়া মধুররসবিশিষ্ট হয়; অতএব পিত্তপ্রশমন করিয়া থাকে।

পাকা বাসী আমের গুণ—পাকা বাসী আম—অত্যন্ত-রুচিকারক, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক, লঘুপাক, শীতবীর্য্য, শীঘ্র পরিপাক হয়, বাতনিবারক, পিত্তনাশক ও ভেদক।

পাকা আমের গালিত রসের গুণ—পাকা আমের গালিত রস—বলকারক, গুরুপাক, বাতনাশক, ভেদক, তৃপ্তিকর, অহৃদ্য, অত্যন্ত পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক।

খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটা পাকা আম—অত্যন্ত গুরুপাক, রুচিকর, বিলম্বে পরিপাক হয়, মধুররসবিশিষ্ট, পুষ্টিজনক, বলকারক, শীতবীর্য্য ও বাতনাশক।

দুগ্ধাম্র—বীর্য্যবর্দ্ধক, বর্ণকারক, মধুররসাত্মক, গুরু-

পাক, শীতবীর্য্য, বাতপিত্তনাশক, রুচিকারক, পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক।

অধিক পরিমাণে আম্র ভক্ষণ করিলে অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, রক্তদূষিত রোগ, বদ্ধগুদ, উদরী ও চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয়। অতএব অধিক আম্র ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু এই বিধি অম্ল-রসাত্মক আম্র সম্বন্ধে জানিবে, যে হেতু মধুর আম্র চক্ষুর পক্ষে বিশেষ হিতকর। অধিক মাত্রায় আম্র ভক্ষণ করিয়া শুণ্ঠির ক্বাথ পান করিলে অথবা সচল লবণ সহ জীরকচূর্ণ সেবন করিলে দোষ সংশোধিত হয়।

আমসত্ত্বের লক্ষণ—পাকা আমের রস বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া পটে বিস্তার পূর্ব্বক, লেপন করিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিবে, শুকাইলে পুনর্ব্বার ঐরূপে লেপন করিয়া শুকাইয়া লইবে; এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ আমের রস লেপন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুকাইয়া পুরু করিয়া লইলে, তাহাকে আম্রাবর্ত্ত (আমসত্ত্ব) বলা যায়।

আম সত্ত্বের গুণ—আমসত্ত্ব—পিপাসা, বমি, বাত ও পিত্তনাশক, ভেদক, রুচি কারক ও রৌদ্রপক্কহেতু লঘুপাক-হয়।

আম্রবীজের গুণ—আমের আটির শাঁস—কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট, বমিনাশক, অতীসার নিবারক, ঈষদম্লরসাত্মক, এবং হৃদয়ের দাহনিবারক।

আমের কচি পাতার গুণ—আম্রের কচিপাতা—রুচি-কারক এবং কফ ও পিত্ত বিনাশক।

রাজাম্রের নাম—রাজাম্র, টঙ্ক, আম্রাত, কামাঙ্গ ও নৃপবল্লভ এই সকল রাজাম্রের নাম।

রাজাম্রের গুণ—ফজলী আম—কষায় ও মধুর রস-বিশিষ্ট, বিশদ (অপিচ্ছিল) গুণযুক্ত, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, মল-রোধক, রুক্ষগুণযুক্ত, বিবন্ধ ও আধ্মান কারক, বাতবর্দ্ধক, কফ ও পিত্ত নিবারক।

আমড়ার নাম—আম্রাতক, পীতন, মর্কটাম্র ও কপীতন ; এই কয়েকটি আমড়ার নাম।

আমড়ার গুণ—আমড়া— অম্লরসবিশিষ্ট, বাতনাশক, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর ও মলনিঃসারক।

পাকাআমড়ার গুণ—পাকা আমড়া—কষায় ও মধুর-রসবিশিষ্ট, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, তৃপ্তিকর, কফবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ-গুণযুক্ত, বীর্য্যবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভকারক, পুষ্টিকর, গুরুপাক, বলকারক, এবং বাত, পিত্ত, ক্ষত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তদোষ বিনাশক।

কেওড়ার নাম—কোশাম্র, ক্ষুদ্রাম্র, ক্রিমিবৃক্ষ ও সুকোশক ; এই কয়েকটি কেওড়ার নাম। কোশাম ও কেওড়া ক। ক্যাওড়াগাছ, ব, চা।

কেওড়ার গুণ—কেওড়া—কুষ্ঠ, শোথ, রক্তদোষ, পিত্ত, ব্রণ ও কফ বিনাশক।

কাঁচাকেওড়ার গুণ—কেওড়ার কাঁচা ফল—ধারক, বাতনাশক, অম্লরসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক ও পিত্তবর্দ্ধক।

পাকাকেওড়ার গুণ—কেওড়ার পাকাফল—অগ্নি-দীপক, রুচিকর, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ ও বাতনাশক।

কাঁঠালের নাম—পনস, কণ্টকিফল, পনশ ও বৃহৎ ফল ; এই কয়েকটি কাঁঠালের নাম।

পাকাকাঁঠালের গুণ—পক্ব পনসফল—শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ-

গুণবিশিষ্ট, পিত্ত ও বাতনাশক, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকারক, মধুর-রসবিশিষ্ট, মাংসবৰ্দ্ধক, কফকর,বলকারক, শুক্রজনক, এবং রক্ত-পিত্ত, ক্ষত ও ব্রণ নিবারক।

কাঁচাকাঁঠালের (ইচোড়ের) গুণ—কাঁচা কাঁঠাল (ইচোড়)—বিষ্টম্ভকারক, বায়ুবৰ্দ্ধক, কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট, গুরুপাক, দাহজনক, কফ কারক ও মেদোজনক।

কাঁঠালবীজের গুণ—কাঁঠালের আঁটি—বীর্য্যবৰ্দ্ধক, মধুররসবিশিষ্ট, গুরুপাক, মলবদ্ধতাকারক ও মূত্রস্রাবক।

কেহ কেহ বলেন—কাঁঠালের বীজ—বীর্য্যবৰ্দ্ধক ও ত্রিদোষ-নাশক।

গুল্মরোগ ও মন্দাগ্নি বিশিষ্ট ব্যক্তির কাঁঠাল ভক্ষণ কৰ্ত্তব্য নহে।

ডেহুয়ার নাম—লকুচ, ক্ষুদ্রপনস, লিকুচ ও ডহু, এই সকল মাদারের নাম। ডেউও, ডাহুয়া ও মাদার, ক। ডেউয়া, ব, চা, পা। ডেউয়া, য।

কাঁচাডেহুয়ার গুণ— কাঁচাডহুয়া— উষ্ণবীর্য্য, গুরু-পাক, বিষ্টম্ভকারক, অম্ল ও মধুররসবিশিষ্ট, ত্রিদোষজনক, রক্ত-দূষক, শুক্রনাশক, অগ্নিনাশক ও চক্ষুর পক্ষে অহিতকর।

পাকাডেহুয়ার গুণ—পাকা ডেহুয়া—মধুর ও অম্লরস-বিশিষ্ট, বায়ুপ্রকোপক, পিত্তজনক, কফকর, অগ্নিদীপক, রুচি-কর, বীর্য্যবৰ্দ্ধক ও বিষ্টম্ভকারক।

কলার নাম—কদলী, বারণা, মোচা, অম্বুসারা ও অংশু-মৎফলা; এই কয়েকটি কলার নাম।

কাঁচাকলার গুণ—কাঁচাকলা—মধুররসবিশিষ্ট,শীতবীর্য্য,

বিষ্টম্ভকারক কফনাশক, গুরুপাক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, রক্তপিত্ত, পিপাসা, দাহ, ক্ষত, ক্ষয় ও বায়ু নিবারক।

পাকাকলার গুণ—পাকাকলা—মধুররস বিশিষ্ট, শীত-বীর্য্য, মধুরবিপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, ক্ষুধানাশক, পিপাসা নিবারক, চক্ষুরোগনাশক, মেহনিবারক, রুচিকারক ও মাংসজনক।

কলার প্রকার ভেদ ও গুণ—মাণিক্য, মর্ত্ত (মর্ত্ত-মান), অমৃত ও চম্পকাদি (চাঁপা প্রভৃতি) অনেক প্রকার কলা আছে; তন্মধ্যে কথিত এই সকল কলায় পূর্ব্বোক্ত গুণ সকল অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে; বিশেষতঃ এই সকল কলা—লঘুপাক ও নির্দ্দোষ।

চিভিটের নাম—চিভিট, ধেনুদুগ্ধ ও গোরক্ষকর্কটী; এই তিনটি কাঁকুড় ও ফুটীর নাম। ইহা কর্কটজাতীয় চিত্রিতগাত্র, পাণ্ডুবর্ণ ফলবিশিষ্ট লতাজাতীয় বৃক্ষবিশেষ।

চিভিটের কাঁচা ফলের গুণ—চিভিটের কাঁচা ফল (কাঁকুড়)—মধুররসাত্মক, রুক্ষগুণবিশিষ্ট, গুরুপাক, পিত্ত ও কফ-নিবারক, ঈষদুষ্ণবীর্য্য, মলরোধক ও বিষ্টম্ভকারক।

পাকা চিভিটের গুণ—পাকা চিভিট (ফুটী)—উষ্ণবীর্য্য ও পিত্তবর্দ্ধক।

নারিকেলের নাম—নারিকেল, দৃঢ়ফল, লাঙ্গলী, কূর্চ্চ শীর্ষক, তুঙ্গ, স্কন্ধফল, তৃণরাজ ও সদাফল; এই সকল নারিকেলের নাম।

নারিকেলের গুণ—নারিকেল ফল—শীতবীর্য্য, দুর্জ্জর, বস্তিশোধক, বিষ্টম্ভজনক, পুষ্টিকারক, বলকর এবং বাত, পিত্ত

দাহ ও রক্তদোষ নিবারক। বিশেষতঃ কোমল নারিকেল—পিত্তজ্বর ও পিত্তদোষ বিনাশক। ঝুনা নারিকেল—গুরুপাক, পিত্তজনক, বিদাহী ও বিষ্টম্ভজনক। নারিকেলের জল-শীতবীর্য্য, হৃদয়ের প্রীতিকর, অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘুপাক, পিপাসা নিবারক, পিত্তনাশক, মধুররসাত্মক ও অত্যন্ত বস্তিশুদ্ধিকারক।

নারিকেল, তাল ও খেজুরমাথার গুণ—নারিকেল, তাল ও খেজুর; ইহাদের মাথী—কষায় ও মধুর-রসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ গুণযুক্ত, পুষ্টিকারক ও গুরুপাক।

তরমুজের নাম—কালিন্দ, কৃষ্ণবীজ, কালিঙ্গ ও সুবর্ত্তুল, এই কয়েকটি তরমুজের নাম।

কাঁচা তরমুজের গুণ—কাঁচা তরমুজ—মলরোধক, দৃষ্টি-শক্তি নাশক, পিত্তনিবারক, শুক্র নাশক শীতবীর্য্য ও গুরুপাক।

পাকা তরমুজের গুণ—পাকা তরমুজ—উষ্ণবীর্য্য, ক্ষার-বিশিষ্ট, পিত্তবর্দ্ধক এবং বাত ও কফ নিবারক।

খর্ব্বুজের নাম—দশাঙ্গুল, খর্ব্বুজ, এই দুইটি খর্ব্বুজের নাম।

খর্ব্বুজের গুণ—খর্ব্বুজ—মূত্রবর্দ্ধক, বলকর, কোষ্ঠশুদ্ধি কারক, গুরুপাক, স্নিগ্ধ গুণযুক্ত, মধুররসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, বীর্য্য-বর্দ্ধক, পিত্ত ও বাতনিবারক। যে খর্ব্বুজ অম্ল মধুররসাত্মক ও ক্ষারযুক্ত, তাহা—রক্তপিত্তরোগ ও মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপাদন করে।

শসার নাম—ত্রপুষ, কণ্টকি দল, সুধাবাস ও সুশীতল, এই চারিটি শসার নাম।

কাঁচা শসার গুণ—নীলবর্ণ কাঁচা শসা—লঘুপাক, পিপাসা-

নাশক, ক্লান্তি ও দাহ নিবারক, মধুররসবিশিষ্ট, পিত্তনাশক, শীতবীর্য্য, এবং রক্তপিত্তনাশক।

পাকাশসার গুণ—পাকাশসা—অম্লরসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক ও কফ বাত নাশক।

শসার বীজের গুণ—শসার দানা—মূত্র প্রবর্ত্তক, শীত-বীর্য্য, রুক্ষগুণযুক্ত, পিত্তনাশক, রক্তদোষ ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ-বিনাশক।

সুপারীর নাম—খপূর, পূগী, পূগ, গুবাক ও ক্রমুক, এই কয়েকটি সুপারী গাছের নাম। ইহার ফলকে পুগীফল ও উদ্বেগ বলে।

সুপারীর ছালের গুণ—সুপারীর ছাল—গুরুপাক, শীতবীর্য্য, রুক্ষ গুণ ও কষায়রসবিশিষ্ট, কফ নিবারক, পিত্তনাশক, মত্ততাজনক, অগ্নিদীপক, রুচিকারক ও মুখের বিরসতা নিবারক।

কাঁচা সুপারীর গুণ—কাঁচাসুপারী—গুরুপাক, অভি-ষ্যন্দি কারক, অগ্নি ও দৃষ্টিশক্তি নাশক।

স্নিগ্ধ (পাকা) সুপারীর গুণ—পাকাসুপারী—ত্রিদোষ নাশক। যে সুপারীর মধ্যভাগ কঠিন, তাহাই অত্যুত্তম।

তালের নাম—তাল, লেখাপত্র, তৃণরাজ, মহোন্নত; এই কয়েকটি তালগাছের নাম।

তালের পাকা ফলের গুণ—পাকাতাল—পিত্তবর্দ্ধক, রক্তজনক, কফকারক, দুষ্পাচ্য, বহুমূত্রজনক, তন্দ্রাজনক, অগ্নি-মান্দ্যকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

তালের টাটকা মজ্জার গুণ—তালের টাটকা মজ্জা—

কিঞ্চিৎ অম্লতাজনক, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বাতঘ্ন ও পিত্তনিবারক, স্নিগ্ধ গুণযুক্ত, মধুররসবিশিষ্ট ও ভেদক।

তাড়ীর গুণ—তাড়ী অর্থাৎ তালের টাটকা রস—অত্যন্ত-মত্ততাজনক, উহা টক হইলে পিত্তজনক ও বাতদোষ নিবারক হয়।

বেলের নাম—বিল্ব, শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, মালূর ও শ্রীফল; এই পাঁচটি বেলের নাম। কচিবেলকে বিল্বকর্কটী ও বিল্বপেশিকা বলে।

কচিবেলের গুণ—কচিবেল—ধারক, কফ, বাত, আম ও শূলনাশক। মতান্তরে কচিবেল—মলরোধক, অগ্নিদীপক, পাচক, তিক্ত, কটু ও কষায়রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধগুণ বিশিষ্ট, এবং বাত ও কফনাশক।

পাকাবেলের গুণ—পাকাবেল গুরুপাক, দুষ্পাচ্য, বাহ্য বায়ু দুর্গন্ধিকারক, ত্রিদোষ প্রকোপক, বিদাহজনক, বিষ্টম্ভকারক, মধুররসাত্মক ও অগ্নিমান্দ্যকারক।

ফলের মধ্যে পাকাফল—বিশেষগুণদায়ক; কিন্তু বিল্ব তাহা নহে, উহার কাঁচাই বিশেষগুণদায়ক। যে হেতু কিসমিস বেল ও হরীতকী, ইহাদের শুষ্কফলই অধিক গুণ বিশিষ্ট।

কপিত্থের নাম—কপিত্থ, দধিত্থ, পুষ্পফল, কপিপ্রিয়, দধিফল, ও দন্তশঠ, এই সকল কদবেলের নাম। কদ্‌বেল, স।

কপিত্থ বা কাঁচাকদ্‌বেলের গুণ—কাঁচাকদ্‌বেল—ধারক, কষায়রসবিশিষ্ট, লঘুপাক ও শরীর কৃশকারক।

পাকা কদবেলের গুণ—পাকা কদবেল—গুরুপাক,

তৃষ্ণা নিবারক, হিক্কা প্রশমক, বাত পিত্তনাশক, অম্ল ও কষায়-রস বিশিষ্ট, কণ্ঠশোধক, মলরোধক ও দুষ্পাচ্য।

নারাঙ্গী লেবুর নাম—নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, ত্বকসুগন্ধ ও মুখপ্রিয়; এই কয়েকটি নারাঙ্গীলেবুর নাম। নারাঙ্গীলেবু, ক।

নারাঙ্গীলেবুর গুণ—নারাঙ্গীলেবু—মধুর ও অম্লরস-বিশিষ্ট, অগ্নিদীপক ও বাতনাশক। অন্য প্রকার নারাঙ্গীলেবু আছে, তাহা—টক্, অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, দুষ্পাচ্য, বাতনিবারক ও ভেদক।

গাবের নাম—তিন্দুক, স্ফূর্জ্জক, কালস্কন্ধ ও শিতিসারক; এই কয়েকটি গাবের নাম।

কাঁচা গাবের গুণ—কাঁচা গাব-ধারক, বায়ুপ্রকোপক, শীতবীর্য্য ও লঘুপাক।

পাকা গাবের গুণ—পাকা গাব—পিত্ত, প্রমেহ, রক্ত-দোষ ও কফ নাশক, মধুররস বিশিষ্ট ও গুরুপাক।

কুঁচিলার নাম—তিন্দুক, জলদ, দীর্ঘপত্রক, কুপীলু, কুলক, কালতিন্দুক, কালপীলুক, কাকেন্দু, বিষতিন্দু ও মর্কট-তিন্দুক; এই সকল কুঁচিলার নাম। ইহা বিষাক্ত, সুতরাং শোধন করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়; শোধন প্রণালী মৎপ্রণীত আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষায় দ্রষ্টব্য।

কুঁচিলার গুণ—কুঁচিলা—শীতবীর্য্য, তিক্তরসবিশিষ্ট, বাতবর্দ্ধক, মত্ততাজনক, লঘুপাক, অত্যন্ত বেদনা নাশক, ধারক, এবং কফ, পিত্ত ও রক্তদোষ নিবারক।

গোলাপ জামের নাম—ফলেন্দ্র, নন্দ, রাজজম্বু, মহাফলা, সুরভিপত্রা ও মহাজম্বু; এই সকল গোলাপ জামের নাম।

গোলাপ জামের গুণ—গোলাপজাম—মধুররসবিশিষ্ট, বিষ্টম্ভকারক, গুরুপাক ও রুচিকারক।

ক্ষুদ্রজম্বুর নাম—ক্ষুদ্রজম্বু, সূক্ষ্মপত্রা, নাদেয়ী ও জল-জম্বুকা; এই কয়েকটি ক্ষুদ্র জামের নাম।

ক্ষুদ্রজম্বুর গুণ—ক্ষুদ্রজম্বু—ধারক, রুক্ষগুণযুক্ত, এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহনাশক।

কুলের নাম—কর্কন্ধু, বদরী, কোল, ফেনিল, কুবল, ঘোণ্টা, সৌবীর, বদর, অজাপ্রিয়া, কুহা, কোলী ও বিষমোত্তয কণ্টক; এই সকল কুলের নাম।

সৌবীর বদরের লক্ষণ ও গুণ—যে কুল পাকিবার সময় হইতেই অর্থাৎ কাঁচা অবস্থা হইতে মিষ্ট হয় ও আকারে বড় হয়, তাহাকে সৌবীর বদর অর্থাৎ নারিকেলী কুল বলে। ইহা—শীতবীর্য্য, ভেদক, গুরুপাক, শুক্রজনক, পুষ্টিকারক, এবং পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয় ও তৃষ্ণা নিবারক।

কোলের লক্ষণ ও গুণ—যে কুল সৌবীর বদর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট, এবং পাকিলে মিষ্ট হয়, তাহাকে কোল বলে। ইহা—ধারক, রুচিকারক, উষ্ণবীর্য্য, বাত, পিত্ত, ও কফজনক, গুরুপাক ও সারক।

সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বদরকে কর্কন্ধু অর্থাৎ শিয়াকুল বলে। ইহা—অম্ল, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট, অল্পমধুররস ও স্নিগ্ধগুণযুক্ত, গুরুপাক, বাত ও পিত্ত নিবারক।

সর্ব্ববিধ শুষ্ককুলের গুণ—সর্ব্বপ্রকার শুষ্কবদরী—ভেদক, অগ্নিদীপক, লঘুপাক এবং তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও রক্তদোষ-নিবারক।

পানী আমলার নাম--প্রাচীনামলক ও পানীয়ামলক; এই দুইটি পানী আমলার নাম।

পানী আমলার গুণ—পানী আমলা—বাত, পিত্ত, কফ ও জ্বর সংহারক।

লবলীফলের নাম--সুগন্ধ, মূলা, লবলী, পাণ্ডু ও কোমলবল্কলা; এই কয়েকটি লবলী বা নোয়াড় ফলের নাম।

লবলীফলের গুণ—লবলীফল—অশ্মরী, অর্শোরোগ, কফ ও পিত্তনাশক, গুরুপাক, বিশদগুণবিশিষ্ট, রুচিকারক, রুক্ষগুণযুক্ত, অম্ল ও কষায়রসবিশিষ্ট।

করম্‌চার নাম---করমর্দ্দ, সুষেণ, ও কৃষ্ণপাকফল; এই তিনটি করম্‌চার নাম। ছোটজাতীয় করম্‌চাকে করমর্দ্দিকা বলে। করম্‌চা, ক। কর্‌ঞ্জা, চা। করম্‌জা, ব। করঞ্জ, ম।

দ্বিবিধ কাঁচা করম্‌চার গুণ--কাচা করমচাদ্বয়—অম্ল রসবিশিষ্ট, গুরুপাক, পিপাসা নাশক, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, রক্তপিত্তরোগজনক ও কফকর।

পাকাকরম্‌চাদ্বয়ের গুণ---পাকা করম্‌চাদ্বয়---মধুর-রসাত্মক, রুচিকারক, লঘুপাক এবং পিত্ত ও বাতনাশক।

পিয়ালের নাম—পিয়াল, খরস্কন্ধ, চার, বহুলবল্কল, রাজাদন, তাপসেষ্ট, সন্নকদ্রু ও ধনুষ্পট; এই সকল পিয়াল-গাছের নাম।

পিয়াল গাছের গুণ—পিয়ালছাল—পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নাশক।

পিয়ালফলের গুণ—মধুররসাত্মক, গুরুপাক, স্নিগ্ধগুণ-যুক্ত, ভেদক, বাত, পিত্ত, দাহ, জ্বর ও পিপাসা নাশক।

পিয়ালমজ্জার গুণ—পিয়ালমজ্জা—মধুররসাত্মক, বীর্য্যবর্দ্ধক, পিত্ত ও বাতনাশক, হৃদয়ের প্রীতিকর, অত্যন্ত দুষ্পাচ্য, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, বিষ্টম্ভকারক ও আমবর্দ্ধক।

ক্ষীরিকার নাম—রাজাদন, ফলাধ্যক্ষ, রাজন্য ও ক্ষীরিকা; এই কয়েকটি ক্ষীরিকা বা ক্ষীরুই বৃক্ষের নাম।

ক্ষীরিকাফলের গুণ—ক্ষীরুইফল—বীর্য্যবর্দ্ধক, বল-কারক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, শীতবীর্য্য, গুরুপাক এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মত্ততা, ভ্রান্তি, ক্ষয়, ত্রিদোষ ও রক্তদোষ নিবারক।

বঁইচের নাম—বিকঙ্কত, স্রুবাবৃক্ষ, গ্রন্থিল, স্বাদুকণ্টক, যজ্ঞবৃক্ষ, কণ্টকী ও ব্যাঘ্রপাৎ; এই সকল বইচী বৃক্ষের নাম। বইচ, গ।

বঁইচের পাকাফলের গুণ—পাকা বঁইচফল—মধুর-রসবিশিষ্ট ও বাতাদি সর্ব্বদোষ নাশক।

পদ্মবীজের নাম—পদ্মবীজ, পদ্মাক্ষ্য, গালোড্য ও পদ্ম-কর্কটী; এই কয়েকটি পদ্মবীজের নাম।

পদ্মবীজের গুণ—পদ্মবীজ—শীতবীর্য্য, মধুর, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট, গুরুপাক, বিষ্টম্ভকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, রুক্ষগুণযুক্ত, গর্ভসংস্থাপক, কফকর, বায়ুপ্রকোপক, বলকারক, মলরোধক, এবং পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহ নাশক।

মখানের নাম ও গুণ—মখান, পদ্মবীজাভ ও পানীয়-ফল, এই তিনটি মাখ্‌নার নাম। ইহা—পদ্মবীজের গুণবিশিষ্ট।

পানীফলের নাম—শৃঙ্গাটক, জলফল ও ত্রিকোণফল, এই তিনটি শিঙ্গাড়ার নাম। পাণিফল ও শিঙ্গেড়া, ক। শিঙ্গাড়া, ঢা। সিঁঘের, ব।

পানীফলের গুণ—পানীফল—শীতবীর্য্য, কষায় ও মধুর-রসাত্মক, গুরুপাক, বলকারক, মলরোধক, শুক্রজনক, বাত-প্রকোপক, কফকারক, এবং পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহনাশক।

কুমুদবীজের নাম ও গুণ—কুমুদবীজের নামান্তর-কৈরবিনীফল। ইহা মধুররসাত্মক, রূক্ষগুণবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য ও গুরুপাক।

মৌলপুষ্পের নাম—মধূক, মধুপুষ্প, গুড়পুষ্প, মধুদ্রব, বাণপ্রস্থ ও মধুষ্ঠিল, এই সকল মৌয়াফুলের নাম। মউয়াগাছ, চা, ম। মৌলগাছ, ক। জলজ মৌয়াকে মধুলক বলে।

মৌলফুলের গুণ—মধূকপুষ্প—মধুররসবিশিষ্ট, শীত-বীর্য্য, গুরুপাক, পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক, বাত ও পিত্তনাশক।

মৌলফলের গুণ—মৌলফল—শীতবীর্য্য, গুরুপাক, মধুররস, বীর্য্যজনক, বাতপিত্তনাশক, অহৃদ্য, এবং তৃষ্ণা, রক্তদোষ, দাহ, শ্বাস, ক্ষত ও ক্ষয়রোগ বিনাশক।

পরূষকফলের নাম—পরূষক, পরূষ, অল্পাস্থি ও পরাপর; এই কয়েকটি পরূষক বা ফল্‌সা ফলের নাম।

কাঁচা পরূষকফলের গুণ—কাঁচা ফল্‌সা ফল—কষায় ও অম্লরসবিশিষ্ট, পিত্তজনক ও লঘুপাক।

পাকা পরূষকফলের গুণ—পাকা ফল্‌সা ফল—মধুর-বিপাক, শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভকারক, পুষ্টিকর, হৃদয়ের প্রীতিকর, এবং পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, জ্বর, ক্ষয় ও বাত নিবারক।

তুতফলের নাম—তূদ, তূল, পুগ, ক্রমুক ও ব্রহ্মদারু; এই কয়েকটি তুতফলের নাম।

পাকা তুতফলের গুণ—তুতের পাকাফল—গুরুপাক, মধুররসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, পিত্ত ও বাতনাশক।

কাঁচা তুতফলের গুণ—অপক্ব তুত ফল—গুরুপাক, ভেদক, অম্লরসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য ও রক্তপিত্তরোগজনক।

দাড়িমের নাম—দাড়িম, করক, দন্তবীজ ও লোহিত-পুষ্পক, এই কয়েকটি দাড়িমগাছের নাম। ইহার ফল মধুর, মধুরাম্ল ও অম্লভেদে তিন প্রকার।

মিষ্ট ডালিমের গুণ মধুররসাত্মক দাড়িম—বাতাদি ত্রিদোষ, পিপাসা, দাহ, জ্বর, হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ ও মুখরোগনাশক, তৃপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘুপাক, কষায়রসাত্মক, মলরোধক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, মেধাজনক ও বলকারক।

মধুরাম্ল ডালিমের গুণ—মধুরাম্লডালিম—অগ্নিদীপক, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তজনক ও লঘুপাক।

টকডালিমের গুণ—অম্লদাড়িম—পিত্তজনক, অম্লরস-বিশিষ্ট ও কফনাশক।

চালিতার নাম—বহবার, শীত, উদ্দাল, বহুবারক, শেলু, শ্লেষ্মাতক, পিচ্ছিল ও ভূতবৃক্ষক।

চালিতার গুণ—চালিতা—বিষ, স্ফোটক, ব্রণ, বীসর্প ও ও কুষ্ঠনাশক, মধুর, কষায় ও তিক্তরসবিশিষ্ট, কেশের পক্ষে হিত সাধক এবং কফ ও পিত্তনাশক।

কাঁচা চালিতাফলের গুণ—কাঁচা চালিতাফল—বিষ্টম্ভকারক, রুক্ষগুণযুক্ত এবং পিত্ত, কফ ও রক্তদোষনাশক।

পাকা চালিতার গুণ—পাকাচালিতা—মধুররসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, কফ কারক, শীতবীর্য্য ও গুরুপাক।

নির্ম্মলীফলের নাম—পয়ঃপ্রসাদি, কতক, কত ও কতফল; এই কয়েকটি নির্ম্মলীফলের নাম। নির্ম্মলফল, ক। নির্ম্মলীফল, স।

নির্ম্মলীফলের গুণ—নির্ম্মলীফল—চক্ষুর পক্ষে হিত-সাধক, জলপরিষ্কারক, বাত ও কফনাশক, শীতবীর্য্য, মধুররস-বিশিষ্ট এবং গুরুপাক।

কিসমিসের নাম—দ্রাক্ষা, স্বাদুফলা, মধুরসা, মৃদ্বীকা, হারহূরা ও গোস্তনী; এই কয়েকটি কিস্‌মিসের নাম।

পাকা কিস্‌মিসের গুণ—পক্কদ্রাক্ষা—সারক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর পক্ষে হিতসাধক, পুষ্টিকারক, গুরুপাক, মধুরবিপাক, স্বরপরিষ্কারক, মধুর ও কষায়রসবিশিষ্ট, মলমূত্রনিঃসারক, কোষ্ঠে বাতজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক, কফবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, রুচিকারক, এবং পিপাসা, জ্বর, শ্বাস, বাত, বাতরক্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, মোহ, দাহ, শোষ ও মদাত্যয় রোগ নিবারক।

কাঁচা কিস্‌মিসের গুণ—কাঁচা দ্রাক্ষা—পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পগুণবিশিষ্ট, গুরুপাক, অম্লরসবিশিষ্ট ও রক্তপিত্ত রোগজনক।

দ্রাক্ষার প্রকার ভেদে গুণ ভেদ—গোস্তানী দ্রাক্ষা অর্থাৎ মনকা—বীর্য্যবর্দ্ধক, গুরুপাক, কফ ও পিত্তনাশক।

ছোট বীজসংযুক্ত ক্ষুদ্রাকৃতি গোস্তনী অর্থাৎ কিসমিস—মনকার ন্যায় গুণযুক্ত।

পর্ব্বতজাত দ্রাক্ষা—লঘুপাক, অম্লরসবিশিষ্ট ও অম্লপিত্ত-জনক।

ক্ষুদ্র দ্রাক্ষা—পর্ব্বত দ্রাক্ষার ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

খেজুরের প্রকারভেদে নাম—ভূমিখর্জ্জুরিকা, স্বাদ্বী,

দুরাকহা, মৃদুচ্ছদা, স্কন্ধফলা, কাককর্কটী ও স্বাদুমস্তকা, এই কয়েকয়টি ছোট খেজুরের নাম পশ্চিমদেশে অন্য একপ্রকার খেজুর জন্মে, তাহাকে পিণ্ডাখেজুর বলে। দ্বীপান্তর হইতে আগত গোলাকারবিশিষ্ট পশ্চিমদেশজাত খেজুরকে ছোহারা বলে।

ত্রিবিধ খেজুরের গুণ—তিনপ্রকার খেজুর—শীতবীর্য্য, মধুররসবিশিষ্ট, মধুরবিপাক, তৃপ্তিকারক, রক্তপিত্তরোগনাশক, পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, রুচিকর, ক্ষত নাশক, হৃদয়ের প্রীতিকর, ক্ষয় নাশক, গুরুপাক, বিষ্টম্ভকারক, শুক্রোৎপাদক, কোষ্ঠগত-বাতনাশক, বলকারক এবং বমি, বাত, কফ, জ্বর, অতীসার, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাসি, শ্বাস, মত্ততা, মূর্চ্ছা, বাত, পিত্তরোগ ও মদাত্যয়রোগ নিবারক। ক্ষুদ্র জাতীয় খেজুর—পিণ্ডখেজুরের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

খেজুর রসের গুণ—খেজুররস—মত্ততাজনক, পিত্ত-প্রকোপক, বাতশ্লেষ্ম নাশক, রুচিকারক, অগ্নিদীপক, বলকারক ও শুক্রজনক।

সুলেপালী খেজুরের নাম—সুলেপালী, মৃদুলা ও দলহীনফলা; এই কয়েকটি সুলেপালী ফলের নাম। •

সুলেপালী খেজুরের গুণ—সুলেপালী খেজুর (পিণ্ড-খেজুর ভেদ)—শ্রান্তি, দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রান্তি ও রক্তপিত্তরোগ-বিনাশক।

বাদাম ফলের নাম—বাতাদ, বাতবৈরী ও নেত্রোপমফল; এই তিনটি বাদাম ফলের নাম।

বাদাম ফলের গুণ—বাদাম ফল—উষ্ণবীর্য্য, অত্যন্ত-স্নিগ্ধ, বাত নাশক, শুক্র জনক ও গুরুপাক।

বাদামফলের মজ্জার গুণ—বাদামের মজ্জা—মধুর-রসাত্মক, বীর্য্যবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তনাশক, বাতনিবারক, স্নিগ্ধ-গুণবিশিষ্ট, কফকারক, এবং রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে অপকারী।

সেউফলের নাম—মুষ্টিপ্রমাণ, বদর, সেব ও সিবিতিকা ফল; এই কয়েকটি সেউফলের নাম।

সেউফলের গুণ—সেউফল—বাতনিবারক, পিত্তনাশক, পুষ্টিকর, কফকারক, গুরুপাক, মধুররসবিশিষ্ট, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, রুচিকর ও শুক্রজনক।

অমৃত ফলের নাম ও গুণ—অমৃত ফলকে কাবুলাদি প্রদেশে ন্যাসপাতি ফল বলে। ইহা মোগল প্রদেশে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়; ইহা লঘুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, সুস্বাদু ও ত্রিদোষনাশক।

পীলু ফলের নাম - পিলু, গুড়ফল, স্রংসী, শীতফল; এই কয়েকটি পীলু ফলের নাম।

পীলু ফলের গুণ—পীলুফল—কফ ও বাত নাশক, পিত্ত-বর্দ্ধক, ভেদক ও গুল্মনাশক। যে পীলুফল মধুর ও তিক্তরস, তাহা অত্যধিক উষ্ণ নহে ও ত্রিদোষ নাশক।

আখরোটের নাম—শৈলভব পীলু, অক্ষোট ও কর্পরাল; এই তিনটি শৈলজাত পীলুর নাম।

আখরোটের গুণ—আখরোট—বাদামের ন্যায় গুণ-বিশিষ্ট, এবং কফকারক ও পিত্তজনক।

ছোলঙ্গ লেবুর নাম—বীজপূর, মাতুলুঙ্গ, রুচক ও ও ফলপূরক; এই কয়েকটি ছোলঙ্গ লেবুর নাম। অম্বুবা, কো। ছোলঙ্গ লেবু ও বাতাবী লেবু, ব, য, চা। ছোলঙ্গ লেবু, ক।

ছোলঙ্গ লেবুর ফলের গুণ—ছোলঙ্গলেবু—মধুর ও অম্লরসবিশিষ্ট, অগ্নিদীপক, লঘুপাক, রক্তপিত্তরোগ নাশক, কণ্ঠ-পরিষ্কারক, জিহ্বা ও হৃদয় শোধক, হৃদয়ের প্রীতিকর, এবং শ্বাস, কাস, অরুচি ও পিপাসা প্রশমক।

মৌকুন্তী লেবুর নাম—মৌকুন্তী লেবুকে সংস্কৃত ভাষায় মধুর ও মধুকর্কটী বলে।

মৌকুন্তী বা মিষ্ট লেবুর গুণ—মিষ্ট লেবু—মধুররসবিশিষ্ট, রুচিকর, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, হিক্কা ও ভ্রম নিবারক।

জামীর লেবুর নাম—জম্বীর, দন্তশঠ, জম্ভ, জম্ভীর ও জম্ভল; এই কয়েকটি গোড়ালেবুর নাম। জামীরলেবু, পা, ক, ব, টা। গোড়াজামীর, বর্দ্ধ।

জামীর লেবুর গুণ—গোড়ালেবু—উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, অম্লরসবিশিষ্ট, বাত নাশক, কফ নিবারক, বিবন্ধনাশক, এবং শূল, কাস, কফ, বমির বেগ, বমি, তৃষ্ণা, আমদোষ, মুখের বিরসতা, হৃদ্রোগ, অগ্নিমান্দ্য ও ক্রিমি নিবারক।

ক্ষুদ্র জামীর লেবু—পূর্ব্বোক্ত জম্বীর লেবুর ন্যায় গুণযুক্ত, এবং তৃষ্ণা ও বমি নিবারক।

কাগজী লেবুর নাম—নিম্বু, নিম্বুক ও নিম্বূক; এই কয়েকটি কাগজীলেবুর নাম। কাগজীলেবু, স।

কাগজী লেবুর গুণ—কাগজীলেবু—অম্লরসযুক্ত, বাতনিবারক, অগ্নিদীপক, পাচক ও লঘুপাক। মতান্তরে কাগজীলেবু—ক্রিমিনাশক, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, অম্লরসাত্মক, উদরীরোগ নাশক, গ্রহদোষনিবারক এবং বাত, পিত্ত, কফ, শূলরোগ ও কৃচ্ছ্র-

সাধ্য অরুচিরোগনাশক, বিশেষতঃ সন্নিপাত রোগ, অগ্নিমান্দ্য-রোগ, বাতব্যাধি, বিষরোগ, গলগ্রহ, এবং বদ্ধগুদ নামক উদর-রোগ ও বিসূচিকা অর্থাৎ ওলাউঠা (কলেরা) রোগ প্রশমক।

কমলা লেবুর গুণ—মিষ্টনিম্বু অর্থাৎ কমলালেবু—বলকারক, পুষ্টিকারক, মধুররসবিশিষ্ট, গুরুপাক, কফবর্দ্ধক এবং বাত, পিত্ত, গরদোষ, বিষ, রক্তদোষ, শোষ, অরুচি, তৃষ্ণা ও বমি নিবারক। কমলালেবু, ক, ঢা, কোমলা, ব।

কামরাঙ্গার নাম—কর্ম্মরঙ্গ, শিরাল, বৃহদম্ল ও রুজাকর; এই কয়েকটি কামরাঙ্গার নাম। কামরাঙ্গা, স।

কামরাঙ্গার গুণ—কামরাঙ্গা—শীতবীর্য্য, ধারক, অম্ল ও মধুররসবিশিষ্ট, কফনাশক ও বাতনিবারক।

তেঁতুলের নাম—অম্লিকা, চুক্রিকা, অম্লী, চুক্রা, দন্তশঠা, অম্লা, চিঞ্চিকা, চিঞ্চা, তিন্তিড়ী ও কাচতিন্তিড়ী; এই সকল তেঁতুলের নাম।

কাঁচা তেঁতুলের গুণ—কাঁচা তেঁতুল অম্লরসবিশিষ্ট, গুরুপাক, বাতনাশক, এবং পিত্ত, কফ ও রক্তদোষজনক।

পাকা তেঁতুলের গুণ—পক্বতিন্তিড়ী—অগ্নিদীপক, রুক্ষ-গুণযুক্ত, ভেদক, উষ্ণবীর্য্য, কফনিবারক ও বাতনাশক।

অম্লবেতসের নাম—অম্লবেতস, চুক্র, শতবেধী ও সহস্র-[illegible]ৎ; এই কয়েকটি থৈকলের নাম। অম্লবেতস, ব। থৈকল, ক, [illegible]া, য। থৈকড়, র, কু, জ। বন [illegible]লতা, খু। ইহার ফল দেখিতে [illegible]ালতা ফলের সদৃশ, কিন্তু চালতা অপেক্ষা ইহাতে অম্লরস অধিক।

অম্লবেতসের গুণ—থৈকল—অত্যন্ত অম্লরসবিশিষ্ট,

ভেদক, লঘুপাক, রূক্ষগুণযুক্ত, অগ্নিদীপক, এবং হৃদ্রোগ, শূল ও গুল্মরোগনাশক, পিত্ত প্রকোপক, রোমাঞ্চ কারক, বিষ্ঠা ও মূত্র-দোষ, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, হিক্কা, আনাহ, অরুচি, শ্বাস, কাস, অজীর্ণ, বমি, কফরোগ ও বাত নিবারক। ছাগমাংস দ্রবকর, চণকাম্ল সদৃশগুণবিশিষ্ট ও লৌহসূচীকাদির দ্রবকারক।

বৃক্ষাম্লের নাম—বৃক্ষাম্ল, তিন্তিড়ীক, চুক্র ও অম্লবৃক্ষক; এই কয়েকটি বৃক্ষাম্লের নাম। মহাদা, স।

কাঁচা বৃক্ষাম্লের গুণ—কাঁচা মহাদা—টক, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, ও কফ পিত্ত প্রকোপক।

পাকা বৃক্ষাম্লের গুণ—পাকামহাদা—গুরুপাক, ধারক, কটু, কষায় ও অম্লরসবিশিষ্ট, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, রূক্ষগুণযুক্ত, অগ্নিদীপক, কফবাতজনক এবং তৃষ্ণা, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, শূল, হৃদ্রোগ ও ক্রিমি বিনাশক।

ফল বর্গ সমাপ্ত।

ধাতূপধাতু রসোপরস রত্নোপরত্ন-বিষোপবিষ বর্গ।

ধাতু সমূহের লক্ষণ ও সাধারণ গুণ—স্বর্ণ (সোণা), রৌপ্য, (রূপা), তাম (তামা), বঙ্গ (রাঙ, বঙ্গ), দস্তা, সীস (সীসা) ও লৌহ, এই ৭ সাতটী ধাতু পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়। এই সকল ধাতু মনুষ্যাদিগের বলি, পলিত, খালিত্য (টাক), কৃশতা,

বঙ্গ, যোগেষ্ট ও নাগনামক
দুর্ব্বলতা ও জরা প্রভৃতি রোগ … এই সকল সীসার নাম।
রাখে; এই নিমিত্ত উহাদিগকে … ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ
… সেবন করিবে

স্বর্ণের নাম—স্বর্ণ, সুবর্ণ, কণক, তপনীয়, গাঙ্গেয়, কলধৌত, কাঞ্চন, চামীকর, শাতকুম্ভ, জাম্বুনদ, জাতরূপ ও মহারজত; এই সকল স্বর্ণের নাম।

স্বর্ণের গুণ—সোণা—শীতবীর্য্য, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকারক, গুরুপাক, রসায়নগুণবিশিষ্ট, মধুর, তিক্ত ও কষায়রসসংযুক্ত, মধুরবিপাক, পবিত্র, পুষ্টিকারক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, মেধাজনক, স্মৃতিবর্দ্ধক, বুদ্ধিজনক, হৃদয়ের প্রীতিকর, পরমায়ুবর্দ্ধক, কান্তিকর, বাগ্‌শুদ্ধিকারক, দেহের দৃঢ়তাসম্পাদক এবং স্থাবরবিষ, জঙ্গমবিষ, ক্ষয়, উন্মাদ, ত্রিদোষ, জর ও শোথ নিবারক।

অশোধিত স্বর্ণের দোষ—অশোধিত স্বর্ণ—মনুষ্যের বল ও বীর্য্য বিনাশক, রোগোৎপাদক, দেহ শুষ্ককারক, গ্লানিকারক ও মৃত্যুজনক।

অসম্যক্‌মারিত স্বর্ণের দোষ—স্বর্ণ ভালরূপে মারিত না হইলে, উহা—বল ও বীর্য্য নাশ করে, সমূহ রোগোৎপাদন করে ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাইতে পারে। অতএব অতীব যত্নের সহিত সম্যক্‌প্রকারে জরিয়া স্বর্ণ ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিবে।

রৌপ্যের নাম—রূপ্য, রজত, তার, চন্দ্রকান্তি ও সিতপ্রভ; এই কয়েকটি রূপার নাম।

রৌপ্যের গুণ—রৌপ্য—শীতবীর্য্য, কষায়, অম্ল ও মধুররসবিশিষ্ট, মধুরবিপাক, সারক, চিরযৌবনবিধায়ক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, ও প্রমেহাদি রোগ বিনাশক।

অশোধিত রৌপ্যের দোষ—অশোধিত রৌপ্য-

...ভেদক, লঘুপাক, রুক্ষগুণযুক্ত,
...মেহরোগনাশক, পিত্ত প্রকোপক, ... শুক্র, বীর্য্য, বল ও পুষ্টিনাশক
...দাহ, শীঘ্র, উদাবর্ত্ত, হিক্কা, আনাহ,
...গী, কফরোগ ও বাত নিবারক ... শুল, উদুম্বর, বরিষ্ঠ,
...রসগুণবিশিষ্ট ও দোষ্যাবক শব্দ সমূহ; ... তাম্র, উদুম্বর, এই সকল তাম্রের নাম।

তাম্রের গুণ—তাম্র—কষায়, মধুর ... ও তিক্তরসসংযুক্ত, ...রেচক, কফনিবারক, অম্লরসাত্মক, কটুবিপাক, সারক, পিত্তঘ্ন, শীতবীর্য্য, ব্রণরোপক, লঘুপাক, লেখন (দেহের কৃশতাকারক), অল্প পুষ্টিকারক, এবং পাণ্ডু, উদরী, অর্শঃ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, ক্রিমি ও শূল বিনাশক।

অশোধিততাম্রের দোষ—বিষে একটী মাত্র দোষ অবস্থিতি করে; কিন্তু অশোধিত তাম্রে দাহ, স্বেদ, অরুচি, মূর্চ্ছা, ক্লেদ, ভেদ, বমি ও ভ্রম, এই ৮ আটটী দোষ থাকে।

রঙ্গের নাম—রঙ্গ, বঙ্গ, ত্রপু ও পিচ্চট; এই কয়েকটি রঙ্গের নাম। রঙ্গ—ক্ষুরক ও মিশ্রভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে ক্ষুরক বঙ্গ অত্যুৎকৃষ্ট।

রঙ্গের গুণ—বঙ্গ—লঘুপাক, সারক, রূক্ষ, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ, ক্রিমি, পাণ্ডু ও শ্বাস নিবারক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর ও পিত্ত-বর্দ্ধক। সিংহ যেমন হস্তি সমূহকে বিনাশ করে, সেইরূপ বঙ্গ সমস্ত মেহ বিনাশ করে, এবং উহা দেহের সুখজনক, ইন্দ্রিয় সমূহের উত্তেজনা কারক ও মানবগণের দেহের পুষ্টিবিধান কারক।

দস্তার লক্ষণ ও গুণ—দস্তা বঙ্গ সদৃশ, ইহা পিত্তলের উপাদান কারণ। দস্তা—তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, কফপিত্ত...নাশক চক্ষুর পক্ষে উপকারী, এবং মেহ, পাণ্ডু ও শ্বাস

সীসার নাম—সীস, ব্রধ্ন, বপ্র, যোগেষ্ট ও নাগনামক অর্থাৎ সর্পের যত নাম আছে; এই সকল সীসার নাম।

সীসার গুণ—সীসক—বঙ্গের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ সর্ব্বপ্রকার মেহ বিনাশক। সীসা শোধনপূর্ব্বক সেবন করিলে শত নাগের ন্যায় বল প্রদান করে, ব্যাধি বিনাশ করে, আয়ু বৃদ্ধি করে, অগ্নি প্রদীপ্ত করে, কামবল বৃদ্ধিকরে এবং মৃত্যু নিবারণ করিয়া থাকে।

অশোধিত বঙ্গ ও সীসার দোষ—বঙ্গ ও সীসা পাক হীন অর্থাৎ অশোধিত হইলে, তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট দায়ক কুষ্ঠ, গুল্ম, কণ্ডু, মেহ, বায়ুরোগ, অবসন্নতা, শোথ ও ভগন্দর রোগ জন্মিয়া থাকে।

লৌহের নাম—লৌহ, শস্ত্রক, তীক্ষ্ণ, পিণ্ড, কালায়স ও আয়স; এই কয়েকটি লৌহের নাম।

লৌহের গুণ—লৌহ সারক, শীতবীর্য্য, মধুর, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট, গুরুপাক, রূক্ষগুণযুক্ত, বয়ঃস্থাপক, চক্ষুর পক্ষে হিতসাধক, লেখন অর্থাৎ দেহের কৃশতাকারক, বায়ুবর্দ্ধক, এবং কফ, পিত্ত, গরদোষ, শূল, শোথ, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডু, মেদ, মেহ, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগ বিনাশক। লৌহ মল অর্থাৎ মণ্ডূরও—লৌহের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

অশোধিত লৌহের দোষ—অশোধিত লৌহ ক্লীবতা, কুষ্ঠরোগ, মৃত্যু, হৃদ্রোগ, শূল, অশ্মরী, নানারোগের প্রকোপ ও বিবিধ বেদনা উৎপাদক। অপিচ ইহা—জীবন নাশক, মত্ততা-জনক, দেহাশুদ্ধিকারক, দেহের অপটুতাজনক ও অত্যন্ত হৃদ্রোগজনক।

লৌহসেবনকারীর যে সকল দ্রব্য পরিত্যাজ্য—কুষ্মাণ্ড, তিলতৈল, মাষকলায়, রাইসরিষা, মদ্য ও অম্লরসাত্মক-দ্রব্য, এই সকল লৌহসেবনকারী ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে।

সারলৌহের লক্ষণ—যে লৌহে অম্ল লেপন করিলে সূক্ষ্মভাগ পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় দেখা যায়, তাহাকে সারলৌহ বলে।

সারলৌহের গুণ—সারলৌহ বা ইস্পাৎ—গ্রহণী, অতিসার, অর্দ্ধাঙ্গগত বাত, পরিণাম শূল, বমি, পীনস, পিত্ত, শ্বাস ও কাসরোগবিনাশক।

কান্তলৌহের লক্ষণ—যে লোহার পাত্রে জল গরম করিলে তৈলবিন্দু প্রসারিত হয়, হিঙ্গু ভাজিলে গন্ধ থাকে না, নিমছাল সিদ্ধ করিলে তিক্ততা থাকে না, দুগ্ধ গরম করিলে শিখরাকার হয় অর্থাৎ ফাঁপিয়া উঠে অথচ ভূমিতে পড়ে না এবং ছোলা ভিজাইয়া রাখিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহাকে কান্তলৌহ বলে।

কান্তলৌহের গুণ—কান্তলৌহ—গুল্ম, উদরী, অর্শঃ, শূলরোগ, আমবাত, ভগন্দর, কামলা, শোথ, কুষ্ঠ, প্লীহা, অম্লপিত্ত, যকৃৎ, শিরোরোগ ও সমস্ত প্রকার ব্যাধি বিনাশক এবং শরীরের বল, বীর্য্য, পুষ্টি ও অগ্নিবর্দ্ধক।

মণ্ডূরের লক্ষণ—লৌহ পোড়াইবার সময় তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহাকে মণ্ডূর বলে।

মণ্ডূরের নাম—লৌহসিংহানিকা, কিট্ট ও সিংহান; এই কয়েকটি মণ্ডূরের নাম।

মণ্ডূরের গুণ—মণ্ডূর—লোহার ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

স্বর্ণমাক্ষিকের নাম—স্বর্ণমাক্ষিক, তাপীজ, মধুমাক্ষিক, তাপ্য, মাক্ষিকধাতু ও মধুধাতু; এই সকল স্বর্ণমাক্ষিকের নাম।

স্বর্ণমাক্ষিকের লক্ষণ—স্বর্ণের কিঞ্চিৎ অংশ, মিশ্রিত থাকায়,উহাকে স্বর্ণমাক্ষিক বলে। স্বর্ণমাক্ষিক স্বর্ণের উপধাতু এবং ইহাতে অল্পপরিমাণে স্বর্ণের গুণ অবস্থিতি করে। ইহা স্বর্ণ অপেক্ষা অপ্রধান বলিয়া উহাতে স্বর্ণ অপেক্ষা অল্প পরিমাণে গুণ থাকে।

স্বর্ণমাক্ষিকের গুণ—স্বর্ণমাক্ষিক—মধুর ও তিক্তরসযুক্ত, বীর্য্যবর্দ্ধক, রসায়নগুণ বিশিষ্ট, চক্ষুর পক্ষে হিতসাধক এবং বস্তি-রোগ, পাণ্ডু, মেহ, বিষ, উদরীরোগ, অর্শঃ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডূ, বাত, পিত্ত ও কফ বিনাশক।

অশোধিত স্বর্ণমাক্ষিকের দোষ—অশোধিত স্বর্ণ-মাক্ষিক—মন্দাগ্নি, অত্যন্ত বলনাশ ও বিষ্টম্ভ কারক, এবং চক্ষু-রোগ, কুষ্ঠ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগ উৎপাদক।

তারমাক্ষিকের লক্ষণ—তারমাক্ষিক—রূপার তুল্য গুণ-বিশিষ্ট,কিঞ্চিৎ রৌপ্য সংযুক্তহেতু উহাকে তারমাক্ষিক বলে। ইহা রূপা অপেক্ষা অপ্রধান বলিয়া রূপা হইতে অল্পগুণবিশিষ্ট। তার-মাক্ষিকে কেবল রূপার গুণ অবস্থিত করে এমন নহে; উহাতে অন্যান্য দ্রব্যের সংযোগ থাকায় অন্যান্য গুণও অবস্থিতি করে।

তারমাক্ষিকের গুণ—তারমাক্ষিক—মধুরবিপাক, মধুর-রসবিশিষ্ট, কিঞ্চিৎ তিক্তরসসংযুক্ত, বীর্য্যবৰ্দ্ধক, রসায়নগুণবিশিষ্ট, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, এবং বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ,বিষ,উদরী-রোগ, অর্শঃ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডূ ও বাতাদি ত্রিদোষ নাশক।

অশোধিত তারমাক্ষিকের দোষ—অশোধিত তার-মাক্ষিক—অগ্নিমান্দ্য, অত্যন্ত বলহানি, বিষ্টম্ভ, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ-রোগ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগ উৎপাদক।

তুতিয়ার নাম—তুথ, বিতুন্নক, শিখিগ্রীব ও ময়ূরক, এই

সকল তুতিয়ার নাম। ইহা তাম্রের উপধাতু। ইহাতে কিঞ্চিৎ তাম্র মিশ্রিত থাকায়, উহা অল্প পরিমাণে তাম্রগুণবিশিষ্ট এবং উহাতে নিম্নলিখিত গুণরাশিও অবস্থিতি করে।

তুতিয়ার গুণ—তুতে—কটু ও কষায় রসাত্মক, ক্ষারসংযুক্ত, বমনকারক, লঘুপাক, লেখনগুণবিশিষ্ট, ভেদক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর পক্ষে হিতসাধক, এবং কফ, পিত্ত, বিষ, অশ্মরী, কুষ্ঠ ও কণ্ডূ রোগ বিনাশক। খর্পরও তুতিয়ার ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

কাঁসার নাম—তাম ও বঙ্গ এই ধাতুদ্বয়ের সংযোগে কাঁসা প্রস্তুত হয়, সুতরাং কাঁসা—তাম্র ও বঙ্গ এই উভয় ধাতুরই উপ ধাতু।

কাঁসার গুণ—কাঁসার গুণ উহার উপাদান ধাতু দ্বয়ের তুল্য; কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত থাকায়, উহাতে অন্যান্য গুণরাশিও থাকে। যথা—কাঁসা—কষায় ও তিক্তরসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, লেখনগুণসমন্বিত, বিশদগুণবিশিষ্ট, ভেদক, গুরুপাক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর এবং অত্যন্ত কফ ও পিত্তনাশক।

পিত্তলের নাম—পিত্তল, আরকূট, আর, রীতি, রাজরীতি, ব্রহ্মরীতি, কপিলা ও পিঙ্গলা, ইহাদের মধ্যে রাজরীতিকে কপিলা ও ব্রহ্মরীতিকে পিঙ্গলা বলে।

পিত্তলের লক্ষণ ও গুণ—পিত্তল—তামা ও কাঁসা এই ধাতুদ্বয়ের উপধাতু। ইহা—যে যে ধাতুর সংযোগে উৎপন্ন, সেই সেই ধাতুর গুণবিশিষ্ট। কিন্তু সংযোগ প্রভাব দ্বারা উহাতে অন্যান্য গুণও অবস্থিতি করে। যথা—দ্বিবিধ পিত্তলই—রুক্ষ, তিক্ত ও লবণরসাত্মক, শোধনকারক, পাণ্ডুরোগনাশক, ক্রিমিনিবারক ও অল্পলেখন গুণবিশিষ্ট।

সিন্দূরের নাম—সিন্দুর, রক্তরেণু, নাগগর্ভ ও সীসজ ; এই কয়েকটি সিন্দূরের নাম।

সিন্দূরের গুণ—সিন্দূর সীসার উপধাতু। ইহা সীসার ন্যায় গুণবিশিষ্ট এবং ইহাতে অন্য দ্রব্যের সংযোগ থাকায়, অন্যান্য গুণও অবস্থিতি করে। যথা—সিন্দূর—উষ্ণবীর্য্য, ভগ্নসন্ধানকারক, ব্রণশোধক, ব্রণপূরক এবং বিসর্প, কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও বিষনাশক।

শিলাজতুর উৎপত্তি—গ্রীষ্মকালে সূর্য্যরশ্মিসন্তপ্ত পার্ব্বতীয় ধাতুর যে স্রাব (রস) নির্গত হয়, তাহাকে শিলাজতু বলে। এই শিলাজতু—সৌবর্ণ,রাজত, তাম্র ও আয়সভেদে চারিপ্রকার।

শিলাজতুর নাম—শিলাজতু, অদ্রিজতু, শৈলনির্য্যাস, গৈরেয়, অশ্মজ, গিরিজ ও শৈলধাতুজ, এই সকল শিলাজতুর নাম।

শিলাজতুর গুণ—শিলাজতু—কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, রসায়নগুণযুক্ত,ছেদী, যোগবাহী এবং কফ, মেদ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, বাত, অর্শঃ, পাণ্ডু, অপস্মার, উন্মাদ, শোথ, কুষ্ঠ,উদরী ও ক্রিমিরোগ বিনাশক।

সৌবর্ণাদিভেদে শিলাজতুর লক্ষণ ও গুণ—সৌবর্ণ শিলাজতু—জবাফুলের ন্যায় বর্ণযুক্ত, মধুর,কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য ও কটুবিপাক। রাজত শিলাজতু—পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, কটুরস ও মধুরবিপাক। তাম্র শিলাজতু—ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য। লৌহ শিলাজতু—জটায়ুপক্ষের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, তিক্ত ও লবণরসাত্মক, কটুবিপাক, শীতবীর্য্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

পারদের উৎপত্তি ও লক্ষণ—মহাদেবের বীর্য্য পৃথিবীতে পতিত হইয়া তাহা হইতে পারদের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা শিবশরীরজাত সার পদার্থ হইতে উৎপন্ন বলিয়া শ্বেতবর্ণ ও স্বচ্ছ।

ক্ষেত্র ভেদে চারি প্রকার পারদ উৎপন্ন হয়; যথা—শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের মধ্যে শ্বেতবর্ণ পারদ—ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ পারদ—ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ পারদ—বৈশ্য ও কৃষ্ণবর্ণ পারদ—শূদ্র। ইহাদের মধ্যে শ্বেতবর্ণ পারদ রোগ নাশের পক্ষে, রক্তবর্ণ পারদ রসায়নকার্য্যে, পীতবর্ণ পারদ ধাতুভেদে এবং কৃষ্ণবর্ণ পারদ আকাশগতি সাধন বিষয়ে প্রশস্ত।

পারদের নাম—পারদ, রসধাতু, রসেন্দ্র, মহারস, চপল, শিববীর্য্য, রস, সূত ও শিবাহ্বয়; এই সকল পারদের নাম।

পারদের গুণ—পারদ—মধুরাদি ষড়রসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষ নাশক, রসায়নগুণযুক্ত, যোগবাহী, অত্যন্ত বীর্য্যবর্দ্ধক, সর্ব্বদা দৃষ্টি ও বলজনক, সর্ব্ববিধ রোগ নাশক, বিশেষতঃ অত্যধিক কুষ্ঠ নিবারক।

মূর্চ্ছিত রস—রোগ নাশক, বদ্ধরস আকাশগতি সাধক, মারিতরস জরানাশক, অতএব পারদের তুল্য হিতকর আর কিছুই নাই। যে সকল রোগ অসাধ্য, অর্থাৎ কোন প্রকার চিকিৎসাতেই আরোগ্য হয় না; মনুষ্য, হস্তী ও অশ্ব সমূহের সেই সকল রোগ পারদ দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। পারদে স্বভাবতঃ মল, বিষ, বহ্নি, গিরি, চাঞ্চল্য, বঙ্গ ও নাগ দোষ অবস্থিতি করে। এই সকল দোষ সংশোধন না করিয়া পারদ সেবন করিলে উহার মলদোষ দ্বারা মূর্চ্ছা, বিষদোষ দ্বারা মৃত্যু, অগ্নিদোষ দ্বারা অত্যন্ত গাত্রদাহ, গিরিদোষ দ্বারা দেহের জড়তা, চাঞ্চল্য

দোষ দ্বারা বীর্য্যনাশ, বঙ্গদোষ দ্বারা কুষ্ঠরোগ ও নাগদোষ দ্বারা যক্ষ্মারোগ জন্মে। অতএব পারদ শোধন করিয়া ব্যবহার করাই উচিত। পারদে বহ্নি, বিষ ও মল এই তিনটি দোষই প্রধান, ইহা দ্বারা যথাক্রমে সন্তাপ, মৃত্যু ও মূর্চ্ছা উৎপন্ন হয়। চিকিৎসকগণ পারদের অন্যান্য দোষ উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু উক্ত তিনটি দোষই সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারক; অতএব উহা অতীব যত্নের সহিত সংশোধন পূর্ব্বক সেবন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি পারদের দোষ সংশোধন না করিয়া উহা সেবন করে, তাহার বিশেষ অনিষ্ট ঘটে অর্থাৎ অতীব কষ্টজনক রোগ জন্মে অথবা দেহ পর্য্যন্ত বিনাশ পাইয়া থাকে।

হিঙ্গুলের নাম—হিঙ্গুল, দরদ, ম্লেচ্ছ, চিত্রাঙ্গ ও চূর্ণপারদ, এই সকল হিঙ্গুলের নাম।

হিঙ্গুলের প্রকারভেদ—হিঙ্গুল—চর্ম্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদভেদে তিন প্রকার। ইহারা উত্তরোত্তর যথাক্রমে গুণশালী। ইহাদের মধ্যে চর্ম্মার হিঙ্গুল—শ্বেতবর্ণ; শুকতুণ্ডক-হিঙ্গুল—পীতবর্ণ; এবং হংসপাদ হিঙ্গুল—জবাফুলের ন্যায়, ইহাই অত্যুৎকৃষ্ট।

হিঙ্গুলের গুণ—হিঙ্গুল—কষায় ও কটুরসবিশিষ্ট, এবং চক্ষুরোগ, কফ, পিত্ত, হৃল্লাস, কুষ্ঠ, জ্বর, কামলা, প্লীহা, আমবাত ও গরদোষ বিনাশক।

হিঙ্গুল ঊর্দ্ধপাতনের নিয়মানুসারে ডমরুযন্ত্র দ্বারা পাক করিলে যে রস (পারদ) প্রস্তুত হয়, তাহা স্বভাবতই বিশুদ্ধ, সুতরাং তাহা আর শোধন করিতে হয় না।

গন্ধকের উৎপত্তি—পূর্ব্বকালে শ্বেতদ্বীপে দেবী ভগবতী

ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঋতুমতী হওয়ায়, তাঁহার বস্ত্র আর্ত্তবরক্ত দ্বারা আপ্লুত হইয়াছিল, তৎপরে ঐ রজোযুক্ত পরিধেয় বস্ত্রের সহিত ক্ষীর সমুদ্রে স্নান করিবার সময়ে সেই রজঃ নিঃসৃত হইয়া তাহা হইতে গন্ধকের উৎপত্তি হইয়াছে।

গন্ধকের নাম—গন্ধক, গন্ধিক, গন্ধপাষাণ, সৌগন্ধিক, বলি ও বলরস। ; এই ছয়টি গন্ধের নাম।

গন্ধকের প্রকার ভেদ—গন্ধক—রক্ত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে চারি প্রকার। তন্মধ্যে রক্তবর্ণ গন্ধক—স্বর্ণাদি-সংস্কারে, পীতবর্ণ গন্ধক-রসায়নকার্য্যে, শ্বেতবর্ণ গন্ধক—ব্রণ প্রলেপে এবং কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক সর্ব্ববিধ কার্য্যে প্রশস্ত ; কিন্তু ইহা দুর্ল্লভ।

গন্ধকের গুণ—গন্ধক—কটুরস,তিক্ত ও কষায়রস বিশিষ্ট, সারক, পিত্তবর্দ্ধক, কটুবিপাক, রসায়নগুণযুক্ত এবং কণ্ডু, বীসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ক্ষয় প্লীহা, কফ ও বাত বিনাশক।

অশোধিত গন্ধকের দোষ—অশোধিত গন্ধক—কুষ্ঠ-রোগজনক, দেহের অত্যন্ত দাহজনক, এবং সৌখ্য, রূপ, বল, ওজ, শুক্র ও রক্ত বিনাশক।

অভ্রের উৎপত্তিভেদে নাম—অভ্র—বজ্র হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহার নাম বজ্র,মেঘের শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহার নাম অভ্র এবং আকাশ হইতে স্খলিত হয় বলিয়া উহাকে গগন বলে।

চতুর্ব্বিধ অভ্রের নাম—পিনাক, দর্দ্দুর, নাগ ও বজ্র-ভেদে অভ্র চারি প্রকার। ইহাদের মধ্যে পিনাক অভ্র—অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে স্তবকাকারে সমস্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। অজ্ঞানতা বশতঃ উহা ভক্ষণ করিলে মহাকুষ্ঠ ব্যাধি জন্মে। দর্দ্দুর

নামক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে কতকগুলি এক সঙ্গে ভেকের ন্যায় শব্দ করে। এই অভ্র ভক্ষণ করিলে মৃত্যু ঘটে। নাগনামক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে সর্পের ফুৎকার সদৃশ শব্দ হয়। ইহা ভক্ষণ করিলে নিশ্চয়ই ভগন্দর রোগ জন্মিয়া থাকে। বজ্র নামক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে বজ্রের ন্যায় স্থিরভাবে থাকে, কোন প্রকার বিকৃতিপ্রাপ্ত হয় না, ইহা সর্ব্ববিধ অভ্রমধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই অভ্র দ্বারা রোগ, জরা ও মৃত্যু নিবারিত হইয়া থাকে।

অভ্রের গুণ—অভ্র—কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট, অত্যন্ত শীতবীর্য্য, পরমায়ুবর্দ্ধক, ধাতুবৃদ্ধিকর এবং বাতাদি ত্রিদোষ, ব্রণ, মেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদরীরোগ, গ্রন্থি, বিষ ও ক্রিমি বিনাশক।

নিত্য সেবিত মারিত অভ্র—সর্ব্ববিধরোগ নাশক, শরীর দৃঢ় কারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, তরুণতাকারক, শতস্ত্রীসঙ্গমে শক্তিজনক, দীর্ঘায়ু ও সিংহ তুল্য বিক্রমশালী পুত্রোৎপাদক এবং মৃত্যুভয় নিবারক।

অশোধিত অভ্রের দোষ—অশোধিত অভ্র—বিবিধ পীড়া, কুষ্ঠ, ক্ষয়, পাণ্ডুরোগ, হৃদয়পীড়া, পার্শ্বপীড়া ও দেহের গুরুতা উৎপাদক।

হরিতালের নাম—হরিতাল, তাল, আল ও তালক; এই কয়েকটি হরিতালের নাম।

হরিতালের প্রকার ভেদে নাম, লক্ষণ ও গুণ—হরিতাল—দুই প্রকার যথা;—পত্রহরিতাল ও পিণ্ডহরিতাল; ইহাদের মধ্যে বংশপত্রহরিতাল শ্রেষ্ঠগুণশালী ও পিণ্ড-হরিতাল অল্পগুণবিশিষ্ট। পত্রহরিতাল—স্বর্ণসদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট, গুরু, স্নিগ্ধ, অভ্রের ন্যায় স্তবকবিশিষ্ট, অত্যধিক গুণশালী ও

রসায়ন কার্য্যে শ্রেষ্ঠ। পিণ্ডহরিতাল—স্তবকবিহীন, পিণ্ড সদৃশ অল্প সত্ত্ববিশিষ্ট, ঈষদ্‌গুরু, রজোনাশক ও অল্পগুণবিশিষ্ট।

হরিতালের সাধারণ গুণ—হরিতাল -কটু ও কষায়-রসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, এবং বিষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ, পিত্ত ও কচব্রণ (মাথায় ফুস্কুড়ী প্রভৃতি) বিনাশক।

অশোধিত ও অসম্যক মারিত হরিতালের দোষ—অশোধিত ও অসম্যক্‌মারিত হরিতাল—দেহের সৌন্দর্য্যনাশক, বহু তাপ ও অঙ্গসঙ্কোচজনক, কফবাত প্রকোপক ও কুষ্ঠরোগোৎপাদক।

মনঃশিলার নাম—মনঃশিলা, মনোগুপ্তা, মনোহ্বা, নাগজিহ্বিকা, নৈপালী, কুনটী, গোলা, শিলা ও দিব্যৌষধি, এই সকল মনঃশিলার নাম।

মনঃশিলার গুণ—মনঃশিলা—গুরুপাক, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য-বিধায়ক, সারক, উষ্ণবীর্য্য, লেখনগুণযুক্ত, কটু ও তিক্তরস-বিশিষ্ট, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, এবং বিষ, শ্বাস, কাস, ভূতদোষ, কফ ও রক্তদোষ নিবারক।

অশোধিত মনঃশিলার দোষ—অশোধিত মনঃশিলা—বলনাশ ও মলমূত্রে রোধকারক এবং শর্করারোগ ও মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগ উৎপাদক।

স্রোতোঞ্জনের নাম—অঞ্জন, যামুন ও কাপোতাঞ্জন, এই তিনটি স্রোতোঞ্জনের নাম। কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জনকে স্রোতোঞ্জন এবং শ্বেতবর্ণ অঞ্জনকে সৌবীরাঞ্জন বলে। স্রোতোঞ্জন—বল্মীক-শিখরতুল্য (উই ঢিপির ন্যায়) আকৃতিবিশিষ্ট, ভাঙ্গিলে ভিতরাংশ অঞ্জনসদৃশ ও ঘর্ষণ করিলে গেরিমাটীর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। সৌবীরাঞ্জন—স্রোতোঞ্জন সদৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ বিশিষ্ট। সুর্ম্মা, স।

দ্বিবিধ অঞ্জনের গুণ—স্রোতোঞ্জন ও সৌবীরাঞ্জন উভয়ই—মধুর ও কষায়রসবিশিষ্ট, চক্ষুর পক্ষে হিতসাধক, কফ পিত্তনাশক, লেখনগুণ ও স্নিগ্ধগুণযুক্ত, মলরোধক, শীতবীর্য্য এবং বমি, বিষ, সিধ্ম, ক্ষয় ও রক্তদোষ নিবারক। কিন্তু এই দ্বিবিধ অঞ্জনের মধ্যে স্রোতোঞ্জন উৎকৃষ্ট।

সোহাগার গুণ—সোহাগা—অগ্নিদীপক, রূক্ষগুণযুক্ত, কফনাশক ও পিত্ত প্রকোপক।

ফট্‌কিরীর নাম—স্ফটী, স্ফটিকা, শ্বেতা, শুভ্রা, রঙ্গদা, দৃঢরঙ্গা, রঙ্গদৃঢ়া ও রঙ্গাঙ্গা; এই আটটি ফট্‌কিরীর নাম।

ফট্‌কিরীর গুণ—ফট্‌কিরী—কষায়রসাত্মক, উষ্ণবীর্য্য, যোনিসঙ্কোচকারক এবং বাত, পিত্ত, কফ, ব্রণ, শ্বিত্র ও বীসর্প-রোগ বিনাশক।

রাজাবর্ত্তের গুণ—রাজাবর্ত্ত—কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, এবং পিত্ত, প্রমেহ, বমি ও হিক্কা নিবারক।

চুম্বকের নাম—চুম্বক, কান্তপাষাণ, অয়স্কান্ত ও লৌহ কর্ষক; এই কয়েকটি চুম্বকের নাম।

চুম্বকের গুণ—চুম্বক—লেখন গুণযুক্ত, শীতবীর্য্য এবং মেদ, বিষ ও গরদোষ নিবারক।

গেরিমাটির নাম—গৈরিক, রক্তধাতু, গৈরেয় ও গিরিজ; এই কয়েকটি গেরিমাটীর নাম। অন্য এক প্রকার গৈরিক আছে, তাহাকে স্বর্ণ গৈরিক বলে। উহা অত্যন্ত রক্তবর্ণ বিশিষ্ট।

উভয়বিধ গৈরিকের গুণ—দুই প্রকার গেরিমাটীই স্নিগ্ধগুণযুক্ত, মধুর ও কষায়রসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, চক্ষুর পক্ষে

হিতকর, এবং দাহ, পিত্ত, রক্তদোষ, কফ, হিক্কা ও বিষদোষ-নিবারক।

খড়ীর নাম—খটিকা, কঠিনী ও লেখনী; এই তিনটি খড়ীর নাম।

খড়ীর গুণ—খড়ীলেপনে দাহ নাশক, শীতল, মধুররস-যুক্ত এবং বিষ ও শোথনাশক। ইহা ভক্ষণ করিলে মৃত্তিকার ন্যায় গুণ দর্শায়। খটী ও গৌরখটী ভেদে খড়ী দ্বিবিধ। উভয়ই সমানগুণবিশিষ্ট।

বালুকার নাম—বালুকা, শিকতা, সূক্ষ্মশর্করা ও শীতলা; এই চারিটি বালুকার নাম।

বালুকার গুণ—বালুকা—লেখনগুণবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য এবং ব্রণ ও উরঃক্ষত রোগ বিনাশক।

খর্পরের নাম ও গুণ—খর্পর—তুতিয়ার ভেদ মাত্র। ইহার নামান্তর রসক। তুতিয়ার যে সকল গুণ খর্পরেও সেই সকল গুণ অবস্থিতি করে।

হিরাকসের নাম—কাশীশ, ধাতুকাশীশ ও পাংশুকাশীশ, কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ কাশীশকে পুষ্পকাশীশ বলে।

হিরাকসের গুণ—হিরাকস—উষ্ণবীর্য্য, তিক্ত, অম্ল ও কষায়রসবিশিষ্ট, বাতশ্লেষ্মনাশক, কেশের পক্ষে হিতকর, এবং নেত্রকণ্ডূ, বিষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও শ্বিত্ররোগ বিনাশক।

সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকার নাম ও গুণ—সৌরাষ্ট্রী, তুবরী, কাক্ষী, মৃত্তালক, সুরাষ্ট্রজ, আঢ়কী, মৃৎস্না ও সুরমৃত্তিকা, এই সকল সৌরাষ্ট্র মাটির নাম। ইহা ফট্‌কিরীর ন্যায় গুণ-বিশিষ্ট।

কৃষ্ণ মৃত্তিকার গুণ—কৃষ্ণমৃত্তিকা—ক্ষত, দাহ, রক্তদোষ, প্রদর, কফ ও পিত্ত নিবারক।

কর্দ্দমের গুণ—কর্দ্দম—দাহ, পিত্তজরোগ ও শোথবিনাশক, শীতবীর্য্য ও সারক।

বোলের নাম—বোল, গন্ধরস, প্রাণপিণ্ড ও গোপরস; এই চারিটি বোলের নাম।

বোলের গুণ—বোল—রক্তদোষ নিবারক, শীতবীর্য্য, মেধাজনক, অগ্নিদীপক, পাচক, মধুর, তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট, গর্ভাশয় শুদ্ধিকারক এবং দাহ, ঘাম, বাতাদিত্রিদোষ, জ্বর, অপস্মার ও কুষ্ঠরোগ বিনাশক।

কঙ্কুষ্ঠের উৎপত্তি ও লক্ষণ হিমালয় পর্ব্বতের শিখরদেশে কঙ্কুষ্ঠ নামক মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। ইহা রক্তকৃষ্ণ ও স্বর্ণবর্ণ ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে যাহা পীতবর্ণ—গুরু ও স্নিগ্ধ তাহাই অত্যুৎকৃষ্ট। যাহা শ্যামবর্ণ ও লঘু তাহা অপকৃষ্ট।

কঙ্কুষ্ঠের নাম—কঙ্কুষ্ঠ, কালকুষ্ঠ, বিরঙ্গ ও রঙ্গদায়ক। এই চারিটি কঙ্কুষ্ঠ মৃত্তিকার নাম।

কঙ্কুষ্ঠের গুণ—কঙ্কুষ্ঠ নামক মৃত্তিকা—রেচক, তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, বর্ণকারক এবং ক্রিমি, শোথ, উদরাধ্মান, গুল্ম, আনাহ ও কফ নাশক।

রত্নের নাম ও প্রকার ভেদ—রত্নের নামান্তর মণি। রত্ন নয় প্রকার—যথা; হীরক, পান্না, পোখরাজ, পদ্মরাগ, নীলকান্ত, গোমেদ, বৈদূর্য্য, মুক্তা ও প্রবাল। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও নয়টি রত্নের উল্লেখ আছে। যথা- মুক্তাফল, হীরক, বৈদূর্য্য, পদ্মরাগ, পুষ্পরাগ, গোমেদ, নীলকান্ত, পান্না ও প্রবাল, এই নটি মহারত্ন।

হীরকের নাম—হীরক, বজ্র, চন্দ্র ও মণিবর। ইহা শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে ৪ প্রকার। তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণ হীরক—রসায়নগুণযুক্ত ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। রক্তবর্ণ হীরক—ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু নিবারক। পীতবর্ণ হীরক—ধনদাতা ও দেহদৃঢ়কারক। কৃষ্ণবর্ণ হীরক—ব্যাধিনাশক ও বয়ঃস্থাপক।

অশোধিত হীরকের দোষ—অশোধিত হীরক—কুষ্ঠ, পার্শ্বব্যথা, পাণ্ডু ও পঙ্গুতা উৎপাদক।

মারিত হীরকের গুণ—মারিত হীরক—আয়ু, পুষ্টি, বল, বীর্য্য, বর্ণ ও সৌখ্য বৃদ্ধি কারক এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি-বিনাশক।

পান্নার নাম—গারুত্মত, মরকত, অশ্মগর্ভ ও হরিন্মণি; এই চারিটি পান্নার নাম।

মাণিক্যের নাম—মাণিক্য, পদ্মরাগ, শোণরত্ন ও লোহিত। এই চারিটি মাণিক্যের নাম।

পুষ্পরাগের নাম—পুষ্পরাগ, মঞ্জুমণি ও বাচস্পতিবল্লভ, এই তিনটি পুষ্পরাগ অর্থাৎ পোখ্‌রাজমণির সংস্কৃত নাম।

নীলকান্তমণি ও গোমেদের নাম—নীলকান্তমণিকে নীল ও ইন্দ্রনীল বলে গোমেদমণিকে গোমেদ ও পীতরত্ন বলে।

বৈদূর্য্যমণির নাম—বৈদূর্য্য, দূরজ, রত্ন ও কেতুগ্রহ-বল্লভ; এই চারিটি বৈদূর্য্যমণির নাম।

মুক্তার উৎপত্তি—ঝিনুক, শাঁখ, গজকোড়, সর্প, মৎস্য, ভেক ও বাঁশ, এই কয়েকটা হইতে মুক্তা জন্মে।

মুক্তার নাম—মৌক্তিক, শৌক্তিক, মুক্তা ও মুক্তাফল; এই চারিটি মুক্তার নাম।

মুক্তার গুণ—শীতবীর্য্য, বীর্য্যবর্দ্ধক, চক্ষুর পক্ষে হিতসাধক, এবং শরীরের বল ও পুষ্টিকারক।

প্রবালের নাম—প্রবাল ও বিদ্রুম; এই দুইটি প্রবালের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পলা বলে।

সর্ব্ববিধ রত্নের গুণ—সংশোধিত রত্ন সেবনে—মধুর রসযুক্ত, সারক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, শীতবীর্য্য ও বিষনাশক। এবং ধারণে মঙ্গলজনক, প্রীতিকর ও গ্রহদোষনাশক।

উপরত্নের নির্ণয়—কাচ, কর্পূরাশ্মা, মুক্তশুক্তি ও শঙ্খ প্রভৃতিকে উপরত্ন বলে। রত্নের যে সকল গুণ কথিত হইয়াছে, উপরত্নেও সেই সকল গুণ অবস্থিতি করে, কিন্তু উপরত্নে গুণসকল কিছু কমভাবে থাকে।

বিষের নাম—বিষ, গরল, ও ক্ষেড়; এই তিনটী বিষের নাম।

বিষের প্রকারভেদে নাম—বৎসনাভ, হারিদ্র, শক্তুক, প্রদীপন, সৌরাষ্ট্রীক, শৃঙ্গিক, কালকূট, হলাহল ও ব্রহ্মপুত্র, এই নয় প্রকার বিষ।

বৎসনাভবিষের স্বরূপ—যে বৃক্ষের পত্র নিসিন্দা পত্র সদৃশ ও যাহার আকৃতি বাছুরের নাভির ন্যায় এবং যে বিষবৃক্ষের পার্শ্বস্থ বৃক্ষ সকল সম্যক্‌প্রকারে বৃদ্ধি পাইতে পারে না, তাহাকে বৎসনাভ বিষ বলে।

হারিদ্রবিষের স্বরূপ—যে বিষবৃক্ষের মূল হরিদ্রার মূল সদৃশ, তাহাকে হারিদ্র বিষ বলে।

শক্তুকবিষের স্বরূপ—যে বৃক্ষের গ্রন্থিসকল শক্তুক-তুল্য চূর্ণপদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাহাকে শক্তুকবিষ বলে।

প্রদীপনবিষের স্বরূপ—যে বিষ লোহিতবর্ণ, দীপ্তিমান, অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ও সেবন করিলে অত্যন্ত দাহ জন্মে, তাহাকে প্রদীপন বিষ বলে।

সৌরাষ্ট্রিক বিষের স্বরূপ—সুরাষ্ট্রদেশে যে বিষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সৌরাষ্ট্রীক বিষ বলে।

যে বিষ গোশৃঙ্গে বদ্ধ করিয়া দুগ্ধে নিক্ষেপ করিলে, দুগ্ধ লোহিতবর্ণ হয়, তাহাকে শৃঙ্গিক বিষ বলে।

কালকূট্ বিষের স্বরূপ—দেবাসুরযুদ্ধকালে দেবগণ কর্তৃক হত পৃথুমালীদৈত্যের রক্ত পতিত হইয়া অশ্বত্থবৃক্ষের ন্যায় যে বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহার নির্য্যাসকে কালকূট বিষ বলে। ইহা শৃঙ্গবের ও কোকণপ্রদেশে এবং মলয় পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়।

হলাহলবিষের স্বরূপ—যে বিষবৃক্ষের ফল দ্রাক্ষার ন্যায় গুচ্ছাকারে অনেকগুলি উৎপন্ন হয়, পত্র—তালপত্রের ন্যায় এবং তেজ দ্বারা নিকটস্থ বৃক্ষাদি দগ্ধ হইয়া যায়, তাহাকে হলাহল বিষ বলে। এই বিষ কিষ্কিন্ধ্যা দেশে হিমালয় পর্ব্বতে, দক্ষিণ সমুদ্রের তট্ প্রদেশে ও কোকন দেশে উৎপন্ন হয়।

ব্রহ্মপুত্র বিষের স্বরূপ—যে বিষ কপিলবর্ণ বিশিষ্ট ও সারসংযুক্ত, তাহাকে ব্রহ্মপুত্র বিষ বলে। ইহা মলয় পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়।

জাতিভেদে বিষের বর্ণ ও গুণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভেদে বিষ চারি প্রকার। তন্মধ্যে পাণ্ডুবর্ণ বিষকে ব্রাহ্মণ, লোহিতবর্ণ বিষকে ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ বিষকে বৈশ্য ও শ্যামবর্ণ বিষকে শূদ্রজাতি বলে। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণবিষ—

রসায়ন কার্য্যে প্রশস্ত ; ক্ষত্রিয়বিষ—দেহ পুষ্টিকারক ; বৈশ্যবিষ—কুষ্ঠ নাশক ও শূদ্রজাতি বিষ—প্রাণ নাশক।

বিষের গুণ—বিষ—প্রাণনাশক, ব্যবায়ী, বিকাশী, অগ্নিগুণবহুল, বাত ও কফ নাশক, যোগবাহী ও মত্ততা জনক। এই বিষ বিধিপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে উহা—প্রাণরক্ষক, রসায়ন, যোগবাহী, ত্রিদোষনাশক পুষ্টিকারক ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

অশোধিত বিষে যে সকল দোষ কথিত হইয়াছে, সংশোধিত হইলে উহাতে সেই দোষ থাকে না। সুতরাং বিষ শোধন পূর্ব্বক প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য।

সপ্তবিধ উপবিষ—আকন্দের আঠা, মনসা সীজের আঠা, ইস্‌লাঙ্গলিয়া, করবীর, কুচ, অহিফেন ও ধুতুরা, এই সকলকে উপবিষ বলে। ইহাদের গুণ যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

ধাতু, উপধাতু, রস, উপরস, রত্ন, উপরত্নবিষ ও উপবিষবর্গ সমাপ্ত।

ধান্যবর্গ।

ধান্যের প্রকারভেদ—শালিধান্য, ব্রীহিধান্য, শূকধান্য, শিম্বীধান্য ও ক্ষুদ্র ধান্যভেদে ধান্য পঞ্চবিধ। তন্মধ্যে রক্তশালি প্রভৃতিকে শালিধান্য, ষষ্টিকপ্রভৃতিকে ব্রীহি ধান্য, যবাদিকে শূকধান্য, মুদ্গাদিকে শিম্বিধান্য এবং কাঙ্গনি প্রভৃতিকে ক্ষুদ্র-ধান্য বা তৃণধান্য বলে।

শালিধান্যের লক্ষণ—যে সকল হৈমন্তিক ধান্য অর্থাৎ

আমনধান কণ্ডনব্যতীত অর্থাৎ না ছাটিলেও শুক্লবর্ণ, তাহাদিগকে শালিধান্য বলে।

শালিধান্য সমূহের প্রকারভেদে নাম—রক্তশালি, কলম, পাণ্ডুক, শকুনাহৃত, সুগন্ধক, কর্দ্দমক, মহাশালি, দূষক, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, মহিষমস্তক, দীর্ঘশূক, কাঞ্চনক, হায়ন, লোধ্রপুষ্পক প্রভৃতি নানাপ্রকার শালিধান্য নানাদেশে উৎপন্ন হয়।

সর্ব্ববিধ শালিধান্যের গুণ—সকল প্রকার শালিধান্য-কষায় ও মধুর রসাত্মক, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, বলকারক, মলের কাঠিন্য ও অল্পতাকারক, লঘুপাক, রুচিকারক, স্বর পরিষ্কারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, অল্পবাত ও কফকারক, শীতবীর্য্য, পিত্ত-নাশক ও মূত্রপ্রবর্দ্ধক।

রক্তশালির গুণ—সর্ব্বপ্রকার শালিধান্যের মধ্যে রক্ত-শালি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা—বলকারক, অগ্নি ও পুষ্টিবর্দ্ধক, বর্ণ-জনক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, মূত্রপ্রবর্ত্তক, স্বর পরিষ্কারক, বীর্য্যজনক এবং পিপাসা, জ্বর, বিষ, ব্রণ, শ্বাস, কাস ও দাহ বিনাশক। মহাশালি প্রভৃতি রক্তশালিঅপেক্ষা অল্প গুণী।

ব্রীহিধান্যের লক্ষণ ও নাম—বর্ষাকালজাত কণ্ডণদ্বারা শুক্লবর্ণ ও বিলম্বে পরিপাককারী ধানকে ব্রীহি ধান্য অর্থাৎ আশু ধান্য (আউসধান্য) বলে।

ব্রীহির প্রকারভেদে নাম—কৃষ্ণব্রীহি, পাটল, কুক্কু-টাণ্ডক, শালামুখ, জতুমুখ প্রভৃতিকে ব্রীহি ধান্য বলে। ইহাদের মধ্যে যে ব্রীহির তুষ ও তণ্ডুল কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে কৃষ্ণব্রীহি বলে। পারুলফুলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট ব্রীহিকে পাটলব্রীহি বলে। কুক্কু-ড়ার ডিম্বের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্টব্রীহিকে কুক্কুটাণ্ডকব্রীহি বলে।

কৃষ্ণশূক (পলালে) ও কৃষ্ণতণ্ডুলযুক্ত ব্রীহিকে শালামুখ বলে। লাক্ষার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মুখ সংযুক্ত ব্রীহিকে জতুমুখব্রীহি বলে।

ব্রীহিধান্যের গুণ—সকল প্রকার ব্রীহিধান্য—মধুর-বিপাক, শীতবীর্য্য, অল্প অভিষ্যন্দী কারক, মলবদ্ধতাকারক ও ষষ্টিকধান্যের সমানগুণবিশিষ্ট। সকল প্রকার ব্রীহিধান্যের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহি প্রধান। অন্যান্য ব্রীহিধান্য ইহা অপেক্ষা হীনগুণযুক্ত।

ষষ্টিকধান্যের লক্ষণ—যে ধানের অন্ন উদরস্থ হইবামাত্র জীর্ণ হইয়া যায়, তাহাকে ষষ্টিক বা ষেটে ধান্য বলে।

ষষ্টিক ধান্যের প্রকার ভেদ—ষষ্টিক, শণপুষ্প, প্রমোদক, মুকুন্দক, মহাষষ্টিকাদি নানাপ্রকার ষষ্টিক ধান্য আছে। ইহাদিগকে ব্রীহিধান্যও বলে, কারণ এই সকলে ব্রীহিধান্যের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বপ্রকার ষষ্টিকধান্য—মধুর রস বিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, মলবদ্ধতাকারক, বাতপিত্তপ্রশমক ও শালিধান্যের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

ষষ্টিক নামক ধান্যের গুণ—সকলপ্রকার ষষ্টিক ধান্যের মধ্যে ষষ্টিক নামক ধান্য—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, লঘুপাক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, ত্রিদোষনাশক, মধুররস বিশিষ্ট, মৃদুবীর্য্য, বলকারক, জ্বরনাশক ও রক্তশালিধান্যের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। অন্যান্য ষষ্টিকধান্য ইহা অপেক্ষা হীনগুণযুক্ত।

যবের প্রকার ভেদে নাম—অতিযবকে অতিশূক বলে, ইহা কৃষ্ণবর্ণ। যব—অরুণবর্ণ। হরিতবর্ণ যবকে তোক্ম বলে। শ্বেত যবকে নিঃশূক বলে। যব, সিতশূক, নিঃশূক, অতিযব, তোক্ম ও শ্বেতযব, এই কয়েক প্রকার যবের ভেদ।

যবের গুণ—যব—কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, লেখন ও মৃদু গুণযুক্ত, ব্রণরোগে তিলবৎ পথ্য, রূক্ষ, মেধাজনক, অগ্নিদীপক, কটুবিপাক, অনভিষ্যন্দী, স্বরপরিষ্কারক, বলকর, গুরুপাক, মলোবায়ু ও মলবর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, দেহের স্থিরতা-কারক, পিচ্ছিল এবং কণ্ঠরোগ, চর্ম্মরোগ, কফ, পিত্ত, মেদ, পীনস, শ্বাস, কাস, উরুস্তম্ভ, রক্তদোষ ও পিপাসা নিবারক। ইহা অপেক্ষা অতি যব হীনগুণ বিশিষ্ট এবং অতিযব অপেক্ষা তোক্ম অল্পগুণশালী।

গোধূমের নাম ও প্রকার ভেদ—গোধূমের নামান্তর সুমন। গোধূম তিন প্রকার। এক প্রকার মহাগোধূম; ইহা পশ্চিমদেশ হইতে আমদানী হয়; ইহাকে বড় গোধূম বলে। ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাকৃতি গোধূমকে মধুলী বলে। ইহা মধ্যদেশে উৎপন্ন হয়। শুকবিহীন গোধূমকে দীর্ঘগোধূম ও নন্দীমুখ বলে।

গোধূমের গুণ—বড় গোধূম-মধুররসবিশিষ্ট, শীত-বীর্য্য, বাতপিত্তপ্রকোপক, গুরুপাক, কফ ও শুক্রজনক, বলকর, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, সন্ধানকারক, সারক, জীবনরক্ষক, পুষ্টিকর, বর্ণকর, রুচিকারক এবং দেহের স্থিরতা কারক।

মধুলী—শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, পিত্তনাশক, মধুররসবিশিষ্ট লঘুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, ও সুপথ্য। নন্দীমুখ গোধূমও মধুলীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

শিম্বিধান্যের নাম—শমীজ, শিম্বিজ, শিম্বাভব, সূর্প্য ও বৈদল; এই কয়েকটি শিম্বিধান্যের নাম।

সর্ব্বপ্রকার শিম্বি ধান্যের গুণ—সর্ব্ববিধ শিম্বিধান্য-মধুর ও কষায়রস বিশিষ্ট, রূক্ষ গুণযুক্ত, কটুবিপাক, বাতবর্দ্ধক,

কফপিত্তনাশক, মলমূত্ররোধক এবং আধ্মানকারক। কিন্তু মুগ ও মসূর আধ্মান কারক নহে।

মুগের গুণ—মুগ—রুক্ষগুণযুক্ত, লঘুপাক, মলরোধক, কফনাশক, শীতবীর্য্য, মধুররস বিশিষ্ট, অল্পবায়ুবর্দ্ধক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর ও জ্বরনাশক। বনমুগও এই প্রকার গুণশালী। শ্যাম, হরিত, পীত, শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে মুগ অনেক প্রকার, ইহারা পূর্ব্বানুক্রমে লঘুপাক। সুশ্রুত ও চরক মুনির মতে হরিত বর্ণ মুগ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

মাষকলায়ের গুণ—মাষকলায়—গুরুপাক, মধুর বিপাক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, রুচিজনক, বাতনাশক, উষ্ণবীর্য্য, তৃপ্তিকর, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, অত্যন্ত পুষ্টিকর, মলমূত্রস্রাবক, স্তন্যজনক, মেদ, পিত্ত ও কফ কারক, এবং গুদকীল, অর্দ্দিত, শ্বাস ও পরিনামশূল নিবারক।

রাজমাষের নাম—রাজমাষ, মহামাষ, চপল ও চবল, এই সকল বরবটীর নাম।

রাজমাষের গুণ—রাজমাষ—গুরুপাক, মধুর ও কষায়-রসবিশিষ্ট, তৃপ্তিকর, সারক, রুক্ষগুণযুক্ত, বাত প্রকোপক, রুচিকর এবং স্তন্য ও বলবর্দ্ধক। শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে বরবটী তিন প্রকার যে বরবটী সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাহাই অত্যধিক গুণশালী।

নিষ্পাবের নাম—নিষ্পাব, রাজশিম্বি, বল্লক ও শ্বেত-শিম্বিক, এই সকল শিমের নাম।

নিষ্পাবের গুণ—নিষ্পাব—মধুর ও কষায়রস বিশিষ্ট, রুক্ষ, অম্লবিপাক, সারক, স্তন্য, পিত্ত, রক্তদোষ, মূত্র, বাত ও

মলবদ্ধতা কারক, বিদাহীজনক, উষ্ণবীর্য্য এবং বিষ, কফ, শোথ ও শূলনাশক।

বনমুগের নাম ও গুণ—মকুষ্ঠ, বনমুদ্গ, মকুষ্টক ও মকুষ্ঠক, এই সকল বনমুগের নাম। বনমুগ—বাতবর্দ্ধক, মলরোধক, কফপিত্ত নাশক, অগ্নিদীপক, মধুরবিপাক, ক্রিমিজনক ও জ্বরবিনাশক।

মসূরের নাম—মঙ্গল্যক, মসূর, মঙ্গল্যা ও মসূরিকা, এই সকল মসূরের নাম। ইহা—মধুরবিপাক, মলরোধক, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষগুণযুক্ত, এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও জ্বর নিবারক।

অড়হরের নাম ও গুণ আঢ়কী, তুবরী ও শণপুষ্পিকা, এই তিনটি অড়হরের নাম। ইহা কষায় ও মধুর রসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, মলরোধক, রুক্ষগুণযুক্ত, বাতজনক, এবং পিত্ত, কফ ও রক্তদোষনিবারক।

ছোলার নাম ও গুণ—চণক, হরিমন্থ ও সকলপ্রিয়; এই তিনটি ছোলার নাম। ইহা শীতবীর্য্য, রুক্ষ গুণযুক্ত, রক্তপিত্তরোগনিবারক, কফ নাশক, লঘু, কষায় রসবিশিষ্ট, বিষ্টম্ভকারক, বাতবর্দ্ধক ও জ্বর নাশক। অঙ্গারভৃষ্ট ও তৈলভৃষ্ট ছোলা উক্তপ্রকার গুণবিশিষ্ট। আর্দ্রভৃষ্ট ছোলা—বলকর ও রুচিজনক। শুষ্ক ভৃষ্টছোলা—অত্যন্তরুক্ষ এবং বাত ও কুষ্ঠজনক। সিদ্ধ ছোলা—পিত্ত কফ নাশক। ছোলার দাইল—শোথকারক। কাঁচা ছোলা—অত্যন্ত কোমল, রুচিকর, রক্তপিত্তরোগ নাশক, শীতবীর্য্য, কষায়রসযুক্ত, বাতজনক, মলরোধক, কফপিত্তনাশক ও লঘুপাক।

মটর কলায়ের নাম ও গুণ—কলায়, বর্ত্তুল, সতীন ও

হরেণুক, এই চারিটি মটরের নাম। ইহা মধুররসযুক্ত, মধুর-বিপাক, রুক্ষ গুণবিশিষ্ট ও শীতবীর্য্য।

খেসারীর নাম ও গুণ—খেসারীকে সংস্কৃত ভাষায় ত্রিপুট ও খণ্ডিক বলে। খেসারী—মধুর, তিক্ত ও কষায়রসযুক্ত, অত্যন্তরূক্ষ, কফপিত্তনাশক, রুচিকারক, মলরোধক, শীতবীর্য্য, খঞ্জতা ও পঙ্গুতাকারক ও অত্যন্ত বাতবর্দ্ধক।

কুলথকলায়ের নাম ও গুণ—কুলথিকলায়ের সংস্কৃত নাম কুলথিকা ও কুলথ। ইহা—কটুবিপাক, কষায়রসবিশিষ্ট, রক্তপিত্তজনক, লঘুপাক, বিদাহী, উষ্ণবীর্য্য, ঘর্ম্মরোধক এবং শ্বাস, কাস, কফ, বাত, হিক্কা, অশ্মরী, শুক্র, দাহ,আনাহ, পীনস, মেদ, জ্বর ও ক্রিমি বিনাশক।

তিলের প্রকারভেদ ও গুণ—তিল—কৃষ্ণ, শ্বেত ও রক্তবর্ণ এবং ক্ষুদ্রাকৃতি বন্যভেদে চারি প্রকার। ইহা—কটু, তিক্ত, মধুর ও কষায় রসবিশিষ্ট, গুরুপাক, কটুবিপাক, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ গুণযুক্ত উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্তনাশক, বলকারী, কেশের পক্ষে হিতকর, স্পর্শে শীতল, স্তন্যবর্দ্ধক, ব্রণের পক্ষে হিতকর, দন্তের দৃঢ়তাকারক, অল্পমূত্রবর্দ্ধক, মলরোধক, বাত-নাশক, অগ্নিদীপক ও বুদ্ধিজনক। কৃষ্ণতিল—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও শুক্র-বর্দ্ধক; শ্বেততিল মধ্যম এবং রক্তবর্ণাদি তিল হীনগুণবিশিষ্ট।

মসিনার নাম—অতসী, নীলপুষ্পী, পার্ব্বতী, উমা ও ক্ষুমা; এই পাঁচটি মসিনার নাম।

মসিনার গুণ—তিসি—মধুর ও তিক্ত রসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ-গুণযুক্ত, কটুবিপাক, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য এবং দৃষ্টি, শুক্র, বাত, পিত্ত ও কফ বিনাশক।

তুবরী অর্থাৎ অড়হরের গুণ—তুবরী—মলরোধক, লঘুপাক, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, এবং কফ, বিষ, রক্তদোষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও কোষ্ঠগত ক্রিমি বিনাশক।

সরিষার নাম—সর্ষপ, কটুক, স্নেহ, তন্তুভ ও কদম্বক, এই চারিটি সরিষার নাম। গৌরসর্ষপকে সিদ্ধার্থ বলে।

সরিষার গুণ—সর্ষপ—কটু ও তিক্ত রসবিশিষ্ট, কটু-বিপাক, স্নিগ্ধ ও তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কফবাত নাশক, রক্তপিত্ত ও অগ্নিবর্দ্ধক, রক্ষোদোষ নাশক এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ, ক্রিমি ও গ্রহদোষ বিনাশক। রক্তসরিষা ও গৌরসরিষা উভই—সমগুণ-বিশিষ্ট; তবে উভয়ের মধ্যে গৌরসর্ষপ শ্রেষ্ঠ।

রাই সরিষার নাম—রাজি, রাজিকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, ক্ষুজ্জনিকা ও আসুরী, এই কয়েকটী রাইসরিষার নাম।

কৃষ্ণ রাই সরিষার নাম—ক্ষব, ক্ষুতাভিজনক, ক্রিমিকৃৎ ও কৃষ্ণসর্ষপ, এই সকল কৃষ্ণরাইসরিষার নাম।

রাই ও কৃষ্ণ রাইসরিষার গুণ—রাইসরিষা—কফ-পিত্তনাশক, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্তরোগজনক, কিঞ্চিৎ-রূক্ষ, অগ্নিদীপক এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও কোঠরোগবিনাশক। কৃষ্ণরাই—উক্তপ্রকার গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

তৃণধান্যের নাম—মুন্যন্ন, কুধান্য ও তৃণধান্য, এই তিনটী তৃণধান্যের নাম।

তৃণ ধান্যের গুণ—তৃণধান্য—কষায় ও মধুররস বিশিষ্ট, লঘুপাক, ঈষদুষ্ণবীর্য্য, রূক্ষ ও লেখন গুণযুক্ত, ক্লেদশোধক, বাত-জনক, মলবদ্ধতাকারক এবং পিত্ত, রক্ত ও কফ বিনাশক।

কাঙ্গনিধান্যের নাম—কঙ্গু ও প্রিয়ঙ্গু, এই দুইটি কাঙ্গ-

নিধানের নাম। কৃষ্ণ, রক্ত, শ্বেত ও পীতবর্ণভেদে কাঙ্গনি ধান্য চতুর্ব্বিধ। ইহাদের মধ্যে পীতবর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কাঙ্গনিধান্যের গুণ—কাঙ্গনীধান—ভগ্নসন্ধানকারক, বাতবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, গুরুপাক, রূক্ষ গুণবিশিষ্ট, অত্যন্ত কফনাশক এবং অশ্বদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

চীনা ধান্যের নাম ও গুণ—চীনাধান—কঙ্গুধান্যের প্রকার ভেদ; ইহা—কাঙ্গনি ধান্যের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

শ্যামাধান্যের গুণ—শ্যামাধান—দেহের রসাদিশোধক, রূক্ষ গুণবিশিষ্ট, বাতবর্দ্ধক ও কফপিত্ত নাশক।

কোদোধানের নাম—কোদ্রব ও কোরদূষ, এই দুইটি কোদো ধানের নাম। বনকোদ্রব ও উদ্দাল—এই দুইটি বনজ; কোদোধানের নাম।

কোদোধান্যের গুণ—কোদোধান—বাতবৃদ্ধিকর, মলরোধক, শীতবীর্য্য এবং পিত্ত ও কফনাশক। বনজকোদোধান—উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক এবং অত্যন্ত বাত প্রকোপক।

শরবীজের নাম—চারুক ও শরবীজ; এই দুইটি শরবীজের নাম।

শরবীজের গুণ—শরবীজ- মধুর ও কষায়রসযুক্ত, রূক্ষগুণবিশিষ্ট, রক্তপিত্ত ও কফনাশক, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও বাত প্রকোপক।

বংশবীজের গুণ—বংশবীজ—রূক্ষগুণবিশিষ্ট, কষায়রসযুক্ত, কটুবিপাক, মূত্ররোধক, কফনাশক, বাতপিত্তকারক ও সারক।

কুসুমবীজের নাম—কুসুমবীজ, বরটা ও বরটিকা, এই তিনটী কুসুমবীজের নাম।

কুসুমবীজের গুণ—কুসুমবীজ—মধুর ও কষায়রসযুক্ত, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, ঈষৎ বীর্য্যবর্দ্ধক এবং বাত, রক্তপিত্ত ও কফনাশক।

গড়গড়ের নাম—গবেধুকা ও গবেধু; এই দুইটি গড়গড়ের সংস্কৃত নাম।

গড় গড়ের গুণ—গবেধু—কটু ও মধুর রসবিশিষ্ট, কৃশতাকারক ও কফনাশক।

উড়ীধানের নাম—প্রশাধিকা, নীবার ও তৃণান্ত, এই তিনটি উড়ীধানের নাম।

উড়ীধানের গুণ—উড়ীধান, শীতবীর্য্য, মলরোধক, পিত্তনাশক ও কফবাত বর্দ্ধক।

পবনালের গুণ পবনাল অর্থাৎ জনার—শীতবীর্য্য, লোহিতবর্ণ, কফপিত্ত নাশক, ঈষৎ বীর্য্যবর্দ্ধক, মধুর ও কষায় রস বিশিষ্ট, রূক্ষ গুণযুক্ত, ক্লেদকারক ও লঘুপাক।

সর্ব্ববিধ নূতন ধান্যের গুণ—সর্ব্ববিধ নূতন ধান্য—মধুর রসবিশিষ্ট, গুরুপাক ও কফজনক। বৎসরাতীত ধান্য অত্যন্ত লঘুপাক হেতু সুপথ্য,এক বৎসরের পুরাতন ধান্য—গুরুত্ব পরিত্যাগ করে, কিন্তু বীর্য্যত্যাগ করেনা; কিন্তু একবৎসর পরে ক্রমশঃ হীনবীর্য্য হইতে থাকে। তন্মধ্যে যব, গোধূম, তিল ও মাষকলায় নূতনই হিতকর, পুরাতন হইলে বিরস, রূক্ষ ও অপথ্য হইয়া থাকে।

ধান্যবর্গ সমাপ্ত।

শাকবর্গ।

শাকের প্রকার ভেদ—পত্র, পুষ্প, ফল, নাল, কন্দ ও সংস্বেদজ ভেদে শাক ছয় প্রকার। ইহারা যথাক্রমে উত্তরোত্তর গুরুপাক।

শাকের দোষ—প্রায় সর্ব্ববিধ শাক—বিষ্টম্ভ কারক, গুরুপাক, রূক্ষ, বহুমলজনক এবং বিষ্ঠা ও অধোবায়ু নিঃসারক। শাক—শরীরের অস্থি, চক্ষু, বর্ণ, রক্ত, শুক্র, প্রজ্ঞা, স্মৃতি ও গতি বিনাশ করে এবং পলিত উৎপাদন করে। শাকে সমস্ত রোগ বাস করে, সুতরাং শাক ভক্ষণ করিলে দেহ বিনষ্ট হইতে পারে। এই জন্য পণ্ডিতগণ শাক পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। অম্লেও এই প্রকার দোষ অবস্থিতি করে।

বাতুয়াশাকের নাম—বাস্তূক, বাস্তক, ক্ষারপত্র ও শাকরাট্, এই সকল বেতো শাকের নাম। যে বেতো শাকের পত্র বৃহৎ ও রক্তবর্ণ, তাহাকে গৌড় বাস্তক বলে। ইহা প্রায়ই যবের মধ্যে হয় বলিয়া উহাকে যবশাক বলে। বেতোশাক, ক। বাতুয়াশাক, ব, চা।

বাতুয়াশাকের গুণ—দ্বিবিধ বেতোশাক—মধুররসবিশিষ্ট, ক্ষারযুক্ত, কটুবিপাক, পাচক, রুচিকারক, লঘুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকর, সারক এবং প্লীহা, রক্তপিত্ত, অর্শঃ, ক্রিমি ও ত্রিদোষ নিবারক।

পুঁইশাকের নাম—পোতকী, উপোদিকা, মালবা ও অমৃতবল্লরী, এই সকল পুঁই শাকের নাম। পুঁইশাক, স।

পুঁইশাকের গুণ—পুঁইশাক—শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধগুণযুক্ত,

কফবর্দ্ধক, বাত পিত্তনাশক, কণ্ঠের পক্ষে অহিতকর, পিচ্ছিল, নিদ্রাজনক, বল ও শুক্রবর্দ্ধক, রক্তপিত্তরোগ নাশক, রুচিকারক, সুপথ্য, পুষ্টিকারক ও তৃপ্তিকারক।

নটেশাকের নাম—মারিষ, বাস্পক ও মার্ষ, এই তিনটি নটে শাকের নাম। ইহা শ্বেত ও রক্ত বর্ণভেদে দ্বিবিধ।

সাদানটেশাকের গুণ—সাদা নটে—মধুররসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, পিত্তনাশক, গুরুপাক, বাতশ্লেষ্ম জনক, রক্তপিত্ত ও বিষমাগ্নি নাশক।

রক্ত নটেশাকের গুণ—রক্ত নটেশাক—অল্প গুরুপাক, ক্ষার সংযুক্ত, মধুররসবিশিষ্ট, ভেদক, কফকারক, কটু বিপাক ও অল্পদোষ প্রকোপক।

চাঁপানটে শাকের নাম—তণ্ডুলীয়, মেঘনাদ, কাণ্ডের, তণ্ডুলেরক, ভণ্ডীর, তণ্ডুলী বীজ, বিষঘ্ন ও অল্প মারিষ, এই সকল চাপানটের নাম।

চাঁপানটে শাকের গুণ—চাপানটে—লঘুপাক, শীতবীর্য্য, রুক্ষগুণযুক্ত, মলমূত্র স্রাবক, রুচি কারক, অগ্নিদীপক এবং পিত্ত, কফ, রক্তদোষ ও বিষ নাশক।

কাঁচড়া দামের নাম—জলতণ্ডুলীয় ও কঞ্চট, এই দুইটি কাঁচড়া দামের নাম।

কাঁচড়া দামের গুণ—কাঁচড়াদাম—তিক্তরসবিশিষ্ট, রক্তপিত্তনাশক, বাত নিবারক ও লঘুপাক।

পালংশাকের নাম—পালঙ্ক্যা, বাস্তুকাকারা, ছুরিকা ও চীরতচ্ছদা, এই সকল পালংশাকের নাম।

পালংশাকের গুণ—পালংশাক—বাতবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য,

কফকারক, ভেদক, গুরুপাক, বিষ্টম্ভকারক এবং মত্ততা, শ্বাস, পিত্ত, রক্তদোষ ও বিষ নিবারক।

কালশাকের নাম—নাড়িক, কালশাক, শাকশাক ও কালক, এই সকল কালশাকের নাম।

কালশাকের গুণ—কালশাক—সারক, রুচিকারক, বাতজনক, কফ ও শোথ নাশক, বলবর্দ্ধক, তৃপ্তিকর, মেধাজনক, রক্তপিত্তনাশক ও শীতবীর্য্য।

পাটশাকের নাম—পট্টশাক, নড়ীক ও নাড়ীশাক, এই তিনটি পাটশাকের নাম।

পাটশাকের গুণ—পাটশাক—রক্তপিত্তনাশক, বিষ্টম্ভী ও বাতবর্দ্ধক।

কলম্বীশাকের নাম—কলম্বী ও শতপর্ব্বা, এই দুইটি কলম্বীশাকের নাম।

কলম্বীশাকের গুণ—কলম্বীশাক—স্তন্যবর্দ্ধক, মধুররস-বিশিষ্ট, শুক্রজনক।

লোণীশাকের নাম—ছোট নুনেশাককে লোণা ও লোণী বলে এবং বড়নুনেশাককে ঘোটিকা বলে।

লোণীশাকের গুণ—লোণীশাক—রুক্ষগুণযুক্ত, গুরুপাক, অগ্নিদীপক, অম্ল ও লবণরসবিশিষ্ট এবং বাতশ্লেষ্ম, মন্দাগ্নি ও বিষ নিবারক। বৃহল্লোণী শাক—সারক, উষ্ণবীর্য্য, বাত প্রকোপক, কফপিত্তনাশক এবং চর্ম্মরোগ, ব্রণ, গুল্ম, শ্বাস, কাস, প্রমেহ, শোথ ও চক্ষুরোগে হিতকর।

আমরুলশাকের নাম—চাঙ্গেরী, চুক্রিকা, দন্তশঠা, অম্বষ্ঠা, অম্ললোণিকা, অশ্মন্তকা, শফরী, কুশলী ও অম্লপত্রক, এই

সকল আমরুলের নাম। আমরুল, ক, হা, মা, ম, ব। আমরুচ ও আবলচ, ম। আমরুলী, চা।

আমরুলশাকের গুণ আমরুলশাক—অগ্নিদীপক, রুচিকারক, কফবাতযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কফবাত নাশক, পিত্ত প্রকোপক, অম্লরসবিশিষ্ট, এবং গ্রহণী, অর্শঃ, কুষ্ঠ ও অতিসার রোগবিনাশক।

চুকাপালংশাকের নাম চুক্রিকা, পণারা, রোচনী ও শতবেধিনী, এই সকল চুকা পালংশাকের নাম।

চুকাপালংশাকের গুণ—চুকাপালংশাক—অত্যন্ত অম্লরসবিশিষ্ট, লবণ রসযুক্ত, বাত নাশক, কফ-পিত্তজনক, রুচিকর, লঘুপাক ও বেগুন সংযোগে অত্যন্ত রুচিজনক।

চঞ্চুশাকের নাম—চিঞ্চা, চঞ্চু, চঞ্চুকা, দীর্ঘপত্রা ও তিক্তকা; এই সকল গোনাড়ীচ শাকের নাম।

চঞ্চুশাকের গুণ—চঞ্চুশাক—শীতবীর্য্য, সারক, রুচিকর, মধুররসবিশিষ্ট, ত্রিদোষনাশক, ধাতু পুষ্টিকর, বলকারক, মেধাজনক ও পিচ্ছিলগুণবিশিষ্ট।

হিঞ্চাশাকের নাম—ব্রাহ্মী, শঙ্খধারা, আচারা, মৎস্যাক্ষী ও হিলমোচিকা, এই সকল হিঞ্চাশাকের নাম। হিঞ্চাশাক, ক। হেলেঞ্চাশাক, ব, চা।

হিঞ্চাশাকের গুণ—হিঞ্চাশাক—শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্ত নাশক।

সুষণীশাকের নাম—শিতিবার, শিতিবর, স্বস্তিক, সুনিষণ্ণক, শ্রীবারক, সূচিপত্র, পর্ণক, কুক্কুট ও শিখী; এই সকল সুষণী শাকের নাম। ইহা আমরুলের পত্রসদৃশপত্র বিশিষ্ট ও সজল প্রদেশে জন্মে।

সুষণীশাকের গুণ- সুষণীশাক—শীতবীর্য্য, মলরোধক, অবিদাহী, লঘুপাক, মধুর ও কষায়রসবিশিষ্ট, রূক্ষ গুণযুক্ত, অগ্নি-দীপক, বীর্য্যবর্দ্ধক, রুচিকারক, এবং মেদ, বাতাদি ত্রিদোষ, জ্বর, শ্বাস, মেহ, কুষ্ঠ ও ভ্রম বিনাশক।

মূলার কচিপাতার গুণ—মূলার কচিপাতা—পাচক, লঘুপাক, রুচিজনক ও উষ্ণবীর্য্য ; স্নেহসিদ্ধ অর্থাৎ ঘৃত তৈলাদি দ্বারা পাককরা—ত্রিদোষনাশক এবং সিদ্ধ না হইলে কফপিত্ত জনক।

দ্রোণপুষ্পীপত্র অর্থাৎ ঘল ঘ'সেশাকের গুণ—গুমাশাক—মধুর ও কটুরস বিশিষ্ট, রূক্ষ গুণযুক্ত, গুরুপাক, পিত্ত-জনক, ভেদক এবং কামলা, শোথ, মেহ ও জ্বর বিনাশক।

যোয়ানশাকের গুণ—যোয়ানশাক—অগ্নিদীপক, রুচি-কারক, বাত ও কফনাশক, উষ্ণবীর্য্য, কটু ও তিক্তরস বিশিষ্ট, পিত্ত বর্দ্ধক, লঘুপাক ও শূলজনক।

চাকুন্দেশাকের গুণ—চাকুন্দেশাক—দোষনাশক, অম্ল-রসাত্মক, বাতশ্লেষ্মানাশক, লঘুপাক, এবং কণ্ডু, শ্বাস, ক্রিমি, কাস, দাদ্ ও কুষ্ঠরোগ বিনাশক।

মনসাসীজের পাতার গুণ—মনসাসীজের পাতা—তীক্ষ্ণ গুণ বিশিষ্ট, অগ্নিদীপক, রুচিকারক এবং আধ্মান, অষ্ঠীলা, গুল্ম, শূল, শোথ ও উদরীরোগ বিনাশক।

ক্ষেৎপাপড়ার গুণ—ক্ষেতপাপড়াশাক—পিত্ত, রক্ত-দোষ, জ্বর, পিপাসা, কফ, ভ্রম ও দাহ বিনাশক এবং মলরোধক, শীতবীর্য্য, তিক্ত রসবিশিষ্ট, বাতবর্দ্ধক ও লঘুপাক।

গোজিয়াশাকের গুণ—গোজিয়া শাক—কুষ্ঠ, মেহ,

রক্তদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অর্শ বিনাশক এবং লঘুপাক। গড়্গড়ে ও গোজিয়ালতা, ক। গুজিয়ালতা ও গোজিহ্বা, ম।

পটোলপত্রের গুণ- পলতাশাক—পিত্তনাশক, অগ্নি দীপক, পাচক, লঘুপাক, স্নিগ্ধ গুণযুক্ত, বীর্য্যবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য এবং জ্বর, কাস ও ক্রিমি বিনাশক।

গুড়ূচীপাতার গুণ—গুলঞ্চের পাতা—আগ্নেয়, সর্ব্ববিধ জ্বর নাশক, লঘুপাক, কষায়, কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট, মধুরবিপাক, রসায়ন গুণযুক্ত, বলকর, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক এবং ত্রিদোষ, তৃষ্ণা, দাহ, মেহ, বাতরক্ত, কামলা, কুষ্ঠ ও পাণ্ডুরোগ বিনাশক।

কালকাসুন্দের নাম—কাসমর্দ্দ, অরিমর্দ্দ, কাসারি ও কর্কশ, এই চারিটি কালকাসুন্দের নাম।

কালকাসুন্দের পাতার গুণ—কালকাসুন্দের পাতা—রুচিকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, কাস, বিষ ও রক্তদোষ নিবারক, মধুর রসবিশিষ্ট, কফবাতনাশক, পাচক, কণ্ঠশোধক, বিশেষতঃ কাসনাশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ, পিত্তনিবারক, মলরোধক ও লঘুপাক।

ছোলাশাকের গুণ—ছোলাশাক—রুচিকারক, দুষ্পাচ্য, কফ বাতজনক, অম্লরস যুক্ত, বিষ্টম্ভকারক ও দন্তমূলের শোথ নাশক॥

মটরশাকের গুণ—মটরশাক—ভেদক, লঘুপাক, তিক্তরসবিশিষ্ট ও ত্রিদোষনাশক।

সরিষাশাকের গুণ—সরিষাশাক—মলমূত্রবর্দ্ধক, গুরুপাক, অম্লবিপাক, বিদাহজনক, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষনাশক, ক্ষারবিশিষ্ট, কটু, মধুর ও লবণরসযুক্ত, তীক্ষ্ণ ও রুক্ষগুণাত্মক এবং সমস্ত শাকের মধ্যে অপকৃষ্ট।

বকপুষ্পের গুণ—বকপুষ্প—শীতবীর্য্য, চাতুর্থক জ্বর-নিবারক, রাত্র্যন্ধ্যনাশক, তিক্ত ও কষায়রস বিশিষ্ট, কটুবিপাক, এবং পীনস, কফ, পিত্ত ও বাত নিবারক।

কদলীপুষ্পের গুণ—কদলীপুষ্প অর্থাৎ মোচা—স্নিগ্ধ-গুণযুক্ত, মধুর ও কষায় রসবিশিষ্ট, গুরুপাক, বাতপিত্তনাশক, শীতবীর্য্য এবং রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগ বিনাশক।

শজিনাফুলের গুণ—শজিনাফুল—কটুরসযুক্ত, তীক্ষ্ণ-গুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, স্নায়ুশোথ জনক এবং ক্রিমি, কফ, বাত, বিদ্রধি, প্লীহা ও গুল্ম নিবারক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর ও রক্তপিত্ত-প্রসাদক।

শিমুলপুষ্পের গুণ—শিমুলপুষ্পশাক—ঘৃত ও সৈন্ধব-লবণসহ পাক করিয়া সেবন করিলে নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য-প্রদররোগ বিনষ্ট হয়। ইহা—মধুর ও কষায়রস বিশিষ্ট, মধুর-বিপাক, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, মলরোধক, বাতবর্দ্ধক এবং কফ, পিত্ত ও রক্তদোষ নিবারক।

কুমড়ার নাম—কুষ্মাণ্ড, পুষ্পফল, পীতপুষ্প ও বৃহৎ ফল, এই চারিটি কুমড়ার নাম।

কুমড়ার গুণ—কুমড়া পুষ্টিকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, গুরুপাক এবং রক্তপিত্ত ও বাত নিবারক। কচিকুমড়া—পিত্তনাশক ও শীতবীর্য্য। বাড়ীকুমড়া—কফকারক। পাকা কুমড়া—অল্প-শীতবীর্য্য, মধুরস বিশিষ্ট, অগ্নিদীপক, ক্ষারযুক্ত, লঘুপাক, মূত্রাশয়-শোধক, উন্মাদাদি চিত্তবিকার নাশক ও সর্ব্বদোষ নিবারক।

শিমাকুমড়ার নাম—কুষ্মাণ্ডী ও কর্কারু; এই দুইটি ক্ষুদ্রাকৃতি কুষ্মাণ্ড অর্থাৎ শিমাকুমড়ার নাম।

কাঁচা গিমাকুমড়ার গুণ—কাঁচাগিমাকুমড়া—মল-রোধক, শীতবীর্য্য, রক্তপিত্তনাশক ও গুরুপাক।

পাকা গিমাকুমড়ার গুণ—পাকা গিমাকুমড়া—তিক্তরসবিশিষ্ট, অগ্নিদীপক, ক্ষার গুণযুক্ত ও কফ বাত নাশক।

লাউয়ের প্রকার ভেদ—লাউ—লম্বাকৃতি ও গোলাকৃতি ভেদে দুইপ্রকার। ইহার সংস্কৃত নাম অলাবু ও তুম্বী।

মিঠা লাউর গুণ—মিঠালাউ—হৃদয়ের প্রীতিকর, পিত্ত, কফনাশক, বীর্য্যবর্দ্ধক, রুচিকারক এবং ধাতুসমূহের পুষ্টিবর্দ্ধক।

তিৎলাউর নাম—ইক্ষাকু, কটুতুম্বী, তুম্বী ও মহাফলা, এই সকল তিৎলাউর নাম।

তিৎলাউর গুণ—তিক্তলাউ—শীতবীর্য্য, হৃদ্য, তিক্তরস-বিশিষ্ট, কটুবিপাক এবং পিত্ত, কাস, বিষদোষ, বাত ও পিত্তজ্বর-বিনাশক।

কাঁকুড়ের নাম—এর্ব্বারুক ও কর্কটী ; এই দুইটি কাঁকুড়ের নাম। কাঁকুড়, ক। কাকরোল, ম। কাঙ্গালী, তি। বাঙ্গি, ঢা, পা। ফুইট বা ফুটি, ব।

কাঁকুড়ের গুণ—কাঁকুড়—শীতবীর্য্য, রুক্ষগুণযুক্ত, মল-রোধক, মধুর রসবিশিষ্ট ও গুরুপাক।

কাঁচাকাঁকুড়ের গুণ—কাঁচা কাঁকুড় রুচিকারক ও পিত্তনাশক।

পাকাকাকুড়ের গুণ- পাকা কাঁকুড়—তৃষ্ণা, অগ্নি ও পিত্ত নিবারক।

চিচিঙ্গের নাম ও গুণ—চিচিণ্ড, শ্বেতরাজি, সুদীর্ঘ ও গৃহকুলক, এই কয়েকটি চিচিঙ্গের নাম। ইহা বাতপিত্তনাশক,

বলকারক, সুপথ্য, রুচিজনক, রোগরোগীর পক্ষে হিতকর এবং পটোল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণবিশিষ্ট।

করলা ও উচ্ছের নাম—করলা ও উচ্ছেকে কারবেল্ল ও কঠিল্ল এবং ছোট উচ্ছেকে কারবেল্লী বলে। করলা, ক, হি। করেল্লা, ব, ম,। কৈকা বা, পা। ছোট উচ্ছেকে—করলা উচ্ছে ও পুটলী উচ্ছে, ব। উচ্ছে, স।

করলার গুণ—করলা—শীতবীর্য্য, ভেদক, লঘুপাক, তিক্ত-রসবিশিষ্ট, অল্পবাতবর্দ্ধক এবং জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্তদোষ, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমি বিনাশক।

উচ্ছের গুণ ছোট উচ্ছে—করলার ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ অগ্নিদীপক ও লঘুপাক।

ধুঁধুলের নাম—মহাকোশাতকী, হস্তিঘোষা, মহাফলা, ধামার্গব, ঘোষক ও হস্তিপর্ণ, এই সকল ধুঁধুলের নাম।

ধুঁধুলের গুণ ধুঁধুল—স্নিগ্ধগুণযুক্ত এবং রক্তপিত্ত ও বাতনাশক।

ঝিঙ্গার নাম ও গুণ—ধামার্গব, পীতপুষ্প, জালিনী, কৃতবেধনা, রাজকোশাতকী ও রাজিমৎফলা, এই সকল ঝিঙ্গার নাম।—ইহা—শীতবীর্য্য, মধুররস বিশিষ্ট, কফ-বাতবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, অগ্নিদীপক এবং শ্বাস, জ্বর, কাস ও ক্রিমি নাশক।

পটোলের নাম—পটোল, কুলক, তিক্ত, পাণ্ডুক, কর্কশ-চ্ছদ, রাজীফল, পাণ্ডুফল, রাজেয়, অমৃতাফল, বীজগর্ভ, প্রতীক, কুষ্ঠহা ও কাসভঞ্জন, এই সকল পটোলের নাম।

পটোলের গুণ—পটোল—পাচক, হৃদয়ের প্রীতিকর,

বীর্য্যজনক, লঘুপাক, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, এবং কাস, রক্তদোষ, জ্বর, ত্রিদোষ ও ক্রিমি নিবারক। পটোলমূল সুখবিরেচক। পটোল ডাঁটা—কফনাশক। পটোলপত্র—পিত্ত-নাশক। পটোল ফল ত্রিদোষনাশক। তিক্ত পটোলিকাও পটো-লের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

তেলাকুচার নাম—বিম্বী, রক্তফলা, তুণ্ডী, তুণ্ডিকেরী, বিম্বিকা, ওষ্ঠোপমফলা ও পীলুপর্ণী, এই সকল তেলাকুচার নাম। তেলাকুচো, ক। তেলাকচুয়া, ব। তেলাকুচ, চা। তেলাকুচে, পা, বা। তেলাকচো, য।

তেলাকুচার গুণ—তেলাকুচা—মধুররসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, পিত্ত, রক্তদোষ ও বাতবিনাশক, স্তম্ভনকারক, লেখন-গুণযুক্ত, রুচিজনক এবং বিবন্ধ ও আধ্মান কারক।

শিমের নাম—শিম্বি ও শিম্বী; এই দুইটি শ্বেতশিমের নাম এবং পুতিশিমকে, পুতিশিম্বি ও পুতিকশিম্বিকা বলে।

দ্বিবিধ শিমের গুণ—দ্বিবিধ শিম—মধুররসবিশিষ্ট; মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, বলবর্দ্ধক, দাহজনক, কফকর ও বাতপিত্তনাশক।

কট্‌রাশিমের নাম—কোলশিম্বি, কৃষ্ণফলা ও পর্য্যঙ্ক-পাদিকা, এই সকল কট্‌রা শিমের নাম।

কট্‌রাশিমের গুণ—কট্‌রাশিম—বাতনাশক, গুরু-পাক, অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, কফবর্দ্ধক, পিত্তকারক, অগ্নিমান্দ্যজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক, রুচিকারক, মলবদ্ধতাজনক ও রক্তপিত্তরোগ জনক।

শজিনার ফলের গুণ—শজিনার ফল—মধুর ও কষায়-

রসবিশিষ্ট, অত্যন্ত অগ্নিদীপক এবং কফ, পিত্ত, শূল, কুষ্ঠ, কাস-শ্বাস ও গুল্মরোগ বিনাশক।

বেগুণের নাম—বার্ত্তাক, বার্ত্তাকু, ভণ্টাকী ও ভাণ্টিকা, এই সকল বেগুণের নাম।

বেগুণের গুণ—বেগুণ—মধুররসবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ গুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, ঈষৎ পিত্তবর্দ্ধক, জ্বর, বাত ও কফনাশক, অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক এবং গুরুপাক। কচি বেগুণ—কফ-পিত্ত-নাশক। পাকাবেগুণ—পিত্তজনক ও গুরুপাক। পোড়াবেগুণ—কফ, বাত, মেদ ও আম নাশক এবং অত্যন্ত লঘুপাক ও অগ্নি-দীপক। তৈললবণান্বিত পোড়াবেগুণ—গুরুপাক ও স্নিগ্ধ। কুক্কু-ড়ার ডিমের মত এক প্রকার বেগুণ আছে, তাহাকে শ্বেতবেগুণ বলে। ইহা অর্শোরোগে বিশেষ হিতকর এবং পূর্ব্বোক্ত বেগুণ হইতে হীন গুণবিশিষ্ট।

টেঁড়শের নাম—ভিণ্ডিশ, রোমশফল ও মুনিনির্ম্মিত, এই তিনটি টেঁড়শের নাম।

টেঁড়শের গুণ—টেঁড়শ—রুচিজনক, মলভেদক, পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক, অত্যন্ত শীতবীর্য্য, বাতকর, রূক্ষগুণযুক্ত, মূত্রপ্রবর্ত্তক ও অশ্মরীরোগ নাশক।

পিণ্ডারের গুণ—পিণ্ডার শীতবীর্য্য, বলবর্দ্ধক, পিত্ত-নাশক, রুচিকারক, লঘুপাক, বিশেষতঃ বিষনিবারক।

কাঁকরোলের নাম—কর্কোটকী, পীতপুষ্পা ও মহাজালী, এই তিনটি কাঁকরোলের নাম।

কাঁকরোলের গুণ—কাঁকরোল—মল, কুষ্ঠ, বমি, মেহ, অরুচি, শ্বাস, কাস ও জ্বর বিনাশক এবং কটুবিপাক ও অগ্নিদীপক।

ডোডিকাশাকের নাম—ডোডিকা, বিষমুষ্টি, ডোডী ও সুমুষ্টিকা, এই সকল ডোডিকা শাকের নাম।

ডোডিকাশাকের গুণ—ডোডিকাশাক—পুষ্টিকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাক এবং পিত্ত, কফ, অর্শঃ, ক্রিমি, গুল্ম ও বিষদোষ নিবারক।

কণ্টকারীফলের গুণ—কণ্টকারীর ফল—তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট, অগ্নিদীপক, লঘুপাক, রূক্ষ গুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য এবং শ্বাস, কাস, জ্বর, বাত ও কফ বিনাশক।

সরিষার ডাঁটার গুণ—সরিষার ডাঁটা—তীক্ষ্ণ গুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, রুচিজনক এবং বাত, কফ, ব্রণ, কণ্ডূ, ক্রিমি, দদ্রু ও কুষ্ঠ বিনাশক।

ওলের নাম—শূরণ, কন্দ, ওল, কণ্ডুল ও অর্শোঘ্ন; এই সকল ওলের নাম।

ওলের গুণ—ওল—অগ্নিদীপক, রূক্ষ গুণবিশিষ্ট, কণ্ডুজনক, কষায় ও কটুরসাত্মক, বিষ্টম্ভকারক, বিশদ গুণযুক্ত, রুচিকারক, কফনাশক, অর্শোনাশক, বিশেষতঃ অর্শোরোগে সুপথ্য, প্লীহানাশক এবং গুল্মনিবারক। সকলপ্রকার কন্দশাকের মধ্যে, ওল শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দদ্রু, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠরোগীদিগের অহিতকর এবং সন্ধান যোগ অর্থাৎ অন্য দ্রব্যের সংযোগ দ্বারা সংস্কার বিশিষ্ট হইলে, বিশেষ গুণদায়ক হয়।

আলুর নাম—আলুক, আলু ও বীরসেন; এই তিনটি আলুর নাম। আলু অনেক প্রকার। যথা—কাষ্ঠালু, শঙ্খালু, হস্ত্যালু, পিণ্ডালু, মধ্বালু, রক্তালু ইত্যাদি।

সর্ব্ববিধ আলুর গুণ—সকল প্রকার আলু—শীতবীর্য্য,

বিষ্টম্ভী, মধুররসাত্মক, গুরুপাক, মলমূত্র নিঃসারক, রুক্ষগুণযুক্ত, দুষ্পাচ্য, রক্তপিত্তনাশক, কফবাতজনক, বল, বীর্য্য ও স্তন্যবৃদ্ধিকর।

লালআলুর নাম ও গুণ—দীর্ঘাকার, সরু ও রক্তবর্ণ বিশিষ্ট এক প্রকার আলু আছে, তাহাকে আলুকী বলে। ইহা—বলকারক, স্নিগ্ধ গুণযুক্ত, গুরুপাক, হৃদয়ের কফনাশক, বিষ্টম্ভকারক এবং তৈলে ভাজিয়া ভোজন করিলে অত্যন্ত রুচিজনক হইয়া থাকে।

মূলার প্রকার ভেদ ও নাম—মূলা দুই প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার ছোট। লঘুমূলক, শালাক, কটুক, মিশ্র, বালেয়, মরুসম্ভব, চাণক্যমূলক, তীক্ষ্ণ ও মূলক পোতিকা, এই কয়েকটী ছোটমূলার নাম। গজদন্ত সদৃশ অন্য একপ্রকার মূলা আছে, তাহাকে নেপালমূলক বলে।

ছোট মূলার গুণ—ছোটমূলা—কটুরসযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, পাচক, ত্রিদোষনাশক, স্বরপরিষ্কারক এবং জ্বর, শ্বাস, নাসারোগ, কণ্ঠরোগ ও চক্ষুরোগ বিনাশক।

বড়মূলার গুণ—বড়মূলা—রুক্ষ গুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক ও ত্রিদোষজনক। তৈলাদি স্নেহসিদ্ধ মূলা—বাতাদি-ত্রিদোষ বিনাশ করিয়া থাকে।

গাজরের নাম—গাজর, গৃঞ্জন, ও নাগরবর্ণক, এই তিনটী গাজরের নাম।

গাজরের গুণ—গাজর—মধুর ও তিক্তরস বিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ, গুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘুপাক, মলরোধক এবং রক্তপিত্ত, অর্শঃ, গ্রহণী, কফ ও বাত নিবারক।

কদলীকন্দের গুণ—কদলীকন্দ অর্থাৎ কলার এঁটে

শীতবীর্য্য, বলবৰ্দ্ধক কেশের পক্ষে হিতকর, অম্লপিত্তরোগনাশক, অগ্নিদীপক, দাহনাশক, মধুররসাত্মক ও রুচিকারক।

মানকচুর নাম—মাণক ও মহাপত্র; এই দুইটি মানকচুর নাম। মান, ক, পা, রা। মানকচু, ব, ম, চা, হি, গ।

মানকচুর গুণ—মানকচু—শোথনাশক, শীতবীর্য্য, রক্তপিত্তরোগনাশক ও লঘুপাক।

বারাহীকন্দের গুণ—বারাহীকন্দ—পিত্তবৰ্দ্ধক, বলকারক, কটু ও তিক্তরসযুক্ত, রসায়ন গুণবিশিষ্ট, পরমায়ুবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক এবং মেহ, কফ, কুষ্ঠ ও বাত নিবারক। চামার আলু, ব, চা, ক। শূয়র আলু, পা, ম, চামার আলু বা চুবরী আলু, গ। ইহা দেখিতে মেটে আলুর ন্যায় এবং আস্বাদও তদ্রূপ।

হস্তীকর্ণার গুণ—হস্তিকর্ণা—তিক্ত রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, বাতকফনাশক, শীতজ্বর নিবারক ও মধুর বিপাক। ইহার কন্দ পাণ্ডু, শোথ, ক্রিমি, প্লীহা, গুল্ম, আনাহ ও উদররোগ নাশক এবং বন্য ওলের ন্যায় গ্রহণী ও অর্শনাশক।

কেসুরের গুণ—কেসুর অর্থাৎ কেঁউকন্দ—কটুবিপাক, মলরোধক, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিদীপক, পাচক, হৃদয়ের প্রীতিকর, বাত বর্দ্ধক, তিক্ত ও লবণ রসবিশিষ্ট এবং কফ, পিত্ত, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, মেহ ও রক্তদোষ নিবারক।

কেশুরের প্রকার ভেদ ও গুণ—কসেরু অর্থাৎ কেশুর দুইপ্রকার। তন্মধ্যে বড়জাতীয়কে রাজ কসেরুক এবং মুথারন্যায় আকার ছোটজাতীয়কে চিচোড় বলে। দ্বিবিধ কেশুর—শীতবীর্য্য, মধুর ও কষায়রসবিশিষ্ট, গুরুপাক, রক্ত, পিত্ত, দাহ ও চক্ষুরোগনাশক, মলরোধক এবং শুক্র, বাত, কফ, অরুচি ও স্তন্য বৃদ্ধিকারক।

পদ্মাদির কন্দ ও মৃণাল মূলের নাম ও গুণ—পদ্মাদির কন্দকে শালুক ও করহাট বলে। মৃণাল মূলকে ভিসাণ্ড ও অশালুক বলে। শালুক ও মৃণালমূল উভয় দ্রব্যই—শীতবীর্য্য, বীর্য্যবর্দ্ধক, পিত্ত, দাহ ও রক্তদোষ নিবারক, গুরুপাক, দুষ্পাচ্য, মধুরবিপাক, স্তন্য, কফ ও বাত বর্দ্ধক, মলরোধক, মধুররসবিশিষ্ট এবং রূক্ষগুণযুক্ত।

অল্পদিনজাত, অকালজাত, জীর্ণ, ব্যাধিযুক্ত, পোকালাগা অথবা অগ্নিজলাদি দ্বারা দূষিত সকল প্রকার কন্দ পরিত্যাজ্য।

অত্যন্ত পুরাতন, অকালজাত, রূক্ষসিদ্ধ অর্থাৎ তৈলাদি স্নেহ ভিন্ন সিদ্ধ, কুস্থানজাত, কর্কশ, অত্যন্ত কোমল; শীত ও সর্পাদি দ্বারা দূষিত এবং মূলাশাক ব্যতীত সকল প্রকার শুষ্ক শাকই পরিত্যাজ্য।

সংস্বেদজ শাকের নাম ও গুণ—সংস্বেদজ শাককে ভূমিচ্ছত্র ও শিলীন্ধ্রক বলে। ইহা মৃত্তিকা, গোময় কাষ্ঠ ও বৃক্ষাদিতে উৎপন্ন হয়। বেঙ্ছাতা, কো, ভূঁইছাতা, গ। সকল প্রকার সংস্বেদজ শাক—শীতবীর্য্য, ত্রিদোষবর্দ্ধক, পিচ্ছিল, গুরুপাক এবং বমি, অতীসার, জ্বর ও কফরোগ উৎপাদক। শুচিস্থান, কাষ্ঠ, বংশ ও বৃক্ষসঞ্জাত ছত্রক সকল—অত্যন্ত দোষজনক নহে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য ছত্রক সকল—দোষজনক বলিয়া জানিবে।

শাকবর্গ সমাপ্ত।

মাংসবর্গ।

মাংসের নাম— মাংস, পিশিত, ক্রব্য, আমিষ, পলল ও পল; এই ছয়টি মাংসের নাম।

মাংসের গুণ— মাংস সাধারণতঃ— বাত-নাশক, শরীরের উপচয়কারক, বলকর, পুষ্টিজনক, তৃপ্তিকর, গুরুপাক, হৃদয়ের প্রীতিজনক, বলবিধায়ক ও মধুর বিপাক।

মাংসের প্রকার ভেদ— মাংস জাঙ্গল ও আনূপভেদে দুইপ্রকার; ইহাদের মধ্যে আবার জঙ্ঘাল, বিলেশয়, গুহাশয়, পর্ণমৃগ, বিষ্কির, প্রতুদ, প্রসহ ও গ্রাম্যভেদে জাঙ্গল মাংস আট প্রকার।

জাঙ্গলমাংসের গুণ— জাঙ্গলমাংস মধুর ও কষায়রস-বিশিষ্ট, রুক্ষ গুণযুক্ত, লঘুপাক, বলকারক, পুষ্টিকারক, বীর্য্যবৰ্দ্ধক, অগ্নিদীপক এবং বাতাদিদোষ, মূকতা, মিন্মিনত্ব, গদগদত্ব, অর্দ্দিত, বধিরতা, অরুচি, মেহ, বমি, মুখগত রোগ, শ্লীপদ, গলগণ্ড ও বাতরোগ বিনাশক।

আনূপ মাংসের প্রকার ভেদ— কুলচর, প্লব, কোশস্থ, পাদী ও মৎস্য; এই পাঁচ প্রকার আনূপ জাতি।

আনূপ মাংসের গুণ— আনূপ মাংস— মধুররসাত্মক, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক, কফবৰ্দ্ধক, পিচ্ছিল-গুণযুক্ত, অত্যন্ত মাংস বৰ্দ্ধক, পুষ্টিজনক, অভিষ্যন্দীকারক এবং প্রায়ই হিতকর।

জঙ্ঘাল প্রাণীর নাম— হরিণ, এণ, কুরঙ্গ, ঋষ্য, পৃষত, ন্যঙ্কু, শম্বর, রাজীব, মুণ্ডী প্রভৃতিকে জঙ্ঘাল জাতি বলে। ইহাদের মধ্যে তাম্রবর্ণ মৃগকে হরিণ বলে, কৃষ্ণবর্ণ হরিণকে এণ

বলে; এণ তুল্য আকৃতিবিশিষ্ট ও বৃহদাকারদিগকে কুরঙ্গ বলে; নীলবর্ণ হরিণকে ঋষ্য বলে, ইহা সবোঝ নামে প্রসিদ্ধ; দেহ চক্রাবিন্দুবিশিষ্ট ও হরিণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাকৃতি মৃগকে পৃ বলে; বহুশৃঙ্গবিশিষ্ট মৃগকে ন্যঙ্কু বলে; বৃহৎকা[illegible]ম্বর বা গবয় বলে, সর্বাঙ্গ রেখা দ্বারা পরিবৃত মৃগকে রাজীব বলে; এবং শৃঙ্গহীন মৃগকে মুণ্ডী বলে।

জঙ্গাল মাংসের গুণ—সর্ববিধ জঙ্গাল মাংস—প্রায় পিত্তশ্লেষ্মনাশক, কিঞ্চিদ্বাতজনক, লঘুপাক ও বলবর্দ্ধক।

বিলেশয় প্রাণীর নাম—গোসাপ, শশক, সর্প, ইন্দুর, সজারু প্রভৃতিকে বিলেশয় বলে।

বিলেশয় প্রাণীর মাংসের গুণ—বিলেশয় প্রাণীর-মাংস—বাতনাশক, মধুররসবিশিষ্ট, মধুরবিপাক, পুষ্টিকর, মলমূত্র-রোধক ও উষ্ণবীর্য্য।

গুহাশয় প্রাণীর নাম—সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, ভল্লুক, তরক্ষু, চিতাবাঘ, বভ্রু, জম্বুক, বিড়াল প্রভৃতিকে গুহাশয় বলে। লাঙ্গুল স্থূল এবং চক্ষু রক্তবর্ণবিশিষ্ট গুহাশয় জাতীয় জন্তুকে বভ্রু বা নকুল বলে।

গুহাশয় প্রাণীর মাংসের গুণ—গুহাশয় প্রাণীর মাংস—বাতনাশক, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, মধুররসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধগুণ-যুক্ত, বলকারক এবং চক্ষুরোগ ও গুহ্যজাতরোগে সর্বদা হিতকর।

পর্ণমৃগ প্রাণীর নাম—বানর, বনবিড়াল, কাঠবিড়ালী, ঋষী প্রভৃতিকে পর্ণমৃগ বলে।

*পর্ণমৃগ প্রাণীর মাংসের গুণ—পর্ণমৃগ প্রাণীর মাংস-

বীর্য্যবর্দ্ধক, মলমূত্রশোধক, চক্ষুরোগে ও শোষরোগে হিতকর এবং শ্বাস, অর্শঃ ও কাস বিনাশক।

বিষ্কির প্রাণীর নাম—বর্ত্তক, লাব, বর্ত্তীর কপিঞ্জল, তিত্তির, চটক ও কুক্কুট প্রভৃতি পক্ষিদিগকে বিষ্কির জাতি বলে। যেহেতু এই সকল পক্ষী বিকীর্ণ পূর্ব্বক অর্থাৎ ঠোঁট দ্বারা ছড়াইয়া আহার করে, অতএব ইহাদিগকে বিষ্কির জাতি বলে।

বিষ্কির প্রাণীর মাংসের গুণ—বিষ্কির প্রাণীর মাংস—শীতবীর্য্য, মধুর ও কষায়রস বিশিষ্ট, কটুবিপাক, বলকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক, সুপথ্য ও লঘুপাক।

প্রতুদ প্রাণীর নাম—হারীত, ধবল, পাণ্ডু, চিত্রপক্ষ, বৃহচ্ছুক, পারাবত, খঞ্জরীট, কোকিল প্রভৃতিকে প্রতুদজাতি বলে। এই সকল পক্ষী ঠোঁট দ্বারা ভক্ষ্যদ্রব্য আঘাত পূর্ব্বক ভক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে প্রতুদজাতি বলে।

প্রতুদ প্রাণীর মাংসের গুণ—প্রতুদ প্রাণীর মাংস মধুর ও কষায়রসবিশিষ্ট, পিত্ত ও কফ নাশক, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, মলরোধক ও কিঞ্চিৎ বাত প্রকোপক।

প্রসহ প্রাণীর নাম—কাক, গৃধ, উলূক, চিল্ল, বাজ, চাষ, ভাস, কুরর প্রভৃতি পক্ষীকে প্রসহ বলে। ভক্ষ্য দ্রব্য পুনঃপুনঃ আঘাত পূর্ব্বক ভক্ষণ করে বলিয়া উহাদিগকে প্রসহ বলে।

প্রসহ প্রাণীর মাংসের গুণ—প্রসহ প্রাণীর মাংস—উষ্ণবীর্য্য এবং শোথ, ভস্মকরোগ, উন্মাদ ও শুক্রক্ষয় জনক।

গ্রাম্য প্রাণীর নাম—ছাগ, মেষ, বৃষ, অশ্ব প্রভৃতিকে গ্রাম্যজাতি বলে।

গ্রাম্য প্রাণীর মাংসের গুণ—গ্রাম্য প্রাণীর মাংস—

বাতনাশক, অগ্নিদীপক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক, মধুররসবিশিষ্ট, মধুর-বিপাক, পুষ্টিকারক ও বলবর্দ্ধক।

কুলচর প্রাণীর নাম—মহিষ, গণ্ডার, শূকর, চমরী, হস্তী প্রভৃতিকে কুলচর বলে। কারণ ইহারা জলাশয়ের কূলে বিচরণ করে।

কুলচর প্রাণীর মাংসের গুণ—কুলচর প্রাণীর মাংস—বাতপিত্তনাশক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকারক, মধুররসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, মূত্রপ্রবর্ত্তক এবং কফবর্দ্ধক।

প্লব প্রাণীর নাম—হংস, সারস, কারণ্ডব, বক, ক্রৌঞ্চ, শরারি, নন্দীমুখী, কাদম্ব, বলাকা প্রভৃতি পক্ষিগণকে প্লবজাতি বলে। যেহেতু ইহারা জলে সন্তরণ করে।

নন্দীমুখীর লক্ষণ—যে পক্ষীর ঠোঁট স্থূল, কঠোর এবং তাহাতে জম্বুফলের মত গোলাকার গুটিকা আছে তাহাকে নান্দীমুখী কহে।

প্লব ও নন্দীমুখী প্রাণীর মাংসেরগুণ—এই দ্বিবিধ-মাংস—পিত্তনাশক, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, মধুররসযুক্ত, গুরুপাক, শীতবীর্য্য, বাতশ্লেষ্মাজনক, বল ও শুক্রবর্দ্ধক এবং মল নিঃসারক।

কোশস্থ প্রাণীর নাম—শঙ্খ, শঙ্খনখ, শুক্তি, শম্বুক, কর্কট এবং এই প্রকার অন্যান্য প্রাণীকে কোশস্থ জাতি বলে।

কোশস্থ প্রাণীর মাংসের গুণ—কোশস্থ প্রাণীর মাংস—মধুররসাত্মক, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, বাতপিত্তনাশক, শীতবীর্য্য, পুষ্টিকর এবং মল, বীর্য্য ও বলবর্দ্ধক।

পাদীপ্রাণীর নাম ও তাহার মাংসের গুণ—কুম্ভীর, কচ্ছপ, নক্র, গোধা (জলজন্তুবিশেষ), মকর, শঙ্কু,

ঘর্ঘটিক, শিশুমার (উলক) প্রভৃতিকে পাদী জাতি বলে। উহাদের মাংস—পোশয় প্রাণীর মাংসের সমান।

মৎস্যের নাম—মৎস্য, মীন, বিসার, ঝষ, বৈসারিণ, অণ্ডজ, শকলী, পৃথুরোমা ও সুদর্শন এই সকল মৎস্যের নাম। রোহিতাদি জীবকে মৎস্য বলে।

মৎস্যের গুণ—মৎস্য—স্নিগ্ধ গুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, মধুর-রসাত্মক, গুরুপাক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক, বাতনাশক, পুষ্টিকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক এবং মলপাযী, মৈথুনাসক্ত ও দীপ্তাগ্নিব্যক্তিদিগের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর।

হরিণের মাংসের গুণ হরিণের মাংস—শীতবীর্য্য, মলমূত্ররোধক, অগ্নিদীপক, লঘুপাক, মধুররসবিশিষ্ট, মধুরবিপাক; অত্যন্ত সুগন্ধি ও সন্নিপাত নাশক।

এণমাংসের গুণ—এণ অর্থাৎ কৃষ্ণসার মাংস—কষায় ও মধুররসাত্মক, পিত্ত, রক্তদোষ, কফ, বাত ও জ্বর নিবারক এবং মলরোধক, রুচিকারক ও বলবর্দ্ধক।

কুরঙ্গমাংসের গুণ—কুরঙ্গমাংস—পুষ্টিকর, বলকারক, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, গুরুপাক, মধুররসাত্মক, বাতনাশক, মলরোধক ও কিঞ্চিৎ কফজনক।

গবয়ের নাম ও তাহার মাংসের গুণ—গবয়, নীলাঙ্গক, গবয় ও রোঝ, এই সকল গবয়ের নাম। গবয়মাংস—মধুররসাত্মক, বলকর, স্নিগ্ধ গুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য এবং কফপিত্তবর্দ্ধক।

পৃষতমাংসের গুণ—পৃষত অর্থাৎ চিতাবাঘের মাংস—মধুররসাত্মক, মলরোধক, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিজনক এবং শ্বাস, জ্বর, ত্রিদোষ ও রক্তদোষ নিবারক।

ন্যঙ্কুমাংসের গুণ—ন্যঙ্কুমাংস—মধুররসবিশিষ্ট, লঘুপাক, বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক।

সাবরমাংসের গুণ—সাবরমাংস—স্নিগ্ধগুণযুক্ত, শীত-বীর্য্য, গুরুপাক, মধুররসবিশিষ্ট, মধুরবিপাক, কফজনক ও রক্তপিত্তকারক।

রাজীবমাংসের গুণ—রাজীবমাংস—পৃষতমাংসের তুল্য গুণবিশিষ্ট।

মুণ্ডীর মাংসের গুণ—মুণ্ডীর মাংস—জ্বর, কাস, রক্ত-দোষ, ক্ষয় ও শ্বাস নিবারক এবং শীতবীর্য্য।

শশকের নাম—লম্বকর্ণ, শশ, শূলী, লোমকর্ণ ও বিলেশয়; এই সকল শশকের নাম।

শশকের মাংসের গুণ—শশক মাংস—শীতবীর্য্য, লঘু-পাক, রুক্ষগুণযুক্ত, মধুররসাত্মক, সর্ব্বদা হিতকর, অগ্নিদীপক, কফপিত্তনাশক, বায়ু সমতাকারক এবং জ্বর, অতীসার, শোথ, রক্তদোষ ও শ্বাসরোগ নিবারক।

শজারুর নাম—সেধা, শল্যক ও শ্বাবিৎ, এই তিনটি শজারুর নাম।

শজারুর মাংসের গুণ—শজারুর মাংস—শ্বাস, কাস, রক্তদোষ ও ত্রিদোষ নিবারক।

পক্ষীর নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ—পক্ষী, খগ, বিহঙ্গ, বিহগ, বিহঙ্গম, শকুনি, বি, পতত্রী, বিষ্কির, বিকির ও অণ্ডজ, এই সকল পক্ষীর নাম। ইহার মধ্যে যে সকল পক্ষী ধান্যক্ষেত্রে বিচরণ করে, তাহাদের মাংস অত্যন্ত লঘুপাক। আনূপদেশজ পক্ষীর মাংস—বলকারক, স্নিগ্ধ ও অত্যন্ত গুরুপাক।

বটের পাখীর নাম—বর্ত্তীক, বর্ত্তক ও চিত্র; এই কয়েকটি বটের পাখীর নাম। অন্য একপ্রকার বটের আছে, তাহাকে বর্ত্তকা বলে।

বটের মাংসের গুণ—বর্ত্তকমাংস—অগ্নিদীপক, শীতবীর্য্য, জ্বর ও ত্রিদোষনাশক, অত্যন্ত রুচিজনক, শুক্রবর্দ্ধক ও বলকারক। বর্ত্তকামাংস—ইহা অপেক্ষা অল্পগুণবিশিষ্ট।

লাব পক্ষীর প্রকারভেদ ও গুণ—বিষ্কিরবর্গের মধ্যে লাবপক্ষী চারিপ্রকার। যথা—পাংশুল, গৌরক, পৌণ্ড্রক ও দর্ভর। সর্ব্ববিধ লাবপক্ষী সাধারণতঃ—অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, গরনাশক, মলরোধক ও হিতকর। তন্মধ্যে পাংশুল লাব—কফবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য ও বাতনাশক। গৌরক লাব—লঘুপাক, রূক্ষগুণযুক্ত, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষনিবারক। পৌণ্ড্রক লাব—কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক, লঘুপাক এবং বাতকফনাশক। দর্ভর লাব—রক্তপিত্ত নাশক, হৃদ্রোগ নিবারক ও শীতবীর্য্য।

বর্ত্তীক পাখীর নাম ও গুণ—বর্ত্তীক, বাতচটক ও বার্ত্তীক, এই তিনটী বর্ত্তীক পাখীর নাম। ইহার মাংস—মধুররসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, রূক্ষগুণযুক্ত ও কফপিত্তনাশক।

তিত্তিরির প্রকারভেদ—কৃষ্ণবর্ণ তিত্তিরিকে কৃষ্ণতিত্তিরি ও চিত্রবিচিত্র তিত্তিরিকে গৌরতিত্তিরি বলে।

তিত্তিরি পাখীর মাংসের গুণ—তিত্তিরিমাংস—বলকারক, মলরোধক এবং হিক্কা, ত্রিদোষ, শ্বাস, কাস ও জ্বরবিনাশক। ইহাদের মধ্যে গৌর তিত্তিরি—অধিক গুণবিশিষ্ট।

চড়াই পাখীর নাম—চটক, কলবিঙ্ক, কুলিঙ্গ ও কালকণ্ঠক; এই সকল চড়াই পাখীর নাম।

চড়াই পাখীর মাংসের গুণ—চড়াইমাংস—শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, মধুররসবিশিষ্ট, শুক্রজনক, কফকারক, সন্নিপাতনাশক। গৃহচটক—অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক।

কুকুড়ার নাম—কুক্কুট, কৃকবাকু, কালজ, চরণায়ুধ, তাম্রচূড়, দক্ষ, যামনাদী ও শিখণ্ডিক, এই সকল কুকুড়ার নাম।

কুকুড়ার মাংসের গুণ—কুকুড়ামাংস—পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, গুরুপাক, চক্ষুর পক্ষে হিতকারক, শুক্রজনক, কফকারক, বলকারক, রূক্ষগুণযুক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট। বন্যকুক্কুটমাংস—স্নিগ্ধগুণযুক্ত, পুষ্টিকারক, কফজনক, গুরুপাক এবং বাত, পিত্ত, ক্ষয়, বমি ও বিষমজ্বর বিনাশক।

হারীত পাখীর নাম—হারীতপক্ষী—রক্তপীতবর্ণ, ইহার নামান্তর হারিত।

হারীত পাখীর মাংসের গুণ—হারীতমাংস—রূক্ষগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্ত ও কফনাশক, ঘর্ম্মজনক, স্বরপরিষ্কারক ও কিঞ্চিৎ বাতবর্দ্ধক।

পাণ্ডুপক্ষীর প্রকারভেদে নাম—পাণ্ডুপক্ষী দ্বিবিধ তন্মধ্যে এক প্রকারের নাম চিত্রপক্ষ ও কলধ্বনি; এবং অন্য প্রকারের নাম—ধবল, কপোত ও স্ফুটস্বন।

চিত্রপক্ষ পাখীর মাংসের গুণ—চিত্রপক্ষ পাণ্ডুমাংস—কফ, বাত ও গ্রহণীরোগ বিনাশক।

ধবল পাখীর মাংসের গুণ—ধবল পাণ্ডুমাংস—রক্তপিত্ত নাশক ও শীতবীর্য্য।

ময়ূরের নাম—ময়ূর, চন্দ্রকী, কেকী, মেঘরব, ভুজঙ্গভুক্,

শিখী, শিখাবল, বর্হী, শিখণ্ডী, নীলকণ্ঠক, শুক্লোপাঙ্গ, কলাপী, মেঘনাদ ও কলাপি, এই সকল ময়ূরের নাম।

ময়ূর মাংসের গুণ—ময়ূরমাংস—মধুররসবিশিষ্ট, মধুর-বিপাক, মলরোধক ও বায়ুশান্তিকারক।

পায়রার নাম—পারাবত, কলরব, কপোত ও রক্ত-লোচন; এই চারিটি পায়রার নাম।

পায়রার মাংসের গুণ—পায়রার মাংস—গুরুপাক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, রক্তপিত্তনাশক, বাতপ্রশমক, মলরোধক, শীতবীর্য্য ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

পাখীর ডিমের গুণ—পাখীর ডিম—কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধগুণ-যুক্ত, বীর্য্যবর্দ্ধক, মধুরবিপাক, মধুররসবিশিষ্ট, বাতনাশক, অত্যন্ত-শুক্রবর্দ্ধক ও গুরুপাক।

ছাগলের নাম—ছাগল, বর্কর, ছাগ, বস্ত, অজ, ছেলক ও স্তভ, এই কয়েকটী ছাগলের নাম।

ছাগীর নাম—অজা, ছাগী, স্তভা, ছেলিকা ও গলস্তনী, এই সকল ছাগীর নাম।

ছাগমাংসের অবস্থাভেদে গুণ—ছাগমাংস—লঘুপাক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, মধুরবিপাক, ত্রিদোষনাশক, অল্প শীতবীর্য্য, ঈষৎ দাহজনক, মধুররসবিশিষ্ট, পীনসনাশক, অত্যন্ত বলকারক, রুচি-কারক, পুষ্টিকারক ও বীর্য্যবর্দ্ধক। অপ্রসূতা ছাগীর মাংস—পীনস নাশক; শুষ্ককাসে, অরুচিতে ও শোষরোগে হিতকর এবং অগ্নি-দীপক। কচিপাটার মাংস—অত্যন্ত লঘুপাক, হৃদয়ের প্রীতিকর, জ্বরনাশক, সুখজনক ও অত্যন্ত বলকর। খাসীর মাংস—কফ-কারক গুরুপাক, স্রোতঃ শোধক, বলকারী, মাংস বৃদ্ধিকারক

ও বাতপিত্ত নাশক। বৃদ্ধ ও ব্যাধিমৃত ছাগমাংস—বাতজনক ও রুক্ষগুণযুক্ত। ছাগমুণ্ড—উর্দ্ধজত্রুগত রোগনাশক ও রুচিকর।

ভেড়ার নাম—মেঢ্র, ভেড়, হুড, মেষ, উরভ্র, উরণ, অবি, বৃষ্ণি ও উর্ণায়ু, এই সকল ভেড়ার নাম।

ভেড়ার মাংসের গুণ ভেড়ার মাংস পুষ্টিকারক, পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক ও গুরুপাক। অণ্ডকোষ বিহীন মেষমাংস কিঞ্চিৎ লঘুপাক।

দুম্বোভেড়ার নাম—এডক, পৃথুশৃঙ্গ, মেদঃপুচ্ছ ও দুম্বক, এই সকল দুম্বোভেড়ার নাম।

দুম্বোভেড়ার মাংসের গুণ—দুম্বোভেড়ার মাংস—মেষমাংসের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। ইহার পুচ্ছ দেশোদ্ভূত মাংস—হৃদয়ের প্রীতিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, শ্রমনাশক, পিত্তশ্লেষ্মজনক এবং কিঞ্চিৎ বাতব্যাধি বিনাশক।

বৃষের নাম—বলীবর্দ্দ, বৃষভ, ঋষভ, বৃষ, অনড্বান্, সৌরভেয়, গো, উক্ষা ও ভদ্র, এই সকল বৃষের নাম।

গাভীর নাম—সুরভি, সৌরভেয়ী, মাহেয়ী ও গো, এই সকল গাভীর নাম।

গোমাংসের গুণ—গোমাংস—অত্যন্ত গুরুপাক, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, পিত্তকফবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বাতনাশক, বলকারক, অপথ্য ও পীনসনাশক।

ঘোড়ার নাম—ঘোটক, বাজি, তুরগ, তুরঙ্গ, অশ্ব, তুরঙ্গম, বাজী, বাহ, অর্ব্ব, গন্ধর্ব্ব, হয়, সৈন্ধব ও সপ্তি, এই সকল ঘোড়ার নাম।

ঘোড়ার মাংসের গুণ—ঘোড়ার মাংস—মধুর ও লবণ-

রসবিশিষ্ট অগ্নিদীপক, কফপিত্তবর্দ্ধক, বাতনাশক, পুষ্টিকারক, বলকর, চক্ষুর পক্ষে হিতকর ও লঘুপাক।

মহিষের নাম—মহিষ, ঘোটকারি, কাসর, রজস্বল, পীনস্কন্ধ, কৃষ্ণকায়, লুলাপ ও যমবাহন; এই সকল মহিষের নাম।

মহিষ মাংসের গুণ—মহিষের মাংস—মধুর রসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, নিদ্রাজনক, শুক্র ও বলবর্দ্ধক, শরীরের দৃঢ়তাকারক, গুরুপাক, শরীর পুষ্টিকারক, মলমূত্রস্রাবক এবং বাত, পিত্ত ও রক্তদোষ নিবারক।

ভেকের নাম—মণ্ডূক, প্লবগ, ভেক, বর্ষাভূ, দর্দ্দুর ও হরি; এই ছয়টি ভেকের নাম।

ভেকের মাংসের গুণ—ভেকমাংস—কফকারক, ঈষৎ পিত্তবর্দ্ধক এবং বলকারক।

কচ্ছপের নাম—কচ্ছপ, গূঢ়পাৎ, কূর্ম্ম, কমঠ ও দৃঢ়-পৃষ্ঠক; এই পাঁচটি কচ্ছপের নাম।

কচ্ছপের মাংসের গুণ—কচ্ছপের মাংস—বলকারক, বাতপিত্তনাশক ও পুংস্ত্বজনক।

সদ্যোহত প্রাণীর মাংসের গুণ—সদ্যোহত জীবের মাংস—অমৃত তুল্য ব্যাধিনাশক, বয়ঃসংস্থাপক, পুষ্টিকারক ও হিতকর। সদ্যোহত না হইলে তাহা পরিত্যাজ্য।

স্বয়ংমৃত প্রাণীর মাংসের গুণ—স্বয়ংমৃত প্রাণীর মাংস—বলনাশক, অতীসার জনক ও গুরুপাক।

প্রাণী মাংসের অবস্থাভেদে গুণ—বৃদ্ধপ্রাণীর মাংস—ত্রিদোষবর্দ্ধক। শুষ্কমাংস—শূলজনক ও গুরুপাক। বিষ, জল

ও ব্যাধি কর্তৃক মৃত প্রাণীর মাংস—মৃত্যু, ত্রিদোষ ও ব্যাধি উৎপাদক। ক্লিন্ন মাংস—উৎক্লেশজনক। কৃশ প্রাণীর মাংস—বাতবর্দ্ধক। যে সকল প্রাণী জলে ডুবিয়া মরে, তাহাদের শিরা সকল জলপূর্ণ থাকে; এই হেতু উহাদের মাংস—ত্রিদোষজনক।

পক্ষীদিগের মধ্যে পুরুষজাতির মাংস শ্রেষ্ঠ এবং চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে স্ত্রীজাতির মাংস শ্রেষ্ঠ।

পুরুষ জাতীয় প্রাণীর শরীরের নিম্নার্দ্ধ লঘুপাক এবং স্ত্রীজাতীয় প্রাণীর শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ লঘুপাক।

প্রায় সমস্তপ্রাণীর দেহের মধ্যভাগ গুরুপাক। পক্ষবিক্ষেপণ হেতু পক্ষীদিগের মাংস লঘুপাক। সকল প্রকার পক্ষীর ডিম ও গ্রীবাদেশ গুরুপাক।

বক্ষঃ, স্কন্দ, উদর, মস্তক, পদ, হস্ত, কটি, পৃষ্ঠ, চর্ম্ম, যকৃৎ ও অন্ত্র, এই সকল ক্রমশঃ উত্তরোত্তর গুরুপাক। ধান্য ভক্ষণকারী পক্ষীগণের মাংস—লঘুপাক ও বাতনাশক। মৎস্যভক্ষক পক্ষীর মাংস—পিত্তজনক, বাতনাশক ও গুরুপাক। মাংসাশী পক্ষীর মাংস—কফকারক, লঘুপাক ও রূক্ষ। ফলভক্ষক পক্ষীর মাংস—পুষ্টিকারক, গুরুপাক ও বাতনাশক।

তুল্যজাতি প্রাণীর মধ্যে যাহাদের শরীর বড় তাহাদের মাংস অপেক্ষা যাহাদের শরীর ক্ষুদ্র তাহাদের মাংস উৎকৃষ্ট এবং ক্ষুদ্রাকৃতিদিগের মধ্যে স্থূল শরীরীদিগের মাংস উৎকৃষ্ট।

রুইমাছের নাম ও গুণ—রক্তোদর, রক্তমুখ, রক্তাক্ষ, রক্তপক্ষতি, কৃষ্ণপুচ্ছ, ঝষশ্রেষ্ঠ ও রোহিত, এই সকল রুইমাছের নাম। ইহা—সকল মৎস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বীর্য্যবর্দ্ধক, অর্দ্দিতরোগ-

নাশক, কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট, বাতনাশক ও ঈষৎ-পিত্তকারক। ইহার মাথা—জত্রুর ঊর্দ্ধগত রোগ সকল বিনাশক।

শিলিন্দে মাছের গুণ—শিলিন্দে মাছ—কফকারক, বলজনক, মধুরবিপাক, গুরুপাক, বাতপিত্তনাশক, হৃদয়ের প্রীতি-কর ও আমবাত জনক।

ভেকুটমাছের গুণ—ভেকুটমাছ—মধুররসবিশিষ্ট, শীত-বীর্য্য, বীর্য্যবর্দ্ধক, কফকারক, গুরুপাক, বিষ্টম্ভজনক ও রক্তপিত্ত নাশক।

মোচিকা মাছের গুণ—মৌছীমাছ—বায়ুনাশক, বল-কারক, পুষ্টিকারক, মধুররসবিশিষ্ট, গুরুপাক, পিত্তনাশক, কফকারক, রুচিজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিতসাধক।

বোয়াল মাছের গুণ—মাংসভোজি-বোয়াল মাছ—কফকারক, বলকর, নিদ্রাজনক, রক্তদূষক এবং পিত্ত ও কুষ্ঠ-ব্যাধি জনক।

শিঙ্গি মাছের গুণ—শিঙ্গিমাছ—বাত প্রশমক, স্নিগ্ধগুণ-যুক্ত, কফ প্রকোপক, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট, লঘুপাক ও রুচিজনক।

ইলিশ মাছের গুণ—ইলিশমাছ—মধুররসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ-গুণযুক্ত, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, কফকারক, কিঞ্চিৎ-লঘুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও বাতনাশক।

শউল মাছের গুণ—শোলমাছ—মলরোধক, হৃদয়ের-প্রীতিকর, মধুর ও কষায় রসবিশিষ্ট।

গাগড়ামাছের গুণ—গাগড়ামৎস্য—পিত্তবর্দ্ধক, কিঞ্চিৎ বাতনাশক ও কফ প্রকোপক।

কইমাছের গুণ কইমাছ—মধুররসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধগুণ-যুক্ত, বাতনাশক, কফনিবারক, রুচিকর, কিঞ্চিৎ পিত্তজনক ও অগ্নিদীপক।

বাইন মাছের গুণ—বাইনমাছ—বাত ও পিত্তনাশক, রুচিকারক এবং লঘুপাক।

দণ্ডমৎস্যের গুণ—দণ্ডমৎস্য—তিক্তরসবিশিষ্ট, পিত্ত, রক্তদোষ ও কফনাশক, বায়ুর সমতা স্থাপক, শুক্রজনক ও বলবর্দ্ধক।

এলেংমাছের গুণ—এলেংমাছ—মধুররসাত্মক, স্নিগ্ধ-গুণযুক্ত, বিষ্টম্ভকারক, শীতবীর্য্য ও লঘুপাক।

বড়পুঁটি মাছের গুণ—পাবদামাছ—তিক্ত ও মধুররসা-ত্মক, পিত্ত-কফনাশক, শীতবীর্য্য, রুচিজনক ও বায়ুর সমতাস্থাপক।

গড়ুইমাছের গুণ—গড়ুইমাছ—মধুর, তিক্ত ও কষায়-রসাত্মক, বাত, পিত্ত ও কফ নাশক, রুচিকারক, লঘুপাক, অগ্নি-দীপক এবং বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

মাগুরমাছের গুণ—মাগুরমাছ—বাতনাশক, বলকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, কফজনক ও লঘুপাক।

টেঙ্গরামাছের গুণ—টেঙ্গরামাছ—মেধাজনক, মেদঃক্ষয়-কারক, বাতপিত্তজনক ও অত্যন্ত রুচিকারক।

পুঁটিমাছের গুণ—পুঁটীমাছ—তিক্ত, কটু ও মধুররসা-ত্মক, রুচিকারক, লঘুপাক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত এবং শুক্র, কফ, বাত, মুখরোগ ও কণ্ঠরোগনাশক।

ক্ষুদ্রমাছের গুণ—ক্ষুদ্রমাছ—মধুররসবিশিষ্ট, ত্রিদোষ-নাশক, লঘুপাক, রুচিকারক, বলকর ও অত্যন্ত হিতকর।

অতিক্ষুদ্র মাছের গুণ—অত্যন্তক্ষুদ্রমৎস্য—পুরুষত্ব-নাশক, রুচিকারক এবং কাস ও বাত বিনাশক।

মাছের ডিমের গুণ—মাছেরডিম—অত্যন্ত বীর্য্যবর্দ্ধক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, পুষ্টিকারক, লঘুপাক, কফকারক, মেদোজনক, বল-কর, গ্লানিজনক ও মেহ নাশক।

শুট্‌কী মাছের গুণ—শুট্‌কীমাছ—বলকারক নহে, দুষ্পাচ্য ও মলবদ্ধতা কারক।

পোড়ামাছের গুণ—পোড়ামাছ—অত্যন্ত গুণদায়ক, পুষ্টিকর ও বলজনক।

জলাশয়ভেদে মৎস্যের গুণ—কূপজাতমৎস্য—শুক্র, মূত্র, কুষ্ঠরোগ ও কফবর্দ্ধক, সরোবরজাত মৎস্য—মধুররসাত্মক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, বলকারক ও বাতনাশক। নদীজাতমৎস্য—পুষ্টি-কারক, গুরুপাক, বাতনাশক, রক্তপিত্তজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ-গুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য ও অল্পমলজনক। চুণ্ডজাত মৎস্য—পিত্তজনক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, মধুররসাত্মক, লঘুপাক ও শীতবীর্য্য। তড়াগ-জাতমৎস্য—গুরুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, বলকারক ও মূত্রপ্রবর্ত্তক। ঝরণাজাতমৎস্য—তড়াগজাত মৎস্যের ন্যায় গুণবিশিষ্ট এবং বল, আয়ু, বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিকারক।

হেমন্তকালে কূপজাত মৎস্য, শীতকালে সরোবরজাত মৎস্য, বসন্তকালে নদীজাত মৎস্য, গ্রীষ্মকালে চুণ্ডজাত মৎস্য, বর্ষাকালে তড়াগজাত মৎস্য এবং শরৎকালে নির্ঝরজাত মৎস্য হিত-

কর। কিন্তু বর্ষাকালে নদীজাত মৎস্য অহিতকর বলিয়া জানিবে।

মাংসবর্গ সমাপ্ত।

বারিবর্গ।

জলের নাম— পানীয়, সলিল, নীর, কীলাল, জল, অম্বু, আপ্, বার, বারি, পয়ঃ, পাথঃ, উদক, তোয়, জীবন, বন, অম্ভঃ, অর্ণঃ, অমৃত ও ঘনরস; এই সকল জলের নাম।

জলের গুণ—জল—ভ্রম, ক্লান্তি, মূর্চ্ছা, পিপাসা, তন্দ্রা, বমি ও বিবন্ধনাশক, বলকারক, নিদ্রানাশক, তৃপ্তিকারক, হৃদয়ের প্রীতিকর, অব্যক্তরসান্বিত, অজীর্ণ প্রশমক, নিত্যই হিতকর, শীতল, লঘুপাক, নির্ম্মল, রসকারণ অর্থাৎ নিজে অব্যক্ত রস হইয়াও মধুরাদি ছয় রসের উপাদান কারণ ও অমৃতবৎ জীবনরক্ষক।

জলের প্রকার ভেদ ও গুণ—জল—দিব্য ও ভৌম ভেদে দুই প্রকার। দিব্যজল আবার ধারাভব, করকাজাত তৌষার ও হৈম ভেদে চারি প্রকার। ইহাদের মধ্যে ধারাভব জল অধিক গুণবিশিষ্ট।

ধারাভব জলের লক্ষণ ও গুণ—যে বৃষ্টির জল ধারাবাহী হইয়া ক্ষৌতবস্ত্রে বা সুধৌত প্রস্তরে কিংবা ভূমিতে পতিত হয়, তাহা সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, স্ফটিক, কাচ বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্রে রাখিয়া দিলে, তাহাকে ধারাভব জল বলে। ইহা—

ত্রিদোষনাশক, অব্যক্তরসবিশিষ্ট, লঘুপাক, সোমগুণযুক্ত, রসায়ন-গুণবিশিষ্ট, বলকারক, তৃপ্তিকর, আহ্লাদ জনক, জীবনরক্ষক, পরিপাচক, বুদ্ধিজনক, মূর্চ্ছা, তন্দ্রা, দাহ, শ্রম, ক্লান্তি ও পিপাসা-নাশক এবং বিশেষতঃ বর্ষাকালে সুপথ্য।

ধারাজলের প্রকার ভেদ ও গুণ—ধারাজল—গাঙ্গ ও সমুদ্র ভেদে দুই প্রকার। মেঘাভ্যন্তরস্থ দিগ্‌গজ সকল আকাশ সম্বন্ধী যে জল গ্রহণ পূর্ব্বক বর্ষণ করে, তাহাকে গাঙ্গজল বলে। মেঘ সকল প্রায় আশ্বিন মাসেই গাঙ্গ জল বর্ষণ করিয়া থাকে। চরকে কথিত আছে—এই জল সর্ব্ব প্রকারে হিত সাধক। সুবর্ণ, রৌপ্য বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্রে স্থাপিত শালি-তণ্ডুলের অন্নের উপরে বৃষ্টির জল পতিত হইলে, যদ্যপি সেই অন্ন ক্লিন্ন বা বিবর্ণ না হয়, তবে তাহাকে গাঙ্গজল বলে। এই গাঙ্গজল—সর্ব্বপ্রকার দোষ নাশক। ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট হইলে, তাহাকে সমুদ্রজল বলে। সমুদ্রজল—ক্ষার সংযুক্ত, লবণরস, শুক্রনাশক, দৃষ্টিশক্তিনাশক, বলনাশক, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, ত্রিদোষজনক, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত ও সর্ব্ব কর্ম্মে অব্যবহার্য্য। সমুদ্রজল আশ্বিনমাসে গাঙ্গজলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট হয়। যেহেতু দিব্যর্ষি অগস্ত্যের উদয়ের পরে যে জল পতিত হয়, তাহা সমস্তই নির্ম্মল, নির্ব্বিষ, মধুররস, শুক্রবৃদ্ধিকারক ও কোন দোষজনক নহে। গ্রন্থান্তরে কথিত আছে যে, গগনবিহারী নাগগণের ফুৎকার জন্য সবিষ বায়ুসংস্পর্শ হইয়া পতিত হয় বলিয়া আশ্বিনমাস ব্যতীত সমুদয় বর্ষার জল বিষাক্ত হইয়া থাকে।

ঋতুভেদে মেঘবর্ষিত জলের গুণ—মেঘ সকল অকালে অর্থাৎ পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এই চারিমাসে যে

জল বর্ষণকরে, তাহা সমস্ত প্রাণীর পক্ষে ত্রিদোষ প্রকোপক হইয়া থাকে।

শিল জলের লক্ষণ ও গুণ—দিব্য বায়ু ও তেজঃ সংযোগে সংহত হইয়া অর্থাৎ জমাট বাঁধিয়া পাষাণ খণ্ডবৎ যে জলীয় পদার্থ আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহাকে করকাজল বা শিলজল বলে। ইহা—রুক্ষ, অপিচ্ছিল, কঠিন, অত্যন্ত শীতল এবং পিত্তনাশক ও কফ বাত জনক।

বরফ জলের লক্ষণ ও গুণ—নদী হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমুদয় জলাশয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী তেজঃ সংযোগে ধূমের ন্যায় বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া যে জল পতিত হয়, তাহাকে তুষারজল বা বরফ বলে। ইহা—প্রাণীদিগের পক্ষে অহিতকর, বৃক্ষ সমূহের হিতকর, শীতবীর্য্য, রুক্ষগুণযুক্ত, বায়ুবর্দ্ধক, অল্প পিত্তজনক এবং কফ, উরুস্তম্ভ, কণ্ঠরোগ, মন্দাগ্নি, মেহ ও গলগণ্ডাদি রোগবিনাশক।

শিশির জলের লক্ষণ ও গুণ—হিমালয়ের শিখরাদি হিমাচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে দ্রবীভূত হইয়া যে জল পতিত হয়, তাহাকে হিম বা হৈম জল বলে। ইহা—শীতল, পিত্তনাশক, গুরুপাক ও বাতবর্দ্ধক। কেহ কেহ কুয়াসার জলকে হৈম জল বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন—সমুদ্রের ঘনীভূত জল বাড়বাগ্নির ধূমগলিত ও বায়ু কর্ত্তৃক উত্তর প্রদেশে নীত হইলে, তাহাকে হৈম জল বলে। ইহা—শীতল, রুক্ষ, অত্যধিক সূক্ষ্ম, এবং বাতাদি ত্রিদোষের কোনটীকেই দূষিত করে না।

দেশভেদে জলের নাম ও গুণ—ভৌমজল—জাঙ্গল, আনূপ ও সাধারণ ভেদে তিন প্রকার। যে দেশ অল্প জল ও

অল্পবৃক্ষবিশিষ্ট এবং পিত্ত ও রক্ত দূষিত রোগোৎপাদক, তাহাকে জাঙ্গল দেশ বলে, এই জাঙ্গল দেশস্থ জলকে জাঙ্গল জল বলে। যে দেশ বহু জল ও বহু বৃক্ষ দ্বারা পরিপূর্ণ ও বাতশ্লেষ্মরোগের উৎপত্তিজনক, তাহাকে আনূপদেশ বলে। এই আনূপদেশস্থ জলকে আনূপ জল বলে। যে দেশ জাঙ্গল ও আনূপ উভয় দেশের মিশ্র, লবণ সমন্বিত, তাহাকে সাধারণ দেশ বলে। এই সাধারণদেশস্থ জলকে সাধারণ জল বলে। জাঙ্গল জল—রূক্ষ-গুণযুক্ত, লবণরসাত্মক, লঘুপাক, পিত্তনাশক, অগ্নিদীপক, কফ-কারক, সুপথ্য ও বহুবিকার বিনাশক। আনূপ জল—অভিষ্যন্দ-কারক, মধুররসাত্মক, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, ঘন, গুরুপাক, কফকারক, হৃদ্য ও বহুবিকার বিনাশক। সাধারণজল—মধুর-রসবিশিষ্ট, অগ্নিদীপক, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, তৃপ্তিকারক, রুচি-জনক এবং পিপাসা, দাহ ও বাতাদি ত্রিদোষ বিনাশক।

নদীভেদে জলের গুণ—নদী বা নদের জলকে নাদেয় জল বলে। এই জল—রূক্ষ, বায়ুপ্রকোপক, লঘুপাক, অগ্নি-দীপক, অনভিষ্যন্দি, বিশদগুণযুক্ত, কটুবিপাক ও কফপিত্তনাশক। দ্রুত স্রোতঃশীলা নদীর জল—লঘুপাক ও নির্ম্মল। যে নদীর জল শৈবালাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন, মৃদুস্রোতোবিশিষ্ট ও কর্দ্দমাদি দ্বারা কলুষিত, তাহা গুরুপাক। হিমালয় পর্ব্বতোদ্ভূত গঙ্গা, শতদ্রু, সরযূ, যমুনা প্রভৃতি নদীর জল ও উপলাস্ফালিত জল—হিতকর ও সমধিক গুণশালী। সহ্যশৈলসমুদ্ভূত বেণা, গোদাবরী প্রভৃতি নদীর জল—প্রায়ই কুষ্ঠ, ঈষদ্বাত ও কফ উৎপাদন করে। নদী, সরোবর, তড়াগ, কূপ, প্রস্রবণাদি সঞ্জাত জলের দোষগুণ দেশ-ভেদে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ জলের লক্ষণ ও গুণ—মৃত্তিকা ভেদ করিয়া নিম্ন প্রদেশ হইতে যে প্রবল জলধারা উদ্ধদিকে উত্থিত হয়, তাহাকে উদ্ভিদ জল বলে। ইহা—পিত্তনাশক, অবিদাহী, অত্যন্ত শীতল, প্রীতিজনক, মধুররসবিশিষ্ট, বলকারক, ঈষৎ বাতজনক ও লঘুপাক।

নির্ঝর জলের লক্ষণ, নাম ও গুণ—পর্ব্বতের সানু-প্রদেশ হইতে যে জল-প্রবাহ নিঃসৃত হয়, তাহাকে নির্ঝর, ঝর ও প্রস্রবণ বলে। তত্রত্য জলকে নৈর্ঝর জল বলে। ইহা—রুচিকারক, কফনাশক, অগ্নিদীপক, লঘুপাক, মধুররসবিশিষ্ট, বাতবর্দ্ধক ও অল্পপিত্তজনক।

সারস জলের লক্ষণ ও গুণ—পর্ব্বতাদি দ্বারা নদীর জল রুদ্ধ হইয়া পদ্মাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইলে, তাহাকে সরঃ বলে। তত্রত্য জলকে সারস জল বলে। ইহা—বলকারক, পিপাসা-নাশক, কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট, লঘুপাক, রুচিজনক, রুক্ষগুণযুক্ত ও মলমূত্ররোধক।

তড়াগের লক্ষণ ও তাহার জলের গুণ—বহুকাল-জাত প্রশস্ত ভূমিভাগস্থ বৃহৎ জলাশয়কে তড়াগ বলে। এবং তৎস্থ জলকে তাড়াগ জল বলে। ইহা—মধুর ও কষায়রসযুক্ত, কটুবি-পাক, বায়ুবর্দ্ধক, মলমূত্ররোধক এবং রক্তপিত্তরোগ ও কফনাশক।

বাপীর লক্ষণ ও তাহার জলের গুণ—প্রস্তর অথবা ইষ্টকদ্বারা বাঁধান ও সিঁড়িবিশিষ্ট বৃহৎ কূপকে বাপী বলে, তত্রত্য জলকে বাপ্য জল বলে। ইহা—সক্ষার, পিত্তকর, কফবাত-নাশক, কিন্তু মধুররস হইলে উহা—কফকারক ও বাতপিত্ত-বিনাশক।

কূপের লক্ষণ ও তাহার জলের গুণ—ইষ্টকাদি দ্বারা বাধান হউক আর নাই হউক এইরূপ ভূমির অল্পস্থান ব্যাপক গভীর ও গোলাকৃতি জলাশয়কে কূপ বলে। ইহার জলকে কৌপ-জল বলে। কৌপজল—মধুর রসবিশিষ্ট হইলে ত্রিদোষনাশক, হিতকর ও লঘুপাক হয় এবং ক্ষারযুক্ত হইলে কফবাতনাশক, অগ্নিদীপক ও অত্যন্ত পিত্তপ্রকোপক হয়।

চুণ্ডের লক্ষণ ও তাহার জলের গুণ—চারিদিকে প্রস্তর দ্বারা আবদ্ধ এবং লতাসমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত স্বয়ং জাত স্বচ্ছ অথচ নীলবর্ণ জলবিশিষ্ট জলাশয়কে চুণ্ড বলে। কেহ কেহ প্রস্তরাদি দ্বারা রুদ্ধ না হইলেও তাহাকে চুণ্ড বলিয়া থাকেন। তত্রস্থজলকে চৌণ্ড্য জল বলে। ইহা—অগ্নিদীপক, রূক্ষগুণযুক্ত, কফনাশক, লঘুপাক, মধুররসবিশিষ্ট, পিত্তনাশক, রুচিকারক, পরিপাচক ও বিশদ গুণযুক্ত।

পল্বলের লক্ষণ ও তাহার জলের গুণ—যে কোন কৃত্রিম অথবা স্বাভাবিক নিখাত স্থানে বর্ষা ঋতুর ধারা সংক্রান্ত কর্দ্দমসংশ্লিষ্ট অল্প মাত্র জল অবস্থিতি করিয়া অন্য ঋতুতে শুকা-ইতে থাকে ও গ্রীষ্মকালে একেবারে জলহীন হয়, তাহাকে পল্বল বলে এবং তাহার জলকে পাল্বল জল বলে। ইহা—অভিষ্যন্দি, গুরুপাক, মধুররসবিশিষ্ট ও ত্রিদোষনাশক।

বিকির জলের লক্ষণ ও গুণ—নদ্যাদির নিকটস্থ বালুকাময় ভূমি হইতে বালুকা ভেদ করিয়া যে জল গ্রহণ করা যায়, তাহাকে বিকির জল বলে। ইহা—শীতবীর্য্য, স্বচ্ছ, নির্দ্দোষ লঘুপাক, কষায় ও মধুররসাত্মক, পিত্তনাশক, ক্ষারযুক্ত ও ঈষৎ পিত্তবর্দ্ধক।

কৈদারের লক্ষণ ও তাহার জলের গুণ—ক্ষেত্রকে কৈদার বলে, সুতরাং তাহার জলকে কৈদার জল বলে। ইহা—অভিষ্যন্দী, মধুররসবিশিষ্ট, গুরুপাক ও ত্রিদোষ জনক।

বর্ষাকালীন বৃষ্টির জলের গুণ—বর্ষাকালীন সদ্যঃ পতিত ভূমিগত বৃষ্টির জল অহিতকর, কিন্তু উহা তিন রাত্রি পরে নির্ম্মল ও অমৃততুল্য হয়।

ঋতুভেদে তড়াগাদির জল সেবন বিধি—হেমন্ত-কালে তড়াগ জল ও সারস জল হিতকর। হেমন্তকালীন বিহিত জল শীতকালেও প্রশস্ত। বসন্তকালে ও গ্রীষ্মকালে কৌপ, বাপ্য ও নৈর্ঝর জল হিতকর। এই ঋতুদ্বয়ে নাদেয় জল কদাচ সেবন করিবে না; যে হেতু তৎকালে বিষাক্ত বনবৃক্ষের পত্রাদি দ্বারা ঐ জল দূষিত হইয়া থাকে। শরৎকালে নাদেয় জল ও অংশূদক হিতকর। প্রাবৃট্কালে উদ্ভিদ জল, অন্তরীক্ষ জল ও কৌপ জল হিতকর। যে জল দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত হয় এবং রাত্রিতে চন্দ্ররশ্মি দ্বারা শীতলীভূত হয়, তাহাকে অংশূদক বলে। অংশূদক—স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, অনভিষ্যন্দী, নির্দ্দোষ, আন্তরীক্ষ জলের তুল্য, বলকারক, রসায়ন, মেধাজনক, শীতল, লঘুপাক ও অমৃত তুল্য গুণদায়ক। কেহ কেহ বলেন—অগস্ত্য নক্ষত্রের উদয় হেতু শরৎকালে সমস্ত জলই স্বচ্ছ ও হিতজনক হয়। বৃদ্ধ সুশ্রুত বলেন—পৌষমাসে সরোবরের জল, মাঘমাসে তড়াগ জল, ফাল্গুনমাসে কৌপজল, চৈত্রমাসে চৌণ্ড্য-জল, বৈশাখ মাসে ঝরণার জল, জ্যৈষ্ঠমাসে ঔদ্ভিদজল, আষাঢ় মাসে, কৌপজল, শ্রাবণমাসে অন্তরীক্ষ জল, ভাদ্রমাসে কৌপজল,

আশ্বিনমাসে চৌওয়া জল এবং কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে সকল জলই হিতকর।

ভৌমজল গ্রহণের কাল নির্ণয়—ভৌমজল প্রায় প্রাতঃকালেই গ্রহণ করা উচিত, যে হেতু এই সময়ে জল শীতল ও নির্ম্মল থাকে, সুতরাং তাহা অত্যন্ত গুণশালী হইয়া থাকে।

ভোজনকালে জলপান বিধি—আহারকালে অধিক পরিমাণে জল পান করিলে অথবা আদৌ জল পান না করিলে ভুক্তান্ন পরিপাক হয় না; অতএব অগ্নিবৃদ্ধির জন্য আহার সময়ে বারংবার অল্প অল্প মাত্রায় জলপান করিবে।

শীতল জল সেবন বিধি—মূর্চ্ছারোগে, পিত্তপ্রকোপে, আতপাদি তাপে, দাহে, বিষদোষে, রক্তদোষে, মদাত্যয়রোগে, শ্রমান্তে, ভ্রমরোগে, ভুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ পাক হইলে, তমকশ্বাস-রোগে, বমিরোগে এবং ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে শীতল জল প্রশস্ত।

শীতল জল বর্জ্জন বিধি—পার্শ্বশূলে, প্রতিশ্যায়রোগে, বাতরোগে, গলরোগে, উদরাধ্মানে, স্তিমিতকোষ্ঠে, বমনাদি দ্বারা সদ্যঃশুদ্ধিতে অর্থাৎ শোধন ক্রিয়ানন্তর, নবজ্বরে,* অরুচি-রোগে, গ্রহণীরোগে, গুল্মরোগে, শ্বাসরোগে ও হিক্কারোগে শীতল জল পরিত্যাগ করিবে।

অল্পজল সেবন বিধি—অরুচি, প্রতিশ্যায়, মন্দাগ্নি, শোথ, ক্ষয়, মুখস্রাব, উদররোগ, কুষ্ঠ, চক্ষুরোগ, জ্বর, ব্রণ ও মধুমেহ, এই সকল রোগে অল্প পরিমাণে জল পান করিবে।

জলপানের আবশ্যকতা—জল—প্রাণিগণের জীবন-স্বরূপ এবং সমগ্র জগতই জলময়, অতএব একেবারে জল পান

বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। হারীত মুনি বলিয়াছেন যে,---তৃষ্ণা সদ্যই প্রাণ নাশ করে, অতএব তৃষিত ব্যক্তিকে প্রাণধারণোপযোগী জল পান করিতে দিবে। যে হেতু তৃষিত ব্যক্তি পিপাসার কালে জল পান করিতে না পাইলে মোহ উপস্থিত হয় এবং সেই মোহ দ্বারাই প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব কোন অবস্থাতেই কদাচ একেবারে জলপান বন্ধ করিবে না।

প্রশস্ত জলের লক্ষণ—যে জল—গন্ধহীন, অব্যক্তরসান্বিত, অত্যন্ত শীতল, পিপাসা নিবারক, নির্ম্মল, লঘুপাক ও হৃদয়গ্রাহী, সেই জল অতীব গুণদায়ক।

নিন্দিত জলের লক্ষণ—যে জল—পিচ্ছিল, ক্রিমি সংযুক্ত, পত্র, শৈবাল ও কর্দ্দম দ্বারা ক্লিন্ন, বিরস, সান্দ্র, দুর্গন্ধযুক্ত, কলুষিত, পদ্মাদির পত্র ও নীলীতৃণাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন, কুস্থানজাত, সূর্য্য ও চন্দ্র কিরণ দ্বারা অসংস্পৃষ্ট এবং অকালজাত বৃষ্টির জল, সদ্যঃ পতিত ভূমিগত বৃষ্টির জল ও ব্যাপন্ন জল পরিত্যাগ করিবে। যে হেতু উহা সকল দোষের প্রকোপক। ইহা স্নান ও পানরূপে ব্যবহার করিলে তৃষ্ণা, আধ্মান, উদরী, জ্বর, কাস, অগ্নিমান্দ্য, অভিষ্যন্দ, কণ্ডূ ও গলগণ্ডাদিরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দূষিত জলের নির্দ্দোষ করণ বিধি—দূষিত জল অগ্নি দ্বারা সিদ্ধ করিবে অথবা রৌদ্র দ্বারা গরম করিবে; কিংবা স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, প্রস্তর, বালুকা বা মৃত্তিকা পোড়াইয়া অত্যন্ত উষ্ণ অবস্থায় সেই জলে ডুবাইবে, এই রূপে সাত বার পোড়াইয়া সাত বার ডুবাইবে, অনন্তর কর্পূর এবং জাতি, পুন্নাগ ও পাটলাদি পুষ্পবাসিত করিয়া পরিষ্কৃত শুক্ল বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া

ক্ষুদ্র পোকা সকল বিরহিত করিয়া কনক, মুক্তাদি দ্বারা বিশুদ্ধ করত পর্ণমূল, মৃণালগ্রন্থি, মুক্তা, কনক, শৈবাল ও বস্ত্রাদি দ্বারা জল নির্ম্মল করিবে। এই প্রকারে বিশুদ্ধ জল দোষ হীন হয়।

উষ্ণশীতল ভেদে জল পরিপাকের কাল নির্ণয়—কাঁচাজল একপ্রহর কাল মধ্যে জীর্ণ হয়, সিদ্ধ জল শীতল করিয়া সেবন করিলে অর্দ্ধপ্রহর মধ্যে এবং ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেবন করিলে সিকি প্রহর মধ্যে পরিপাক হয়। জল পরিপাকের এই তিনপ্রকার কাল নির্দ্ধারিত আছে।

বারিবর্গ সমাপ্ত।

দুগ্ধবর্গ।

দুগ্ধের নাম—দুগ্ধ, ক্ষীর, পয়ঃ, স্তন্য ও বালজীবন; এই পাঁচটী দুগ্ধের নাম।

দুগ্ধের গুণ—দুগ্ধ—অত্যন্ত মধুররস, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, বাতপিত্তনাশক, সারক, সদ্যঃশুক্রজনক, শীতবীর্য্য, সকল প্রকার প্রাণীরই সাত্ম্য ও জীবনস্বরূপ, পুষ্টিকারক, বলকর, মেধাজনক, অত্যন্ত বাজীকর, বয়ঃস্থাপক, পরমায়ুবর্দ্ধক, সন্ধিসংযোজক, রসায়নগুণবিশিষ্ট, ওজোধাতুবর্দ্ধক, বিরেচন, বমন ও বস্তিক্রিয়ার তুল্য গুণকর এবং জীর্ণজ্বর, উন্মাদাদি মানসিক রোগ, শোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রমরোগ, গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, দাহ, পিপাসা, হৃদ্রোগ, শূল, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, বস্তিগতরোগ, অর্শোরোগ, রক্তপিত্ত, অতিসার,

যোনিরোগ, শ্রম, ক্লম ও গর্ভস্রাব প্রভৃতিতে সর্ব্বদা হিতকর। বালক, বৃদ্ধ, ক্ষতক্ষীণ রোগাক্রান্ত, ক্ষুধাতুর ও মৈথুনদ্বারা কৃশ ব্যক্তিদিগের পক্ষে অতীব হিতকর।

গোদুগ্ধের গুণ—গোদুগ্ধ—মধুররসবিশিষ্ট, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, স্তন্যজনক, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, বাতনাশক, রক্তপিত্তরোগ-নিবারক, দোষ, ধাতু, মল ও স্রোতঃ সমূহের কিঞ্চিৎ ক্লেদজনক, গুরুপাক এবং ইহা নিত্য সেবনে সমস্ত রোগ প্রশমিত হয়।

বর্ণাদিভেদে গাভীর দুগ্ধের গুণ—কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধ—বাতনাশক ও অত্যন্ত গুণাধিক। পীতবর্ণা গাভীর দুগ্ধ—পিত্ত ও বাতনিবারক। শুক্লবর্ণা গাভীর দুগ্ধ কফকারক ও গুরুপাক। রক্তবর্ণা ও বিচিত্রবর্ণা গাভীর দুগ্ধ—বাত নিবারক। বালবৎসা গাভীর দুগ্ধ—বাতাদি ত্রিদোষ বিনাশক। অনেক দিনের প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ—বাতাদি ত্রিদোষনাশক, তৃপ্তিকারক। জাঙ্গল, আনূপ ও পার্ব্বত্য দেশে বিচরণ কারী গাভীর দুগ্ধ—যথাক্রমে গুরুপাক ও স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট। অল্পপরিমাণে আহারকারী গাভীর দুগ্ধ—গুরুপাক, কফপ্রদ, বলকারক, অত্যন্ত বীর্য্যবর্দ্ধক ও সুস্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষে গুণদায়ক। পলাল, তৃণ ও কার্পাসবীজ ভক্ষণকারী গাভীর দুগ্ধ—রোগীদিগের পক্ষে হিতসাধক।

মহিষীর দুগ্ধের গুণ—মহিষীর দুগ্ধ—গব্যদুগ্ধ অপেক্ষা মধুররসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ গুণযুক্ত, শুক্রবর্দ্ধক, গুরুপাক, নিদ্রাজনক, অভিষ্যন্দিকারক, ক্ষুধাধিক্য জনক ও শীতবীর্য্য।

ছাগীদুগ্ধের গুণ—ছাগীদুগ্ধ—কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, মলরোধক, লঘুপাক এবং রক্তপিত্ত, অতীসার, ক্ষয়, কাস ও জ্বর বিনাশক। শরীরের স্বাভাবিক লঘুতাহেতু, কটু,

তিক্তাদি দ্রব্য ভোজন হেতু এবং অল্পপরিমাণে জলপান ও ব্যায়াম করে বলিয়া ছাগলের দুগ্ধ—সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশক।

মৃগ্যাদি পশুর দুগ্ধের গুণ—জাঙ্গলদেশজাত মৃগ্যাদি পশুর দুগ্ধ—ছাগী দুগ্ধের ন্যায় গুণবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে।

ভেড়ীর দুগ্ধের গুণ—ভেড়ীর দুগ্ধ—লবণ ও মধুররস-বিশিষ্ট, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, অশ্মরীরোগনাশক, অহৃদ্য, তৃপ্তি-কারক, কেশের পক্ষে হিতসাধক, শুক্রজনক, পিত্তবর্দ্ধক, কফ-কারক, গুরুপাক এবং বায়ুজনিত কাসরোগে ও অন্য দোষের সংসর্গবিহীন বায়ুরোগে হিতকর।

ঘোড়ীর দুগ্ধের গুণ—ঘোটক্যাদি একখুরবিশিষ্ট জন্তুর দুগ্ধ—রূক্ষগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, বলকারক, শোষনাশক, বাত-নিবারক, অম্ল ও লবণরসবিশিষ্ট, লঘুপাক ও মধুর রসাত্মক।

উষ্ট্রীর দুগ্ধের গুণ—উষ্ট্রীর দুগ্ধ—লঘুপাক, মধুররস-বিশিষ্ট, লবণরসাত্মক, অগ্নিদীপক, সারক এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও উদরীরোগ বিনাশক।

হস্তিনীর দুগ্ধের গুণ—হস্তিনীর দুগ্ধ—পুষ্টিকারক, মধুর ও কষায় রসাত্মক, গুরুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকারক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, চক্ষুর পক্ষে হিতকর ও দেহের স্থিরতাসম্পাদক।

নারীদুগ্ধের গুণ—নারীদুগ্ধ—লঘুপাক, শীতবীর্য্য, অগ্নি-দীপক, বাতপিত্ত নাশক, চক্ষুঃশূলনিবারক এবং অভিঘাত, নস্য ও আশ্চ্যোতনে অতীব হিতকর।

উষ্ণ শীতলভেদে গব্যাদি দুগ্ধের গুণ—ধারোষ্ণ গব্যদুগ্ধ—বলকারক, লঘুপাক, শীতবীর্য্য, সুধাতুল্য গুণবিশিষ্ট, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষনাশক; কিন্তু উহা শীতল হইলে পরি-

ত্যাগ করিবে। গব্যদুগ্ধ—ধারোষ্ণ অবস্থায় উপকারী। মহিষী-দুগ্ধ—ধারাশীতল অবস্থায় উপকারী। মেষীদুগ্ধ—সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ অবস্থায় উপকারী। ছাগীদুগ্ধ—সিদ্ধ শীতল অবস্থায় গুণকারী। গব্য ও মহিষ দুগ্ধ ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার দুগ্ধ—কাঁচা অবস্থায় অভিষ্যন্দী, গুরুপাক, কফবৃদ্ধিকারক, আমবৃদ্ধিকর ও অহিতকর। কিন্তু স্তন্য অর্থাৎ নারীদুগ্ধ—কাঁচা অবস্থায় হিতকর, উহা সিদ্ধ করিলে অহিতকর হয়। সিদ্ধ উষ্ণ দুগ্ধ কফবাতনাশক। সিদ্ধ শীতল দুগ্ধ -পিত্তনাশক। অর্দ্ধাংশ জলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইলে তাহা কাঁচা দুগ্ধ অপেক্ষা লঘুপাক হয়। জলরহিত দুগ্ধ যতই অধিক পাক করা যায়, ততই অধিকতর গুরুপাক, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, বীর্য্যবর্দ্ধক ও বলবৃদ্ধিকারক বলিয়া জানিবে।

গব্যদুগ্ধের অবস্থা বিশেষে নাম ও গুণ—সদ্যঃপ্রসূতাগাভীর ঘনদুগ্ধকে পীযূষ বলে। নষ্ট দুগ্ধ জ্বাল দিলে তাহার পিণ্ডাকৃতি অংশকে কিলাটক বলে। অপক্ব নষ্ট দুগ্ধকে ক্ষীরশাক বলে। দধি বা তক্র দ্বারা দুগ্ধ নষ্ট করিয়া বস্ত্রে বাঁধিয়া স্রাব করিত দ্রবাংশ বাহির করিয়া লইলে, তাহাকে তক্রপিণ্ড বলে। জেজ্জড় বলেন—নষ্টদুগ্ধের ছানা উদ্ধৃত করিয়া যে দ্রবাংশ গ্রহণ করা যায়, তাহাকে মোরট বলে। পীযূষ, কিলাট, ক্ষীরশাক ও তক্রপিণ্ড—বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বলকারক, গুরুপাক, কফকারক, হৃদয়ের প্রীতিকর, বাতপিত্তনাশক এবং দীপ্তাগ্নিবিশিষ্ট, নিদ্রাহীন ও মৈথুনে ক্ষীণব্যক্তিদিগের পক্ষে অতীব হিতকারক। চিনিসংযুক্ত মোরট—মুখশোষ, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তপিত্ত ও জ্বরবিনাশক এবং লঘুপাক, বলকারক ও রুচিজনক।

দুগ্ধের সরের গুণ—দুগ্ধের সর—গুরুপাক, শীতবীর্য্য, বীর্য্যবর্দ্ধক, রক্তপিত্ত ও বাত নাশক, তৃপ্তিকারক, পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, কফকারক, বল ও শুক্র বর্দ্ধক।

মিশ্রী প্রভৃতি সংযুক্ত দুগ্ধের গুণ—মিশ্রীযুক্ত দুগ্ধ—কফকারক ও বাতনাশক। পরিষ্কার চিনি সংযুক্ত দুগ্ধ—শুক্র-বৃদ্ধিকারক ও ত্রিদোষ নাশক। গুড় সংযুক্ত দুগ্ধ—মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ-নাশক ও অত্যন্ত পিত্তশ্লেষ্মজনক।

প্রভাতাদিভব দুগ্ধের গুণ—রাত্রি চন্দ্রগুণাধিক এবং রাত্রিকালে শারীরিক পরিশ্রম হইতে নিবৃত্ত থাকায়, প্রায় সমস্ত প্রাণীরই শারীরিক ধাতু প্রভৃতি সোমগুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে, এই হেতু—প্রভাতকালের দুগ্ধ—সন্ধ্যাকালীন দুগ্ধ অপেক্ষা গুরুপাক ও শীতল। আর দিবাভাগে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা প্রাণিদিগের দেহ সন্তাপিত হয়, সুতরাং ধাতু প্রভৃতি সমুদয়ই অগ্নিগুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে, বিশেষতঃ পরিশ্রম ও বায়ু সেবন করা হয়, এই হেতু সায়ংকালীন দুগ্ধ—প্রভাতকালীন দুগ্ধ অপেক্ষা লঘুপাক এবং বায়ু ও কফনাশক।

সময় ও বয়ঃক্রম ভেদে দুগ্ধপানের উপকারিতা—প্রাতঃকালে দুগ্ধ পান করিলে বীর্য্যবৃদ্ধি, দেহ পুষ্টি ও অগ্নির দীপ্তি হয়। মধ্যাহ্নে দুগ্ধ পান করিলে বলবৃদ্ধি, কফনাশ, পিত্ত-নাশ ও অগ্নির দীপ্তি হয়। রাত্রিতে দুগ্ধ পান করিলে শরীরের উপকার, বহুবিধ দোষের নাশ ও চক্ষুর বিশেষ হিতসাধিত হইয়া থাকে। বাল্যাবস্থায় দুগ্ধ পান করিলে শরীরের বৃদ্ধি হয়, ক্ষয়াবস্থায় দুগ্ধ পান করিলে ক্ষয় নিবারিত হয় এবং বৃদ্ধকালে দুগ্ধ পান করিলে শুক্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রাত্রিতে অন্য খাদ্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত না করিয়া, দুগ্ধ শুধুই পান করিবে; যেহেতু রাত্রিতে কোন দ্রব্যের সহিত মিলিত করিয়া দুগ্ধ পান করিলে, তাহা জীর্ণ হয় না।

মানুষ সকল দিবাভাগে যে সমস্ত অন্ন আহার ও পানীয় পান করিয়া থাকে, সেই সমস্ত ভুক্ত দ্রব্যের বিদাহ শান্তির নিমিত্ত প্রত্যহ রাত্রিকালে দুগ্ধ পান করিবে।

কৃশ, বালক, বৃদ্ধ, দুগ্ধপ্রিয় ব্যক্তি ও দীপ্তাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তি-দিগের পক্ষে দুগ্ধ অতীব হিতসাধক; যেহেতু দুগ্ধ সদ্যই শুক্র-বৃদ্ধিকারক।

মন্থনবিশিষ্ট দুগ্ধের গুণ—গব্য অথবা ছাগীদুগ্ধ দণ্ড দ্বারা মন্থন পূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিলে উহা—লঘুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং জ্বর, বাত, পিত্ত ও কফ বিনাশ করিয়া থাকে।

গোদুগ্ধ বা ছাগীদুগ্ধজাত ফেনার গুণ—গোদুগ্ধ-জাত বা ছাগীদুগ্ধজাত ফেনা—বাতাদি ত্রিদোষ নাশক, রুচি-কারক, বলবৃদ্ধিকারক, অগ্নিদীপক, হিতকর, সদ্যস্তৃপ্তিকর, লঘুপাক এবং অতীসারে, অগ্নিমান্দ্যে, জ্বরে ও অজীর্ণরোগে অতীব হিতসাধক।

পরিত্যাজ্য দুগ্ধ। যে দুগ্ধ—বিবর্ণ, বিরস, টক, দুর্গন্ধযুক্ত, গ্রথিত (জমাট বাঁধা) এবং অম্ল লবণ সংযুক্ত, তাহা পরিত্যাগ করিবে। যেহেতু এই দুগ্ধ কুষ্ঠাদি রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

দুগ্ধবর্গ সমাপ্ত।

দধিবর্গ।

—:০:—

দধির সাধারণ গুণ—সাধারণতঃ সর্ব্বপ্রকার দধি—উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধগুণ ও কষায়রসবিশিষ্ট, গুরুপাক, অম্লবিপাক, মলরোধক, রক্তপিত্ত, শোথ, মেদ ও কফ উৎপাদক; মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রতিশ্যায, শীতকনামক বিষমজ্বর, অতীসার, অরুচি ও কার্শ্যরোগে অত্যন্ত হিতকর এবং বল ও শুক্র জনক।

দধির প্রকারভেদ ও গুণ—দধির ভেদ ৫ প্রকার; যথা—প্রথম মন্দ, দ্বিতীয় স্বাদু, তৃতীয় স্বাদ্বম্ল, চতুর্থ অম্ল এবং পঞ্চম অত্যম্ল। তন্মধ্যে যে দুগ্ধ বিকৃত হইয়া অল্প গাঢ় হয়, অথচ অব্যক্ত রসবিশিষ্ট অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপ দধিতে পরিণত না হওয়ায় স্বকীয়রস বিহীন, তাহাকে মন্দদধি বলে। ইহা—মল-মূত্র নিঃসারক, বাতাদি ত্রিদোষজনক ও বিদাহকারক। যে দুগ্ধ সম্পূর্ণরূপে গাঢ় হইয়া মধুররসবিশিষ্ট হয়, অথচ অম্ল রসাত্মক হয় না, তাহাকে স্বাদু দধি বলে। ইহা—অত্যন্ত অভিষ্যন্দি, বীর্য্যবর্দ্ধক, মেদোবর্দ্ধক, কফকারক, বাতনাশক, মধুর বিপাক ও রক্তপিত্ত বিনাশক। যে দুগ্ধ—গাঢ় হইয়া ঈষৎ কষায়রসযুক্ত এবং মধুর ও অম্লরসবিশিষ্ট হয়, তাহাকে স্বাদ্বম্ল দধি বলে। ইহা—সামান্য দধির ন্যায় গুণবিশিষ্ট। যে দধি—মধুরতাবিহীন হইয়া অম্লরসযুক্ত হয়, তাহাকে অম্লদধি বলে। ইহা—অগ্নিদীপক এবং পিত্ত, রক্ত ও কফ বৃদ্ধি কারক। যে দধি—অত্যন্ত অম্ল-রসাত্মক হেতু দন্তহর্ষ, রোমহর্ষ এবং কণ্ঠাদির দাহ উৎপাদন

করে, তাহাকে অত্যম্ল দধি বলে। ইহা—অগ্নিদীপক এবং রক্ত, পিত্ত ও বায়ু প্রকোপক।

গব্য দধির গুণ—গব্যদধি—অত্যন্ত মধুররস, বলকারক, রুচিজনক, পবিত্র, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধবীর্য্য, পুষ্টিকারক, বাতনাশক এবং সকল প্রকার দধির মধ্যে অধিক গুণবিশিষ্ট।

মাহিষ দধির গুণ—মহিষ দধি—অত্যন্ত স্নিগ্ধগুণ বিশিষ্ট, কফ কারক, বাতপিত্ত নাশক, মধুরবিপাক, অভিষ্যন্দি কারক, বীর্য্যবৰ্দ্ধক, গুরুপাক ও রক্তদোষজনক।

ছাগীর দধির গুণ—ছাগী দধি—অতিশয় মলরোধক, লঘুপাক, ত্রিদোষ নাশক, অগ্নিদীপক এবং শ্বাস, কাস, অর্শঃ, ক্ষয় ও কার্শ্যরোগে হিতকর।

জ্বাল দেওয়া দুগ্ধজাত দধির গুণ—জ্বাল দেওয়া দুগ্ধজাত দধি—রুচিজনক, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, অত্যন্ত গুণশালী, পিত্ত ও বাতনাশক এবং সর্ব্বধাতু, অগ্নি ও বল বৃদ্ধি কারক।

মাখনতোলা দুগ্ধজাত দধির গুণ—সারোদ্ধৃত দুগ্ধের দধি অর্থাৎ মাখন তোলা দুগ্ধের দই—মলরোধক, শীতবীর্য্য, বাতবৰ্দ্ধক, লঘুপাক, বিষ্টম্ভকারক, অগ্নিদীপক, রুচিজনক ও গ্রহণীরোগ নাশক।

মাত নিঃস্রাত দধির গুণ—গালিত দধি—অত্যন্ত স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, বাতনাশক, কফকারক, গুরুপাক, বলজনক, পুষ্টিকারক, রুচিজনক, মধুর রস বিশিষ্ট ও অল্পপিত্তকর।

চিনি মিশ্রিত দধির গুণ—চিনি মিশ্রিত দধি—শ্রেষ্ঠ গুণশালী এবং তৃষ্ণা, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহ বিনাশক।

গুড় মিশ্রিত দধির গুণ—গুড়সংযুক্ত দধি—বাতনাশক, বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, তৃপ্তিজনক ও গুরুপাক।

দধি ভোজনের নিষেধ কাল—রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না; তবে নিতান্ত ভোজন করিবার আবশ্যক হইলে জল, ঘৃত, চিনি, মুগের যূষ, মধু ও আমলকী; ইহাদের কোন একটী দ্রব্য সহ অথবা উষ্ণ করিয়া ভোজন করিবে। গ্রন্থান্তরে কথিত আছে যে, রাত্রিতে দধিপান করা উচিত নহে; কিন্তু জল বা ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া পান করা যাইতে পারে, কিন্তু রক্তপিত্ত ও কফজনিত রোগে জল ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়াও দধি পান করিবে না।

ঋতু ভেদে দধি সেবনের বিধি ও নিষেধ। হেমন্ত, শীত ও বর্ষাকালে দধি ভোজন প্রশস্ত। শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে দধি ভোজন অহিতকারক।

দধির সর ও দধির মণ্ডের লক্ষণ ও গুণ—দধির উপরিস্থিত ঘন স্নিগ্ধ ভাগকে দধির সর বলে এবং উহার মাড়কে মণ্ড অর্থাৎ দধির মাত বলে। দধির সর—মধুর রস বিশিষ্ট, গুরুপাক, বীর্য্য বর্দ্ধক এবং বায়ু ও অগ্নিনাশক। অম্লরসবিশিষ্ট দধির সর—মূত্রাশয় বিশোধক ও পিত্তশ্লেষ্মা বর্দ্ধক। দধির মাত—ক্লান্তিনাশক, বলকারক, লঘুপাক, আহারে অভিলাষজনক, স্রোতো বিশোধক, আহ্লাদজনক, কফনিবারক, পিপাসানাশক বাতনাশক, অবৃষ্য, প্রীতিকারক এবং সঞ্চিত মল শীঘ্র নিঃসারক।

দধিবর্গ সমাপ্ত।

তক্রবর্গ।

—ঃ+ঃ—

ঘোলের প্রকারভেদ, লক্ষণ ও গুণ—ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা, এই ৫ পাঁচ প্রকার তক্রের ভেদ। ইহাদের মধ্যে সরবিশিষ্ট নির্জ্জল দধি মন্থন করিলে, তাহাকে ঘোল বলে। সরবিহীন জলসংযুক্ত দধি মন্থন করিলে, তাহাকে মথিত বলে। চতুর্থাংশ জলসংযুক্ত দধি মন্থন করিলে, তাহাকে তক্র বলে। অর্দ্ধাংশ জলবিশিষ্ট দধি মন্থন করিলে, তাহাকে উদশ্বিৎ বলে। বহু জলমিশ্রিত দধি মন্থন করিয়া মাখন তুলিয়া লইলে যে স্বচ্ছ পদার্থ থাকে, তাহাকে ছচ্ছিকা বলে।

চিনি সংযুক্ত ঘোল—রসালার ন্যায় গুণশালী। ঘোল—বাতপিত্ত নাশক। মথিত—কফপিত্তনিবারক। তক্র—মলরোধক, কষায় ও অম্লরসাত্মক, মধুরবিপাক, মধুর রসবিশিষ্ট, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, বীর্য্যবর্দ্ধক, প্রীতিকারক, বাতনাশক, গ্রহণী প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিতকর, লঘুপাকহেতু ধারক, মধুরবিপাকহেতু পিত্তপ্রকোপক নহে এবং কষায়, উষ্ণ, বিকাশি ও রুক্ষহেতু কফ নিবারণ করে। তক্র সেবনকারী ব্যক্তির কোন ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না, অথবা কোন রোগে আক্রান্ত হইতে হয় না। এইজন্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে,—যেমন অমৃত দেবগণের সুখজনক, সেইরূপ তক্র মনুষ্যদিগের সুখকর। উদশ্বিৎ—কফকারক, বলকর ও শ্রম নাশক। ছচ্ছিকা—শীতল, লঘুপাক, পিত্তপ্রশমক, শ্রমনাশক, পিপাসানাশক, বাতনিবারক, কফজনক ও লবণ সংযুক্ত হইলে অগ্নিদীপক হয়।

সম্যক্ প্রকারে মাখন তোলা তক্র—সুপথ্য, বিশেষতঃ লঘু-পাক। অল্প মাখন তোলা তক্র—পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও কফকারক। আদৌ মাখন তোলা হয় নাই এমন তক্র—ঘন,গুরুপাক এবং দেহের পুষ্টি ও কফ বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

শুণ্ঠী ও সৈন্ধবসংযুক্ত অম্ল তক্র—বায়ুপ্রশমনে প্রশস্ত। চিনি মিশ্রিত মধুর তক্র—পিত্তপ্রশমক। ত্রিকটু সংযুক্ত তক্র—কফা-ধিক্যে হিতকর। হিং, জীরা সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত ঘোল—অতি-শয় বায়ুনাশক, অর্শোনিবারক, অতিসার নাশক, রুচিজনক, পুষ্টিকারক, বলকারক ও বস্তি শূলনিবারক। গুড়মিশ্রিত ঘোল—মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক এবং চিনিসংযুক্ত ঘোল—পাণ্ডুরোগনিবারক।

পক্কাপক্কভেদে তক্রের গুণ—অপক্কতক্র—কোষ্ঠগত কফ বিনাশ করে এবং কণ্ঠগত কফ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পক্ক-তক্র—পীনস, শ্বাস ও কাসাদিরোগে হিতকর।

শীতকালে, অগ্নিমান্দ্যে, বাতরোগে, অরুচিরোগে ও স্রোতো-রোধে তক্র অমৃতের ন্যায় গুণকারী। ইহা—বিষদোষ, বমি, প্রসেক, বিষমজ্বর, পাণ্ডু, মেদ, গ্রহণী, অর্শঃ, মূত্রাঘাত, ভগন্দর, মেহ, গুল্ম, অতীসার, শূল, প্লীহা, উদরী, অরুচি, শ্বিত্র, কোষ্ঠগতব্যাধি, কুষ্ঠ, শোথ, তৃষ্ণা ও ক্রিমি বিনাশক।

ক্ষতরোগে, গ্রীষ্মকালে, দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে এবং মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্তরোগে তক্র অহিতকর বলিয়া জানিবে।

দধিবর্গে গব্যাদি আট প্রকার দধির যেরূপ গুণ কথিত হইয়াছে, তত্তজ্জাত তক্রেরও সেই প্রকার গুণ জানিবে।

তক্রবর্গ সমাপ্ত।

নবনীতবর্গ।

মাখন বা ননীর নাম—মৃক্ষণ, সরজ, হৈয়ঙ্গবীন ও নবনীত; এই পাঁচটি নবনীতের নাম।

গব্য মাখন বা ননীর গুণ—গব্য নবনীত—হিতকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বর্ণকারক, বলবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক, মলরোধক, এবং বাত, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, অর্শঃ, অর্দ্দিত ও কাসরোগ বিনাশক। ইহা—বালক, বৃদ্ধ, বিশেষতঃ শিশুদিগের পক্ষে অমৃতের ন্যায় গুণপ্রদ।

মাহিষ নবনীতের গুণ—মহিষীর দুগ্ধের নবনীত—বাতশ্লেষ্ম জনক, গুরুপাক, দাহনিবারক, পিত্তপ্রশমক, শ্রমাপহারক এবং মেদ ও শুক্র বৃদ্ধিকারক।

দুগ্ধজাত নবনীতের গুণ—দুগ্ধজাত নবনীত—চক্ষুর পক্ষে হিতকর, রক্তপিত্তরোগনাশক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকারক, অত্যন্ত স্নিগ্ধ গুণবিশিষ্ট, মধুর রসাত্মক, মলরোধক ও শীতবীর্য্য।

• সদ্য উদ্ধৃত নবনীতের গুণ—সদ্য উদ্ধৃত নবনীত—মধুর রসবিশিষ্ট, মলরোধক, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, এবং কিঞ্চিৎ তক্রসংস্রব বশতঃ অল্প কষায় ও অম্লরস যুক্ত।

বহুকালজাত নবনীতের গুণ—বহুকালজাত নবনীত—সক্ষার, কটু ও অম্লরসাত্মকহেতু বমি, অর্শঃ, কুষ্ঠ, কফ ও মেদোজনক এবং গুরুপাক।

নবনীতবর্গ সমাপ্ত।

ঘৃতবর্গ।

—০:০—

ঘৃতের নাম ও গুণ—ঘৃত, আজ্য, হবিঃ ও সর্পিঃ; এই চারিটি ঘৃতের নাম। ইহা—রসায়নগুণ ও মধুর রসবিশিষ্ট, চক্ষুরপক্ষে হিতসাধক, অগ্নিদীপক, শীতবীর্য্য, অল্পাভিষ্যন্দি, কান্তি, ওজঃ, তেজঃ, লাবণ্য, বুদ্ধি, স্বর, স্মৃতি, মেধা, বল ও কফবর্দ্ধক, গুরুপাক, স্নিগ্ধ গুণবিশিষ্ট, এবং উদাবর্ত্ত, জ্বর, উন্মাদ, শূল, আনাহ, ব্রণ, রক্ষদোষ, ক্ষয়, বীসর্প, রক্তদোষ, বিষদোষ, অলক্ষী, পাপ, পিত্ত ও বাতবিনাশক।

গব্যঘৃতের গুণ—গব্যঘৃত—চক্ষুর পক্ষে বিশেষ হিতকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক, মধুররসবিশিষ্ট, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, ত্রিদোষনিবারক; মেধা, লাবণ্য, কান্তি, ওজঃ ও তেজোবর্দ্ধক; অলক্ষী, পাপ ও রক্ষোদোষ বিনাশক; বয়ঃস্থাপক, গুরুপাক, বলকারক, পবিত্র, আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর, অত্যন্ত মঙ্গলজনক, রসায়নগুণ ও সুগন্ধবিশিষ্ট, রুচিকারক, মনের তৃপ্তিকর এবং সর্ব্বপ্রকার ঘৃতের মধ্যে অধিকগুণশালী।

মহিষ ঘৃতের গুণ—মহিষ ঘৃত—মধুর রসবিশিষ্ট, রক্তপিত্তনাশক, বাতনিবারক, শীতবীর্য্য, কফকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, গুরুপাক ও মধুর বিপাক।

ছাগী ঘৃতের গুণ—ছাগদুগ্ধের ঘৃত—অগ্নিদীপক, চক্ষুর পক্ষে হিতসাধক, বলবৃদ্ধিকারক, কাসনাশক, শ্বাসনিবারক, ক্ষয়-রোগ বিনাশক এবং কটুবিপাক।

উষ্ট্রীঘৃতের গুণ—উষ্ট্রীর দুগ্ধের ঘৃত—কটুবিপাক, অগ্নিদীপক এবং শোষ, কৃমি, বিষ, কফ, বাত, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদরীরোগ বিনাশক।

মেষী ঘৃতের গুণ—ভেড়ার দুগ্ধের ঘৃত—লঘুবিপাক, সর্ব্বরোগনাশক, অস্থিবৃদ্ধিকারক, অশ্মরীরোগনাশক, শর্করারোগনিবারক, চক্ষুর পক্ষে হিতসাধক, অগ্নিদীপক ও বাতনিবারক।

স্তন্য ঘৃতের গুণ—নারীদুগ্ধের ঘৃত—কফ, বাত, যোনিরোগ, পিত্ত ও রক্তদোষে হিতকর, চক্ষুর পক্ষে উপকারী, এবং অমৃতের তুল্য গুণবিশিষ্ট।

ঘোটকী ঘৃতের গুণ—ঘোটকী দুগ্ধ জাত ঘৃত—দেহ ও অগ্নিবৃদ্ধিকারক, লঘুপাক তৃপ্তিকারক, চক্ষুরোগ, বিষদোষ ও দাহনাশক।

দুগ্ধজাত ঘৃতের গুণ—দুগ্ধমন্থনজাতঘৃত—মলরোধক, শীতবীর্য্য, চক্ষুরোগনাশক, এবং পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, মত্ততা, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও বাত নিবারক।

হৈয়ঙ্গবীন ঘৃতের লক্ষণ ও গুণ—গতদিবসীয় দুগ্ধজাত ঘৃতকে হৈয়ঙ্গবীন বলে। ইহা—চক্ষুর দীপ্তিকারক, অগ্নিদীপক, অত্যন্তরুচিকারক, বলজনক, পুষ্টিকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বিশেষতঃ জ্বরনাশক।

পুরাতন ঘৃতের লক্ষণ ও গুণ—বৎসরাতীত ঘৃতকে পুরাতন ঘৃত বলে। ইহা বাত, পিত্ত, কফ, মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ, অপস্মার ও তিমিররোগ নাশক। ঘৃত যত অধিক পুরাতন হইবে, তত অধিক গুণশালী হইবে।

যে যে অবস্থায় নূতন ঘৃত প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত। —ভোজনে, তর্পণে, পরিশ্রম করিলে, বলক্ষয় হইলে, পাণ্ডু-রোগে, কামলারোগে ও চক্ষুরোগে নূতন ঘৃত ব্যবহার করিবে।

রাজযক্ষ্মারোগী, বালক, বৃদ্ধ, কফরোগী, আমজনিত রোগী, বিসূচীরোগী, বিবন্ধরোগী, মদাত্যয়রোগী, জ্বররোগী ও মন্দাগ্নিরোগী কদাচ নূতন ঘৃত ব্যবহার করিবে না।

ঘৃতবর্গ সমাপ্ত।

মূত্রবর্গ।

—ঃ*ঃ—

গোমূত্রের গুণ—গোমূত্র—তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, ক্ষার-যুক্ত, কটু, তিক্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট, লঘুপাক, অগ্নিদীপক, মেধাজনক, পিত্তপ্রকোপক এবং কফ, বাত, শূল, গুল্ম, উদরী, আনাহ, কণ্ডূ, চক্ষুরোগ, মুখরোগ, কিলাস, আমবাত, বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, শোথ, কামলা এবং পাণ্ডুরোগ বিনাশক।

গ্রন্থান্তরে কথিত আছে যে,—একমাত্র গোমূত্র পান করিলে—কণ্ডূ, কিলাস, শূল, মুখরোগ, চক্ষুরোগ, গুল্ম, অতীসার, বাত-রোগ, মূত্ররোধ, কাস, কুষ্ঠ, উদরীরোগ, ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগ নষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্ববিধ মূত্রমধ্যে গোমূত্র—অধিক গুণবিশিষ্ট, এই হেতু যে স্থলে বিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়া কেবল মূত্র বলিয়া উল্লেখ আছে, সেই স্থলে গোমূত্র বুঝিতে হইবে। ইহা প্লীহা, উদরী, শ্বাস, কাস, শোথ, মলরোধ, শূল, গুল্ম, আনাহ, কামলা

ও পাণ্ডুরোগ বিনাশক, কষায়রস, তিক্তরস ও তীক্ষ্ণগুণযুক্ত এবং ইহা কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মনুষ্য মূত্রের গুণ—মানুষের মূত্র—গরদোষ নিবারক, রসায়ন গুণযুক্ত, রক্তদোষ ও পামানাশক, তীক্ষ্ণ গুণবিশিষ্ট, ক্ষারযুক্ত ও লবণ রসাত্মক।

স্ত্রী ও পুংভেদে প্রাণিমূত্র গ্রহণ বিধি—গো, ছাগ, মেষ ও মহিষ এই সকল প্রাণীর স্ত্রীজাতির মূত্র এবং গর্দ্দভ, উষ্ট্র, হস্তী, মানুষ ও অশ্ব; এই সকল প্রাণীব পুরুষজাতির মূত্র হিতকর।

মূত্রবর্গ সমাপ্ত।

তৈলবর্গ।

—:০:—

তৈলের লক্ষণ ও গুণ—তিলাদি স্নিগ্ধ বস্তু সমূহের স্নেহাংশকে তৈল বলে। ইহা সাধারণতঃ- বাতনাশক, বিশেষতঃ তিলতৈল বাতনাশের পক্ষে অতীব প্রশস্ত।

তিলতৈলের গুণ—তিল তৈল—গুরুপাক, দেহের বলজনক, বর্ণকারক, সারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বিকাশি ও বিশদ গুণ-যুক্ত, তিক্ত ও মধুর রসাত্মক, মধুরবিপাক, সূক্ষ্মগুণযুক্ত, বাত ও কফনাশক, উষ্ণবীর্য্য, স্পর্শে শীতল, পুষ্টিকারক, রক্তপিত্তজনক, লেখনগুণবিশিষ্ট, মলমূত্ররোধক, গর্ভাশয়শোধক, অগ্নিদীপক, বুদ্ধিজনক, মেধাকারক, ব্যবায়ী, ব্রণনাশক, মেহনিবারক, কর্ণশূলনাশক, যোনিশূলনিবারক, শিরঃশূলবিনাশক, লঘুতাকারক,

অভ্যঙ্গ দ্বারা চর্ম্মের পক্ষে হিতকর. কেশের পক্ষে উপকারী ও চক্ষুর পক্ষে হিতসাধক, কিন্তু ভোজন দ্বারা অহিত সাধিত হয়। অপিচ ইহা ছিন্ন, ভিন্ন, চ্যুত, উৎপিষ্ট, মথিত, ক্ষত, পিচ্চিত, ভগ্ন, স্ফুটিত, বিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, বিশ্লিষ্ট, দারিত, অভিহত, নির্ভুগ্ন ও মৃগব্যাঘ্রাদিবিক্ষত অবস্থায় হিতসাধক; বস্তিক্রিয়া, পান, অন্ন-সংস্কার, নস্য, কর্ণপূরণ, অক্ষিপূরণ, সেক, অভ্যঙ্গ ও অবগাহন, এই সকল কার্য্যে প্রশস্ত।

সরিষার তৈলের গুণ—সরিষার তৈল—অগ্নিদীপক, কটুবিপাক, কটুরসবিশিষ্ট, লঘুপাক, লেখন গুণবিশিষ্ট, স্পর্শে উষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, পিত্তপ্রকোপক, রক্তদূষক এবং কফ, মেদ, বাত, অর্শঃ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শ্বিত্র, কোঠ ও দুষ্টব্রণ বিনাশক। ইহা কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তবর্ণ ভেদে দ্বিবিধ। রাই সরিষার তৈলও উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট বিশেষতঃ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উৎপাদক।

তুবরী অর্থাৎ চাউলমুগরার তৈলের গুণ—তুবরী তৈল—তীক্ষ্ণ গুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, মলরোধক, অগ্নিদীপক এবং কফ, রক্তদোষ, বিষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ, ক্রিমি, মেদ, ব্রণ ও শোথ নিবারক।

মসিনার তৈলের গুণ—মসিনার তৈল—অগ্নিগুণ-বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্তজনক, কটুবিপাক, চক্ষুর পক্ষে অপকারী, বলকর, বাতনাশক, গুরুপাক, মলবর্দ্ধক, মধুররসা-ত্মক, মলরোধক, চর্ম্মদোষনাশক, ঘন এবং ইহা—বস্তিকর্ম্মে, পানে, অভ্যঙ্গে, নস্যে, কর্ণপূরণে অনুপানবিধিতে ও বায়ুপ্রশমনে হিতকারক।

কুসুম্ভ তৈলের গুণ—কুসুম্ভতৈল—অম্লরসাত্মক, উষ্ণ-বীর্য্য, গুরুপাক, বিদাহজনক, চক্ষুর পক্ষে অহিতকর, বলকারক এবং রক্তপিত্ত ও কফজনক।

পোস্তদানার তৈলের গুণ —পোস্তদানার তৈল—বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, গুরুপাক, বাতনাশক, কফ নিবারক, শীতল এবং মধুর রসবিশিষ্ট ও মধুরবিপাক।

ভেরেণ্ডার তৈলের গুণ—ভেরেণ্ডার তৈল—তীক্ষ্ণগুণ-যুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, পিচ্ছিল, গুরুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, চর্ম্মের পক্ষে হিতকর, চিরযৌবনবিধায়ক, মেধাজনক, কান্তিপ্রদ, বল-কারক, কষায় ও মধুররসাত্মক, সূক্ষ্মগুণবিশিষ্ট, যোনিসংশোধক, শুক্রশোধক, দুর্গন্ধি, মধুরবিপাক, তিক্ত ও কটুরস বিশিষ্ট, সারক এবং বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ, পৃষ্ঠশূল, গুহ্যাদিগত শূল, বাত, উদরী, আনাহ, গুল্ম, অষ্ঠীলা, কটিবেদনা, বাতরক্ত, মলরোধ, ব্রধ্ন, শোথ, আম ও বিদ্রধিরোগ নাশক এবং বনচারী হস্তীর শরীর যেমন সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেই প্রকার একমাত্র এরণ্ড তৈল দ্বারা আমবাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই তৈলই ক্যাষ্টরয়েল নামে খ্যাত।

টার্পিন তৈলের গুণ—টার্পিণ তৈল—বিস্ফোটক, ব্রণ, কুষ্ঠ, পামা, ক্রিমি ও বাতশ্লেষ্মরোগবিনাশক।

বাগ্‌ভট বলেন—যে যে দ্রব্য হইতে যে যে তৈল উৎপন্ন হয়, সেই সেই তৈল সেই সেই দ্রব্যের গুণবিশিষ্ট হয়; সুতরাং এস্থলে যে সকল তৈলের গুণ লিখিত হইল না, সেই সকল তৈলের গুণ—তাহাদের উপাদান দ্রব্যের সমান।

তৈলবর্গ সমাপ্ত।

সন্ধানবর্গ।

—:*:—

কাঞ্জিকের লক্ষণ ও গুণ—সন্ধিত ধান্য মণ্ডাদিকে কাঞ্জিক বলা যায়। ইহা ভেদক, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, পাচক, লঘুপাক, স্পর্শে দাহজ্বর নাশক এবং পানে বাত-কফনাশক। মাষকলায়াদির বটক দ্বারা প্রস্তুত কাঞ্জিক—অধিক গুণবিশিষ্ট, লঘুপাক, বাতনাশক, রুচিজনক, পাচক, শূল, অজীর্ণ, বিবন্ধ ও আমনাশক এবং বস্তিশোধক।

শোথ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, মত্ততা, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, পাণ্ডুরোগ যক্ষ্মা, ক্ষতক্ষীণরোগ ও মন্দজ্বর, এই সকল রোগাক্রান্ত এবং শ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে কাঁজি প্রশস্ত নহে অর্থাৎ দোষজনক বলিয়া জানিবে।

তুষোদকের লক্ষণ ও গুণ—তুষ সংযুক্ত যব সন্ধান পূর্ব্বক যে কাঁজি প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে তুষোদক বলে। ইহা—অগ্নিদীপক, হৃদয়ের প্রীতিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, রক্তপিত্তজনক এবং পাণ্ডু, ক্রিমি ও বস্তিশূল নাশক।

সৌবীরের লক্ষণ ও গুণ—তুষবিহীন কাঁচা বা পাকা যব সন্ধান পূর্ব্বক যে কাঁজি প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে সৌবীর বলে। কেহ কেহ গোধূম দ্বারা উক্তরূপে কাঁজি প্রস্তুত করিলেও তাহাকে সৌবীর বলিয়া থাকেন। ইহা—গ্রহণী, অর্শঃ, কফ, উদাবর্ত্ত, অঙ্গবেদনা, অস্থিশূল ও আনাহরোগ বিনাশক এবং মলভেদক ও অগ্নিদীপক।

আরনালের লক্ষণ ও গুণ—কাঁচা অথবা পাকা তুষ-

বিহীন গোধূম সন্ধান পূর্ব্বক যে কাঁজি প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে আরনাল বলে। ইহা পূর্ব্বোক্ত সৌবীরের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

ধান্যাম্লের লক্ষণ ও গুণ—শালিচূর্ণ ও কোদ্রবাদি দ্বারা সন্ধান পূর্ব্বক যে অম্লরসাত্মক তরল পদার্থ প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে ধান্যাম্ল বলে। ইহা—ধান্য হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রীতিকারক, লঘুপাক, অগ্নিদীপক এবং অরুচিরোগে সর্ব্বপ্রকার বাতে ও আস্থাপনে হিতকর।

শিণ্ডাকীর লক্ষণ ও গুণ—রাইসরিষা মিশ্রিত মূলার পাতার রস দ্বারা অথবা শালিতণ্ডুলসংযুক্ত সরিষার স্বরস দ্বারা সন্ধান পূর্ব্বক যে দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে শিণ্ডাকী বলে। ইহা—রুচিকারক, গুরুপাক ও পিত্তশ্লেষ্মজনক।

শুক্তের লক্ষণ ও গুণ—তরলপদার্থে কন্দ, মূল,ফলাদি তৈল ও লবণ সহ ডুবাইয়া সন্ধান পূর্ব্বক যে দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে শুক্ত বলে। ইহা—কফনাশক, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, উষ্ণ-বীর্য্য, রুচিকারক, পাচক, লঘুপাক, পাণ্ডুনাশক, ক্রিমি নিবারক, রূক্ষগুণবিশিষ্ট, ভেদক ও রক্তপিত্তজনক।

সন্ধানের লক্ষণ ও গুণ—অধিক মাত্রায় কন্দ, মূল ও ফল দ্রব পদার্থে ভিজাইয়া রাখিলে. তাহাকে সন্ধান বা আসুত বলে। ইহা—রুচিকারক, পাচক,বাতনাশক ও অতিশয় লঘুপাক।

সুরার নাম ও গুণ—মদ্য, সীধু, মৈরেয়, ইরা, মাদরা, সুরা, কাদম্বরী, বারুণী, হালা ও বলবল্লভা। লোকে সাধারণতঃ যে মাদক দ্রব্য পান করে, তাহাকেই মদ্য বলা যায়। অরিষ্ট, সুরা, সীধু, আসব প্রভৃতি অনেক প্রকার মদ্য আছে। সর্ব্ব-প্রকার মদ্যই সাধারণতঃ—উষ্ণবীর্য্য, পিত্তপ্রকোপক, বাতনাশক,

ভেদক, শীঘ্র পরিপাচক, রূক্ষগুণবিশিষ্ট, অতিশয় কফনাশক অম্লরসাত্মক অগ্নিদীপক, রুচিজনক, আশুকারি, বিশদ, ব্যবায়, বিকাশি, তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্মগুণবিশিষ্ট।

অরিষ্টের লক্ষণ ও গুণ—ঔষধ ও জল একত্র সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে অরিষ্ট বলে। ইহা—লঘুপাক, সকল প্রকার মদ্য অপেক্ষা অধিক গুণশালী এবং উহা উপাদান দ্রব্যের তুল্য গুণবিশিষ্ট।

সুরার লক্ষণ ও গুণ—শালি ও ষষ্টিকপিষ্টাদি দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে সুরা বলে। ইহা—গুরুপাক, মলরোধক; বল, স্তন্য, পুষ্টি, মেদ ও কফজনক এবং শোথ, গুল্ম, অর্শঃ, গ্রহণী ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনাশক।

বারুণী সুরার লক্ষণ ও গুণ—পুনর্ণবা শিলায় পেষণ পূর্ব্বক যে সুরা প্রস্তুত হয়, অথবা তাল বা খেজুরের রস সন্ধান পূর্ব্বক যে সুরা প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে বারুণী সুরা বলে। ইহা—পূর্ব্বোক্ত সুরার ন্যায় গুণবিশিষ্ট লঘুপাক এবং পীনস, আধ্মান ও শূলনিবারক।

সীধুর লক্ষণ, প্রকারভেদ ও গুণ—পাক করা ইক্ষুরস দ্বারা যে সীধু প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে পক্করস সীধু বলে। এবং কাঁচা ইক্ষুরস দ্বারা যে সীধু প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে শীতরস সীধু বলে। পক্করস সীধু—শ্রেষ্ঠ গুণশালী, স্বরপরিষ্কারক, অগ্নিদীপক, বলকারক, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যবিধায়ক, বাতপিত্তকারক, সদ্যই স্নিগ্ধকারক, রুচিকারক এবং বিবন্ধ, মেদ, শোষ, অর্শঃ, শোথ, উদরী ও কফরোগ বিনাশক। শীতরস সীধু—পক্করস সীধু অপেক্ষা অল্পগুণবিশিষ্ট ও লেখনগুণযুক্ত।

আসবের লক্ষণ ও গুণ—অপক্ব ঔষধ ও জল একত্র করিয়া তদ্দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে আসব বলে। ইহা—উপাদান দ্রব্যের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

নূতন ও পুরাতনভেদে মদ্যের গুণ—নূতন মদ—অভিষ্যন্দিকারক, বাতাদি ত্রিদোষ প্রকোপক, সারক, অহৃদ্য, পুষ্টিকারক, দাহজনক, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, বিশদগুণযুক্ত ও গুরুপাক। পুরাতন মদ্য—রুচিকারক, ক্রিমিনাশক, কফনিবারক, বাত-নাশক, হৃদয়ের প্রীতিকর, সুগন্ধবিশিষ্ট, বিশেষগুণশালী, লঘুপাক ও স্রোতোবিশোধক।

মদ্যপান বিধি—মদ্যপানের নিয়মানুসারে যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে হিতকর খাদ্যের সহিত প্রফুল্লমনে মদ্য পান করিলে, সেই মদ্য অমৃতের ন্যায় গুণকারক হয়। যেহেতু মদ্য স্বভাবতই অন্নের ন্যায়, অর্থাৎ অন্নপানাদি যেমন বিধিপূর্ব্বক সেবন করিলে তদ্দ্বারা শরীরের হিত সাধিত হয়, আর অবিধি পূর্ব্বক সেবন করিলে দেহের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে; সেই প্রকার মদ্য নিয়মানুসারে পান করিলে অমৃততুল্য গুণদায়ক হয় এবং অনিয়মে পান করিলে রোগের কারণ হইয়া থাকে।

সন্ধানবর্গ সমাপ্ত।

মধুবর্গ।

মধুর নাম—মধু, মাক্ষিক, মাধ্বীক, ক্ষৌদ্র, সারঘ, মাক্ষিক।।ান্ত, বরটীবান্ত, ভৃঙ্গবান্ত ও পুষ্প রসোদ্ভব; এই নয়টি মধুর নাম।

মধুর গুণ—মধু—শীতল, লঘুপাক, মধুররসবিশিষ্ট, রূক্ষ,

মলরোধক, লেখনগুণযুক্ত, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, স্বরপরিষ্কারক, ব্রণশোধক, ব্রণরোপক, দেহের কোমলতাকারক, অত্যন্তসূক্ষ্মগুণ-যুক্ত, স্রোতোবিশোধক, কষায়রসাত্মক, আহ্লাদজনক, অত্যন্ত প্রসন্নতাকারক, বর্ণজনক, মেধাজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বিশদগুণ-বিশিষ্ট, রুচিকারক, যোগবাহী, অল্পবাতবর্দ্ধক এবং কুষ্ঠ, অর্শঃ, কাস, রক্তপিত্ত, কফ, মেহ, ক্লম, ক্রিমি, মেদ, তৃষ্ণা, বমি, শ্বাস, হিক্কা, অতীসার, মলরোধ, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয়রোগ বিনাশক।

মধুর প্রকারভেদ—মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, পৌত্তিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, ঔদ্দালক ও দাল, এই প্রকার ভেদে মধু আট প্রকার।

মাক্ষিক মধুর লক্ষণ ও গুণ—পিঙ্গলবর্ণ বড় বড় মধুমক্ষিকাকে (মৌমাছীকে) মক্ষিকা বলে। এই মক্ষিকাকৃত মধুকে মাক্ষিক মধু বলে। ইহা—সর্ব্ববিধ মধুমধ্যে শ্রেষ্ঠ, চক্ষুরোগ-নাশক, লঘুপাক এবং কামলা, অর্শঃ, ক্ষত, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়-রোগ বিনাশক।

ভ্রামর মধুর লক্ষণ ও গুণ—অল্পক্ষুদ্রাকৃতি ষট্‌পদ নামে প্রসিদ্ধ ভ্রমর কর্ত্তৃক সঞ্চিত নির্ম্মল স্ফটিকবর্ণ মধুকে ভ্রামর-মধু বলে। ইহা—রক্তপিত্ত রোগনাশক, মূত্ররোধক, গুরুপাক, মধুরবিপাক, অভিষ্যন্দী, অত্যন্ত পিচ্ছিল ও শীতবীর্য্য।

ক্ষৌদ্র মধুর লক্ষণ ও গুণ—কপিলবর্ণ ক্ষুদ্রাকৃতি মক্ষিকাকে ক্ষুদ্রা বলে। এই মক্ষিকা দ্বারা সঞ্চিত মধুকে ক্ষৌদ্র মধু বলে। এই মধু কপিলবর্ণসংযুক্ত এবং মাক্ষিক মধুর ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ মেহনাশক।

পৌত্তিক মধুর লক্ষণ ও গুণ - কৃষ্ণবর্ণ মশকের ন্যায় ক্ষুদ্রাকৃতি যে সকল মধুমক্ষিকা বৃক্ষকোটরাভ্যন্তরে অত্যন্ত

পিণ্ডাকার মধু সঞ্চয় করে, তাহাদিগকে পুত্তিকা বলে এবং তৎকৃত মধুকে পৌত্তিক মধু বলে। ইহা—রূক্ষ গুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তপ্রকোপক, দাহজনক, রক্তদূষক, বাতবর্দ্ধক, বিদাহজনক, মেহনাশক, মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারক এবং গুহ্যাদির ক্ষত নাশক।

ছত্র মধুর লক্ষণ ও গুণ—হিমালয় প্রদেশের বনে প্রকার কপিলপীতবর্ণ মক্ষিকা ছত্রাকারে মধুচক্র রচনা করে; সেই মৌচাকে সঞ্চিত মধুকে ছত্র মধু বলে। ইহা—কপিলপীতবর্ণ, পিচ্ছিল, শীতল, গুরুপাক, মধুরবিপাক, তৃপ্তিকারক, অধিক গুণশালী এবং ক্রিমি, শ্বিত্র, রক্তপিত্ত,প্রমেহ, ভ্রম, তৃষ্ণা, মোহ ও বিষ বিনাশক।

আর্ঘ্য মধুর লক্ষণ ও গুণ—জরৎকারু মুনির আশ্রমজাত মধুকবৃক্ষের অর্থাৎ মৌয়া গাছের নির্য্যাসকে অর্থাৎ আটাকে আর্ঘ্য বলে, ইহা মালবদেশে শ্বেতক নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন—তীক্ষ্ণতুণ্ডবিশিষ্ট, পীতবর্ণ, ষট্‌পদবিশিষ্ট মধুমক্ষিকাকে আর্ঘ্য এবং তৎকৃত মধুকে আর্ঘ্য মধু বলে। ইহা—চক্ষুর পক্ষে অতিশয় হিতসাধক, অতিশয় কফপিত্তনাশক, কষায় ও তিক্তরসাত্মক, কটুবিপাক, বলকারক ও পুষ্টিকর।

ঔদ্দালক মধুর লক্ষণ ও গুণ—কপিলবর্ণ ক্ষুদ্রাকৃতি একপ্রকার মক্ষিকা আছে, সেই সকল মক্ষিকা প্রায়ই বল্মীক মধ্যে বাস করে। এই সকল মক্ষিকা দ্বারা কপিলবর্ণ, অথচ অল্প মাত্রায় যে মধু প্রস্তুত হয়, তাহাকে ঔদ্দালক মধু বলে। ইহা—রুচিকারক, স্বরপরিষ্কারক, কুষ্ঠ নাশক, বিষনিবারক, উষ্ণবীর্য্য, কষায় ও অম্লরসবিশিষ্ট, কটুবিপাক ও পিত্তজনক।

দাল মধুর লক্ষণ ও গুণ—যে মধু পুষ্প হইতে বিগ-

লিত হইয়া পত্রোপরি পতিত হয় তাহাকে দালমধু বলে। ইহা—অম্ল ও কষায় রসাত্মক, লঘুপাক, অগ্নিদীপক, কফনাশক, রূক্ষ-গুণযুক্ত, রুচিজনক, বমিনাশক, প্রমেহ নিবারক, অত্যন্ত মধুর-রসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, পুষ্টিকারক ও অত্যন্ত ভারী।

নূতন ও পুরাতন ভেদে মধুর গুণ—নূতন মধুর—পুষ্টিকারক, কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মনাশক ও সারক। পুরাণমধু—মল-রোধক, রূক্ষগুণযুক্ত, মেদোনাশক ও দেহের কৃশতাকারক।

মধু, চিনি ও গুড় বৎসরাতীত হইলেই পুরাতন বলা যায়।

সবিষ ভ্রমরগণ বিষাক্ত পুষ্প হইতে রস সংগ্রহ পূর্ব্বক মধু প্রস্তুত করে; এই নিমিত্ত শীতল মধুই—অতীব গুণদায়ক।

বিষাক্ত বশতঃ উষ্ণমধু, উষ্ণদ্রব্যযুক্ত মধু, অথবা উষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে বা উষ্ণকালে মধু বিষের ন্যায় অনিষ্টকর।

মোমের নাম—মদন, মধুচ্ছিষ্ট, মধুশেষ, সিক্থক, মধ্বা-ধার, মদনক ও মধুষিত; এই সাতটি মোমের নাম।

মোমের গুণ—মোম—মৃদু, অত্যন্ত স্নিগ্ধ, ভূতদোষ-নাশক, ব্রণরোপক, ভগ্ন সন্ধানকারক এবং বাত, কুষ্ঠ, বিসর্প ও রক্তদোষনাশক।

মধুবর্গ সমাপ্ত।

ইক্ষুবর্গ।

আকের নাম—ইক্ষু, দীর্ঘচ্ছদ, ভূমিরস, গুড়মূল, অসি-পত্র ও মধুতৃণ; এই সাতটি ইক্ষুর নাম।

আকের গুণ—ইক্ষু সাধারণতঃ—রক্তপিত্তরোগনাশক

বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, কফপ্রকোপক, মধুরবিপাক, মধুররস-বিশিষ্ট, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, গুরুপাক, মূত্রবর্দ্ধক ও শীতবীর্য্য।

ইক্ষুর প্রকারভেদ—পৌণ্ড্রক, ভীরুক, বংশক, শতপোরক, কান্তার, তাপসেক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, সূচিপত্রক, নৈপাল, দীর্ঘপত্র, নীলপোর ও কোশকৃৎ, এই শব্দগুলি প্রত্যেকে এক এক জাতি ইক্ষুর নাম।

পৌণ্ড্রক ও ভীরুক ইক্ষুর গুণ—পৌণ্ড্রক ও ভীরুক এই দুইপ্রকার ইক্ষু—বাতপিত্তপ্রশমক, মধুররসবিশিষ্ট, মধুরবিপাক, অত্যন্ত শীতবীর্য্য, পুষ্টিকারক ও বলকারক।

বংশক ইক্ষুর গুণ—বংশকনামক ইক্ষু—দীর্ঘপর্ব্ববিশিষ্ট, অত্যন্ত কঠিন ও ক্ষারসংযুক্ত।

শতপোরক ইক্ষুর গুণ—শতপোরক নামক ইক্ষু—কিঞ্চিৎ কোশকার ইক্ষুর ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য, ক্ষারবিশিষ্ট ও বাতনাশক।

কান্তার ইক্ষুর গুণ—কান্তার নামক ইক্ষু—গুরুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, কফপ্রকোপক, পুষ্টিকারক ও সারক।

তাপস ইক্ষুর গুণ—তাপস নামক ইক্ষু—কোমল, মধুররসবিশিষ্ট, কফপ্রকোপক, তৃপ্তিকারক, রুচিজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও বলকারক।

কাণ্ডেক্ষুর গুণ—কাণ্ডেক্ষু—তাপসেক্ষুর ন্যায় গুণবিশিষ্ট এবং বায়ুপ্রকোপক।

সূচিপত্র, নীলপোর, নৈপাল ও দীর্ঘপত্র ইক্ষুর গুণ—সূচিপত্র, নীলপোর, নৈপাল ও দীর্ঘপত্র নামক ইক্ষু সকল—বাতপ্রকোপক, কফ পিত্তনাশক, কষায়রসাত্মক ও বিদাহজনক।

কোশকৃৎ ইক্ষুর গুণ—কোশকৃৎ নামক ইক্ষু—গুরুপাক, শীতবীর্য্য এবং রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগ বিনাশক।

পক্বাপক্ক ভেদে—কচি আক—কফকারক এবং মেদঃ ও মেহরোগ উৎপাদক। বাতি আক—বাতনাশক, মধুর-রসাত্মক, কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ ও পিত্তনাশক। পাকা আক—রক্তপিত্ত-রোগনাশক এবং বল ও বীর্য্যবৰ্দ্ধক।

ইক্ষুর মূল, মধ্য ও অগ্রভাগের গুণ—ইক্ষু মূলদেশে—অত্যন্ত মধুররস, মধ্য ভাগে মিষ্টরস এবং অগ্রে ও গ্রন্থিতে লবণরস অবস্থিতি করে।

দন্তনিষ্পীড়িত ইক্ষু রসের গুণ—দন্তনিষ্পীড়িত ইক্ষু-রস—রক্তপিত্ত রোগনাশক, চিনির ন্যায় গুণবিশিষ্ট, অবিদাহী ও কফকারক।

যন্ত্রনিষ্পীড়িত ইক্ষু রসের গুণ—যন্ত্রনিষ্পীড়িত ইক্ষু-রস—মূল, অগ্রভাগ ও গ্রন্থি প্রভৃতি একত্র নিষ্পীড়িত হওয়ায় ও মলসংযুক্ত থাকায়—কিছুক্ষণ পরেই বিকৃত হয়, সুতরাং উহা বিদাহজনক, বিষ্টম্ভকারক ও গুরুপাক।

বাসি ইক্ষু রসের গুণ—বাসি ইক্ষুরস—অনিষ্টকারক, অম্লরসাত্মক, বাতনিবারক, গুরুপাক, কফপিত্তজনক, শোষজনক, ভেদক ও মূত্রবৰ্দ্ধক।

জ্বাল দেওয়া ইক্ষু রসের গুণ—আগুনে জ্বালদেওয়া ইক্ষুরস—গুরুপাক স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, অত্যন্ত তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, কফ, বাত, গুল্ম ও আনাহনাশক এবং কিঞ্চিৎ পিত্তবৰ্দ্ধক।

ইক্ষুজাত গুড়াদির গুণ—ইক্ষুবিকার অর্থাৎ ইক্ষুরসজাত গুড়াদি—পিপাসানিবারক, দাহনাশক, মূর্চ্ছানাশক, রক্তপিত্ত-

রোগনিবারক, গুরুপাক, মধুররসবিশিষ্ট, বলকারক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, বাতনাশক, সারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, মোহনিবারক, শীতবীর্য্য ও বিষসংহারক।

ইক্ষুজাত ফাণিতের লক্ষণ ও গুণ—ইক্ষুরস অগ্নি-দ্বারা পাক করিয়া কিঞ্চিৎ ঘন ও অধিক দ্রব অবস্থায় নামাইলে, তাহাকে ফাণিত বলা যায়। ফাণিত—গুরুপাক, অভিষ্যন্দ-কারক, পুষ্টিকর, কফকারক, শুক্রজনক, বাতনিবারক, পিত্ত-নাশক, শ্রমনাশক ও মূত্রাশয় শোধক।

মিশ্রীর লক্ষণ ও গুণ—ইক্ষুরস—অগ্নিদ্বারা পাক করিয়া কিঞ্চিৎ দ্রব ভাবাপন্ন গাঢ়তর অবস্থায় কোন পাত্রে রাখিয়া, অল্পে অল্পে মলাংশ নির্গত করিয়া ফেলিলে যে ইক্ষু-বিকার প্রস্তুত হয়, তাহাকে মৎস্যণ্ডী অর্থাৎ মিশ্রী বলে। ইহা—ভেদক, বলকারক, লঘুপাক, পিত্তনাশক, বাতনিবারক, মধুররস-বিশিষ্ট, পুষ্টিকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও রক্তদোষনাশক।

ইক্ষু গুড়ের লক্ষণ ও গুণ—ইক্ষুরস অগ্নিদ্বারা পাক করিয়া লোষ্ট্রবৎ কঠিন হইলে, তাহাকে গুড় বলে; গৌড়দেশে মৎস্যণ্ডীকেও গুড় বলে। গুড়—বীর্য্যবর্দ্ধক, গুরুপাক, স্নিগ্ধগুণ-বিশিষ্ট, বাতনাশক, মূত্রশোধক, ঈষৎ পিত্তনাশক এবং মেদ, কফ, ক্রিমি ও বলবর্দ্ধক।

পুরাতন গুড়ের গুণ—পুরাতন গুড়—লঘুপাক, সুপথ্য, অনভিষ্যন্দী, অগ্নিদীপক, পুষ্টিকারক, পিত্তনাশক, মধুররসাত্মক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বাতনিবারক ও রক্তপ্রসাদক।

নূতন গুড়ের গুণ—নূতনগুড়—কফ, শ্বাস, কাস, ক্রিমি ও অগ্নিবর্দ্ধক।

দ্রব্যান্তরের সহিত ইক্ষুগুড় ভক্ষণের গুণ—ইক্ষুগুড় —আদার সহিত ভক্ষণ করিলে কফ বিনষ্ট হয়, হরীতকীর সহিত ভক্ষণ করিলে পিত্ত প্রশমিত হয় এবং শুণ্ঠীর সহিত ভক্ষণ করিলে বাতনিবারিত হয়, অতএব গুড় দ্রব্যান্তরের সহিত সংযুক্ত হইলে ত্রিদোষ নাশক হইয়া থাকে।

খাঁড়গুড়ের গুণ।—খাঁড়গুড়—মধুর রসবিশিষ্ট, বীর্য্য-জনক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, পুষ্টিকারক, শীতবীর্য্য, বাতপিত্ত-নাশক, স্নিগ্ধগুণযুক্ত, বলকর এবং অত্যন্ত বমিনাশক।

চিনির লক্ষণ, নাম ও গুণ—অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ অথচ বালির ন্যায় খণ্ডকে চিনি বলে। ইহার সংস্কৃতনাম শর্করা ও সিতা। ইহা—অত্যন্ত মধুররসবিশিষ্ট, রুচিকারক, অত্যন্ত শীতল, শুক্র জনক এবং বাত, রক্তপিত্তরোগ, দাহ, মূর্চ্ছা, বমি ও জ্বরনাশক।

গুড়জাত ও চিনিজাত মিশ্রীর গুণ—গুড়জাত মিশ্রী—শীতবীর্য্য, রক্তপিত্তরোগনাশক ও লঘুপাক। চিনিদ্বারা প্রস্তুত মিশ্রী—সারক, লঘুপাক, বাতপিত্তনাশক ও শীতবীর্য্য।

মধুজাত চিনির গুণ—মধুজাত শর্করা—রূক্ষগুণযুক্ত, কষায়রসাত্মক, শীতবীর্য্য, কফপিত্তনাশক, গুরুপাক এবং বমি, অতীসার, পিপাসা, দাহ, রক্তদোষনিবারক।

এই সকল পদার্থ যতই নির্ম্মল হইবে, ততই অধিক মধুররস ও স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, লঘুপাক, শীতবীর্য্য ও সারকাদি গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

ইক্ষুবর্গ সমাপ্ত।

দ্রব্যগুণ-পরিচয় সমাপ্ত।